অমরনাথ

নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা—সিমুলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।

সম্বৎ ১৯৩০।
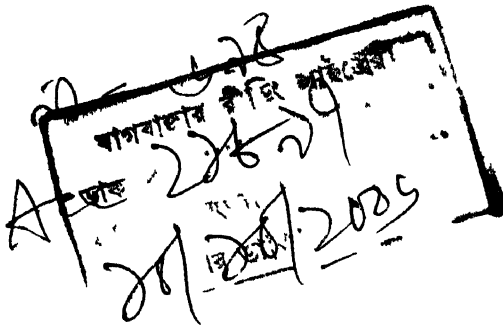
উপহার।

প্রিয়তম

শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু ডাক্তার

প্রিযতমেষু।—

দোস্ত্!

এই গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিবার কারণ সমূহ প্রকটন করা সুসাধ্যও নয়, আর এস্থলে তাহার প্রয়োজনও নাই। তবে যে কিছু বলিতেছি, তাহা তোমাকে বা সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের সন্তান সন্ততি ইহা দৃষ্টে জানিতে পারে যে, তোমায় আমায় এমন কিছু সম্বন্ধ ছিল, যাহার নিমিত্ত জগতে এত লোক থাকিতে আমার পরম যত্নের ধন "অমরনাথ" তোমাকেই উপহার দিয়াছি।

পরন্তু এই গ্রন্থে তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কিছু সাহায্য করিয়াছ, তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়; কিন্তু প্রকারান্তরে তোমার সাহায্য ভিন্ন "অমরনাথ" আদৌ ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রাধ্যক্ষ বাবু কৃষ্ণ-গোপাল ভক্ত ও "গুপ্ত কথার" লেখক বাবু ভুবনচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়,—বিশেষ শেষোক্ত মহাশয়, সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

তোমার—

কৃষ্ণচন্দ্র।

বিজ্ঞাপন।

করাল ও মহান্ সাধারণ!

সভয়ে সকলের পশ্চাতে মহানুভবের করাল অনুৎ-কোচবশ্য দরবারে হাজির হইয়া আমার এই " অমরনাথ " রূপ আদ্দাশপত্রখানি দাখিল করিলাম। আমার সাক্ষী সাবুদ নেই—দলীল দস্তাবেজ নেই; আমি অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং নূতন ব্রতী। আমার হেতুর প্রকৃত অবস্থাই আমার অবলম্বন;—মহানুভবের নিরপেক্ষ বিচারই আমার ভরসা। অপিচ যদিও মহাত্মা কখনো কখনো অবিচার বা অন্যায় বিচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পরে বিলম্বেই হউক, আর অবিলম্বেই হউক, আপনিই আবার আপনার নিষ্পত্তিপত্র খণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বিচারে ন্যায্য হুকুম প্রচার করেন। আমি মহানুভবের নিকট প্রচলিত প্রথা মত কাকুতি মিনতি করিব না; কেন না আমি বেশ জানি, নূতন গ্রন্থ সম্বন্ধে দয়া বা আনুকূল্য প্রকাশ করা মহাভাগের অভ্যাস নয়,—স্বভাব তো নয়ই। অনেকানেক লেখকের ন্যায় আমি একথাও বলিব না যে, আমার গ্রন্থখানা নিতান্ত অপদার্থ ও আমি নিজে অতি অভাজন। যে হেতু যিনি ঐ কথা বলেন—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—তিনি ভাবেন এক, বলেন আর। আর তাতে লাভ কি? গুণের কার্য্য কি রোদনে হয়?—

বিশেষ সাধারণের কাছে। গ্রন্থের কথাই সাধারণের গ্রাহ্য; গ্রন্থকারের কথায় কি হয়?—বিশেষ প্রথম গ্রন্থকারের কথায়।

কথিত হইয়াছে, আমি নূতন ব্রতী।—বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখা দূরে থাক্, কদাচিৎ পড়া ঘটিয়াছে। তাতে আবার যখন এবং যেখানে এই গ্রন্থখানি লেখা হইয়াছিল, তখন এবং তথায় কোনো অভিনীত বাঙ্গালা নাটকের সদ্ভাব ছিল না। সুতরাং পরিমাণের আন্দাজ না পাইয়া আমাকে আন্দাজে আন্দাজে লিখিতে হইয়াছিল। পরে কলিকাতায় আসিয়া জানিলাম, অতি বৃহৎ হইয়াছে। খর্ব্ব করিবার কল্প করিলাম;—তাহাতে কতিপয় মহোদয় কহিলেন যে, যেমন একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে খর্ব্ব করিতে গেলে তাহার হস্তপদ বা মস্তক কর্ত্তন করিয়া অঙ্গহীন করিতে হয়, তদ্রূপ হইবে। আর শুদ্ধ অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত খর্ব্ব করা;—তা যদি অভিনয়ের যোগ্য বলিয়া সাধারণের বিবেচনা হয়, তবে আরম্ভ হইতে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলে চলিতে পারে। আমাদের বিবেচনা এই, এক্ষণে সাধারণের বিবেচনাই বিবেচনা।

নিবেদক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।
নিঃ,—টাকী।

কলিকাতা।
শ্রাবণ,—১২৮০।

অভিনেতৃগণ।

পুরুষ।

শিবনাথ রায় ··· ··· ··· ··	লোকনাথপুরের জমিদার।
শ্যামরতন রায় ··· ·· · · ···	জমিদারের পুত্র।
অমরনাথ মিত্র ··· ··· ··· ···	এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল
ষাঁড়েশ্বর মিত্র ··· ··· ·· ··	অমরনাথের জ্যেষ্ঠ।
সুশীলচন্দ্র ··· ··· ··· ···	অমরনাথের পুত্র।
বলদবাহন ··· ··· ··· ···	ষাঁড়েশ্বরের পুত্র।
মতিলাল দত্ত ··· ··· ··· ···	অমরনাথের বন্ধু—হিতৈষিণী সভাধ্যক্ষ।
দ্বিজরাজ সোম ··· ··· ··· ···	হিতৈষিণী সভা সম্পাদক।
দীনবন্ধু পালিত জয়গোপাল মল্লিক হীরালাল দে হরিশ্চন্দ্র সাণ্ডেল ··· ··· ···	হিতৈষিণী সভার সভ্যগণ।
গণেশচন্দ্র চৌধুরী ··· ··· ··· ···	এক জন ধনী মাতাল—গবেশ-চন্দ্র আখ্যাত।
শীতলচন্দ্র বিশ্বাস ··· ··· ··· ···	গণেশচন্দ্রের তোষামোদকারী।
অমৃতলাল বসু ··· ··· ··· ···	বি, এ, পরীক্ষা অনুত্তীর্ণ।
গিরীশচন্দ্র সেন ··· ··· ··· ···	ডাক্তার।
রামনারায়ণ ঘোষ ··· ··· ·· ···	বকুলতলার ঘোষ ঠাকুর নামে খ্যাত।

রাধামোহন সরকার … … … অমরনাথের পিসতুত ভাই।

সুসারময় রায় … … … … হালিসহর বাসী—এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ।

রামদুর্লভ তর্কপঞ্চানন … … … মাণ্ডট পণ্ডিত।

রাধাগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ … … টোলের পণ্ডিত।

গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় … … তর্কপঞ্চাননের পুত্র—বিয়ে পাগ্‌লা ঠাকুর আখ্যাত।

হরপ্রসাদ শিরোমণি
নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় } … দুইজন কাশীনিবাসী।

গোপীনাথ দাস … … … … অমরনাথের ভৃত্য।

গোকুল দাস … … … … মতিলালের ভৃত্য।

ডিপুটি মেজেষ্টর, দারোগা, কনষ্টেবল, রামকৃষ্ণ সা, গ্রামবাসী, অন্ধ আতুর, গ্রেহাম সাহেব, ইস্কুলের ছাত্র, বাজারের দোকানদার।

স্ত্রীলোক।

কমলবাসিনী … … … … অমরনাথের স্ত্রী।

ভৈরবী … … … … … … ষাঁড়েশ্বরের স্ত্রী।

চারুকমল … … … … … অমরনাথের কন্যা।

নীলনলিনী … … … … … চারুকমলের সই।

জয়ার মা … … … … … অমরনাথের ধাত্রী।

শৈলবাসিনী … … … … শ্যামরতনের স্ত্রী।

ব্রহ্মময়ী … … … … … শৈলবাসিনীর মাতা।

বিনোদিনী … … … … … জমিদারের নপুংসক সন্তান।

বিবি গ্রেহাম ও বিদ্যালয়ের বালিকাগণ।
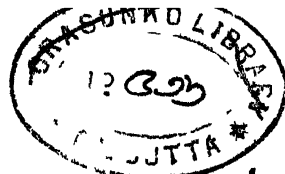
অমরনাথ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লোকনাথপুর গ্রাম।

(বকুলতলার ঘোষঠাকুরের বাটীর সম্মুখে বকুলতলা।
একদিকে ঘোষ ঠাকুর তামাক টানিতে টানিতে,
অন্য দিক হতে রাধামোহন সরকার এক
হস্তে জলের ঝারি ও এক হস্তে
আস্‌স্যাওড়ার দাঁতন করিতে
করিতে প্রবেশ।)

রাধা। কি মহাশয়! আজ যে এত ব্যালা? আমি আর একবার এসে দেখে গিয়েছি।

ঘোষ। এস, এস। ঐ পিঁড়ে খানা লোয়ে, ভাল হোয়ে বোস।

রাধা। থাকু থাকু, তার জন্যে কি? এ আপনার জায়গা। (পিঁড়ে লইয়া উপবেশন)

ঘোষ। হাঁ, আজ কিছু ব্যালা হোয়েচে বটে। যে গরমি! একে তো আমাদের বৃদ্ধকালের নিদ্রা, জলের প্রলেপ, দিতে দিতে শুকিয়ে যায়। এই একটু তন্দ্রা এল, আবার একটু কিছু খুট্‌ কোরে শব্দ হল তো ভেঙে গেল। যাকে সুষুপ্তি বলে, তা তো হয়ই না।

অনেক কষ্টে যদি একটু কাক নিদ্রার মত হল, তাও তখনই নেই। যেন গবা ছেলের পাঠ অভ্যাস করা; এক প্রহর ঘ্যান ঘ্যান কোরে কোরে যদি 'বা একটু সড় গড় হল, তা যেই বই ঢেকেছে, আর অমনি আমড়ার আঁটির মত ফুড়ুৎ কোরে হোড্‌কে গিয়েছে। তাতে এই গ্রীষ্ম; সমস্ত রাত্রের মধ্যে হাতের পাখা ছাড়্‌বার যোঁ নেই। আবার মশারি ফ্যাল, তো গরমিতে মর; মশারি না ফ্যাল, তো যে রক্ত টুকু আছে, তা মশাকে হরিরলুট দাও। সেই প্রাতঃকালে একটু ঠাণ্ডা পড়ে, সেই সময়টি নিদ্রার আকর্ষণ হয়। সুতরাং বেলা হোযে পড়ে।

রাধা। মহাশয় এবারকার গরমির কথা আর কিছু বোল্‌বেন না। এখনও চৈত্র মাস, তাতেই এই, আরও তো আস্ত কাল পোড়ে আছে। তবে দেখুন দেখি মহাশয়, আপনি যে বলেন, বড় মানুষ হওয়া বড় পাপ। মনে কোরে দেখুন দেখি,—যারা বড় মানুষ, আজ কাল তারা কি সুখে আছে। তোফা খস্ টাটি লেগেছে, অনবরত পাখা চোল্‌ছে, বরফের জল খাচ্চে। সেখানে গেলে গরমি যে কাকে বলে, তা মনে ভেবেও আনা যায় না। যেমন রিপু্ আক্রান্ত দেশের রাজা কেল্লায় বোসে রিপুব আস্ফালন তুচ্ছ করে, তেমনি ধনী লোকেরা আপন বৈঠকখানায় বোসে ঋতুর উপদ্রবে তাচ্ছীল্য করে। ঋতু জন্য তাদের ক্লেশ হওয়া দুরে থাকুক, বরং ঋতু সকল তাদের আজ্ঞাকারী হোয়ে সহায়তা করে। গরমি কালে শীত এসে গরমি হতে রক্ষা করে, আবার শীতকালে গরমি পাহারা দিয়ে শীতকে প্রবেশ হতে দ্যায় না।

ঘোষ। ভাল, ভাল, ভাল। আরে তোমার যে বিলক্ষণ বক্তৃতা-শক্তি আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। শীত প্রহরী হোয়ে গ্রীষ্ম হতে রক্ষা করে, গ্রীষ্ম প্রহরী হোয়ে শীত হতে রক্ষা করে। শালার বেটা রাগা,

রামার বেটা শামা। হেঃ হেঃ হৈঃ! তোমাদের কতগুলি লোকের সংস্কার এই যে, সুন্দরী স্ত্রী হলেই গৃহাশ্রমের সুখের চরম হল, আর ধন সম্পত্তি হলেই পৃথিবীর সুখের আর বাকী থাকুল না। যেমন কেশে ধোপার থুড় পাগল হয়ে পাকা কাঁঠাল পাকা কাঁঠাল কোরে কোরে ব্যাঁড়াত, তেমনই বড় মানুষ বড় মানুষ কোরে তোমাদের এক বাই হয়েছে। যাদের তোমরা বড় মানুষ বোলে ভাবে গদ গদ হোয়ে ঢলে পড়, আমি তাদের মানুষ বোল্‌লেও পারি, ঐ এক রকম জানোয়ার বোল্‌লেও পারি। যার হস্ত পদাদি থেকেও নেই। পা আছে, কিন্তু দু পা চোল্‌তে হলে পরের পা ব্যবহার কোত্তে হয়। হাত আছে, কিন্তু একটা কর্ম্ম কোত্তে হলে পরের হাত না হলে হয় না। এই গরমি কালে একটি একটি আপন কোটরে বোসে আছেন, যেন কুলুঙ্গির গণেশটি। সর্ব্বাঙ্গ যেন পাকা নিচুর মত ঘামাচিতে ঢেকে বেআকার কোরে ফেলেছে। তা আবার চুল্‌কোবার যো নেই। হাত দুখানি কচ্ছপের হাতের মত পিঠ পর্য্যন্ত পোঁচোয় না। সুধু ভুঁড়ির উপরেই ঘোরে ফেরে। যদি হাস্‌তে কি কাশ্‌তে হল, তবেই পাঁচ জনে দাঁড়ায়ে দ্যাখ্‌বার উপযুক্ত একটি তামাসা উপস্থিত হল। সর্ব্বাঙ্গ শরীর দুল্‌তে লাগ্‌ল, ভুঁড়ি নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল, যেন বদ্দি-নাথের গোরুর নাচ আরম্ভ হল। আর অমনি পাহাড়ের ঝরণার মত সব ঘর্ম্মের স্রোত বয়ে চোল্‌ল। আবার এদিকে পিঠের ঘামাচি ভয়া-নক চিড়বিড়িয়ে উঠ্‌ল; তা হাতে তো চুল্‌কবার যো নেই, সুতরাং দেলের গায় কি তাকিয়ার গায় যেন ষাঁড়ের মত গা ঘষ্‌তে লাগ্‌লেন। অধিক কথা কি, ভালরূপে একটি নিশ্বাস ছাড়্‌বার যো নেই।—যেন উদরীর রোগীর ন্যায় উঠ্‌তে, বোস্‌তে, পাশ ফিত্তে কেবল আহ! উহ্‌! এই মাত্র শুনা যায়। রাম, রাম! অমন বড় মানুষ হওয়া মহা

পাপ! তা যাক্, তুমি যে কাল আসি বোলে গেলে, তার পর যে আর দেখ্‌লেম না?

রাধা। আর কি? টেক্সো।

ঘোষ। হঁা, তার কি? একটু খুলে বল।

রাধা। আমার বাড়ীর উপরে গোপালে কৈবর্ত্তবা স্ত্রীপুরুষে একখানি কুঁড়ে বেঁধে বাস কোরে আছে,—বোধ হয় জানেন।

ঘোষ। হঁা হঁা, জানুব না কেন? রামা কৈবর্ত্তের ছেলে। ওব পিতামহ নিধিরাম দফাদার একটা মাতব্বর লোক ছিল। ওদের বহু পরিবার, আর বিলক্ষণ সমস্থান ছিল। রামার বড় আর ছ ভাই ছিল। তাদের সব ছেলে পিলে নাতি নাৎকুড় খুব জাঁক পাট ছিল। তা আটাশ সালের মড়কে একেবারে সব মোরে প্রায় ভিটে নিস্প্রদীপ হয়ে গেল। কেবল ঐ রামা ছোঁড়া ছিল। তারই ছে—

রাধা। রামার আমলেও কিঞ্চিৎ বিষয় ছিল আমরা শুনেছি।

ঘোষ। হঁা, তা ছিল বটে; কিন্তু সে কি আর থাই পায়? যেমন হাতী হাবড়ে পোড়্‌লে সে আপনার শবীরেব ভারেতেই আপনি বোসে যায়; তেমনই সুখের অবস্থার মানুষ দুঃখে পোড়্‌লে তখনও তার চাল চলন ভারি থাকে; সুতরাং সে ভারের উপযুক্ত অবলম্বন না থাকায় ক্রমশ তার অধঃপতন হয়। এই ভাবে শেষাবস্থায় রামা দায়গ্রস্ত হয়ে জেলখানাতেই তার মৃত্যু হয়। তারই ছেলে ঐ গোপালে। তা এখন তার কি?

রাধা। সেই গোপালে রোগে জরা, লোড়্‌তে পাবে না। কোন মতে আমার হাট্‌টা বাজারটা করে। আমি মাসে দেড়্‌টি কোরে টাকা আর এক সন্ধ্যা খোরাক, এই দিয়ে থাকি। তাতে দুটি প্রাণীর এক সন্ধ্যাও ভালরূপ চলে না। সেই মানুষের টেক্স ধোরেছে মাসে

চার আনা। দেবে কোত্থেকে? স্থতরাং দেড় টাকা না দু টাকা বাকী হওয়াতে তার ঘরের দরজা খুলে নিলেম কোরে লবার হুকুম হয়। তা তার ঘরের দরজা তো নেই, দুদিকে দুখানা আগোড় 'ছিল। তাই একখানা পাঁচ পয়সা আর একখানা তিন পয়সা ডাক হয়ে বিক্রি হলো!

ঘোষ। হেঃ হেঃ হেঃ! এ ইষ্টেটের খরিদার যুট্‌ল কোথায়?

রাধা। খরিদার ওরই মাসতুত ভাই। তার ঘরে আগোড়ও ছিল না। সেই কিনে নিয়েছে। তা আবার শুন্‌তে পাচ্চি তারও টেক্স দেনা হয়েছে। বুঝি ঐ ইষ্টেট আবার নিলেম হয়।

ঘোষ। তবে আপনার নামে না ডেকে বেনামী ডেকে রাখ্‌তে পারে নি? হাঃ হাঃ! এমন তামাসাও সব হোচ্ছে। তার পর তুমি তাতে কি কোল্লে?

রাধা। আমি তাই ডেপুটি বাবুর কাছে গিছ্‌লেম। তিনি না কি মুণি স্থবলের চার ষোন। যদি এ টেক্সটা মাফ হয়। তা তিনি বোল্‌লেন, অমন অনেকের হয়েছে। এখন কাকে রেখে কাকে মাফ করা যায়। বিশেষতঃ এবৎসর ফর্দ্দে নাম চোড়ে গেছে, এখন আর কিছু হোতে পারে না। তার পর আবার বন্দোবস্তের সময় যদি সকল মেম্বরের বিবেচনা হয় তো দ্যাখা যাবে।

ঘোষ। বস্! চুক্‌ল লেঠা। এটি কেমন হল তা জান? আমাদের এইখেনে ধনা মক্কারা বোলে একজন ছিল। তার মায়ের শ্রাদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ কোল্লে। সকলেই উপস্থিত হয়ে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বোসেই আছে। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। তার পর সকলে যখন বড় গোলমাল কোত্তে লাগ্‌ল, তখন ধনা বেরিয়ে এসে হাত যোড় কোরে বোল্লে, মহাশয়রা কেন গোল করেন? বিবেচনা কোরে দেখুন,

আমার অপরাধ কি? যতগুলি লোকের ফর্দ্দ ধরা ছিল, সেই মত আয়োজন করা গিয়েছে। কিন্তু আপনারা তার অপেক্ষা অধিক লোক আগমন কোরেছেন। সে আমার সৌভাগ্যই বোল্‌তে হবে। কিন্তু আমি এখন কাকে রেখে কাকে দি। অতএব মহাশয়রা এবার যা হয়েছে তার আর চারা নেই। আমার পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁর শ্রাদ্ধের সময় আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি পেরে উঠি, তবে পুর্ব্বক্ষণেই তার বিবেচনা করা যাবে।

রাধা। হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার কাছে না হলে মজার কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় না।

(একজন প্রতিবাসীর, এক হস্তে আস্‌স্যাওড়ার দাঁতন এক হস্তে জলের গাড়ু, প্রবেশ)

ঘোষ। এস, এস।

প্রতি। কি মহাশয়! বড় যে হাসি খুসি হোচ্চে!

ঘোষ। হাঁ, হাসি হোচ্চে বটে, কিন্তু খুসি হোচ্চে না।

প্রতি। সেকি মহাশয়! এটা যে দেখি নুতন কথা। কাল শেষ রাত্রে কাঠ ফাটা রৌদ্র পোড়েছিল নাকি? খুসি বিনে হাসি!

ঘোষ। কেন? তুমি কি চোড়ুকে হাসি দেখ নি? এ তেমনি টেক্স হাসি।

প্রতি। ওঃ! তবে এখন বুঝ্‌লেম। আঃ! মহাশয় ও কথা আর কিছু বোল্‌বেন না। দীন দুই বেচারা টাকা চল্লিশেকের বিচ্‌লি রেখেছিল, বর্ষাকালে বিক্রি কোরে কিছু পাবে। তা ইন্‌কম টেক্সের অশ্বেশ্বর তাকে দু টাকা মাসে ধোরেছে,—বলে,—তোমার বাণিজ্য ব্যবসা আছে। এই বোলে টাকা ষোল তার নামে বাকী কোরে তার সে বিচ্‌লির গাদাটি নিলেম কোরে নিয়েছে!

ঘোষ। যা বোলে! সেই নিলেমের সময় এক কর্ম্ম কোর্ত্তে হয়। ঐ বিচ্‌লির গাদার এক দিকে আগুন ধোরিয়ে দিয়ে, আর খোদ্দের বোলে তাল ঠুকে দাঁড়াতে হয়। তা হলেই—(ন্যায়বাগীশকে দূরে দেখিয়া) দেখ, দেখ, দেখ, ন্যায়বাগীশ বড় তেজ কদমে ছুটেছেন। বোধ হয়, টেক্স কুকুরে মাছি লেগেছে! ডাক, ডাক, ডাক। ও সব লোকের মুখে এ সকল কথা শুন্‌তে আমোদ আছে।

প্র। ন্যায়বাগীশ মহাশয়! কোথায় আগমন হোয়েছে? এই দিকে একবার পায়্‌ ধূল দিয়ে যান।

ন্যায়। কোথা আগমন তা বোল্‌তে পারিনে। এই টিক্‌স আলেয়াতে ঘুরুচ্চে। কোথায় নিয়ে ফ্যালে, তা বোল্‌ব কেমন কোরে?

(ন্যায়বাগীশের নিকটে আগমন)

সকলে। প্রাতঃপ্রণাম!

ন্যায়। প্রাতর্জ্জয়স্তু! অচিরাৎ উচ্ছিন্ন যাও! শীঘ্র নিপাত হও!

ঘোষ। সেকি মহাশয়! কোথায় প্রাতর্জ্জয়স্তু, কোথায় অচিরাৎ উচ্ছিন্ন?

ন্যায়। ইচ্ছায় বলি? গাত্র জ্বালায় বলি!

ঘোষ। ক্যান মহাশয়! অপরাধ?

ন্যায়। সহস্র বার! আমার এই কষ্ট, আহার চলা ভার, তুই এ কথা জেনেও জানিস্‌নে?

ঘোষ। ভাল, তা এ কথা জেনে আমি তার কি কোর্‌ব?

ন্যায়। আরে আমি কি তোমাকেই বোল্‌ছি?

ঘোষ। তবে কাকে বোল্‌ছেন মশাই?

ন্যায়। আরে এই ইনিকম টিক্‌সের অশ্বশুয়র। আমাদের মদন বোস খুড়র পৌত্র। এ ছোঁড়া বাপের কুপুত্র। পূর্ব্বে যখন দেখা হোত, তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা, বিনয়ের সহিত কথা বার্ত্তা কওয়া, যেমন

চাই, সকলই ছিল। হেদে এই কর্ম্মটা হওয়া পর্য্যন্ত আর সে ভাব নেই। পূর্ব্ব জন্মের কথা স-অ-ব ভুলে গেছে। ছুঁচো ফুলে হাতী হয়েছে, শামুক পাছ ফিরায়ে শঙ্খ হয়েছে, মুচে দাড়ি রেখে মোল্লা হয়েছে। বিলক্ষণ জানে যে, আমাদের কিছু নেই, ভিক্ষোপজীবী, তথাচ মাসে এক টাকা টেক্স ধোরেছে। টেক্সের পরিমাণ অধিক দেখাতে পার্ল্লে নাকি বেতন বৃদ্ধি হবে, পদের উন্নতি হবে।

ঘোষ। তবে এখন তারই কাছে যাচ্ছেন নাকি?

ন্যায়। না, না; তার কাছে কি যাবার যো আছে? না—গেলে সে কথা কয়? এখন যাচ্ছি ডেপুটির কাছে। তিনি নাকি মনুষ্য ফলের ছার-মান। ইনিকম টিক্স্‌স বাদে যে আরও কতগুলি আছে।

ঘোষ। আহা! টেক্সের জ্বালায় লোকগুলকে যেন শয্যাকণ্টকের রোগীর ন্যায় অস্থির কোরে ফেলেছে। বিলিতি ভ্রাণ্ডার গাছে দেশ ছেঁকে নিয়েছে, তাতে লোক মোর্চ্ছে রোগে, আর টেক্সেব জ্বালায় মোর্চ্ছে না খেয়ে। যেমন পঙ্গপাল এসে পোড়ে ক্ষেতের শস্য নাশ করে, তেমনই ঝাঁকে ঝাঁকে টেক্স এসে পোড়ে লোকের আহারের সম্বল নাশ কোরে গেল!

ন্যায়। এখনও হয়েছে কি? আবার শুন্‌তে পাচ্চি, লেপ্টাণ্টান গোবানরের নাকি হুকুম হয়েছে যে, সহরে যত জিনিস তরি তরকারি ইত্যাদি বিক্রয় হতে আস্‌বে, তত্তাবৎ সামগ্রীরই নাকি টেক্স হবে।

ঘোষ। এর পরে মস্তকে শিখা রাখ্‌লেও টেক্স দিতে হবে।

ন্যায়। আদায় না হলে কি ঐ শিখা নিলেম কোরে লবে নাকি?

ঘোষ। তা আটক কি? এই যেমন দীন হুইয়ের বিচ্‌লি বিক্রি কোরে নিলে। তা যাক্‌।—মহাশয় না একদিন বোল্‌ছিলেন যে, অমরনাথ বাবু আপনার টেক্সের ভার লয়েছেন, আর আপনার টোলে দু চারটি ছাত্র পড়ে বোলে আরও কিছু মাসিক দিতে চেয়েছেন?

ন্যায়। হাঁ, তা দিতে চেয়েও ছিলেন, আর তিনি যত দিন বাড়ীতে ছিলেন, তা দিয়েও ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদেশ যাওয়া পর্য্যন্তই বন্দ, আর পাইনে। সুধু আমার বোলে কেন? অনেকেরি বরাদ্দ আছে, তা তারা কেউই পায় না।

ঘোষ। কেন, তিনি কি পাঠান না?

ন্যায়। পাঠিয়ে তো থাকেন শুন্‌তে পাই তাঁর দাদার কাছে; তা তিনি যেমন ব্যক্তি, তাতো অগোচর নাই। আবার তাতে হোচ্ছেন জমীদারের বাড়ীর দেওয়ান। বাঘের দেওয়ান গো বাঘা। তাঁর কাছে চাইতে ভয় করে তার পাওয়া!

ঘোষ। আপনারা কি চেয়ে দেখেছেন, না সুদ্ধ ভয় করে বোলেই বোসে আছেন?

ন্যায়। আমি স্বয়ং চাইনি বটে, কিন্তু নিধিরাম বিদ্যারত্ন দাদা —আহা ব্রাহ্মণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ—এ ক্লেশ সহ্য কোর্ত্তে না পেরে চাইতে গিছ্‌লেন। কিছু হবে না, তা এক প্রকার কৃতনিশ্চয়ই ছিল, তবু যেমন চৌর্য্যের দ্বারা লোকের সর্ব্বস্বান্ত হলে, জ্বালা সহ্য কোর্ত্তে না পেরে একবার পুলিসে জানায়, যদিও জান্‌চে কিছু হবে না।

রাধা। আজ্ঞে হাঁ, যেমন সাংঘাতিক রোগ হলেও প্রাণের মায়ায় লোকে একবার দেবতার পূজা দিয়ে দেখে, যদিও জান্‌চে কিছু হবে না।

ন্যায়। আরে তোমরা তো কতগুলি হয়েছ হিঁদুর গোরু মুসলমানের শূয়র। না হিঁদুর দেবতাই মান, না মুসলমানের পীরই মান। তা হবেই তো; শাস্ত্র তো আর মিথ্যা হবে না। কলিতে সব একাকার হবে, পিতৃ মাতৃর প্রতি ভক্তি থাকুবে না, স্ত্রীর বশীভূত হবে, খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকুবে না, ম্লেচ্ছের অধিকার হবে। এই রোগ, শোক, মন্বন্তর, টেক্স, কেক্স, এ সবই তো এই জন্যেই হোচ্ছে!

রাধা। (জনান্তিকে) টেক্সের কথাও কি শাস্ত্রে ছিল নাকি?

ন্যায়। শাস্ত্রে যে যে গুলি বোলে গিয়েছেন, তা প্রায় সকলই হয়েছে, শুদ্ধ মহাপ্রলয়টা হয়ে পৃথিবী রসাতল হতে বাকী। তা রাধা-মোহন ভায়া প্রভৃতি জন কত লোক আর কিছুদিন বেঁচে গেলে, এই লোকনাথপুর তো হবে। তবে কিনা পৃথিবীর অপরাংশ সকল আর কিছু দিন থাকুতে পারবে, যেহেতু লোকনাথপুরের ন্যায় পাপ ভারাক্রান্ত আর কোন স্থানই এখনো হয নি।

ঘোষ। হেঃ হেঃ হেঃ! মহাশয় উত্তম আজ্ঞা কোরেছেন। তাইই বটে। ওঃ! সেই সকল সাধু পুরুষদের কি দৈব ক্ষমতাই ছিল! দেখ, কত কাল পূর্ব্বে যা যা বোলে গিয়েছেন, সেগুলি প্রতি বর্ণে সম্পন্ন হোচ্ছে। তার পর মহাশয়, যে কথা বোল্‌ছিলেন?

ন্যায়। হাঁ, তার পরে বিদ্যারত্ন দাদা গিয়ে তাঁর মাসিক টাকা চাবা মাত্র অমনি যেন হঠাৎ একটা তেতালা বাড়ী ভেঙে পড়ার ন্যায় শব্দ কোরে উঠেছে। বলে "যাও যাও ঠাকুর! কোথায় টাকা? কোথায় কড়ি? যে নবাবি ফলিয়ে গিয়েছে, তারি কাছে যাও। আমার ও সকল ভ্যানভেনি ভাল লাগে না।" তিনি বলেন যে "তবে অমরনাথকে পত্র লিখি, তিনি লোককে এমন মিথ্যে আশা কেন দেন।" এই বলে "দ্যাখ্ বিট্‌লে বামন! তুই যদি পত্র লিখে আবার তাকেও এমনি বিরক্ত কোর্‌বি, তো জান্‌তে পার্‌বি। তুই যে আমার কাছে খত্ লিখে দিয়ে পোনেরো টাকা কর্জ্জ নিয়েছিস্, তা কি মনে নেই?" তিনি বলেন "ও দুরাত্মা! ও নরাধম! বোলিস কি?" বলে "বোলি কি, তা যে দিন পত্র লিখ্‌বি, সেইদিন যখন কর্জা টাকার জন্যে দুটি পেয়াদা গিয়ে কমর ধোরে বোস্‌বে, তখনই টের পাবি।" এই দশা তার আর হবে কি? ভিকছেঁ বাজ রাখ্, কোত্তা খোলা লে।

ঘোষ। বলেন কি? এমন! হাঁ তা হবে। তাঁর যে সকল কথা শুন্‌তে পাই, তাতে তাঁর অসাধ্য ক্রিয়া নেই। জমীদারের বাড়ী যে সকল প্রজাপীড়ন কোরে তহশিল কোর্ত্তে হয়, তার অধ্যক্ষতা করেন উনি। ভাল, ওঁর কাছে যে টাকা এসে থাকে, এটা তো নিশ্চয়?

ন্যায়। তা কেমন কোরে বোল্‌ব। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) এই তাঁর পিসতুত ভাই বোসে আছেন। এঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

রাধা। আরে মহাশয় এত ঠাট্টা বিদ্রূপ কেন? আমি তার পিসতুত ভাই, আর অমরনাথ যে সহোদর, তার বেলা কি বোল্‌বেন?

ঘোষ। থাক্ থাক্, রাগারাগী কাজ নাই। এখন এই সব টাকা তাঁর কাছে এসে থাকে কি না, তার তুমি কি জান বল।

রাধা। আস্‌বে না কেন? অমরনাথ দাদা কি তেমনি মানুষ যে, দেব বোলে দেবেন না? তিনি দস্তুর মত বরাবোর পাঠাচ্চেন, তা ওঁর হাতে টাকা পোড়্‌লে তো সে সাপের গর্ত্তে পোড়্‌ল। অন্যে পরে কা কথা, সেই অমরনাথ দাদার ছেলেটি মেয়েটি ভাল কোরে খেতে পায় না। কিন্তু তিনি যা উপায় করেন, তা বাসা খরচ বাদে আর সমুদায় দাদার কাছে পাঠান।

ঘোষ। বল কি? তিনি এলাহাবাদের হাইকোর্টের প্রধান উকীল, চার পাঁচ হাজার টাকা মাসে পান, আর তাঁর পরিবার আহারের কষ্ট পায়?

রাধা। হাঁ মহাশয়! বোল্‌ব কি আর মাথা মুণ্ড? আশ্চর্য্য এই যে, তাঁর এত বয়েস হল, কিন্তু আজও দাদা যে কেমন ধৃতরাষ্ট্র দাদা, তা জান্‌তে পার্‌লেন না। তিনি যখন বাড়ীতে আসেন, তখন এমনই পুতুনার মায়া জানায়, যে, ওর আপনার স্ত্রী তা দেখে হাসি রাখ্‌তে পারে না। এই অমরনাথ, অমরনাথ কোরে যেন প্রাণটি জিবের আগায় আসে। অমরনাথ

ভিন্ন আহার কোর্ত্তে বসা হয় না, তা যত বেলাই হোক। আবার আহার কোর্ত্তে বোসে ইলিশ মাচের ডিমটি, রুই মাচের মুড়োটি, দুধের সরখানি, পাত্ থেকে তুলে তুলে দেয়া হয়। লজ্জাও করে না। এই যে বোল্‌লেম, এমনি ভণ্ডাম করে যে, ওর স্ত্রী তা দেখে হাসি রাখ্‌তে পারে না, কিন্তু অমরনাথ দাদা তাতেই ভুলে যান।

ঘোষ। সুতরাং যাবেনই তো। সরল মনুষ্যের হৃদয় যেন দর্পণের ন্যায়, তাতে কেবল বাইরের অবয়বই প্রতিবিম্বিত হয়; অন্তরের ধূর্ত্ততা থাকলে তা তাতে জানা যায় না। উদার ব্যক্তির মন জলের ন্যায়; ক্রূর লোকে আপনার অভিসন্ধি অনুসারে যেরূপ পথ প্রস্তুত করে,—বক্রই হোক্, তের্চ্চাই হোক্, আর চক্রাকারই হোক্—সেই পথেরই অনুগামী হয়। অমরনাথের ছেলেটি মেয়েটিও শুন্‌তে পাই বড় চমৎকার। ছেলেটি তো এই অল্প বয়েসে ইংরাজী ইস্কুলের দ্বিতীয়বর্গের প্রধান, আর মেয়েটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা। মেয়েটির রূপের কথা শুন্‌তে পাই,—আমি তো জমীদারের মেয়েকে স্বচক্ষে দেখেছি অদ্বিতীয়—কেউ বলে প্রায় তুল্যানুতুল্য, কেউ বলে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেউ বলে এ এক রকম ও এক রকম, কে সরেস কে নিরেস, তা বলা যায় না। তুমি কি বল?

রাধা। আমার বোধ হয় যে শাস্ত্রমতে বিবেচনা কোর্ত্তে গেলে—অর্থাৎ দীর্ঘ নাসা, মুক্তা পাঁতির ন্যায় দন্ত, মৃগ নয়ন, বান্ধুলি ফুলের ন্যায় ওষ্ঠ—এবিষয়ে জমীদারের কন্যাকে বরং সরেসই বোল্‌তে হবে। কিন্তু লাবণ্য যাকে বলে, অর্থাৎ মনের চক্ষে যেটি দর্শন হয়, যাতে মন মোহিত হয়, কিন্তু মুখে বর্ণনা করা যায় না, সে যে একটি মধুরতা, সে সম্বন্ধে অমরনাথ দাদার কন্যা চারুর তুল্য তো আমার চক্ষে কখনও পড়েনি, তবে যে অমন আর নেই, তাও সাহস করে বোল্‌তে পারিনে।

ঘোষ। ভাল, তা যেন হল। এমন ব্যক্তির এমন সন্তান হয় যে সে ভালই বোল্‌তে হবে।

রাধা। (স্বগত) এই হয়, কি একটা স্ফুঁৎ বার কোর্‌বে তারই আড়ম্বরটা কোরে নিচ্ছে।

ঘোষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কন্যাটি এত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে! ও রূপ গুণ ডুবো জাহাজের ধনের ন্যায় কেবল লোকের আক্ষেপের স্থল। যাক্, তা তো বুঝ্‌লেম। তবে এখন দেশের গরিব দুঃখীকে প্রাণে মেরে ষাঁড়েশ্বর মিত্র অর্থ সঞ্চয় কোচ্ছেন?

রাধা। মহাশয় আবার ঐ কথা আর কত বোল্‌ব? অন্যের কথা দূরে যাক্, আমার মা ঠাকুরুণ ওর পিসী, তিনি বিধবা মানুষ, তাঁর গহনা-গুলি আর দুশ টাকা বলে সুদে খাটিয়ে তোমাকে সুদ দেব, এই বোলে নিলে, তাব পরে ঐ পর্য্যন্ত। তাই তিনি সে দিন চেয়েছিলেন বোলে তাঁকে মিছেমিছি ঝকড়া কোরে বাড়ী থেকে বার কোরে দিয়েছে।

ঘোষ। সে কি? যথার্থ পাওনা টাকা চাইলে তাতে আবার ঝকড়া করে কি বোলে?

রাধা। কি বোলে! দুষ্ট লোকে কি হিসিবি কথা না পেলে ঝক্‌ড়া কোর্ত্তে পারে না? এই বলে যে "তুই ডাইনী, তোর জন্যে আমার ছেলে কাহিল হয়ে গেল, তুই আমার সংসারটা উড়িয়ে দিলি, তুই এখান থেকে বেরো।" এই তিনি বলেন "কি বোল্‌লি তুই? তোর আবার সংসার? তুই তো যাত্রার দলের রাজা বৈতো নোস্।—পরের পোষাক, পরের গহনা, পরের খাসবরদার, পবের সিংহাসন, মধ্যে পোড়ে তুই রাজা বীর-সিংহ রায়। তা তুই আমার সে গহনাগুল আর টাকাগুল দে আমি যাচ্ছি।" এই দুই মাগ ভাতারে ব্রহ্মদৈত্যি আর শাঁকচিন্নি দুট দুই দিগ দে ভালকুত্তোর মত পোড়ে মাকে খণ্ড খণ্ড কোর্‌তে লাগ্‌ল! বল্লে, "তোর

টাকা আর গহনা? এই ফুস্, এই উড়ে গেল!" এই বলে আর তাঁর মুখের কাছে এমনি কোরে তুড়ি দ্যায়! (তুড়ি দিয়ে দেখান) তিনি যেই কথা কোইতে যান, আর বলে এই ফুস্, এই উড়ে গেল, এই ফুস্, এই উড়ে গেল! (রাগেতে দন্ত কিড়িমিড়ি কোরে) কি বোল্‌ব! যদি আমি সেখানে থাকতেম, তো যেমন কীচক বধ করে, তেমনি এই একে কিলে (রঙ্গভূমে বজ্র মুষ্টি প্রহার) ওর মুণ্ডটো পেটের ভিতর বোসিয়ে দিতেম, ওর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে, কুম্‌ড়োর মত কোরে লেথুতে লেথুতে গড়াতে গড়াতে নিয়ে গো ভাগাড়ে ফেলে আস্‌তেম!

ঘোষ। হাঃ হাঃ! রাধামোহন বড় স্পষ্টবাদী। ও অন্যায় সহ্য কোর্ত্তে পারে না। ভাল, তা ওর ছেলেটি কেমন?

রাধা। ছেলেটি বাপকি বেটা। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন। মাচির পেটে স্থত্ পোকা। তার লেখা পড়া তো দরজির ছেলের পারসি পড়ার মত অনেক দিন হয়ে গেছে। এখন তার জন্যে পাড়ার ঝি বউ ঘাটে পথে বেরুতে পারে না। কিশোরী গয়লানী দুধ যোগান দ্যায়, সে ওর মায়ের বয়সী, তাকে সে দিন এমনি একটা খারাব কথা বোলেছে, যে, সে বোক্‌তে বোক্‌তে যাচ্ছে, যে "তুই কাল্‌কের ছোঁড়া, তুই যখন হোয়ে ক্যাঁ কোরে উঠ্‌লি, সে আওয়াজ আমার কাণ থেকে বেরুতে পারেনি। তুই কিনা আমাকে এই কথা কোস্?" আবার অম্বিকে ছুতরনীর কতগুল ছাগল আছে, তা থেকে দুট না তিনটে পাঁঠা চুরি কোরে বন ভোজন কোরেছে। সে বেচারী ওর বাপের কাছে বোল্‌তে গেল, তা বলে "তোর পাঁঠা তুই সাবধান কোর্ত্তে পারিসনে?" এদিকে তো এই, আবার প্রমারা খেলে ওর মায়ের চার পাঁচ শ টাকার গহনা হেরে ফেলেছে। তবে চৌধুরীর বাড়ীর মাতালের আখড়ায় তিন চার দিন গিয়ে মদ খেয়ে এসেছে। এই যে বোল্লেম, ও যেন দোষের সিদ্ধির ঝুলী। ওর কাছে যে দোষ চাও, তাইই

পাওয়া যায়। বোধ হয় যে বিধাতা ওকে আঁচতাকুড়ের মাটিতে সৃষ্টি কোরেছেন। যেখানে শুদ্ধ যত ঘৃণিত, অপকারী, আবর্জ্জনা দ্রব্যাদি ফেলে, সেইখান কার মাটিতেই ওর জন্ম।

ঘোষ। তা ও যে লেখা পড়া করে না, তাতে ওর বাপ কিছু বলে না?

রাধা। সে বলে কেন? ওর লেখা পড়ায় দরকার কি? আমি যা রেখে যাচ্ছি, তাতেই বস্। ওর আর চাকরি কোর্ত্তে হবে না। বড় মানুষের ছেলে আর কত দিন লেখা পড়া কোরে থাকে? যত দিন অজ্ঞান থাকে, তত দিন দেশাচারের জন্যে দুধে দাঁতের মত খান কত বই নিয়ে বেড়ায়, তার পরে একটু জ্ঞান হলে সেঁ বেঙাচীর নেজের মত খোসে পড়ে; তাতো ওর হয়ে গিয়েছে।

ঘোষ। তবে ঐ ছেলেই ওঁর যম হবে।

ন্যায়। দুর্গা আছেন, ভগবান আছেন। ব্যাঘ্র সকলের অনিষ্টকারী, তাকে অপর কেউ কিছু কোর্ত্তে পারে না, কিন্তু তিনি তাঁর শরীরস্থ কীটের দংশনে সর্ব্বদা অস্থির। বিশ্চিক মরেন আপনার সন্তান জননে। এমন চণ্ডাল কে দেখেছে যে নিজে তো কাকেও কিছু দেবে না, আবার অন্য একজনে দান কোর্‌বে, তারও প্রতিবন্ধক হবে।

ঘোষ। অমরনাথ বাবু শুন্‌তে পাচ্ছি নাকি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হবেন?

ন্যায়। শুন্‌তে তো পাচ্ছি। আহা অমন ব্যক্তি হবে না তো হবে কে? এমন মনুষ্য প্রত্যক্ষ তো হইই নি, আর শ্রুতিপথেও কখনও আসীন হয় নি। যেমন রূপ তেমনই গুণ। দেশে এলে কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি দুঃখী, আপামর সাধারণ সকলেরই আনন্দ হয়। যেন একটা দেবতার অধিষ্ঠান হয়ে এক পর্ব্ব উপস্থিত হল। যেমন রোগী লোক বৈদ্য দর্শনে, যেমন সাধ্বী স্ত্রী বহুকাল পরে পতি মিলনে, যেমন অপুত্রক ধনী

প্রথম পুত্র জননে, যেমন বারিহীন জলাশয়ের মৎস্য প্রথম বর্ষণে উল্লাসিত হয়, তেমনি অমরনাথকে দেখ্‌লে দুঃখী লোকেরা সুখী হয়, আর তাদের সাহস বাড়ে। অমরনাথের বাক্যালাপ বসন্তের বাতাসের ন্যায় কি ধনী, কি দুঃখী সকলকেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে। তাঁর এমনই একটি লোকাতীত অকপট ভাব আছে, যে তাঁর কথা শুন্‌লেই বোধ হয় যে একথা অন্তঃকরণের। যেমন কুসুমোদ্যান হতে বাতাস বহন হলে তার সঙ্গে ফুলের সৌরভ আসে, তেমনই অমরনাথের বাক্যের সঙ্গে তাঁর মনের সত্য এবং সারল্যের আভাস সম্মিলিত হয়ে আসে।

ঘোষ। মহাশয় কি যথার্থই লক্ষ্য কোরে দেখেছেন যে সকলেরই সঙ্গে সমান? ধনী ব্যক্তি গেলে কিছুমাত্র অধিক হর্ষ প্রকাশ করেন না— অধিক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অভ্যর্থনা করেন না?

ন্যায়। হাঁ, দেখেছি তো বটে। দেখ্‌বনা কেন? যদি কিছু তার তম্য থাকে তো সে এই যে, নিঃস্ব ভদ্রলোককে সন্তোষ কর্‌বার নিমিত্তে বরং কিছু অধিক যত্নবান বোধ হয়।

ঘোষ। ঐ ঐ! এই নিমিত্তেই আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম। নিঃস্ব ভদ্রের প্রতি অধিক যত্ন তাব কারণ এই হলেও হোতে পারে যে, তারা তোমামোদের দ্বারা ওঁর আত্মাভিমানের তৃপ্তি জন্মায়। আর ধনী ব্যক্তি হতে তো সেটি হয় না।

রাধা। (প্রতিবাসীব প্রতি) এঁর কাছে কিছুতেই পাব পাবার যো নেই। দেবতাব প্রতি ভক্তি কোল্লে তো ভণ্ড, না কোল্লে তো খ্রীষ্টিয়ান।

ন্যায়। শুদ্ধ আলাপ যে তাতো না। অনেকেই সেইরূপ, শুদ্ধ সুমধুর বাক্য দ্বারাই অপ্যায়িত করেন, কিন্তু কার্য্যের কথা উপস্থিত হলেই অমনি বোদা পুষ্কবিণীর তলায় ঘা পড়ে। তখন যত কুভাব, আর ঘৃণিত কথা বেরুতে থাকে। যেন মনোহর ফুলের ন্যায় চক্ষু এবং নাসিকার

তৃপ্তিজনক বটে, কিন্তু ফলেব সঙ্গে বিষয় নেই। অমরনাথের সেরূপ নয়, বিলাতীয় কলের ন্যায় তাঁর শব্দ অপেক্ষা কার্য্য অধিক। এই দেখ এই গ্রামে যতগুলি ভদ্রলোক নিরন্ন আছে, সকলেরই কিছু কিছু মাসিক বরাদ্দ আছে। আর এই ইস্কুল বল, বালিকা বিদ্যালয় বল, ব্রাহ্মসমাজের দান শালাই বল, যাতে অন্ধ অতুর লোক এ গ্রামে অন্ন পাচ্ছে, এ সবই তো অধিকাংশ তাঁরই দ্বারা নির্ব্বাহ হোচ্চে।

ঘোষ। কি বোল্লেন! ব্রাহ্মসমাজের দানশালা? মহাশয়ের মুখে যে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম কাণ্ডের প্রশংসা শুন্‌তে হলো, এতেই বোধ হয়, মহা প্রলয়েব দিন নিকট হয়েছে। যে সব লোক দূতী পাঠায়ে ভদ্র-লোকের ঘরের বিধবা বার কোরে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তাদের গুণের আবার প্রশংসা? আর অমরনাথই হোন্, আর যে নাথই হোন্, যিনি এই মহা-পাতকের মূলাধার, তিনি যদি বিদ্যায বৃহস্পতি, রূপে কন্দর্প, ঔদার্য্যে শিব হন, তবু অন্যান্য সহস্র দোষে দোষী—সুরাপান, বারনারীগমন, নর হত্যা ইত্যাদি—তার অপেক্ষাও তিনি জঘন্য!!

ন্যায়। হাঁ, তা—সে কথা—অস্বীকার করা যায় না বটে;—তা—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং। দেবতাদেরও দোষ আছে। একটা না একটা দোষ না থাক্‌লে তাকে মনুষ্য বলা যায় না। মনুষ্য শব্দের অর্থই সদোষ।

রাধা। কেন মহাশয়? বিধবা বিবাহ তো পরাশব সংহিতা, যা এই যুগের নিমিত্তে বিশেষ কোরে হয়েছে, তাতেই আছে।

ন্যায়। এই, এতক্ষণের পর পণ্ডিত কথা কোয়ে উঠ্‌লেন। ঐ এক পরাশর সংহিতা ধোরে বোসেছে। এতকাল আর পরাশর সংহিতাও ছিল না, পণ্ডিতও ছিল না। অধুনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগর মন্থন কোরে, এই পরাশর সংহিতা উত্থিত হয়েছে। তোমার বিদ্যা-সাগবকে দশ বৎসর পাঠ দিতে পাবে, তাঁর গুরুকল্পের ব্যক্তি এখনও

শত শত আছে তা জান? পরাশর সংহিতা কি গ্রন্থ বোলে গ্রাহ্য? কোথাকার পচা, সড়া, অপ্রচলিত একখানা পুস্তক, তাই হলো মান্য।

রাধা। তবে কি সে গ্রন্থখান মিথ্যা?

ন্যায়। বলে তবে কি সে গ্রন্থখান মিথ্যা? আরে মিথ্যা যদি না হবে, তবে এতদিন অপ্রচলিত থাক্‌বার কারণ কি?

রাধা। অপ্রচলিত হলেই অগ্রাহ্য হলো? যদি রাজা মান্ধাতাব আমলের গুপ্ত টাকা কেউ পায়, আর তার ধাতু যদি খাঁটি হয়, তা কি কেউ অপ্রচলিত বোলে টেনে ফেলে দ্যায়? ভাল, বিদ্যাসাগর ঐ সূত্রে যে গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার তো কেউ উত্তর কোর্ত্তে পারে নি?

ন্যায়। উত্তর কোর্ত্তে পারে নি একথা কি তুমি স্বয়ং বল? না আর কারো কাছে শুনেছ? উত্তব কোর্ত্তে না পারা ছেড়ে ভাব কতগুল উত্তর বেরিয়েছিল তা জান? তা এখনকার কাল পোড়েছে এইরূপ, সে সকল উত্তর কি কেউ শোনে? ভাল তা যাক্, তোমার পিতৃ পিতামহ তোমা অপেক্ষা কি মূর্খ ছিলেন? না অজ্ঞান ছিলেন?

রাধা। লোকের পিতৃ পিতামহ হওয়াই কি জ্ঞানের প্রমাণপত্র না কি? আমরাও তো লোকের পিতৃ পিতামহ হোতে চোল্লেম, তবে আমরা বড় জ্ঞানী? ঐ যে ও পাড়ার দর্পনারায়ণ পাঁঠারা দু বাপ বেটায় একত্র বোসে গুলি টানে, আর সেই দর্পনারায়ণ পাঁঠার পৌত্র গিরীশ বাবু যে মুন্‌সেফ হয়েছে। তবে সেই কৃতী সন্তান অপেক্ষা তার গুলিখোর পিতৃ পিতামহকে বড় জ্ঞানী বোল্‌তে হবে?

ন্যায়। আরে, তবে তাই কেন ভেঙেই বল না যে, তোমার পিতৃ পিতামহ গুলিখোর, আর তুমি হয়েছ মুন্‌সেফ। হেঃ হেঃ হেঃ! তুমি কি তর্ক কোর্‌বে হে? তুমি বুঝি এ সকল বিদ্যা ঐ ব্রাহ্মদের কাছে অভ্যাস কোচ্ছ? হুঁঃ! সেই তোমাদের সমাজের যিনি প্রধান, মতিলাল দত্ত,

তাঁকে সে দিন দুই কথাতেই আম্‌তা আম্‌তা কোরে যেতে হলো। অধিক না, দুটি কথা।

রাধা। সে দুটি কথা কি মহাশয়? আমরা একটু শুনতে পাইনে?

ন্যায়। তোমার তা শুনে লাভ কি? তুমি কি তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে? মতিলাল—যথার্থ কথা বোল্‌তে হয়—উত্তর কোর্ত্তে পারুক না পারুক, সে বোঝে। না যদি বুঝ্‌তো, তবে দাতা খামারে গোচের একটা উত্তর কোরে বোস্‌ত; এই যেমন তুমি উত্তর কোর্‌লে এতক্ষণ। ভাল, তবু শুনতে ইচ্ছা হয়েছে, শুন। তিনি সে দিবস আমার টোলের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছেন, তাইতে আমি বোল্‌লেম যে, ওহে বাপু! একটু স্থির হয়ে একটা কথা শুন দিখি। বোল্লেন "যে আজ্ঞা-মহাশয় আজ্ঞা করুন।" তা এদিকে শিষ্ট সাম্প্রদায়িক ভাল। তা আমি জিজ্ঞাসা কোর্ল্লেম যে, শুনতে পাই, তোমরা নাকি দেবতা, ব্রাহ্মণ, জাতি, এ সকল মান্য কর না? এটা কোন্‌ শাস্ত্রে আছে বল দিখি? বোল্‌লেন যে "ব্রাহ্মণ যাঁর গুণ আছে, তাঁকে সেই গুণের নিমিত্ত, এবং যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাঁকে সেই নিমিত্তই মান্য করি। এতদতিরিক্ত যে ব্রাহ্মণেতে কিছু বিশেষ পদার্থ আছে, এটা মান্য কোর্ত্তে পারিনে।" আমি বোল্‌লেম যে ভাল, তা যেন হল, এখন আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর কর দিখি। ভাল, যদি ব্রাহ্মণেতে পদার্থই নেই, তবে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হোচ্ছে কেন? ঋতু পরিবর্ত্তন হোচ্ছে কেমন কোরে? রাত্‌ দিন হোচ্ছে কেমন কোরে? এই হা, বাপার মুখ দিয়ে আর কথাটি সরে না! শেষ অনেকক্ষণ নতশির হয়ে দাঁড়িয়ে এই উত্তর ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, আর সেই স্থানে একটি মাটির ঢেলা পোড়েছিল, তাই এক গাছি পিচের লাঠি দিয়ে ঠুক্‌ ঠুক্‌ কোরে চূর্ণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। তা উত্তর তো হল না—আরে এসব কথার উত্তর থাক্‌লে তো হবে—তার পরে যখন

সেই মাটির ঢেলাটি সম্পূর্ণ চূর্ণীকৃত হল, আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাক্‌ল না, তখন দু পা এক পা কোরে বাপা আস্তে আস্তে চোলে গেলেন।

রাধা। আজ্ঞে, এ কথা মান্‌লেম। মতিলাল বাবু অতি শান্ত স্বভাবের মানুষ, তাঁ হতে এ কথার উত্তর হবার বিষয় নয় বটে; কিন্তু আমরা হলে উত্তর হতো।

ন্যায়। হাঁ, তুমি হলে উত্তর হতো এই যে, আমার মাথায় একটি লাঠির বাড়ি হতো। কৈ কি উত্তরটা কোর্ত্তে বল দিখি?

রাধা। মহাশয় বলেন ব্রাহ্মণ না থাক্‌লে রাত্ দিন হোত না, আমি বলি দাঁড়কাক না থাকুলেও রাত্ দিন হতো না। কেন না দাঁড়কাক যদি কা, কা, কোরে না ডাক্‌ত, তবে আর রাত্র প্রভাতও হতো না, দিনও হতো না।

ন্যায। তা তুমি তো বোল্‌বেই হে। তুমি যদি একটা উত্তম কথাও বোল্‌তে যাও, তাও তোমার মুখ নিঃসৃত হবার সময় লাঠি হয়ে বেরোয়। যেমন "সর্প যদি দুগ্ধ আহার কোরেও বমি করে, তবু সে বিষ হয়ে বেরোয়"। তোমার তো আর কোন ক্ষমতাও নেই কার্য্যও নেই, কেবল উদরটি পরিপোষণ কোর্ত্তেই তুমি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ কোরেছিলে। নিমন্ত্রণ অন্বেষণ করাই হয়েচে তোমার এ জীবনের উদ্যোগ, আর নিমন্ত্রণ ভোজন করা হয়েছে সম্ভোগ। আবার যেখানে নিমন্ত্রণ পাও, সেখানে যাও, সকলের অগ্রে, আর এস সকলেব পশ্চাতে।

ঘোষ। সে কি? সে কি?

ন্যায়। নিমন্ত্রণে যান সকলের অগ্রে, গিয়ে প্রথম জলযোগের সামগ্রী যা পান, তাতো আহার করেন। তার পর এই যত নিমন্ত্রিত লোকের সমাগম হোচ্চে, উনি প্রতিবারই সেই গোলে মিশে নুতন হয়ে, জলযোগের স্থানে গিয়ে, মুখ গুঁজে বোসে খেয়ে খেয়ে আস্‌চেন। তার

পর যখন আহার কোর্ত্তে বোসেন, তখন উত্তম এবং প্রচুর খাদ্যাদির ঘ্রাণ এবং দর্শনে আনন্দে হতজ্ঞান হোয়ে, উদরের পরিমাণ ভুলে যান, আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করেন, শেষ আর উঠে আস্‌বার শক্তি থাকে না। কাজেই সেই খেনে পোড়ে গড়াগড়ি দেন, তার পরে উদরের ভারটা একটু লঘু হয়ে এলে, আস্তে আস্তে লাঠি হাতে কোরে, যেন ভদ্রকুলে বোঝাই নৌকা উজানে লগী মেরে আসার ন্যায় ধীরে ধীরে চোলে আসেন।

ঘোষ। হাঃ হাঃ হাঃ!

রাধা। যা হোক মহাশয়, তবু তো আমার একটা সুখ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ইহ কালও নেই, পরকালও নেই। পায় জুত নেই, পা দুখানি ফেটে ঝামার ন্যায় হয়েছে, লোকের গায় লাগ্‌লে রক্তপাত হয়। চিরকালটা শ্রাদ্ধের চাল কলা আর বিদায় লয়ে রক্তারক্তি। ইহ কাল তো এই, আবার মোরে মাম্‌দো হন।

ঘোষ। রাধে, রাধে, রাধে! সে কেমন, সে কেমন?

রাধা। মোরে মাম্‌দো হন এই যে, ওঁদের তো সংসারের মধ্যে সকের জিনিস হোচ্চে নস্য। এই ঠাকুরটিকে আমি এই খেনে বোসে দেখ্‌লেম যে, এর মধ্যে বাইশ দফা নস্য লয়ে চুকেছেন। এই নস্য নিতে নিতে নাকের ঘরা খেয়ে গে আর অনুনাসিক শব্দ বেরোয় না। গঙ্গা বোল্‌তে গগ্‌গা বলেন। ন, বোল্‌তে, ল, বলেন। এই ভাবে যখন অন্তর্জ্জলে শয়ন করেন, তখন যমের দুতে এক দিগে টানে, আর নস্য এক দিগে টানে। প্রাণটা দো টানায় পোড়ে যায়, সহজে আর বেরুতে পারে না। সে সময় যদি জিজ্ঞাসা করা গেল যে, কি ইচ্ছা হয়? অমনি ভগ্ন স্বরে বলেন লস্য। এই নস্য একবার দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করা গেল যে, আর দিব? বলেন আল্লা। এই আন্না বোল্‌তে আল্লা বোলে প্রাণ ত্যাগ হয়, কাজেই শেষ কালে মোরে মামদো হন।

ন্যায়। উচ্ছিন্ন হও! অধঃপাতে যাও! গোল্লায় যাও! (দুর্জ্জয় রাগ পরতন্ত্র হোয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গাত্রোত্থান করাতে পরিধেয় বস্ত্র শিথিল হয়ে নস্যের শামুক ভূতলে পতন হইলে এক হস্তে কোঁচা ও কাপড়েব খুঁট্‌ একত্র করিয়া ধবিয়া অন্য হস্তের তিন অঙ্গুলি দ্বারা শামুক উঠাইতে কম্প এবং ঘর্ম্ম জন্য দু তিন বার সরিয়া সরিয়া যাওয়ায়, অপরিমিত রাগে ঐ শামূক মুষ্টি দ্বারা ধৃত করিয়া) এই তুমি থাক এইখানে, আমি চোল্‌-লাম। (এক আছাড়ে শামূক চূর্ণ করিযা বস্ত্র পরিধান কবিতে করিতে যাইতে যাইতে কাছা খুলিয়া ভূমে পতন ও তদুপরি পদার্পণ করাতে হুম্‌ড়ি খাইয়া পতন, পবে উত্থান করতঃ) অধঃপাতে যাও! গোল্লাগ যাও! উচ্ছিন্ন হও।

[প্রস্থান।

ঘোষ। তুমি ব্রাহ্মণকে বড় রাগিয়েছ।

রাধা। ওঁদের তো ঐ, তর্ক কোর্ত্তে আসেন, আবার উত্তর দিলেই আগুন উঠে যায়।

প্রতি। তাই বোলে কি অমন কথা বোল্‌তে হয়? যাক্‌, মহাশয় তবে বেলা হল, এক্ষণে গৃহ ধর্ম্মের কর্ম্ম দেখা যাক্‌গে।

ঘোষ। হাঁ, চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গণেশচন্দ্র চৌধুরীর বৈঠকখানা।

(গণেশচন্দ্র চৌধুরী ও শীতল বিশ্বাসের প্রবেশ)

গণেশ। এবারকার গাজনে বড় ধুম হয়েছে।

শীতল। হাঁ, এমনটি আর কখনও হয় নি।

গণেশ। ভাল, দত্তদের রাক্ষস সংটা যে একটা ঘোড়ার মাথা ধোরে কড় মড় কোরে চিবুচ্চে, ও শব্দটা হোচ্চে কেমন কোরে? সেই শব্দটাই আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে!

শীতল। ওটা আমিও আগে বুঝ্তে পারিনি, তার পর শুন্লেম যে, ওর পেটের ভিতরে একটা মানুষ বোসে আছে, আর কি রকম একটা কল্ আছে। তাইতে ওটা হোচ্চে।

গণেশ। কিন্তু যা হোক্, রাক্ষসটি চমৎকার হয়েছে।

শীতল। তার সন্দেহ কি? ঐটিই তো যথার্থ সং। আর সব মিছে।

গণেশ। কেন? সরকারদের ভূত্‌টিও হয়েছিল চূড়ন্ত গোচ। গায় মাংস মাত্র নেই, মড়ার মাথার দাঁতের মত ভয়ানক দুপাটি দাঁত সিট্‌কে রোয়েছে, চোক্ দুট কোটরে সেঁদিয়েছে, ঐ কাল আঁধারের মধ্যে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে। ভাই, আমার তো ভয়েতে—তোমার ওর নাম কি—বুক ধড়্ ধড়্ কোর্ত্তে লাগ্‌ল, আমি সোরে তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালেম। আমার যেন যথার্থই বোধ হতে লাগ্‌ল যে—তোমার ওর নাম কি—যেন দুপর রাত হয়েছে।

শীতল। হাঁ, যথার্থ, ওহ্! আমার তো এমনই বোধ হোচ্চে যে, আমি আজ ঐ টেকে স্বপ্ন দেখে ডোরিয়ে উঠি কি, কি করি, তাই ভাব্‌চি।

গণেশ। সব হয়েছে মেনে ভাল, কিন্তু বড় ক্লেশটা হয়েছে। গরমি, ধূল, লোকের ভিড়, আর ঠেলাঠেলি; তাতে আবার—তোমার ওর নাম কি—বাতাসের নামটি নেই, যেন ভাব্‌রা দিতে লাগ্‌ল; আমার গার কাপড় গুল ঘামে ভিজে যোড়িয়ে গেল।

শীতল। আঃ! আমার তো একেবারে দমবন্ধ হয়ে যাবার যো হল। আমি না পেরে শেষ ভিড়ের বাইরে গিয়ে হাওয়াতে একটু ডাঁড়িয়ে তবে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি!

গণেশ। সেকি? তুমি কখন্‌ বাইরে গেলে? আমাতে তোমাতে ইস্তক নাগাতই তো—তোমার ওর নাম কি—একেস্তার ডাঁড়িয়ে।

শীতল। (স্বগত) একি? এ যে ন্যাজ মাড়ান সাপের মত উল্‌টে কামড় ধোল্লে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, ঐ একে জায়গাতেই বটে, তবে কিনা উরই মধ্যে একটু পেচনে, অর্থাৎ যেখানে ভিড়্‌টে কিছু কম।

গণেশ। বিলক্ষণ! তুমি কি বোল্‌চ হে? আমি লোকের ঠেলাঠেলিতে পোড়ে যাই বোলে,—তোমার ওর নাম কি—বরাবোর তোমার হাত ধোরে ডাঁড়িয়ে। তবে তুমি পেচনে বা যাবে কেমন কোরে—আর তোমার ওর নাম কি—এগনে বা যাবে কেমন কোরে? তোমাতে আমাতে তো একেবারেই বেরিয়ে এলেম।

শীতল। (স্বগত) বাপ্‌রে! এ যে একেবারে বুকে হাঁটু দিয়ে গলা দেবে ধোল্লে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, ঐ আমিও তাই বোল্‌চি যে, আমরা যখন বেরিয়ে এলেম, তখনই হাওয়া লেগে একটু ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগ্‌ল। এঃ! আপনার চুলে এত ধূলো লাগ্‌ল কেমন কোরে? (আপন চাদরের মুড়ো ধরিয়া ঝাড়িয়া দেয়।)

গণেশ। তা বুঝিচি, তুমি ঠোকে এখন ও কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোচ্চ।

শীতল। (স্বগত) তাইই তো বটে। এ যে মধ্যে মধ্যে একটা একটা দিব্বি সজ্ঞানের কথা কয়, তাইতে একটু ভয় ভয় করে, পাছে আমার বিদ্দে টের পেয়ে ফ্যালে। দুব হোক্, এখন অব্দি বাতাস বুঝে পাল্ খাটাতে হবে, তা নৈলে নৌক মাবা পোড়তে পারে। (প্রকাশ্যে) তা আপনার কাছে তো আমার ঠকা আছেই। আপনার কাছে বড় বড় লোক ঠৌকে যান, তাব আমি কি? যথার্থ আজ অমৃত বাবু আর ডাক্তাব বাবুকে যে এখনো দেখ্‌চিনে?

গণেশ। তাই তো! তাঁবা ঐ যে বামী ধোপানী এসেছিল বড বাহাব টাহার দে, নীলকণ্ঠ সাড়ী টাড়ী পোবে, বোধ হয তাবই পেচু পেচু ষাঁড়েব মত ছুটেচেন।

শীতল। আমিও সেইটে বিবেচনা কোরিচি। তা বলি দেখি আপনিই বা কি বলেন। আমি দেখিচি আমাদেব দুজনেব প্রায সব বিষয়েতেই ঠিক মেলে।

গণেশ। না, তা নয। এঁরা সে সঙ্গে যান নি। এঁরা বোধ হয এই কষ্টের পর মামার বাড়ীর গুপ্ত মন্দিরে অন্তরাত্মাকে চান কোবিয়ে ঠাণ্ডা কোত্তে গেছেন।

শীতল। (স্বগর্ত) আবার যে পাশ মোড়া দ্যায়। আমি বলি ঘুমিয়েচে। (প্রকাশ্যে) না, আমার তা বোধ হয় না, তা নয়।

গণেশ। তা নয় কি আবার? আমি যা বোল্‌চি, এইই ঠিক। বামী তো আমাদের আগেই চোলে গিছ্‌ল।

শীতল। উঁহুঁ, না, তা হলে—তবে—হাঁ হাঁ, হয়েচে হয়েচে, তাই হলো বটে। কেন না ওঁরা দুজনে কি বলাবলি কোচ্ছিলেন, আর সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। (স্বগত) রাম বল! খোসামুদেরও আবার রিস্পনসিবিলিটি!!

গণেশ। এই যে, দুজনেই এই যে।

(ডাক্তার এবং অমৃতলাল বাবুর প্রবেশ)

অমৃত। বিলক্ষণ! আপনারা আমাদের ফেলে চোলে এলেন!

গণেশ। তা কি করি। একে তো লোকের ঠেলাঠেলিতে দাঁড়ান যায় না, আবার যত সন্ধে হোতে লাগ্‌ল ততই—তোমার ওন্নাম কি—লোক ভাংতে লাগ্‌ল, আর হুট হুটি হোতে লাগ্‌ল। ঐ গোলে আপনাদেব দেখ্‌তে পেলেম না। কাজেই চোলে আস্‌তে হল। তা আপনারা এতক্ষণ কোথা ছিলেন? (ঈষৎ হাস্য)

শীতল। আপনারা যেখানে ছিলেন তা আমরা অনেক্ ক্ষণ বুঝিচি। (ঈষৎ হাস্য)

অমৃত। তোমার যেমন বিদ্দে, কোথায় ছিলেম আমরা?

শীতল। সে কথায় আর কাজ নেই। এখন আজ্‌কের জিনিস্‌টে কেমন তা বলুন। বোধ করি আজ এই পরবের গোলে দেদার জল মিশি-য়েছে। কোথায় ছিলেন তা আবার ঢাক্‌চেন কেন?—বাবু তা আগেই বোলে রেখেচেন।

অমৃত। বাবু এমন কথা কখনই বোল্‌বেন না। তোমার মত অত বিদ্দে বাবুর নেই। বাবু বেশ জানেন যে সেখানে আজকে এই ছোট লোকের গোলের মধ্যে আব ভদ্রলোক যেতে পারে না। তামাম দিনের মধ্যে যদি এক গ্লাসও না খাই, তবু না।

শীতল। (স্বগত) এই, বাবুর নাম্‌টি হয়েছে, আর যেন অমনি কচ্ছ-পের মুখে ঢেলা পোড়েচে। একটু মদের জন্যে যখন এই সব লোক খোসামোদ করে, তখন আমি আর কোথায় আছি!!

গণেশ। আমাদের বিয়ে-পাগ্‌লা ঠাকুর যে এখনও উদয় হোচ্ছেন না।

অমৃত। কোই, তাকে তো সঙের ওখানেও দেখিনি। সে বোধ হয়

যে দিগে বড় মানুষের মেয়েদের সব গাড়ী দাঁড়ুয়ে ছিল, সেই দিগে কোথায় কোন্ মেয়েটি সুন্দরী তাই দেখ্‌ছিল।

ডাক্। হাঁ, আর ওঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে স্বীকার করে এমন লোকের মেয়ে কি না তাও সন্ধান নিচ্ছিল।

অমৃত। না—না, সে সন্দেহ কিছুমাত্র নেই। ওঁর পছন্দ হলে তা গোয়ালিয়রের রাজার মেয়েই হোক্, আর কুইন বিক্টোরিয়ার মেয়েই হোক। কেন নোদের রাজার মেয়ের কথা নিয়ে যে কালও পাগলাম কোরেচে। ও বলে যে আমি যার মেয়ে গ্রহণ কোর্‌ব, সে যদি অব্রাহ্মণ থাকে তো ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আমি জ্যান্ত নৈকস্য কুলীনের সন্তান। আবার সকল কুলীনের সন্তান অপেক্ষা আমার বিদ্যাও অধিক আছে। আমি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খানা অর্দ্ধেকেরও খানিক বেশী পোড়েচি।

শীতল। এই যে।

(সকলে নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি,—এবং
গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

গণেশ। তুমি অনেক দিন বাঁচ্‌বে, এই তোমার নাম হচ্ছিল।

গোবিন্দ। আমি এখন্‌ই মোরে আছি তা আবার অনেক দিন বাঁচ্‌ব সে কেমন ?

অমৃত। আবার কোথায় মোলে হে ? সেই বাসি মড়া না টাট্‌কা ?

গোবিন্দ। টাট্‌কা। এই গাজন তলায়।

গণেশ। রোস ভাই আমি একটি কথা বলি, রাগ কোর না। অমৃত বাবু ডাক্তার বাবু শুন্‌বেন। (শীতলের প্রতি) শুনহে। আচ্ছা তুমি যদি গাজন তলায় মোরিই ছিলে, তবে কি তুমি-তোমার ওর নাম কি—উড়ে এলে ? হা হা হা হা হা হা ! (প্রথমে শীতলের প্রতি পরে ডাক্তার ও

অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলকে হাস্য করিতে দেখিয়া এতাদৃক সজোরে হাস্য করা যে তদ্দ্বারা শিরঃকম্পন)।

শীতল। কি ঠাকুর! আর যে মুখে কথাটি নেই। এখানে একটু হিসেব কোরে কথা বার্ত্তা কয়ো, বুঝ্লে ?

গণেশ। হা হা হা হা! যাকৃ যাকৃ আর কিছু বোল না। বড় মাটি হয়েছে। (গোবিন্দ মুখুয্যের প্রতি) না তুমি কি বোল্‌ছিলে বল। আমি আর কিছু বোল্‌ব না।

অমৃত। এই দেখি নোদের রাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, এমন্ কি অর্দ্ধেক বিবাহ হয়ে গেল, এর মধ্যে আবার কোথায় গে মোলে ?

গণেশ। কি কি কি কি, অর্দ্ধেক বিয়ে কেমন ?

অমৃত। আরে নোদের রাজাদের পক্ষের মত্ আর এঁদের পক্ষের মত্ এই উভয় পক্ষের মত্ হলিই নাকি সম্পূর্ণ বিবাহ হবে। তা এঁদের পক্ষের মত্ হয়েচে। তা হলেই অর্দ্ধেক বিবাহ হল।

গণেশ। কি মজার বাহার! কি মজার বাহার! অর্দ্ধেক বিয়ে হয়েচে, কি মজার বাহার!

অমৃত। তুমি আজ কাকে দেখ্‌লে যে তোমার হৃদয়ে বান এসে সব ধুয়ে একেবারে পূর্ব্বের চিহ্ন সকল সমভূম হয়ে নূতন পত্তন হল।

গোবিন্দ। অমরনাথ বাবুর কন্যা চারু-কমল।

অমৃত। সেকি ? কেন চারুকে তুমি কি আর কখনও দেখনি ?

গোবিন্দ। হাঁ, দেখিচি; আর তার অসাধারণ রূপ লাবণ্যের বিষয় আপনি যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। কিন্তু আজ যেমন আমার হৃদয় আকর্ষণ কোরেছে এমনটি কখনও হয় নি।

অমৃত। তবে নোদের রাজার মেয়ে তোমার মন হতে এককালীন গিয়েছেন ?

গোবিন্দ। না তা নয়। মনে যেটা একবার বদ্ধমূল হয় সেটা হঠাৎ এককালীন যায় না। তবে যেমন উদ্যানের মালী এক্‌টি মাদরাজী গোলাব্‌কে এতক্ষণ সম্পূর্ণ যত্ন কোচ্ছিল, এক্ষণে একটি বছরাই গোলাব পেয়ে সেইটি রোপণ কোরে তার সমুদয় মন তারই প্রতিই অর্পণ কোল্লে। যদিও সে মাদ-রাজী গোলাব্‌টি একেবারে তুলে ফেল্লে না, কিন্তু তার আর আদর থাক্‌ল না।

অমৃত। তবে কি মালীর মালঞ্চে সুদ্ধ একটি মাদরাজী গোলাব্‌ই ছিল আর কোন ফুল ছিল না?

গোবিন্দ। আর অন্য ফুল ছিল না, এ কেবল গোলাবের্‌ই মালঞ্চ। এতে নানা জাতি গোলাব্‌ই ছিল।

কিন্তু ঘটনা এমনি হল যেন—

নিশি আগমনে, উদয় গগনে, হইলে তারকাগণ।
মরি কিবা শোভা, হয় মনোলোভা, মোহিত করয় মন॥
যেন মণিময় সে বিপুল চন্দ্রাতপ্‌।
খাটায়ে বোসেচে পাটে স্বভাব সম্রাট॥
এমন সময়, ধূমকেতু হয়, যদিত উদিত তাহে।
সকল নয়ন, করে আকর্ষণ, তারা তারা নাহি চাহে॥
সাধারণ মানব সন্তানের সমাজে।
নৃপতির আগমন হইলে যেরূপ॥
সেই আজি আমি, গিয়ে রঙ্গভূমি, কুমারী-কুসুম-বনে।
আঁখির আরাম, কোরিতে ছিলাম, তা সবার দরশনে॥
এমন সময় চারু-কমল ফুটিল।
নয়ন অলির কুল তা পরে ছুটিল॥

অমৃত। ভাল, তা অমর বাবুর মেয়ে অপেক্ষা জমিদারের মেয়েকে তো অনেকেই প্রশংসা করে।

গোবিন্দ। হাঁ, তা বাঙ্গালাম গোচের লোক অনেক আছে। ধাওড়রা যে মতি অপেক্ষা কুঁচ পছন্দ করে। মোটা ভজন গতিক মানুষ যারা, তারা যে কালিয়া কবাব অপেক্ষা পিঠে পরমান্ন অধিক পছন্দ করে। এখন আপনি কি বলেন? আপনি হোচ্চেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর কবিতা রসেও সুরসিক। আপনার কথাই মানি।

অমৃত। আমরা যা বলি তার তো কিছু কথা হোচ্চে না। তোমারই বিবেচনা লয়ে বিষয়। তুমি কি দেখ্‌লে বল।

গোবিন্দ। আমার মতে এই যে যদি গ্রন্থ খুলে বোসে তার লিখিত লক্ষণের সঙ্গে শুভঙ্করের অঙ্কের সঙ্কেতের মত মিলিয়ে লওয়া যায়, তবে অমরনাথ বাবুর কন্যা অপেক্ষাও জমিদারের কন্যা সরেস বোল্‌তে হবে। বিম্ব ফলের ন্যায় ওষ্ঠ, খগচঞ্চু নাসা, ধনুর ন্যায় ভ্রূ ইত্যাদি। কিন্তু রূপের যে অংশটিকে লাবণ্য বলা যায়, বাস্তবিক যেটি রূপের চৈতন্য পদার্থ, যাতে যত মনোনিবেশ করা যায়, ততই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়, এ বিচারে চারুকমল নিরুপমা। যেমন কোন সুশিক্ষিত গায়ক গন্ধর্ব্ব বেদের নিয়মানুযায়ী রাগ রাগিণী, স্বর পট্‌রি, অনুলোম বিলোম, ইত্যাদি সকল শুদ্ধরূপে গান করে বটে, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তাদৃশ সুশিক্ষিত যদিও না হয়, তথাচ তার স্বাভাবিক স্বরের মধুরতা ও শব্দের লালিত্য সহকারে মন মোহিত করে। বররুচির কবিতা যদিও কালিদাসের কবিতা অপেক্ষা অলঙ্কার শাস্ত্র সঙ্গত হয়, কিন্তু কবিতার যে রস মাধুরী সে কালিদাসের যেমন, বররুচির তেমন নয়। জমিদারের কন্যার প্রাধান্য বর্ণনীয় অংশে, আর অমরনাথ বাবুর কন্যার প্রাধান্য মনে বুঝ্‌তে পারা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। যেমন একটি মনোহর সরোবরে গিয়ে দেখা যায় যে কমল কুমুদ সকল বিকসিত হয়েছে, সুশীতল জলে মন্দ মন্দ বায়ু কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী আন্দোলিত হোচ্চে, রাজহংস

বিচরণ কোচ্চে, ভ্রমর সকল গুণ গুণ শব্দে মধুপান কোচ্চে, ইত্যাদি যে সকল চক্ষু কর্ণের গোচর তা বলা যায়, কিন্তু ঐ সমুদয়ের অন্তর্গত যে একটি শীতল মাধুরী বিরাজমান আছে, যার দ্বারা মনে একটি সুস্নিগ্ধ ভাবের উদ্ভব হয়, সেটি অনির্ব্বচনীয়।

গণেশ। তা যাক্ এখন তুমি ক্ষমা দাও। ভাই ভালই বল আর মন্দই বল, আমার তো এরকম টেনে টেনে উ-উ-র্ধ কোরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা একটুও ভাল লাগে না। যেন জ্যাঠার মত।

গোবিন্দ। (স্বগত) "মিষ্ট নাহি লাগে গুড় অশ্বের বদনে।"

অমৃত। না না, বলুক বলুক। মুখুয্যে মহাশয় বল বল। (গণেশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেন রোস, মুখুয্যের তামাসা দেখা যাকু, এই ভাবে ইঙ্গিত করা।)

গোবিন্দ। আর কি বোল্‌ব ? এই তো শুন্‌লেন।

অমৃত। কি শুন্‌লেম ? তুমি কোথায় দাঁড়ুয়ে ছিলে, চারু কোথা ছিল, তার রূপই বা কেমন, এ সব ভাল কোরে বল।

গোবিন্দ। আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম তাদের সেই ডগ্ কার্ট গাড়ী যাতে তারা স্কুলে যায়—তাতেই এসে ছিল—সেই গাডীর কাছে। চারুর নিজ ডাইনে। অনেকেই সেখানে ছিল। সং দেখে কে ? নিজে সব সঙের মত ঐদিগে চেয়ে চক্ষু স্থির। সূর্য্যমুখী ফুল যেমন যে দিগে যখন সূর্য্য যায় তখন সেই দিগে ফেরে, তেমনি চারু যখন যে দিগে মুখ ফেরাতে লাগ্‌ল, সকল চক্ষু তখন সেই দিগে ফির্ত্তে লাগল। জমিদারের মেয়ে তো আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত এত গহনা পোরে এসে ছিল, কিন্তু সে দিগে কেউ ফিরেও চায় নি। এমনি বোধ হয় যেন আর কোন দিগে চাইলে সে সময় টুকু লোকসান হয়।

অমৃত। তা চারু কিছু গহনা পরে নি ?

গোবিন্দ। একখানি বেগুনি রঙের বুটদার চেলি পরা, আর ঐ রঙের সাটিনের একটি কোরতা গায়। আর গহনার মধ্যে হীরের চিক গলায়, কাণে দুটি ইয়ারিং তাতে হীরের দুল লাগান, আর দুগাছি হীরের বালা, এইমাত্র। বর্ণটি প্রায় ইংরাজের ন্যায়। ওষ্ঠাধর যেন দুটি মন্দার ফুলের পাবড়ি, আবার বাতাবি লেবুর রোযার মত যেন রসে টল্ টল্ কোচ্ছে, আর ঐরূপ চিক্ চিক্ কোচ্ছে। উপরের ওষ্ঠটি যেমন—অমৃত বাবু আপনি একখানি ইংরাজী গ্রন্থে সে দিন যে অতি সুশ্রী একটি কি চিহ্ন দেখিয়ে ছিলেন তাকে কি বলে?

অমৃত। হাঁ হাঁ হাঁ, ব্রেস্,—এই ⏜ (পকেট বই পেনসিলে লিখিয়া প্রদর্শন)

গোবিন্দ। হাঁ হাঁ ঐ, যেন হিঙ্গুলের অমনি একটি। ওষ্ঠের অন্তভাগ দুটি ঐ রূপ ঈষৎ বক্র হয়ে ঊর্দ্ধ মুখ হয়েচে। দন্তগুলি যেন দুসারি উত্তম পালিস করা উজ্জ্বল হাড়ের বোতাম। নাসিকা আর নয়ন যুগল যেন একটি মৃণালে দুটি নীল কুমুদকলি দু দিগে নুয়ে পোড়েছে। চক্ষু দুটি ঈষৎ মুদ্রিত আর অল্প রক্তবর্ণ; যেন কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠেছে। তাতে সমুদয় চেহারাটির এক্‌টি অপূর্ব্ব কোমল ভাব হয়েচে। ভ্রূ যুগল সম্পূর্ণ, কোন স্থানে নিবিড় কোন স্থানে বিরল তা নয়। যেন দুখানি ক্ষুদ্র তলোয়ার; এই আমাদের শিরচ্ছেদনের জন্যে। কপালখানি যেন অর্দ্ধ চন্দ্র। কেশগুলি কালো রেসমের ন্যায় যেমন কোমল তেমনি উজ্জ্বল। দুদিগে পাঁচটি ছটি কোরে জোলফের লহর অম্‌নি আকুঞ্চিত হয়ে হয়ে পোড়েচে। সেই গুলি যখন বাতাসে উড়্‌ছে, তখন ঐ হীরক জড়িত ইয়ারিং দুটি ঝক্‌-ঝক্ কোরে বেরিয়ে পোড়্‌চে, যেন নিবিড় জলধরে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। জোল্‌ফ গুলি উড়ে উড়ে গণ্ডের উপর পোড়্‌চে আবার সরিয়ে সরিয়ে দিচ্চে, আবার গিয়ে পোড়্‌চে। তারা যেন ভ্রমরের ঝাঁক পদ্মের উপরে গিয়ে

বোস্‌চে, আর ঐ মধুপান কোরে মত্ত হয়েচে, আর বারণ মান্‌চে না। সে-গুলিকে যখন সরিয়ে গুচিয়ে দিচ্চে, সেই বা কি মনোহর! তর্জ্জনী দুটি ঊর্দ্ধ কোরে, অঙ্গুষ্ঠ জোলুফ গুচ্ছের উপরে আর অপর তিনটি অঙ্গুলি নিয়ে দিয়ে গুচিয়ে দিচ্চে। অঙ্গুলিগুলি যেন ক্ষুদ্র কদলি তরুর নবীন পত্র, যা এখনও বাতাসে প্রকাশ হয় নি,—যাকে বলে মাজ,—তেমনি সুগোল, তেমনি কোমল, তেমনি শুভ্র। তর্জ্জনী ঊর্দ্ধ কর্‌বার সময় তার মূলে যেন ভেঙ্গে গিয়ে একটি টোল পোড়্‌চে। গণ্ড দুটি যেমন সূর্য্য অস্ত যাবার সময় শুভ্র মেঘে ঢাক্‌লে এক্‌টি লাল আভা বিস্তৃত হয়, তেমনি। আবার সং দেখ্‌বার উৎসাহতে যত ব্যগ্র হোচ্চে, ততই আরও রক্তিমা বর্ণ হোচ্চে।

অমৃত। ভাল তা তুমি কেবল চক্ষেই দেখ্‌লে? আর কোন কথা বার্ত্তা হল না? (গণেশকে প্রতি বাধী হতে উদ্যত দেখিয়া পুনরায় এক চোক্‌টিপ।)

গোবিন্দ। মহাশয় সে ঝক্‌মারির কথা আর কিছু বোল্‌বেন না। সে যা হয়েচে তার জন্যে এখনও আমার মনটা খারাব্ হয়ে রয়েচে। সে যে কথা হয়েচে তা আর আমি জন্মে ভুল্‌ব না।

অমৃত। সে কি? এঃ! তুমি যে নানান্‌টা রকমে গরক হয়েচো দেখ্‌তে পাচ্ছি।

গোবিন্দ। প্রথম তো বিবেচনা কোর্ত্তে লাগ্‌লেম কথা কই কি না! কি জানি যদি উত্তর না দ্যায়, কি বিরক্ত হয়, তা হলে তো হিতে বিপরীত। দূর হোক্! কাজ নেই,—সুখের অপেক্ষা স্বাস্থ্য ভাল। আবার বলি ওরা শুনিচি খুব শান্ত-স্বভাব, ভাল দেখি একবার উত্তর দিলেও হয় না দিলেও হয়, এমনি একটি উড়ো রকম কথা কয়ে। এই ভেবে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, কি চারুকমল! গাজনের সং দেখ্‌চ নাকি? অমনি আমার দিকে এমনি একটু ফির্‌লে যে, তাতে মুখের অপেক্ষা চোক্ দুটিই কিছু

অধিক ঘুরে এল। তার পর মুখখানি আবার ফিরিয়ে নিয়ে বোল্লে "হ্যাঁগো"। কিন্তু যখন ফিরে চাইলে, উঃ! তখন আমার বোধ হলো যেন যুগল সীতাকুণ্ড হতে ধূমগর্ভ দুটি বৃহৎ বিম্ব* উঠে বায়ুর দ্বারা তটস্থ হয়ে আবার ঘুরে গেল।

অমৃত। তা এ কথাতে আর তোমার কি এমন হল যে তুমি একেবারে গেলে? তার পরে আরও কিছু আছে।

গোবিন্দ। আঃ! আপনি যে আর ছাড়েন না। তার পর ঐ হ্যাঁ বোলেই ওর দাদাকে বোল্‌চে যে দাদা! আচ্ছা একি বলুন দিথি, ভাল ইনি তো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন আমরা সবই দেখ্‌চি, তবে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেটিও আবার এমনি, আর দুভাই মনেরই বা কি অপূর্ব্ব মমতা এই অল্প বয়েসে! তার দিগে যখন ফির্‌লে, তখন নাকি বাতাস্‌টা আরও সজোরে লাগ্‌তে লাগ্‌ল আর জোলফ্‌গুলি ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগ্‌ল, তা সুশীল অমনি সেই গুলিকে দুহাত দিয়ে ধোরে বাঁচিয়ে রেখে বোল্লে যে "তোমার একথা এখন জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় নি।" চারু বোল্‌লে "কেন ওঁকে তো আমি কিছু অন্যায় কথা বোলিনি?" সুশীল বোল্‌লে "তা হলে কি হয়, তুমি ওঁর সমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেচ তাতেই উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।" চারু আমার দিকে পুনরায় আর না ফিরে বোল্‌চে "হ্যাঁগা! আপনি কি রাগ কোরেচেন? আমরা ছেলে মানুষ, আমাদের কথায় খাপা হবেন না।" আমার কপালে আগুন লেগে আমি অমনি বোলে বোসিচি যে "না রাগ কি? তোমাদের যা মুখে আসে তাই বলনা কেন, আমার তাতে কি হবে?" সুশীল অমনি বোল্‌চে, "ঐ দ্যাখ রাগ কোরেচেন।" চারু বোল্‌লে "যদি এমনই

* সীতাকুণ্ডের তলাহতে যখন বিম্ব উত্থিত হয় তখন সে ধূমগর্ভ এবং তজ্জন্য কৃষ্ণবর্ণ থাকে।

রাগ কোরে থাকেন তা বোলে আর কি কোর্‌ব।" আমি তো একেবারে নেই। আমার বুক ধড় ধড় কোত্তে লাগ্‌ল যে প্রথমেতেই আমার উপরে ওর মনটা খারাব হয়ে থাক্‌ল। কি জানি যদি ওর মনে এই ভাবটাই থেকে যায়, তবেই তো!

অমৃত। তা তুমি এমন কথা বোল্‌লে কেন?

গোবিন্দ। কি জানি! আমি উদার স্নেহের ভাবে বোলতে গিছ্‌লেম যে তোমরা বালক তোমরা যা ইচ্ছা তাই বল তাই আমাদের অমৃতের মত লাগে। তা না বোলে বোলিচি তোমাব যা মুখে আসে তাই বল। আমার এই রকম অনেক সময় হয়। উত্তম কথাটি সময় শিরে মনে পড়ে না, শেষ যখন মনে হয় তখন দুঃখ হয় যে আহা এই কথাটা বোল্‌তেম যদি! যেমন প্রয়োজনের সময় একটি দ্রব্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পরে হয় তো সেই দ্রব্যটি আপনা হতে দ্যাখা দ্যায়।

অমৃত। তার পরে কি তুমি ওদের আগে চোলে এলে?

গোবিন্দ। আগে কি চোলে আস্‌বার যো আছে? এই কথাটাতে বড় অসুখ হতে লাগ্‌ল বটে, তবু থাক্‌লেম দাঁড়িয়ে। আর ওদের দুজনের কথা শুন্‌তে লাগ্‌লেম। আহা গলার স্বরও কি ভগবান অমনি মিষ্ট কোরে দিয়েচেন। যখন এক জনের পরে আর এক জন কথা কইতে আরম্ভ করে, তখন বোধ হয় যেন মিউজিক্যাল বাক্সতে এক খানা গৎ বেজে গেল আবার আর এক খানা গৎ বাজ্‌তে লাগ্‌ল।

অমৃত। যথার্থ ওদের দুভাই বনের কথা বড় মিষ্ট। শুন্‌লে খানিক দাঁড়্য়ে শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। তার পর বল।

গোবিন্দ। তার পর সন্ধ্যা হয়ে এল, এই সময় প্রথম একখান, তার পর আর একখানা, তার পরে খান দুই, এই রকম কোরে গণের সময় নৌক ছাড়ার মত সব গাড়ীগুলি ছাড়্‌লে। এ গাড়ী যতদূর দেখা গেল

ততদূর চেয়ে থাক্‌লেম। তার পর যখন একেবারে অদৃশ্য হল, তখন যেন ঐ গাড়ীর শব্দ আমার কাণের মধ্যে হুহু কোর্ত্তে লাগ্‌ল আর বুকটা ধড়্ ধড়্ কোর্ত্তে লাগ্‌ল। বোধ হতে লাগ্‌ল যেন এতক্ষণ স্বপ্নে ইন্দ্রের নন্দন-বনে গিয়ে সকল বিদ্যাধরীদিগের নৃত্য গীতে মুগ্ধ হয়েছিলেম, এই সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখি কোত্থাও কিছু নেই, সাম্‌নে ধলেঙ্গার মাঠ ধূ ধূ কোচ্ছে। এই ত অবস্থা—এখন বাবু (গণেশ চৌধুরীব প্রতি) আমার বুকের ভিতর ধুপ্ ধুপ্ শব্দে বমের গোল্লা ছুট্‌চে, এখন এক গেলাস্ লাল জল না হলে তো এ আগুণ নেভে না।

গণেশ। আমি তবে না বোলে আর থাক্‌তে পারিনে। তুমি এতে চট আর রাগ্‌ই কর। ভাল তোমার বুকের মধ্যে তো বমের গোল্লা ছুট্‌চে। তা তুমি মদ থাবাব সময় হাঁ কোল্লে যদি—তোমার ওর নাম কি—একটি সেই গোল্লা ছুটে বেরিয়ে আমার গেলাস্‌টি ভেঙ্গে যায়? হি হি হি হি হি হি! (পুর্ব্বমত প্রথম শীতলের প্রতি পরে অমৃতলালের প্রতি সহাস্যে দৃষ্টি)।

অমৃত। (হাস্য করিয়া) তা যা হোক্, এখন ব্রাহ্মণ যখন ধোরেচে তখন না দিলেও তো হবে না? তা গ্লাস ভাঙ্‌বে না, ঐ লাল জল লেগে বমের গোল্লা রসগোল্লা হয়ে যাবে এখন।

গণেশ। তবে অমৃত বাবু! গোস্তাকি মাফ হয় তো এক্‌টি কথা বোলি। আমার ঠাকুরের দিনের বেলা ঘুমান রোগ্‌টি ছিল, আর বুড়মানুষ মুমুলিই—তোমার ওর নাম কি—হাঁ কোরে পোড়্‌তেন, আমি রোজ বৈকেলে বেরিয়ে যাবার সময় দেখে যেতেম। তাই বলি যে এখন যদি তিনি সেই রকম হাঁ কোরে থাক্‌তেন, তবে এই রসগোল্লা হয় তো তাঁর গালে পোড়্‌তে পাত্তো।

(সকলের হাস্য)

অমৃত। আপনি যে আজ কাকুথুই ছাড়্‌চেন না। আমাকে একটু অনুগ্রহ কোর্ত্তেন, তা আজ আমাকেও যে ছাড়্‌চেন না।

গণেশ। মহাশয় আমার ঐ দোষটি, তা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। কথা পোড়লে আমি ছাড়তে পারিনে। তা বাপ্ই হোন,—আর তোমার গুরুর নাম কি—মাই হোন।

শীতল। (গণেশের কাণে কাণে) অমৃত বাবু আচ্ছা জব্দ হয়েচেন, আমি বড় খুসি হয়েচি।

গণেশ। (শীতলের গা টিপে) চুপ্ কর না, দেখ না, এখনি হয়েচে কি?

অমৃত। (শীতলকে ইঙ্গিতে মদ আন্‌বার কথা উপস্থিত কোত্তে বলা)।

শীতল। এখন একটু মদ-না হলে যে মুখুয্যে মহাশার নাড়ী স্তম্ভিত হবার যো হল।

গোবিন্দ। (স্বগত) আমার নাম কোরে সকল পাপী তোরে যেতে চায়। এও তো এক মজা মন্দ না।

গণেশ। তবে শীতল! নিয়ে এস ঐ আল্‌মারী থেকে বোতল টা—না, সে তুমি পাবে না, আমারই যেতে হল। চল তুমিও চল।

[গণেশ এবং শীতলের প্রস্থান।

ডাক্। ভাল এর গবেশচন্দ্র নাম বার কোল্লে কে, তার কিছু তারিপ্ আছে।

অমৃত। কেন? এ নাম বার কর্‌বার আর ভাবনা কি? কপালের দুপাশ মরা, আর যেন চিতিয়ে রোয়েচে, নাক্‌টি যেন দুনলি পিস্তলের মত চেপ্‌টা আর ছিদ্র দুটি গোল, গোঁপ ঝুলে গালের মধ্যে গিয়েছে, গণ্ড দুটি আগা গোড়া এক ঢোল যেন লখীপুরে কোষ নৌকা, চাউনিটি মহিষের ন্যায়, হাসিটি পূর বোকাটে। ওঁর মুখের চেহারাই তো সাইন বোর্ড, তাতেই তো গবেশচন্দ্র নাম যেন **হল অব অল নেসন্‌ছে**র ন্যায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে।

ডাক্। যা হোক্ ঐ আছে বোলে আজ পরবের দিনটে একটু ভদ্র লোকের মত হওয়া যাচ্ছে। তা নৈলে কোথায় গে পোড়ে এতক্ষণ খাবি খেতে হোত।

(গণেশ চৌধুরী এবং শীতলের পুনঃ প্রবেশ)

শীতল। দেখ দেখি মুখুয্যে ঠাকুর! তুমি ঐ এক সুন্দরী দেখে এসেচ, (বোতল প্রদর্শন) আর এই একটি কেমন সুন্দরী, চিকণ কাল রূপখানি, আবার প্রেম রসে ভরা।

অমৃত। (বোতল দর্শনে খুসি হইয়া হাস্য মুখে) বা, বা! এ যে বিলিতি গোচ—হেনিসি। এ কি ঘরে ছিল না আনিয়েচেন? (হস্ত বিস্তার করিয়া) দেখি, দেখি, দেখি! (ল্যাম্পের নিকট তুলিয়া ধরিয়া) হাঁ, তাই বল। আমি ধরণ দেখিই টের পেয়েচি যে দিশী নয়। ডক্টর! দেখেচ এর রং কেমন? যথার্থ গোল্‌ডেন কলর।

ডাক্। অমন দেখ্‌লে হবে কি? খেয়ে দ্যাখাই দ্যাখা। আমরা রূপের কেউ না গুণের গোলাম। (গীত) সুন্দরী হইলে কি হয় প্রাণ সখীরে। রূপে তার কি কাজ করে গুণে গুণবতী কয়॥ সুন্দরী হই——লেঃ হা (এক তুড়ি)।

অমৃত। আঃ! এমনই জিনিস্‌টি, যে দেখিই সকলের আনন্দ হয়েচে। ডাক্তার বাবুর মুখ দিয়ে এতক্ষণ কথা সর্‌ছিল না, এখন বোতল দেখিই একেবারে গীত বেরিয়েচে। এতক্ষণ যেন অন্ধকারে প্রাণগুল পাখীর মত মুস্‌ড়ে ছিল, এখন যেন সূর্য্যের উদয় হয়ে ভোর হল, আর অমনি সব আনন্দে গান কোরে উঠ্‌ল। ন্যাও, মুখুয্যে মহাশয়, এখন ঢাল।

গোবিন্দ। (এক গেলাস্ ঢালিয়া গণেশচন্দ্রের প্রতি) বাবু আসুন। যেন লক্ষ্মীর চাল দিয়ে লক্ষ্মীপুজা।

গণেশ। না না, তাকি হয়? প্রথম অমৃত বাবু। উনি হোচ্ছেন আমাদের—তোমার ওর নাম কি—পালের গোদা।

অমৃত। (ডাক্তারের প্রতি) এ যমের হারাম।

গোবিন্দ। অমৃত বাবু কি বলেন?

অমৃত। আর গণেশ বাবু যখন বোল্‌চেন তখন আর কি? (গ্লাস লইয়া গণেশ এবং ডাক্তারকে গুড্ হেল্‌থ এবং অপর দুজনকে সুদ্ধ এক একবার শির নত করিয়া পান।)

ডাক। আমার ওতে একটু জেয়াদা কোরে জল দিও। আমি এমন রাম ছাগল নই যে "র" খেয়ে বাহাদুরী জানাব।

গণেশ। ঠিক কথা! যারা আহাম্মক তারাই গে—তোমার ওর নাম কি—র খেয়ে বাহাদুরী জানায়। এই যেমন শীতল। আমার গেলাসে খুব জল দিও।

শীতল। (জনান্তিকে) তুমিও আহাম্মক বোল্‌লে, তবে আর কেন। মা! খাও আমারে!

গোবিন্দ। তবে নিন। আপনাকে একটি জলের পুকুর কোরে দিলেম। কিন্তু এ এমন পুকুর যে এতে ডুবে মোলেও অপমৃত্যু হয় না।

গণেশ। মুখুয্যে! ভাই এইবার আমি একটি কথা বলি। এইবারটি তুমি রাগ কোর না, তার পর আর আমি কিছু বোল্‌ব না। আচ্ছা তোমার ঐ পুকুরে আমাকে ডুবে মোর্ত্তে বোল্‌লে। লোকে বলে বুদ্ধি না থাকলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে। তবে কি তুমি—তোমার ওর নাম কি—আমার বাপ? (শীতলের দিগে দৃষ্টি করিয়া তাহাকে অন্য মনস্ক দেখিয়া) আরে কি বল হে? (এক ধাক্কা।

শীতল। (মাটীতে কুনো দিয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

গণেশ। (শীতল অপেক্ষা উচ্চস্বরে হাস্য, এবং বক্রী সকলকে হাস্য করিতে দেখিয়া মনের খুসিতে বাম হস্ত বিস্তার করিয়া ভাল বাসার চিহ্নের স্বরূপ শীতলের ঘাড়ে দিয়া) কি মজার বাহার! কি মজার বাহার! আজ গাজনের দিন কি মজার বাহার!

অমৃত। মুখুয্যে মহাশয়! এখানে একটু বুঝে পোড়ে কথা কইও। এ তোমার ভট্টাচার্য্যের টোল পাওনি, এখানে মানুষ আছে।

গণেশ। হি হি হি হি হি হি! এটা মনে কোবনা যে—তোমার ওর নাম কি—তুমি একাই কথা কইতে জান তা নয়—এবং আমরাও দুট একটা জানি; না জানি এমন অথ না।

শীতল। আজকে আপনার খুব মন খুলে গেচে।

গণেশ। হাঁ যথার্থ আমার মন খুলে না গেলে তোমরা আমার কাছে মজার কথা শুনৃতে পাওনা, আর কেউ চালাকি কোর্ত্তে এলে আমি চুপ কোরে থাকৃতে পারিনে। আমি যখন ভাল মানুষ আছি, তখন গৌবেচাবা। চাই কি তুমি আমাকে নাক্ফোঁড়া বলদের মত নাঙ্গলে যুড়ে দ্যাও তাও সই। কিন্তু হারামজাদগি করি যখন, তখন তুমি দেখ্‌বে যে—তোমার ওন্নাম কি—আমার মত হারামজাদা, বজ্জাৎ, বেজাতক, আর দুটি নেই।

শীতল। আজ্ঞে তার সন্দে কি? তা কি আর আমি জানিনে।

অমৃত। ন্যাও মথুয্যে মহাশয়, আর এক এক গেলাস্ দিয়ে এক্‌টা গীত গাও।

সকলে। হাঁ হাঁ, বেশ্ কথা। এক্‌টি গীত হোক্।

গণেশ। কিন্তু আস্তে, বড় গোল না হয়। এ পাড়াটা বড় খারাব্। এখানে এক্‌টি গীত গাওয়া কি দুট এক্‌টা মেয়ে মানুষ এনে যে এক্‌টু ভাল কোরে খুলে আমোদ সামোদ করা তা হবার যো নেই। সে দিন কি না বামী ধোপানীকে এনে একটু—তোমার ওর নাম কি—গোটা দুই পাঁচালীব

খেঁউড় শুনা যাচ্ছিল, এই আর কি পাড়া সুদ্ধ সকলের রাগ। অন্য লোকের দোষ কি দিব, আমার মাঠাকুরুণের পর্য্যন্ত মন ভার। যেন কি একটা ভারি অন্যায় কাজ্ই হয়েচে। এই যে আমরা পাঁচ জন ভদ্র সন্তানে বোসে একটু মদ খাচ্চি, এ কাল সকালে এই কথা নিয়েই কত হবে। কেবল হিংসে। এরা লোকের ভাল দেখ্তে পারে না।

অমৃত। সে কথা যথার্থ। তা ছোট ছোট কোরেই হবে এখন। তবে আর এক এক গ্লাস দিযে লাগ।

(সকলের মদ্যপান।)

অমৃত। আচ্ছা ডক্টর! তুমি কণ্ট্রি গ্রগ্ প্রিফর কর, না ইংলিস ওয়াইন প্রিফব কর।

ডাক্। টেছ্টেব পক্ষে বোল্তে গেলে ইংলিস ভাল, আর ইফেক্টের বিষয় কণ্ট্রি ভাল। ফর ইনস্ট্যান্স কণ্ট্রি গ্রগ্ টেক কোরে চারটি ভাজা ভুজ ডাল ভাত্ খেলেই হল, ইংলিস স্পিরিটে ফ্লেস্টি না হোলে চলে না। ইংলিস স্পিরিট ডাইরেক্টলি লিবরের উপর অ্যাক্ট করে, হোয়েরঅ্যাজ কণ্ট্রি তা নয়। আর ওতে লিবর, ড্রপ্ছি, এই সকল হয়। আহা! ড্রপ্ছি কেস্ ট্রীট কোত্তো যেমন ডক্টর গুডীব, ওয়াণ্ডর্ ফুল্! গুডীবের মত ফিজিসিয়ান কলেজে আর কখনো আসেনি। একবার এক্টা রিমি-ট্যাণ্ট ফিবর্ কেসেতে আমার এক জায়গায় কল্ ছিল। তার পর আমি গিয়ে দেখি যে কেস্টা ভারি ডেঞ্জরছ্ হয়ে উঠেচে ;—স্কিন অতিশয় হট্, ব্রীদিং সর্ট, আবার বমিটিং টেণ্ডেন্ছি এম্নি যে মেডিসিন থাক্চে না। আমি তো ম্যাক্নেমারার ওয়েতে ট্রীট্ কোরে দেখ্লেম, তাতে হীট্ টা অনেক রিমুব হল, কিন্তু বমিটিং আর কিছুতেই কমে না। তার পরে গুডীবকে ডাকিয়ে আনালেম। আহা, গুডীব আমাকে বড় লাইক্ কোত্তো। গুডীব এসে বোল্লে "ওএল গিবীছ চন্দর! ওয়াট্ হ্যাব ইউ

গিবেন হিম ?” তা আমি বোল্‌লেম যে ফাইব্ গ্রেন্‌ছ অব্ কারবোনেট অব্ ছোডা, কোর্ গ্রেন্‌ছ্ নাইট্রেট্ অব্ ছিল্‌বর্, কোর্ গ্রেন্‌ছ্ রুবার্ব। বোল্লে গিব্ হিম এইট্ গ্রেন্‌ছ্ অব্ ডোবর্‌ছ পাউডর্, উইথ ফাইব্ গ্রেন্‌ছ্ অব্ ইপিকা কিউআনা। আমি বোল্‌লেম যে বমিটিং টেনডেন্‌ছি রোয়েচে, ইপিকা কিউয়ানাতে কিছু খারাব্ হবে না? বোল্লে যে বেটর ট্রাই দিছ্ অ্যাণ্ড লেট মি নো দি রিজল্‌ট। আমি তাই কোর্‌লেম, কিন্তু বমিটিং টে আর কম্‌লোও না, আর বাড়লোও না। আমি গিয়ে আবার বোল্‌লেম। শুনে বোল্লে অল্ রাইট্। রিডিউছ্ দি কোয়াণ্টিটি অব্ ইপিকা কিউয়ানা ফ্রম্ ফাইব্ টু টু গ্রেন্‌ছ্। দ্যাট্‌ছ্ অল্। মহাশয় তাতেই ইন্ দি কোর্ছ অব্ থ্রী ডেছ্ পরফেক্‌ট রিকবরি।

গণেশ। অমৃত বাবু! আপনারা দুজনে মদ্‌টি খেলিই ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করেন, এটা বড় অন্যায়।

গোবিন্দ। হাঁ, আর আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, যেন অপ্রস্তত অপ্রস্তুতরকম হয়ে থাকি। যেমন পূজার বাড়ীর পুরোহিত ঠাকুর; এ দিকে নাচ গাহনা ধুম ধাম হোচ্চে, পুরোহিত ঠাকুরেরা জন দুই তিন চণ্ডীমণ্ডব দালানে প্রতিমার সম্মুখে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত চুপ্ কোরে বোসে আছেন কি ঝিমুচ্ছেন।

অমৃত। হাঁ হাঁ, যথার্থ যথার্থ। এইবার আর এক এক গেলাস্ দিয়ে একটি গাও।

(সকলের পান)

গোবিন্দ। অমৃত বাবু! আচ্ছা আমি গাচ্ছি, কিন্তু আমার একটি উপকার কোর্ত্তে হবে আপনাকে।

অমৃত। আমি উপকার কোর্‌ব? আহা! জগদীশ্বর আমাকে কি এমন দিন দেবেন যে আমা হতে কারো উপকার হবে? আমি এ যাত্রার মত

গিইচি। যে পর্য্যন্ত আমি ফেইল হইচি, সেই পর্য্যন্তই আমি উদ্যম ভঙ্গ হয়ে শীতকালের জরা সর্পের ন্যায় হইচি। এখন আমার মস্তকে ভেক বোসে গর্জ্জন করে। আমি যেন কোন অসাধারণ রণকুশল যুবক প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শৌর্য্য বীর্য্যের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত কোরে, শেষ জয়লাভ কর্‌বার সময় হঠাৎ একটি কামানের গোলা লেগে পোড়ে এক্ষণে শৃগাল কুক্কুরের আহার হলেম! আহা! আমি ফেইল হব একথা কেউই বলেনি। সুদ্ধ কুসংসর্গে পোড়ে একজামিনের দুমাস আগে থাকতে এককালীন পড়া ছেড়ে, সেই দুমাসের কর্ম্মফলে আমাব জীবন বিফল হল। (চাদরের মুড় চক্ষে দিয়ে রোদন)।

গোবিন্দ। মহাশয় আপনি অমন কোরে কেঁদে ব্যাকুল হলে যে সকলই মিথ্যা হল।

ডাক্। কেন, আপনি ফেইল হয়েচেন তাতে আর কি ক্ষতি হয়েচে? কেবল টাইটল্ টী পান্‌নি। তা লেখা পড়াতে আপনার তুল্য তো কেউই নেই এ গ্রামে। আপনার কাছে কেউই তো কলম ধোত্তে কি কথা কইতে পারেন না।

অমৃত। কি ক্ষতি? এই ক্ষতি যে আমার জীবনটি বিফল হয়েচে। সেই ফেল হবার লজ্জাতে আমি দেশে আস্‌তে পারলেম না, সেই জন্যে আর স ক্লাসে পড়া হল না। কেবল ঐ দুঃখের জন্যে আরও মদ খেতে আরম্ভ কোর্‌লেম, আর ছিদ্রযুক্ত নৌকার মত ক্রমে ডুব্‌তে লাগ্‌লেম। তবে এখন আমার ঘরের ইটভিতে কিঞ্চিৎ জানা শুনা হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে ফল কিছুই নাই। যেন উত্তম একটি নবীন তরু ঝড়ে ভাঙ্‌লে তার যে গুঁড়িটে থাকে সেটা ক্রমে স্থূল হোতে পারে এবং দুই চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পল্লবও প্রকাশ কোর্ত্তে পারে বটে, কিন্তু তাতে আর ফল তো হবে না। তেমনই আমার বিদ্যা আর জ্ঞান নপুংসকের রূপ লাবণ্যের

ন্যায় মিথ্যা। এতে না আমার নিজের, না স্ত্রী পরিবারের, না দেশের কোন লাভ আছে। আমার এক্ষণে শুভাদৃষ্টের বিষয় এই যে আর সকল লোক যেমন স্বভাবে মরে, তেমনি মরি, যেন পথে ঘাটে মাতাল হয়ে পোড়ে না মরি। আর আমার এই শরীর শেয়াল শকুনিতে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে অন্য স্থানে টানাটানি না করে। আর আমার অস্থি দেখে (রোদন করিতে করিতে) লোকে না বলে যে অমুক মাতাল এই খেনে পোড়ে মরেছিল তার হাড় আর মাথা ঐ! (রোদন)

গোবিন্দ। অমৃত বাবু ক্ষান্ত হোন্, নেসার সময় যত কাঁদ্‌বেন ততই কান্না বাড়্‌বে।

গণেশ। ওঁকে এক গেলাস্ দাও।

গোবিন্দ। (মদ লইয়া) মহাশয় এই গেলাস্‌টা নিন দেখি।

অমৃত। বোস, রোস, একটু মনের বেগ্‌টা থামিয়ে নি।

শীতল। মদের নেসা হলে আমি দেখিচি অনেকেই কাঁদে।

গোবিন্দ। হাঁ, সেতো আছেই। কাঁদে, হাসে, গীত গায়। অর্থাৎ যে ভাব্‌টা যখন লেগে যায় তাতেই তখন মেতে ওঠে। কিন্তু অমৃত বাবুর শুদ্ধ তা নয়। তবে সহজ অবস্থায় এত হোত না। ওঁর মনের ক্লেশটাও অতিশয় প্রবল। হঠাৎ সেই সম্বন্ধে কথা পোড়েছে আর যেন মেগ্‌জিনের ঘরে এক ফুল্‌কি আগুন পোড়েচে। যেমন শরীরের একটা স্থানে যদি অপবিমিত বেদনা থাকে সে স্থানটাতে দৈবাৎ একটু আঘাত লাগ্‌লে সর্ব্ব শরীর অস্থির হয়, তেমনি মনেরও বেদনার বিষয় আছে, তাতে কোন ভাবের দ্বারা বা কথার আভাসে আঘাত লাগ্‌লে মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অমৃত বাবু তবে নিন, গেলাসটা অনেকক্ষণ ঢালা রোয়েচে, খাবাব্ হয়ে যায়।

অমৃত। (চক্ষু মোচন করিয়া) সকলকেই এক এক গেলাস্ দাও, একা আমি খেলিই হয়, এমন না।

(সকলে পান)

অমৃত। তবে এখন একটা গাও। তার পরে তুমি কি বোল্‌ছিলে তা শুনা যা'ব আর যদি আমার দ্বারা কিছু উপকার হবার হয় তাও হবে।

গোবিন্দ। তা হলেই হল। আপনি যখন অঙ্গীকার কোল্লেন, সেইই যথেষ্ট। আপনি হাজার মাতাল হোন তবু মিথ্যাবাদী হবেন না। তা আমি বেশ জানি। তবে এখন গাচ্ছি।

(গীত)

সুর দাশুরায়ের পাঁচালির—"অরে জীব ভাবনা কি হবে জীবনান্তে" ইত্যাদি—

সুরা গো ! মর্ত্তে তুমি সুরধনী অবতার।
আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
সুরাসুর মোহিত গুণে তোমার ॥
তুমি যদি কৃপা করি হও সদয়,
পঙ্গু উঠে লম্ফ দিয়ে, অথর্ব্ব অসুর হয়,
অচল উড়িয়ে চলে গগনে, জড়ের চৈতন্য তব মিলনে।
তুমি বোবার কথা ফুটাও, খঞ্জরে তুলে নাচাও,
কটাক্ষে ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥
পঞ্চানন পঞ্চ মুখে গুণ গায়,
তন্ত্রে পঞ্চ মকারের, প্রধান বলে তোমায়,
তোমা বিনে তাদের নাহি আদর,
তোমারি গুণেতে তাদের্ বাড়ে দর,
জাতি কুল মান তেজে, যে তোমার প্রেমে মজে,
ত্বরায় তার গো তারে ভবপার ॥

গণেশ। আহা! বেশ! বেশ! কি মজার বাহার! কি মজার বাহার! আজ গাজনের দিন কি মজার বাহার!

অমৃত। তবে মুখুয্যে মহাশয়! এখন তুমি কি বোল্‌ছিলে বল। (গোবিন্দ মুখুয্যের কাণে কাণে) গণেশকেও এই কথার মধ্যে ন্যাও, তা নৈলে ও মনে কোর্‌বে আমাকে তাচ্ছিল্য করে। তা হলে বাগ্‌ড়া দেবার চেষ্টা কোর্‌বে।

গোবিন্দ। বাবু এই দিগে একটু মনোযোগ করুন। শুধু একা অমৃত বাবুর দ্বারা কিছু হবে না। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তা হলেই নিঃসন্দেহ হয়।

গণেশ। কি বিষয়টা কি বল দিথি? আমার তো ভাই ল্যাঠা অনেক। ত তা বোলে আর কি হবে তুমি বন্ধু মানুষ হোচ্চ, তোমার কথা রাখ্‌তেই হবে। আবার আমি যদি লাগ্‌লেম, তবে যে কর্ম্মই কেন হোক্ না, তা নিপ্পি-দিপ্ কোরে দিবই দিব।

গোবিন্দ। হাঁ, আপনি লাগ্‌লে সে তো ধরাই আছে। তা আমার কথা তো আমি প্রথমেই বোলিচি।

অমৃত। তুমি কি যথার্থই খেপ্‌লে নাকি? অমর বাবুর মেয়ে তুমি বিয়ে কোর্ত্তে চাও, সে হোচ্চে রাজা, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাতে সে মেয়ে বিধবা। আর এটাও কিছু বড় সহজ কথা নয় যে তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে কায়স্থের মেয়ে বিয়ে কোর্ত্তে চাও। তুমি সকল বিষয়েতেই বেশ বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা কও, কেবল এই বিয়ের কথা পোড়্‌লেই তোমার কপাল পোড়ে!

গোবিন্দ। এই? এই কথা বৈতো না? প্রথমতঃ তিনি রাজাই বল, আর ধনীই বল, ভাল তা হল। তা বড় মানুষের মেয়ে তো প্রায় গরিব হাড়হাবাতে, এরাই বিবাহ করে। তবে কিনা ঐ পাত্রগুলি কুলীন। তবে দেখুন কুলীন মৌলিকে যত তারতম্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থতে তার সহস্রগুণ।

আর সেই কুলীনের হিসেব যদি ধরেন, তবে জগতের লোক আমার পা পুজা করে বোল্‌লে তো অল্প কথা, পুজা কোর্ত্তে পেলে বোত্তে যায়। তবে কন্যাটি বিধবা, তা সে প্রতিবন্ধক ভগবানের ইচ্ছা আজ কাল নেই। তবে আমি ব্রাহ্মণ। তা এখন ব্রাহ্মণের মেয়েও কায়স্থ বিবাহ কোচ্ছে, কায়স্থের মেয়েও বৈদ্যের সঙ্গে বিবাহ হোচ্চে, তাতেও তো আর গোলের কথা নেই।

অমৃত। সে তো হয় ব্রাহ্মদের মধ্যে। তা তুমি যদি বল আমি ব্রাহ্ম হব তা সে কথা মুখে বোল্‌লে হবেনা,—পইতে ফেল্‌তে হবে।

গোবিন্দ। আরে মহাশয়, তাকি আর আমি জানিনে? তা আমি জানি যে ব্রাহ্ম হোতেও হবে, পইতে ফেল্‌তেও হবে। তা এ দুইই আমি স্বীকার আছি। তা এতে আমার বাপ্‌ই বিষ খান, আর মাই গলায় দড়ি দিন। মা বাপ্ তো লোকের মর্‌বারই হিসেব। রামে মারুক রাবণে মারুক তাঁদের মৃত্যু স্থির।

অমৃত। সে কেমন?

গোবিন্দ। এ বিবাহ যদি না হয় তবে তাঁরা নিশ্চয়ই পুত্রশোকে মোর্‌বেন; আর যদি হয় তবে উপরে যা বলিচি।

অমৃত। (ডাক্তারের প্রতি) এখন পুর পাগ্‌লাম কোচ্চে। (গোবিন্দের প্রতি) তা যেন হল, মদ যে ছাড়তে হবে তার কি?

গোবিন্দ। হাঁ, এইটে কিছু গোলের কথা। (মস্তক নত করিয়া চিন্তা) এই মদ ছাড়াই হোচ্চে মুস্কিলের ঘর। তা নইলে আর আমি কিছুতেই গোল দেখিনে। তা এক কর্ম্ম কোল্লে হবে। লুকিয়ে খেলেই হল।

অমৃত। তা কি হয়? মদ খাওয়াটা যে কুকর্ম্ম তার তো আর ভুল নেই? তা যিনিই খান, আর তিনি যত বড়ই লোক হোন। তুমি নিশ্চয় জেন যে, কুকর্ম্ম কখনই ছাপা থাকে না। তুমি যদি এক জনের কোন উপকার কর

আর তা যদি দশ জনে দ্যাখে, তবে সেই দশ জনের মধ্যে এক জনও অন্য যে না জানে তার সঙ্গে বলে কি না সন্দেহ। আর তুমি এক গাছি তৃণ অপ-হরণ কোরেছ এমন সন্দেহ কেউ যদি করে, তো সে তখনই একটা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম ত্যাগ কোরেও লোকের কাছে গিয়ে তোমাকে এক গাদা খড় চুরি কোর্ত্তে দেখেচে বোলে দিব্বি কোরে বোল্‌বে। একটা স্ত্রীলোক যদি প্রাণপণে পতির সেবা করে, তা কেউই উল্লেখ কোর্‌বে না। কিন্তু অপর একটি স্ত্রী যদি কিঞ্চিৎ লজ্জার ত্রুটি করে, তখনই তাকে কুলটা বোলে রাষ্ট্র কোরে দেবে। অতএব দুষ্ক্রিয়া হতে বিরত থাকাই দুষ্ক্রিযার অপবাদের একমাত্র উপায়।

গোবিন্দ। সে কথা যথার্থ। আচ্ছা, তা যদি মদ না ছাড়্‌লে নিতান্তই না হয়, তা না হয় কিছু দিনের জন্যে ছাড়াই যাবে, তা বোলে আর কি করা যাবে। কিছু দিন ছেড়ে, তার পরে বিবাহটা হয়ে গেলে তখন আবার খেলেই চোল্‌বে। তা সুধু মদ কেন, যদি তেমন প্রয়োজন হয তো পৈতেও লওয়া যাবে। তা এমন তো হয়ে থাকে। কত কত অম্বুবে ব্রাহ্ম যে একটা লাভের প্রয়োজন হলে অমনি হিঁদু হয়ে পড়ে। হিঁদু কি তার পরিশোধ দিতে পাবে না? "স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ।" এতে তো আর কথা নেই।

অমৃত। আচ্ছা, ও কথা এখনকার নয। এব পরে দেখা যাবে। ভাল এখন তোমার মনের অবস্থাটা কি, ঠিক বল দিখি! ভেবে বোল্‌তে পার্‌বে না, সহসা।

গোবিন্দ।———

বরিষাকালে যখন, উদয় পূর্ণিত শশধর।
নিরমল্‌ সে কিরণ, দরশনে মোহিত অন্তর॥
আঁখির পলকে হেরি, হইয়ে মারুত সঞ্চালিত।
জলদে গগন্‌ ঘেরি, আসি কৈল শশী আচ্ছাদিত॥

তেমনি হৃদি গগণে, শশাঙ্ক নবীন প্রেমাস্পদ।
প্রমোদিত করে মনে, দীন যেন পাইলে সম্পদ॥
কিন্তু তখনই আবার, হুতাশ সংশয় মেঘ আসি।
কোরে হৃদয় আঁধার, বিনাশে প্রেমদ সুখ রাশি॥
আমার মন যখন, হেরিতেছে সেরূপ তরঙ্গ।
মাতিয়ে প্রেমে তখন, করিতেছে কত মত রঙ্গ॥
কিন্তু কি জানি কি হয়, এই ভয় হইয়ে সমূহ।
প্রেম সুখ সমুদয়, নাশিতেছে আসি মুহর্মুহ॥

অমৃত। হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌লেম তোমার যথার্থই প্রীতি হয়েচে। তা নৈলে তুমি এত শীঘ্র মনের ভাব ব্যক্ত কোর্ত্তে পার্ত্তে না। প্রকৃতির স্বীয় অবয়বই প্রকৃতির সাক্ষী। তোমার ভাবেতেই বোধ হোচ্চে তোমার প্রণয় যথার্থ।

ডাক্। এই আবার আরম্ভ হলো, সেই আলো চাল্ কলা গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ। গণেশ বাবু বোলেছেন মন্দ না। আমার ও একটুও ভাল লাগে না। বাবা! এখন তোমার ও পাঁজি পুথি ঢাক, আর একটু মদ ঢাল।

গোবিন্দ। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা।

(সকলের পান)

ডাক্। (চীৎকাব শব্দে বেসুরো) মা সুরধনি তুমি আমার অ—বো—ত্‌তার—মা—এই যে আমি।

শীতল। ওকি বাবা? টিকেদার বামুণ হলিই কালো? ডাক্তার হলিই বেসুরো? তবে এই শোন বাবা! (বাম হস্তে বাম গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে বিস্তার করিয়া তর্জ্জনী ঊর্দ্ধ করিয়া) ওগো মা—ত্‌তুমি আমার সুরধনী, অ—বো—ত্‌তার। (সকলে চীৎকার করিযা যার যথা

ইচ্ছা কথা সুর উল্ট পাল্টা করিয়া কেহ তুড়ি কেহ হাত্‌তালি দিয়া ঐ গীত)।

শীতল। বাবু, আপনি না গোল্‌মাল কোত্তে মানা কোচ্ছিলেন ?

গণেশ। আরে যা—এখন আবার গোল্‌মাল—আর-তোমার ওন্নাম কি—লম্বা মাল, মদ খেতে গেলে আগে চুপ্‌ চুপ্‌, শেষে ক্যাথুর্‌। এতো ধরাই আছে—মুখুয্যে ঢাল।

গোবিন্দ। আর তো মদ নেই, তিন বোতল পাচার।

অমৃত। সেকি বাবা! সব তেল টুকু ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে ফুঁকে ফুঁকে যেই ধোরে উঠ্‌ল, আর প্রদীপ জ্বাল্‌বার সময বোলে বোস্‌লে তেল নেই। তা হবে না বাবা! এখন তেল চাই। তা নৈলে সব আঁধার। তেল আন, আর না হয তো ঐ তেলের ভাঁড় তোমার মাথায় ভাঙ্গ্‌ব।

গোবিন্দ। তা বাবু যদি টাকা দেন, আমি এ-ক্‌খুনি—দৌড়ে কলুর বাড়ী থেকে তেল আনি।

গণেশ। আমারও কাছে—তোমার ওন্নাম কি—টাকা নেই। তুমি অমরনাথ বাবুর মেয়ে বিয়ে কোত্তে চাও, এদিকে মদ আন্‌বার ক্ষমতা নেই ? তবে তোমাকে তো মেয়ে দেবে এখন নগোত্‌।

গোবিন্দ। আচ্ছা, অমৃত বাবু বলুন যে, মদ আন্‌লেই বিয়ে হবে।

গণেশ। আঁ-আঁমি বোল্‌ছি, আমরা ও সব একে। অমৃ-র-রত বাবু কি বলেন ?

অমৃত। আচ্ছা বাবা, নিয়ে তো এস, তার পরে দ্যাখা যাবে।

গোবিন্দ। তা আমার কাছে টাকা যত আছে তা তো মাগঙ্গা জান্‌চেন। তবে আমাদের ছুট বড় বড় পিতলের রাধাকেষ্ট ঠাকুর আছে, তাতে চার পাঁচ সের পিতল হবে। সেই ছুট নিয়ে গেলে কি এক বোতলও পাওয়া যাবেনা ? একটাতেই এক্‌ বোতল পাওযা যাবে। তবে

আর কি? আমার তো ব্রাহ্ম হওযা স্থিরই হল। তবে আমার ও পৌত্তলিক মতে আর কাজ কি? "শুভস্য শীঘ্রং।"

[প্রস্থান।

শীতল। কোই ডাক্তার বাবু যে অনেক দিন খাওযাবার কথা বোল্‌ছেন্, কোই খাওয়ালেন না?

অমৃত। ওঁরা কবে খাইয়ে থাকেন? ওঁরা পারক ছেঁছড়া দেন্‌দারের মত আজ দিব কাল দিব করেন, কিন্তু কাজে আজও যা কালও তাই।

ডাক্। হাঁ। আর যাঁরা বি, এ, ফেল হওয়া ছোকরা, তাঁরা আধ পোড়া ইটের মত, না ইটের কাজই হয়, না মাটির কাজই হয়। এঁদের ছোট চাক্‌রি অপমান, বড় চাকরিতে অক্ষম। পয়সার যোগাড় নেই, কিন্তু সুখ ইচ্ছা আছে। কাজেই পয়সাওলা মূর্খের দলে মিশে, মান্য হয়ে কাজ হাসিল করেন। ইঁদুরের ঘরে বেরাল বাঘ্।

অমৃত। ওয়াট! ইউ মীন ব্লাগার্ড! ডেয়ার ইউ ইন্‌সল্ট মি?

ডাক্। আই নট ব্লাগার্ড, ইউ মোর ব্লাগার্ডর দ্যান মি।

অমৃত। অ্যাওএ উইথ ইওর ব্রোকন্ ইংলিস!

ডাক্। হু ইজ ইউ? আই নেবর অ্যাওয়ে। ইউ অ্যাওয়ে! (অমৃতের কাণে ঘুসা মারিতে উভয়ে লজ্বা লজ্বি হইয়া গণেশ এবং শীতল মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে ল্যাম্প এবং বোতল গ্লাস ভাঙ্গিয়া অন্ধকারে কে কাকে মারে। গণেশ, অমৃত ও শীতল অচৈতন্য হইয়া পতন ও ডাক্তার জুতা এবং চাদর না পাইয়া খালি পায়ে প্রস্থান)

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামকৃষ্ণ শুঁড়ীর দোকান।

(রামকৃষ্ণ শুঁড়ীর প্রবেশ)

রাম। রাত ঢেক্ হয়েচে, দুট বেজে গ্যাচে। আর খোদ্দের আস্‌বেক্ নি। একটা বোদলে আদ্‌খানা মাল ছেল, আমি রাত্‌তের খোদ্দের তরে জল মিশিয়ে রাখ্‌নু, তা কোই? কেউই তো এল নি। চৌধরী বাড়ীর খোদ্দেররাও এল নি। তবে আজকে আর বিক্কি হবেক্ নি। আজকের মতন দকান্ পাট সারি।

(দুটি বিগ্রহ চাদরে জড়াইয়া কক্ষে করিয়া গোবিন্দ মুখুয্যে, ভিতরে)

গোবিন্দ। (নেপথ্যের দ্বারে আঘাত্) মামা ঠাকুর! মামা ঠাকুর!

রাম। আহা! ডাঁড়াও ডাঁড়াও। তোমার কি এক টুকু তর সয়নি গা?

(গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

গোবিন্দ। মামা ঠাকুর! তুমি মামা হযে ভাগ্‌নের মত কথা কও? তর সয় মদে? আর কেউ হলে তাকে এক্ষুনই বড় মামা ঠাকুরের বাড়ী পাঠাতেম। এখন শীঘ্র এক বোতল খাটি মাল দাও।

রাম। টাকা?

গোবিন্দ। টাকা কি বাবা! এত রাত্রে কি টেকশাল খোলা থাকে?

(রামা কোন কথা না কহিয়া অদ্যকার
বিক্রির পয়সা গণন)

ওকি? মামা ঠাকুর! একেবারে গদিয়ান হয়ে বোস্‌লে যে? আমি ডাঁড়িয়ে থাক্‌ব? শুঁড়ীর পয়সা গণা দেখ্‌লে পুণ্যি হয় নাকি?

রাম। এত রাত্‌তে ধাব দিতে পার্‌বোনি গোঃ।

গোবিন্দ। ধারের কথা কে বোল্‌লে তোমাকে? আঁা-আঁা-আঁামি রাম-দুর্লভ-তর্ক-পঞ্চাননের পুত্র, আঁা-আঁামি কি শুঁড়ীর কাছে মদ ধার কোরে খাব? এই নাও! (একটি বিগ্রহ বাহির করিয়া) মামা! লোকে ফুল দিয়ে ঠাকুরের পাদপদ্ম পূজা করে, আঁা-আঁা-আমি সেই ঠাকুব দিযে তোমাব পাদপদ্ম পূজা করি! (বিগ্রহটি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করার অবস্থায শুঁড়ীব সম্মুখে শুইযে দেযা)।

রাম। কি বিপোদ! কি বিপোদ! ঠাকুর তুমি বেঁগন নোক গো! ঠাকুব দেবদার সঙ্গে মাত্‌লামি?

গোবিন্দ। আমাব বামনাই এখন দিন কত খুলে রাখ্‌তে হয়েচে। যাক্‌ বাবা তুমি আর দের্‌-রি কোরনা।

রাম। কি গো?

গোবিন্দ। মামা রাগ কোবনা বাবা! তুমি বাগ্‌ কোল্লে তবে "বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" এখন দাও।

রাম। ওতে হবেক্‌ নি গোঃ। কোথাকার চরা মাল নিয়ে আমি এখন গে মেদ্‌ খাটা কোরি।

গোবিন্দ। ও চোরা মাল নয়, ও আমার নিজের মাল, তা আমার ওতে দরকার নেই বোলে এনিচি।

রাম। তা আমি এ জিনিস নোবোনি। এক কথাই ভাল। এই নাও তোমার বিগ্য না ফিগ্য। (হঠাৎ বিগ্রহেব হস্তে স্বর্ণ বলয় দর্শনে, স্বগত)

একি? সোণার বালা নাকি? (হস্তের দ্বারা গোবিন্দ মুখুয্যের দিকে অন্ধকার করিয়া প্রদীপের কাছে দেখিয়া) সোণাই তো বটে, (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) ঠিক।

গোবিন্দ। মামা! ও আর দেখ্‌তে হবে না, ও খাঁটি কাঞ্চননগরের পিতল। ও এক বোতলের পক্ষে ঢের।

রাম। (স্বগত) তবে এ বালার কথা এ জানে না। এ বালা যোড়াটা নৈতন বটে। আজ কাল দিয়েছে। এখনি হাত্ ছাড়া হয়ে গেছ্‌ল আর কি। (প্রকাশ্য) তা তুমি য্যাত্‌খন এয়েচ ত্যাত্‌খন তুমি না নিয়ে যাবে নি তা জান্‌চি। তা নিয়ে যাও, এ খাঁটি মাল, এ আমি সব খোদ্দেরকে ভাঁড়িয়ে ভাঁড়িয়ে তোমারই লিবিত্তে রাখা কোরেচি। কিন্তু দেখ বালকে আবার এই ঠাকুব নিয়ে কোন গোল্‌মাল হয়নি।

গোবিন্দ। আঁা—আঁা—আমি কি তোমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকী কোর্‌ব? তোমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকী কোরে শেষ কি-আবার-জল দেয়া মদ খেয়ে মোর্‌ব? কিন্তু খাঁটি মাল দিও বাবা।

রামা। তা খেলিই মালুম পাবে। (উল্লেখিত অর্দ্ধেক জল দেয়া বোতল প্রদান)।

[বাম কক্ষে অবশিষ্ট বিগ্রহ চাদর মণ্ডিত
ও ডান হস্তে বোতল
গোবিন্দের প্রস্থান।

রামা। এত বড় বিপোদ। এ রিগ্য তো কাল খুঁজ্‌বেই খুঁজ্‌বে বটে। এ দকান্‌কে দশ জনের উঁঠানি, হেতাক্‌কে রাখা হবেকুনি। আজকে রাত্‌তেই গঙ্গায় দিয়ে এস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুলিস থানাব সম্মুখ রাস্তা।

(গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

গোবিন্দ। বস্! দিইচি মেরে বাবা। চারুকমল! তুমি জজের কন্যাই হও, আর লাট সাহেবের কন্যাই হও, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (অর্দ্ধ আহ্লাদ অর্দ্ধ অবক্ষেপের ভাবে গলা খেঁখার) এই বোতল নিয়ে দিলে আর তো অমৃত বাবুর কথা নেই। এখনও আর এক বোতলের সম্বল বগলে। ভয় কি?

(দুই জন কন্‌ষ্টেবলের প্রবেশ)

১ ক। কৌন হায়?

গোবিন্দ। ও বাবা! এ কারা! চিড়িয়া মারির গোলাম আর ইস্কা-বনের গোলাম তারাই দুভাই।

২ ক। আরে ক্যা হড় বড়াতা হায় রে? বাত্‌কা জওয়াব নেহি দেতা হায়?

গোবিন্দ। ধম্‌কা তা হায় কেন বাবা? সহজ মে কথা বল্‌তে নেহি পার্‌তা হায়?

১ ক। কৌন হায় তোম?

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামদুর্লভ তর্কপঞ্চানন-কা ল্যাক্‌ড়া।

১ ক। কাঁহা গয়াথা এতনি রাত্‌কো?

গোবিন্দ। অত কথায় তোমার কাজ কি বাবা? কাঁহা গিয়া থা, আজ কি দিয়ে ভাত খায়া থা। এ সব বাতে তোমার কাজ কি?

২ ক। চলো ইনিস্‌পেক্টর ছাহব্‌কে পাছ্‌।

গোবিন্দ। ক্যাছা অস্‌তে হাম ইনিসপেক্‌টর কা পাস যাতা হায়। আমার কিছু গরজ নেহি থাক্‌তা হায়।

১ ক। তোমারা গরজ নেহি, ওনকা গরজ হায়। বছ্‌ আব্‌ চলো!

গোবিন্দ। হাঁ বাবা! তাই খুলে বল যে ওনকা গরজ হায়। আমি তা প্রথমেই যখন তুমি জিজ্ঞাসা করতা হায় তখনি বোজদা হায় যে ইনিসপেক্‌টর সাহেব যখন এত রাত্রে ডাক্‌তা হায়, তখন এর ভিতর কিছু গুড় থাকতা হায়। তা আমি এখন যাতে নেহি পার্‌তা হায়, তুমি দৌড়ে গে একটি গেলাস্‌ আন্‌তা হায়, আমি এক গেলাস্‌ ঢেলে দে যাতা হায়।

১ ক। আরে কাঁহা কা উল্লু হায়! ইনিস্‌পেক্টর সাহব ক্যা তুজছে সরাব মাঙ্গ্‌তে হেঁ? চল্‌! (গোবিন্দ মুখুয্যের হস্ত ধারণ)।

গোবিন্দ। দ্যাখ, দ্যাখ। তোম হামারা অপমান কর্‌তা হায় তো এক রাধা কেষ্টব বাড়ীতে তোর মাথা ভাঙ্গ্‌তা হায়। (কন্‌সটেবলকে বিগ্রহের দ্বারা আঘাত্‌ কবিতে গিয়া পা টলিয়া স্বয়ং পতিত, এবং অচৈতন্য অবস্থায় কন্‌সটেবলরা ধরাধরি করিয়া কোত্‌ ঘরে লওয়া)।

(রামদুর্লভ তর্কপঞ্চাননের প্রবেশ)

তর্ক। দোহাই এনিস্পাত্রের, দোহাই এনিস্পাত্রের! আমার গৃহে অদ্য রাত্রে ভয়ানক চৌর্য্য হয়ে গিয়েছে।

(কন্‌ছ্‌টেবল দ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ ক। কৌন হায় তোম?

তর্ক। আমি রামদুর্লভ তর্কপঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য। তুমি কে হে?

২ কন। পুলিস্ কা কন্‌স্‌টেবল হায়।

তর্ক। এনিস্পত্র বাপার নাম কি? কোন্ বংশোদ্ভব?

২ কন। ওন্‌কা নাম হায় সেখ মহম্মদ তোছদ্দকর্‌রহীম। বস্! আওর হাম নেহি জান্‌তে হেঁ।

তর্ক। নামটাও তো অতিশয় কঠোর। যাবনিক নাম্‌ই এইরূপ, যেন অতিশয় ভারাক্রান্ত বলদ্ গাড়ীব শব্দের ন্যায় অতি কষ্টে নির্গত হয়। তা যা হোক্ তুমি এনিস্পত্র বাপাকে শীঘ্র আমার আশীর্ব্বাদ দাও।

(সব্ ইনস্‌পেক্‌টরের প্রবেশ)

তর্ক। (দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করতঃ) আশীর্ব্বাদ।

সব। আমি মুসল্‌মান। তোমার কথা কি?

তর্ক। আমার কথা সর্ব্বনাশ আর কি? আমি এই সে দিবস দুটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন কোরেছিলাম। সে দুটিই অদ্য রাত্রে চোর কর্ত্তৃক হৃত হয়েচে, এই ঘটিকাদ্বয়ও এখনও পূর্ণ হয় নি। তোমাদের কার্য্যই এই সকল চোর দস্যু ধৃত করা। অতেব অবিলম্বে তোমার এই দুই চারিটি পদাতিক আমার সমভিব্যাহারে কোরে দাও। যে হেতু যাবৎ ঐ দুটি বিগ্রহ পুনঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাবে, তাবৎ আমার জল গ্রহণ হবে না। এই নিমিত্তেই অদ্য রাত্রেই ধৃত করা আবশ্যক।

সব। এ কথার এখন কিছু হোতে পারে না। কাল সকালে তদারক হবে।

তর্ক। বিলক্ষণ! এ যে তোমার দেখি বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি ব্রাহ্মণ, আমার দুটি বিগ্রহ পুনঃ প্রাপ্ত ব্যতীত আমার জল গ্রহণ হবে না, এ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে বোল্‌লাম; তুমি কিনা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনাটাও কোর্‌লে না, হটাৎই বোলে বোস্‌লে কিনা তোমার যে তা গে—বে—বে—বে—বে কল্য তাদারক হবে। এটা তোমার কেমন ধারা—বা—বা—বা বিবেচনার কথা হল?

সব। এ বাত্রে কিছু হোতে পারে না, আমবা রাত্রে চোব ধোত্তে যাইনে।

তর্ক। রাত্রে চোর ধর না তবে কি দিবসে চোব ধর, আর বাত্রে ভদ্র লোক ধর? বাত্রে তোমাদের দৌবাত্ম্য জন্য আমাদের গমনাগমন কবা ভাব। তবে তাই বল যে রাত্রে তোমরা ভদ্র লোক ধর, আব দিবসে চোর ধব। হেঃ হেঃ হেঃ হারে অদৃষ্ট! (কপালে কবাঘাত্) ভাল দিবসে তোমার কি—বি—বি—বি—বি—চৌর্য্যের কোন সম্ভাবনা আছে? এমন হাস্য জনক কথাগুল বোল না। এক্ষণে আমি যা বলি তাই কব। সত্বব দুই চারিটি পদাতিক আমাব সমভিব্যাহারে কোরে দাও।

সব। আমি তোমাব সঙ্গে বোক্তে পারিনে। ও কথা হোতে পারে না। এখন তোমাব মাল চুরির শোবা কি তা বল।

তর্ক। শোভার কথা তোমাকে আব অধিক কি বোল্‌ব, অনির্ব্বচনীয শোভা। আমি অনেকানেক বিগ্রহ দেখেছি, কিন্তু এতাদৃক শোভা কোত্রাপি দৃষ্ট হয নি। তাতে স্বর্ণ বলযা দুগাছি অদ্য দেয়াতে, আরও শোভা হযেচে।

সব। তা নয়, তা নয়। এই যে চুবি কোরেচে এ তোমার শোবে কার উপর?

তর্ক। যে চুরি কোরেছে সে শোবে তার আপনার বিছানার উপব' তাতো সে গৃহেতে গেলেই শোবে, একথা আর জিজ্ঞাসার ফল কি আছে।

সব। (স্বগত) এ পণ্ডিত হয়ে পেকে একেবারে বোকা হয়ে গে এব গাযে বোকা গন্ধ হয়েছে। এ ভ্যা ভ্যা ভুলে গে এখন কেবল বো বো কবে। (প্রকাশ্য) আরে তা নয়, এ চুরি কোরেছে কে? তা তুমি কিছু ঠাওবাতে পাব?

তর্ক। হুঁ—তাই বল যে কার প্রতি সন্দেহ হয়। তা একথাও তো একটু অনুধাবন কোরলেই দেদীপ্যমান! আরে ইতর লোকের কিছু বিগ্রহ

প্রয়োজনীয় হোতে পারে না। তবে এটা ভদ্রলোকেরই কর্ম্ম তার আর তো কিছু সন্দেহ নেই। পরন্তু অন্য বিষয়ী ভদ্র লোকও নয়। তবে সুতরাং এ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই কার্য্য।

সব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা সে কে? কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?

তর্ক। এ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে কে সে দুঃখের কথা আর কি বোল্‌ব? বোল্‌তে লজ্জাও বোধ হয়, আবার না বোল্‌লেও নয়। তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, তার আমি কি কোর্‌ব। এ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই আমার হরগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ভায়া। কেন না প্রতিষ্ঠার দিবসে দুজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করা যায় এবং তাঁকেও তাতে আওভান করা হয়। তিনি ঐ দুটি বিগ্রহ দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করেন, এবং স্পষ্টই প্রকাশ করেন যে তাঁরও ঐ রূপ দুটি বিগ্রহ প্রয়োজন আছে। তবে তাতেই স্পষ্ট বোধ হোচ্ছে যে তাঁরই কার্য্য। কেন না "অন্যথা সিদ্ধি শূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তীতা"। অন্যথা সিদ্ধি ব্যতীত নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তিতাই কারণত্ব। দুষ্ক্রিয়ার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হোচ্ছেন লোভ। তা ভায়ার লোভের বিষয় তো আর সংশয় নাই।

সব। তবে তুমি এখন যাও, কাল সকালে তদারক হবে।

তর্ক। তবে আমি এক্ষণে গিই বা আর কি হবে। রাত্র শেষ হয়ে উঠেচে। আর আমি উপস্থিত না থাক্‌লে তোমরা বিলম্ব কোর্‌বে।

সব। আচ্ছা, তবে থাক। তবে আমার ঘরে এস।

[তর্কপঞ্চানন ও সব ইনস্‌পেক্টরের প্রস্থান।

১ কন। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) দেখ, দেখ, ফের এক মাতোয়ালা আতা হায়।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্‌। ভার্‌-রি অন্ধকার। আমার মনের ভেতর ঝাড়, ল্যাণ্টর্ন

জোল্‌চে, বাইনাচ হোচ্ছে, কিন্তু বাইবে কিছু দেখ্‌তে প্যাচ্ছিনে। আবার পা দুখানি হারামজাদ্‌গি কোচ্ছে। দ্যাখ তোমাদের এত কাল খাইযে পোরিয়ে মানুষ কোল্লেম, এখন আমাকে ফেলে পালাতে চাও! বাবা আমার কথা শ্রোন, সোজা পথে চল, আর বজ্জাতি কর তো দুজনকে দুই লাথি কোশে এইখেনে কাত কোরে ফেলে রেখে ড্যাং ড্যাং কোবে চোলে যাব। পষ্ট কথা বাবা। (গোবিন্দ মুখুয্যেব চাদর জড়িত বিগ্রহে লাগিয়া পতিত) ও বাবা! এটা আবার কি এখানে পোড়ে? দেখি, (চাদর খুলিয়া দেখিয়া) হাল্লো! অ্যাবর্শন কেস। কার কপাল পুড়্‌ল? কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে এই মড়া ছেলে এখানে ফেলে গেল? এঃ! এযে একেবারে কাট হয়ে রোয়েচে। যা হোক এটা নিয়ে যাওয়া যাক্, এটাকে ডিসেক্ট কোরে দেখ্‌তে হবে। (পুনরায় চাদরে জড়াইয়া বাম কক্ষে লওন)

১ কন। কৌন হায়?

ডাক্। ডাক্তার সাহেব হায়।

২ কন। আব্ তো দেখতে হেঁ মাতোয়ালা হো গয়ে। হাম লোগ আব কো নহি ছোড় সক্‌তে হেঁ।

ডাক্। 'তবেই সেরেছে! আমার কাছে এই মড়া ছেলে, এ দেখলিই তো আমাকে এক্‌খুনি ফাঁসি দেবে। দূব হোক এই ব্যালা সোরিয়ে দি। (দূবে বিগ্রহ নিক্ষেপ করিতে ঐ ঝোঁকে পা টলিয়া পতন)।

(সব্ ইনস্‌পেক্টরের প্রবেশ)

সব। ক্যা হায়, ক্যা হায, ক্যা গিরা?

১ কন। হজুর! ইহ্ ছিঁয়াকা ডাগ্‌দার হায়। দারু পিকে বড়া মাতোয়ালা হোকে গির পড়া হায়। এন্‌কা পাস এক পিতল্‌কা মুরত হায়।

সব। দেখ, দেখ, সায়েদ ইএহ্ মুরত উসি বহমন্‌কা হোগা। বোলাও ওস্‌কো।

(তর্কপঞ্চাননের প্রবেশ)

দ্যাখ দিখি, এই কি তোমার ঠাকুর ?

তর্ক। কোই, কোই, (হস্তে উত্তোলন করিয়া ল্যাণ্টনের আলোতে দেখিযা) আহা ! এই তো বটে। এই যে আমার রাধা—আহা এই দুর্ঘটনা হওযাতে মুখ-চন্দ্রিমা যেন মলিন হয়েচে ! আহা ! এনিস্পত্র বাপা ! তোমাদের অলৌকিক ক্ষমতা। তুমি চিরজীবী হও, প্রাতঃবাক্যে তোমার কল্যাণ হোক্ (পদরেণু লইযা ইনস্পেক্টরের মস্তকে দিতে ইনস্পেক্টর হস্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করা) তা থাক্ থাক্, ভাল তা নাই হল—আমি এমনিই আশীষ কোচ্চি। আহা তোমার চমৎকার ক্ষমতা। ইতিমধ্যে তুমি কি রূপেই ধৃত কোব্‌লে ! কোই আমার সে ন্যায়বাগীশ ভায়া কোই ? তাঁর মুখ্‌খানা একবার দেখি আমি। টোল কোরে তাঁর বড় প্রগল্‌ভ্য হয়েচে, সেইটে আমি চূর্ণ করি। (ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) না। এ কে ? এ যে দেখি ইংরাজী মতের চিকিৎসক।

সব। (ডাক্তারের প্রতি) কি বাবু ! আপনি এ মূরত কোথা পেলেন ?

ডাক্। আঁ—আঁ—আঁ—আমি ওর কিছু জানিনে। আমি ঐ রকম মরাই এই রাস্তায পেইচি, এ কোন নষ্ট গ্রস্তের মেয়ে প্রসভ হয়ে ফেলে গেচে।

সব। (হাস্য করিয়া) তা আপনি কেন নিয়ে যাচ্চেন ?

ডাক্। ঐ পথে পোড়েছিল তা আঁ—আঁ—আমি—বোলি এত টুকু ছেলে মোরে কি আবার একটা আলেয়া হয়ে থাক্‌বে নাকি ? আমরা অনেক রাত্রে আনা গোনা করি, তার পর শেষ কি আবার—পেয়ে বোস্‌বে নাকি ? তাই নিয়ে যাচ্ছিলেম গঙ্গায় ফেলে দিতে যে ওটার যাতে গতি হয়ে যায। তা এখন মুসল্‌মানে ছুঁয়েচে এখন তো আর ওর গতি হবে না। তা এখন তুমি যা জান তাই কর— আঁ—আমি চোল্‌লাম।

(সকলের হাস্য)

সব। আপনি যেতে পার্‌বেন না। এখন এই খেনে তদারক হওয়া পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে।

ডাক্। না না না—আমাকে যেতেদিন, আমার সকালে সব পেসেণ্ট দেখতে হবে।

সব। তা যা হোক এখন যাবার যো নেই।

ডাক্। (স্বগত) তবেই আমার গয়া। (প্রকাশ্য) আমি আপনাকে কিছু মেঠাই খেতে দেব। আ-আ-আর-আমি এতে কক্‌খনও দুষী নোই, অপ্ অন্ মাই অনর।

সব। আপনি চুপ কোরে ঐ খেনে বসুন। চল ঠাকুর।

[সব ইনস্‌পেক্‌টরের এবং তর্ক পঞ্চাননের প্রস্থান।

(কক্ষে পূর্ব্ব কথিত বিগ্রহ লইয়া রামাশুঁড়ীর প্রবেশ)

রামা। এই টেকে ফেলে এস্‌তে পেলে বাঁচা যায়। থানার কাছ্‌কে এইচি, হেতাক্‌কে কোন গোলমাল্‌টি না হলে আর ভয় লি।

১ কন। কৌন হায়।

রামা। (স্বগত) হই! হই ব্যাটা মেলে। (প্রকাশ্য) আমাদের ঘর টাড়েশ্বরের ঐ দিক পানে গোঃ আমি রামকেষ্ট সা, হেতাক্‌কে আমার দোয়াস্তার দকান আছে গোঃ।

২ কন। তেরে হাতমে কা হায়? এত্‌নিবের তু কাঁহা যাতা হায়?

রামা। (কৃষ্ণ বিগ্রহের পিতলের পাগড়ি ধরিয়া গাড়ুর ন্যায় ঝুলাইয়া লইয়া) আমার হাত্‌কে গাড়ু গোঃ যাচ্চি মাঠ্‌কে গোঃ।

১ কন। খাড়া রহ।

রামা। নাগোঃ আমি ডাঁড়াতে পারবুনি গোঃ আমার পেট্‌টা বড়

কামড়াতে নেগেছে গো। (দ্রুত গমন, এবং ফিরিয়া কনস্টেবলকে পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া অধিক দ্রুত গমন)

১ কন। (শুঁড়ীর হস্ত ধারণ করতঃ) সালে কাঁহাকা।

রামা। (নত হইয়া বক্ষের নিম্নে বাম হস্তে বিগ্রহ লুকাইয়া) ছাড় ছাড় ছাড়! আমার কাপড় খারাপ হল! আমার কাপড় খারাপ হল! আঁরে আমার কাপড় খারাপ হল। কেঁমন নোগ গো তুমি!

১ কন। চুপ্ সালে চুপ্! (বিগ্রহ ধরিয়া) ইএ্হ তেরা ঝারি হোয়?

রামা। তুমি আমার ধরম বাপ্। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের দুজন খরে দুবোদল মাল খাওয়াব।

কন। চুপ্ রহ হারাম জাদে! (ধৃত করণ এবং এক ঘুসা মারণ)

রামা। দোই সাহেবের। দোই সাহেবের। আমাকে খুন কোল্লে!

(সব ইনস্পেকৃটর প্রবেশ)

সব। ইএ্হ কৌন হায়?।

১ কন। হজুর, ইএ্হ বাদাক্রোশ হায়। এসকা পাস এক মূরত মিলা হায়। (বিগ্রহ প্রদর্শন)।

সব। বস্ আব দোন মিল্ গিয়া। বোলাও উওহ্ বহমন্কো।

(তর্ক পঞ্চাননের পুনঃ প্রবেশ)

দ্যাখ দেখি এই কি না?

তর্ক। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি করতঃ) আহ্! প্রভো! তুমি অধমের প্রতি নির্দয় হয়ে এতক্ষণ কোথায় গেছিলে! প্রভো! তোমা বিহনে আমার গৃহ অন্ধকার হয়ে আছে। (রাধাকৃষ্ণ একত্র করিয়া) আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা! ঠাকুরের স্বর্ণবলয়া দুগাছি কোই?

সব। (বামা শুঁড়ীর প্রতি) ইএহ্ তুঝে কাঁহা মিলা? এস্কা হাতকা কড়া কাঁহা হায়?

রামা। এটাকে আমি আমার দকানুকে পোড়ে পেয়েছ্যানু। কোন খোদ্দেরে ফেলে গেহ্যাল। কড়া ফড়ার কথা আমি কিছু বোল্‌তে পারিনি বাবু। থাক্‌লে অব্বিশি দেখ্‌তে পেতুন। আর তোমার সঙ্গে আমার মিথ্যে কথা কবার আবিশ্বক কি? আমি এত মিথ্যে কথা জানিনি বাবু।

সব। (কনস্‌টেবলকে ইঙ্গিত করিয়া) আচ্ছি তরেহ্‌ কড়া কি বাত এস্‌সেঁ দরিয়াফ্‌ত কব্‌লেও। আওর ডাগ্‌দার বাবুসেঁ বি হাল দরিয়াফ্‌ত কর্‌লেও। লয়কন এন্‌কো কুছ নকহো। কোত্‌ঘরমে লে জাও।

[সবইনস্‌পেক্‌টরের প্রস্থান।

থানার কোত্‌ঘর।

(দুইজন কনছ্‌টেবল ডাক্‌তার এবং রামা শুঁড়ীর প্রবেশ)

১ কন। বাতাও সালে! ইএহ্‌ মূবত তুনে কাঁহা পায়া, আওর এসকা হাতকি কড়া কাঁহা হায়?

রামা। এই বল্লুনু জে? আবার কি বোল্‌ব? এতো ভাল জালায় পড়নুরে বাবু! ঠাকুরটি পেয়েছ্যানু দকানুকে, কোন খদ্দেরে এই এমন জায়গায় রেখে গেহ্যাল। (কোত্‌ঘবেব কোণে হস্ত দ্বাবা প্রদর্শন) বালা ট্যালা তো কোই ছেল নি। যা ছেলনি তাকি আমি মিথ্যে বোল্‌ব? কি দায়রে বাবু! হাঁঃ দ্যাক না।

২ কন। (এক সাঁড়াশির দ্বারা রামার কর্ণ ধরিয়া জোরে মোড়া) বাতাও সালে। নেহিতো মারা জাওগে।

রামা। ও বাবা, বোলি, বোলি, ছাড়, ছাড়।

২ কন। বোল।

রামা। ঠাকুর পেয়েছ্যানু ঐ বামুন ঠাকুরের আপনার নিজের ছেলের ঠিঁয়েঁ—ঠাকুর দিয়ে মদ এনে ছ্যাল; বালার কথা সেই জানে। ত্যাথন কালকে তার ঠিঁয়েঁ জিগেসা কোর। আমি এখন আসিগে।

২ কন। (পুনরায় ঐরূপ মোড়া ধরিয়া) বাতাও—বাতাও —বাতাও।

রামা। ও বাবা গেচি গেচি গেচি ! বলি বলি বলি ! আহ্ ! কানটাতে বক্ত পোড়িয়ে থানেখারাব কোরে দিলে একাবারে ? কেঁমন নোক্‌গো ?

২ কন। জল্‌দি বোল্, নেহিতো ইএ্হ দেখ্ (সাঁড়াশি প্রদর্শন)

রামা। না না না, এই বোল্‌চি বোল্‌চি। একটুকু আর তর সয়নি। বালা আমার কাছ্‌কে আছে।

২ কন। কাঁহা হায় দে। জল্‌দি কর্।

রাম। আহ্! কি দায়েতেই পড়নুরে বাবু। এমন দায়েতেও নাকি মনিষ্যি পড়ে। বোল্‌চি আমার কাছ্‌কে আছে এতেও কি এক্‌টুকু তর সৈলনিরে বাবু ? বোল্‌চি—

(কনস্‌টেবল এক বজ্রচাপড় মারিতে)

দিচ্ছি, দিচ্ছি, দিচ্ছি ! (কোঁচার খুঁট টানিয়া, বাহির করিয়া তাহা হইতে বালা খুলিয়া দেয়া) নাও বস্ হল ? এখন তবে আমি আসি। ভাল ঝক্‌মারি কোত্তে গেছ্‌নু।

১ কন। কাঁহা জাতা হায়রে ! খাড়া রঃ ! (ডাক্তারের প্রতি) বাবু আব্‌তো বাত ভোর হোনে চাহতা হায়, আব্‌কো মেজেষ্টর সাহব্‌কা হজুরমে জানে হোগা।

ডাক্। (উক্ত সংবাদে বক্রি নেসা ছুটিয়া গিয়া নয়নদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মীলন) সে কি ? আমি কোথায় ?

২ কন। ইএ্হ থানেকা কুয়ত্ ঘর হায়। আবকা পাস চোরকা মাল মিলা হায়। এক বহমন্‌কি দো মূরত চোরি গয়াথা, ওহি মুরতুঁকা এক আব্‌কে পাস্‌সে নেক্‌লা হায়।

ডাক্। ক্যা হাম পিতলকি ঠাকুর চুরি কিয়া ?

১ কন। চোরি কিয়া কে নেহি ইএ্হ বাত্সে হাম লোগকি কুছ ওয়াস্তা নেহি। হামলোগ আবকে পাস মাল পায়া হায়, আব হম লোগ বামাল চালান করেঙ্গে।

ডাক্। (স্বগত) ব্যাপারখানা তো বড় কম নয়। (প্রকাশ্য) আচ্ছা, শোন, হামকো ছোড় দেও, হাম তোমকো এই পঞ্চাশ রুপি বখ্শিশ দেতা হায়। (পঞ্চাশ টাকার নোট দান)।

১ কন। (রামার প্রতি) ঝাতুকো আবি চলান কর দেতে হেঁ।

রাম। ও বাবা! নাগোঃ তা কোর নি, তোমার ষেগেস্তা কোরি। তোমাদের ছুজন খরে ছুবোদল মাল থাওা করাব, আর লগদ দুটি আদলি দব।

২ কন। নেই; পচাস রোপেয়া দেনে হোগা।

রাম। পঞ্চাশ টাকা বাবু আমার গণা গুষ্টিকে বেচ্লেও হবেক নি। (কনস্টেবল রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে উদ্যত হওয়ায়) ভাল ভাল, এই ধর (কোমরে জাম্লি হতে টাকা দেয়া)

সব। (নেপথ্যে) কেঁও মাল মিলা?

১ কন। হাঁ হজুর মিলা।

সব। চলানকা বাত হোগয়া?

১ কন। হাঁ হজুর হো গয়া। আব জো ফরমায়েথে ওহি হুয়া, আওর জেয়াদা নেহি।

সব। আচ্ছা, ইহ্ বহমনকো মাল দে দেও। আওর জো কুচ পুছনে কা হায়, ছো পুছ লেও। (তর্কপঞ্চাননের প্রতি) যাও যাও, তোমার মাল নাওগে।

(তর্কপঞ্চাননের প্রবেশ।)

তর্ক। উঁঃ! কি দুর্গন্ধ এস্থানটাতে হ্যা? (বস্ত্রের দ্বারা নাসারন্ধ্র বন্ধ করা) কোই দাও।

১ কন। (বালা দিয়া) হাম লোগ্‌কো কুছ মিঠাই খানেকা দেও।

তর্ক। মিঠাই খাবার আমি কি দিব? হাঁ তবে, তোমরা পারিতোষিকের যোগ্য বটে। তা আমার এই রাধাকৃষ্ণের নিকট রায়েদের পূজা মানা আছে, সেই দিবস যেও, কিঞ্চিৎ প্রসাদীয় মিষ্টান্ন পাবে। তাতে যে চিনির ভোগ্‌টি হবে তা হতে কিঞ্চিৎ আপনার ঘর খরচের নিমিত্তে রেখে আর সমুদয় তোমাদের দুজনকে দেওয়া যাবে; তাতে তোমরা দুজন এবং এনি-স্পত্র বাপা এ সকলেই ন্যুন সংখ্যা দুদিন পানা কোরে খেতে পারবে। আরও দু চার্‌টা নারকেলী গোল্লা কৃষ্ণের ইচ্ছাতে পাবার বাধা হবে না।

১ কন। তোম্ মাল হিঁয়া ধর দেও। হাম লোগ ইএ্‌হ সব আসামি উঁকো বামাল চালান করতে হেঁ, তোম হুঁয়া সে লেনা। (বিগ্রহ লইতে উদ্যত)

তর্ক। তোমরা আর আমার ঠাকুর দুটি স্পর্শ কোর না। একেই তো আমার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কোর্ত্তে হয়েছে। (ঠাকুর লইয়া পশ্চাতে গমন করিতে গোবিন্দ মুখুয্যের বমি মাড়াইয়া পতন)

সব। (নেপথ্যে) ক্যাহায়? ক্যা গিরা?

১ কন। হজুর উওহ্ বহমন্ কুছ বাত নেহি মানৃতা হায়, আওর উসিনে গির পড়া হায়।

সব। জাও, জানে দেও বহমন্ কো, বুড্‌ঢা আদ্‌মি।

১ ক। জাও বহমন আব তোম।

তর্ক। (গাত্রোত্থান করিয়া) রাম! এত ক্লেশও পাওয়া গেল। যা হোক এক্ষণে আমার দেবতাটি যে পাওয়া হল সেই মঙ্গল। এখন—উঁহ! (পুনরায় নাসিকায় বস্ত্র দিয়া) কি ভয়ানক দুর্গন্ধ! আবার এদিকে একটা নরাকার কি পোড়ে? (কিয়ৎকাল দৃষ্টি করিয়া) হা গোবিন্দ! হা মহাভারত! এ যে দেখ্‌চি

আমারই পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। আহা ইনি এস্থানে কিরূপে আগমন কোর্লেন। আর এঁর অবস্থাটাই বা কি?

২ কন। উওহ্ দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া থা।

তর্ক। রাম রাম! এমন অভদ্রের ন্যায় কথাবার্ত্তা কইও না। উনি আমার সন্তান হয়ে মদ্যপায়ী হবেন? ভাল এটাও কি সম্ভব? "অসম্ভব্যং নবক্তব্যং প্রত্যক্ষে যদি দৃশ্যতে"। তা নয়, ওঁর এই একটি রোগ জন্মেছে বটে। প্রায় প্রতি রাত্রেই বমনটা হয়, আর চৈতন্যটাও থাকেনা। আবার ঐ যে বমন হয় তারও এইরূপ দুর্গন্ধ। এই রোগ জন্য আহারটা সুন্দর রূপ পরিপাক হয় না, সুতরাং দুর্গন্ধ হয়। আরে আহার পরিপাক না হলেই তো দুর্গন্ধ হবেই হবে। তা যাক্, এঁকে এক্ষণে গৃহে লয়ে যাই কেমন কোরে?

সব। (নেপথ্যে) শুন, নজির খাঁ! এক কাম কর। উওহ্ জখমি জো আয়া হায়, ওহি ডোলি কাহার দে দেও! মাতোয়ালাকো পঁহচায় আওয়ে। (স্বগত) এ আপোদ বিদেয় কোর্ত্তে পাল্লিই হয়। রাত ভোর হল। আবার কে কোন দিগ্ দে ডিপুটির কাছে বোলে টলে দেবে নাকি? মাতালে মকদ্দমা চালান দিলে বড় এক টাকা কি দুটাকা জরিমানা হোত। তাতে যা পাওয়া গেল তা মন্দ কি।

(সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দেশহিতৈষিণী সভা মন্দির।

(মতিলাল দত্ত সভাধ্যক্ষ, দ্বিজরাজ সোম সম্পাদক এবং সভ্যগণ, রাধামোহন সরকার ও সুসার-ময় রায় দর্শক প্রবেশ।)

রাধা। মহাশয়, আপনাদের সভার কার্য্য আরম্ভ হবার পুর্ব্বে আমার একটি কথা আছে। এই যে বাবুটি দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এঁর নাম সুসারময় রায়, ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, হালি সহর নিবাস, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়, এই বাসনা।

মতি। উত্তম! কেননা কোন ইতর লোকও যদি বিনা প্রয়োজন আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার ইচ্ছা করে, তাও আমাদের শ্লাঘার বিষয়, যেহেতু এটা আমাদের প্রতি তার শ্রদ্ধার প্রমাণ। আবার কোন ভদ্র সন্তানের যদি এমন ইচ্ছা হয় তো সে উপযুক্ত পরিমাণে আনন্দের বিষয়। (সুসারময়ের প্রতি) আপনার নাম আমাদের শ্রুত আছে। সংবাদপত্রে দেখিচি, গত এম, এ, পরীক্ষাতে আপনি ফাষ্ট হয়েচেন, পরে বি, এল, পাস্ পেয়েছেন। আপনার এখানে কবে আসা হয়েচে?

সুসার। আজ্ঞে গত কল্য।

মতি। আপনি অবশ্য বারেতেই এন্টর কোর্‌বেন।

সুসার। যখন ঐ পথে যাওয়া হয়েচে, তখন সুতরাং তাই বই আর কি?

মতি। তবে আপনি সত্বরই এখান থেকে যাবেন বোধ হয়?

সুসার। মহাশয় আমার কিঞ্চিৎ বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ আছে। সেইটে শেষ না কোরে বাড়ী থেকে যাওয়া হোচ্ছে না। তা আপনাদের সকল সদালোচনা আর মহৎকার্য্যের কথা শুনে আপনাদের সঙ্গে অনেক দিন পর্য্যন্ত আলাপ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল; তাই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করা, আর মাতুল আলয়ে বহুকাল আসা হয় নি, সেখানেও এসে দেখে শুনে যাওয়া। এই উভয় প্রয়োজনে এখানে আসা।

মতি। আহ্লাদের বিষয়! আপনার মাতুল কে?

সুসার। উত্তর পাড়ার গগনচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

মতি। হাঁ, তাঁরা অতি প্রধান লোক। তা আপনি যে বোল্‌ছিলেন আমাদের মহৎকার্য্যের কথা শুনেছেন, আমাদের মহৎকার্য্যের ইচ্ছা বটে কিন্তু ক্ষমতা নেই। দুঃখের বিষয় যে এই জগতে এমন সৌভাগ্যবান লোকের সংখ্যা অতি অল্প, যাতে উত্তম কার্য্যের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা উভয় সংযোগ আছে। যাঁর ইচ্ছা আছে তাঁর ক্ষমতা নেই, যাঁর ক্ষমতা আছে তাঁর ইচ্ছা নেই।

সুসার। হাঁ মহাশয় তা বটে। তবে কথা এই যে ইচ্ছাথেকে ক্ষমতা না থাকা বরং ভাল, কিন্তু ক্ষমতা থেকে ইচ্ছা না থাকা ভারি বিড়ম্বনা। কারণ যাঁর প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাঁর অবশ্য যত্ন আছে। পরন্তু কার্য্য-সামান্যেরই রীতি এই যে উপযুক্ত যত্ন কোর্‌লে প্রায়ই সিদ্ধি হয়। তবে যদি কোন বিষয়েতে না হয়, তথাচ একটা প্রবোধের পথ থাকে যে আমার যতদূর সাধ্য তা কোর্‌লেম। কিন্তু যাঁর ক্ষমতা আছে ইচ্ছা নেই, তাঁর আর কিছুই বল্‌বার কথা নেই। তিনি অপূর্ব্ব হতভাগ্য। আবার সৎকর্ম্মের যত্ন যদি বিফলও হয়, তথাচ সেই বিফলতাতেই এক মহত্ত্ব প্রকাশ আছে।

মতি। আপনি যা বোল্‌লেন, সে স্বরূপ বটে। কিন্তু সৎকর্ম্মের যত্ন

সফল না হলে প্রবোধের উপায় যদিও আছে, তবু বিফল হওয়ার যে একটা ক্লেশ তাওতো আছে? রোগেরও ঔষধ আছে, শোকেরও প্রবোধ আছে। কিন্তু তা বোলে রোগশোকের ক্লেশ না হোয়ে যায় না। আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজে ধনী ব্যক্তি কেউই নেই। প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান আর দেশহিতৈষিণী বুদ্ধি সে অতিশয় উন্নত। বিদ্যা ভিন্ন তত উন্নত বুদ্ধি হয় না। তা আমাদের দেশের ধনী মানুষ বিদ্বান নেই বোল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। ধনী ব্যক্তিরা যত্নে ধনসঞ্চয় কোরে রেখে যান কিন্তু সে ধন শেষে অপব্যয়েতেই যায়। কারণ অধিক সঞ্চিত ধন সৎব্যয়তে কখনও নষ্ট হয় না, সৎব্যয়ে কেউ দেউলে পড়ে না।

সুসার। যেমন কোন ব্যক্তি পুষ্করিণীতে বহু যত্নে মৎস জিয়ায়ে রাখেন, না আপনিই ভোগ করেন, না কাকেও দ্যান। তার পর হয়তো জলপ্লাবনে একেবারে সব মৎস্য বেরিয়ে যায়।

মতি। বাস্তবিক প্রকৃত ভাবে যাকে দেশহিতৈষিতা বলা যায়, সেটি আমাদের এদেশে এখনও হয় নি। তাতে মনের বল আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকের শরীর যেমন দুর্ব্বল, মনও তেমনি দুর্ব্বল। ইউরোপীয় লোকদের মনে যেটা কর্ত্তব্য বোলে বোধ হল, কার্য্যে সেটা কোর্ত্তেই হবে, তাতে প্রাণ থাকে আর যায়। কত কত লোক ধর্ম্মের নিমিত্ত দেশের নিমিত্ত প্রাণ দিয়েছে। দেশের লোকের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য একটা নদীর মূল, কি একটা ক্ষুদ্র পক্ষীর স্বভাব নিরূপণ কর্‌বার নিমিত্ত কতজন দূর দেশে, পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের দেশের লোকের মনেও কখনও দেশহিতৈষিতার এত উন্নত ভাব উদয় হয় না। আবার ও দেশের মন্দ লোক যে হল, সে এমন ভয়ানক দুর্জ্জন হয় যে আমাদের দেশের দুর্য্যোধন তার পক্ষে যুধিষ্ঠির। সেটা যদিও মহা নিন্দনীয়, তথাচ ও দেশের লোকের মনের শক্তির প্রমাণ বোল্‌তে হবে। আমাদের দেশের লোক ভাল মন্দ

উভয় পক্ষেই ও প্রদেশের লোক অপেক্ষা ক্ষীণ। এমন লোকও হয় না যে দেশের একটি ক্ষুদ্র হিত—ক্ষুদ্রই কি আর বৃহৎইবা কি—সাধন কর্‌বার নিমিত্তে প্রাণ দ্যায়, আবার এমন পাষণ্ডও নেই যে একটা মিথ্যে ছলনা কোরে শত শত লোককে জীবৎ শরীরে দগ্ধ কোরে মারে। এই দেখুন আমাদের দেশে এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়েছে, তাতে কত জন লোক ব্রাহ্ম হয়েছেন? এটাও অনেকের বোধ আছে, এবং প্রকাশ কোরেও বলেন যে, এই ধর্ম্মই ধর্ম্ম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইউরোপ দেশে এরূপ ব্যাপারটি হলে যা হতো, তা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিষ্টি-য়ান মতেই দেখুন।

দ্বিজ। মহাশয়! তবে এক্ষণে সভার কার্য্য আরম্ভ হোক বিলম্ব হোচ্ছে।

সকলে। হাঁ।

দ্বিজ। বিধবা বিবাহ বিভাগ সংক্রান্ত। নৈহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মজুমদার মহাশয়ের একপত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত দেশহিতৈষিণী সভাসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং।

অস্মদের অষ্টম বর্ষীয়া একটি বিধবা কন্যা আছে। মনের ঐকান্তিক বাসনা যে একটি উপযুক্ত পাত্রে দান করি। অতএব নিবেদন মহাশয় হিতৈষিণী সভাতে এ বিষয় উপস্থিত করিয়া যাহাতে আমার মানস পুর্ণ হয় এমত উপায় করিলে একটি অনাথাকে জীবন্মৃত্যু হইতে ত্রাণ করা হয় ইতি।

বাবু দীনবন্ধু পালিত কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও বাবু জয়গোপাল মল্লিক কর্ত্তৃক পরিপোষিত। এ বিষয় সফল হইবার প্রতি বিশেষ যত্ন করা যায়।

সকলে। সম্মত।

দ্বিজ। রাণাঘাট নিবাসী বাবু রামদুলাল দাস মহাশয়ের বিধবা স্ত্রীর

একটী একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা আছে। তিনি সেই কন্যাটি বিবাহ দিতে চেষ্টা কোচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কিঞ্চিৎ বিষয় আছে, তা হতে তাঁর দেবর তাঁকে বঞ্চিত কর্‌বার ভয় প্রদর্শন কোচ্ছেন।

বাবু মতিলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও হীরালাল দে কর্ত্তৃক পরিপোষিত—এ বিষয় অমরনাথ বাবু বাটী আসার অপেক্ষায় স্থগিত থাকে।

সকলে। সম্মত।

দ্বিজ। উত্তর পাড়ার বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাসের সপ্তম বর্ষীয়া এক বিধবা কন্যা তিনি বিবাহ দিতে যত্নবান আছেন, কিন্তু অতিশয় নিঃস্ব, ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য ব্যতীত পেরে ওঠেন না।

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও বাবু হরিশ্চন্দ্র সাণ্ডেল কর্ত্তৃক পরিপোষিত—কি পরিমাণ সাহায্য আবশ্যক তাহার তদন্ত করা যায়।

সকলে। সম্মত।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আয় ব্যয় স্থিতের হিসাব।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে—গত মাসে ২৫০ টাকা আয়, ২৪৮ টাকা ব্যয়, ২ টাকা স্থিত। চাঁদার টাকা সমুদয় আদায়।

বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে—১৭৫ টাকা আয়, ১৮০ টাকা ব্যয়, স্থিত, ০, ৫ টাকা দেনা। চাঁদার টাকা ১০৭ বাকী।

দানশালা—১৫৫ টাকা আয় ১৫৫ ব্যয়, স্থিত, ০, চাঁদার টাকা ১১০ বাকী।

মতি। আমার বিবেচনায় যখন সকল বিষয়েরই অপ্রতুল, তখন অমরনাথ বাবু আসা পর্য্যন্ত সকলই স্থগিত থাকে। যে হেতু চাঁদা তো আর বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই। তবে এখন তাঁরই ভরসা।

দ্বিজ। সে কথা অন্য বিভাগ সম্বন্ধে হোতে পারে, কিন্তু দানশালা সম্বন্ধে তা হয় না। কারণ তারা সব দুঃখী লোক, আর সকলেরই প্রায় টেক্স দিতে হয়, তারা সকলে কাল আস্‌বে। তাদের কি বলা যাবে?

মতি। হাঁ হাঁ, তা বটে। তাদের তো কোন ক্রমেই ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু কি হবে? তাঁর ওখানকার টাকাতো এখনও এসে পৌঁছিল না। তবে আর তো কোন উপায় দেখিনে। তবে এই এক হোতে পারে যে আমাদের আপন আপন স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক্ রেখে সকলেই কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করা। অগত্যা তাই কোত্তে হবে।

সুসার। মহাশয়! দর্শক লোকের কোন কথা কওয়া যদি আপনাদের সভার নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তবে আমি একটি নিবেদন কোর্ত্তে চাই।

মতি। মহাশয় অনায়াসেই বোল্‌তে পারেন। অর্থাৎ যখন যে বিষয় উপস্থিত তখন সেই বিষয়েরই কথা হবে। এই হলিই হল।

সুসার। তবে মহাশয় এই দানশালার নিমিত্তে আপাতত যে দুইশত টাকার প্রয়োজন তার মধ্যে আমার নিজের দাতব্য স্বরূপ আমি একশত টাকা দিচ্ছি, আর একশত টাকা এইক্ষণকার সংকুলানের নিমিত্ত দিব, পরে অমরনাথ বাবুর ওখানকার টাকা এলে আমাকে দেবেন।

মতি। আহা! মহাশয় বড় কার্য্য কোর্‌লেন। ঐ সকল দুঃখী লোকের যদি আশা ভঙ্গ হয়ে ফিরে যেতে হোত, তবে তাদের অতিশয় কষ্ট, আর আমাদের মৃত্যু না হোক, মৃত্যুর অধিবাস হোত।

সুসার। মহাশয় এখানে যে এত পীড়া সীড়া হোচ্ছে এরও তো এক্‌টা উপায় করা আবশ্যক?

মতি। তাতো বটেই, কিন্তু কি করি সে আমাদের সাধ্যের অতীত।

সুসার। কত টাকা আন্দাজ ব্যয় হলে একার্য্য নিষ্পন্ন হোতে পাবে, এই পরিমাণটা জান্‌তে পার্‌লে আমি নিজে যত দুর পারি তদ্বাদে আমার কতগুলি বন্ধুর সাহায্য লাভ কর্‌বার চেষ্টা করি।

সকলে। আহা! আপনি প্রকৃত মহৎ।

(ন্যায়বাগীশ এবং অন্য কতিপয় দৈন্য ভদ্র লোকের প্রবেশ।)

ন্যায়। আশীর্ব্বাদ! (হস্ত উত্তোলন)

সকলে। প্রণাম।

ন্যায। কেন, এইতো, এইতো,। তবে যে বলে ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেনা, মান্য করেনা, জ্ঞান করেনা, ত্যান করেনা। এই তো তোমরা সকলেই প্রণাম কোর্‌লে?

রাধা। হঁা, তা প্রণাম কোর্‌লেম বটে, কিন্তু এরূপ প্রণাম আমরা সকল ভদ্র লোককেই করি, তা যে জাতিই কেন হোক্‌না।

ন্যায়। ওহো! তুমি এখানে বোসে? যাক্ যাক্ কাজ নেই। তোমার সঙ্গে কথা কোইতে গেলেইতো বচসা হবে। আচ্ছা, ছত্রিশ বর্ণ, মুচি ডোম প্রভৃতি সকল্‌কেই প্রণাম কর সে আরও ভাল। যত দূর পেরে ওঠো সেইই ভাল, বুঝ্‌লে কি না। ওর এইই কথা আর কি। রাধামোহন বড় সুপাত্র! যাক্ তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। (মতিলালের প্রতি) এক্ষণে আমরা এলাম, তোমাদের নিকটে এক্‌টা কথা জান্‌তে।

মতি। কি কথা মহাশয়? আজ্ঞা করুন।

ন্যায়। কথা কি জান? অমরনাথ আমাদের অনেকগুলি দীন ভাবাপন্ন ভদ্র সন্তানকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান অবধারিত কোরে দিয়ে-ছিলেন। গত বৎসর তিনি যত দিন দেশে ছিলেন, তা পাওয়া গিয়েছিল। তিনি দেশ হতে গমন পর্য্যন্ত বন্দ। এখন তোমরা বাবু এ বিষয় কিছু অবগত আছ কি না?

মতি। মহাশয়, তাঁর সঙ্গে আমাদের এই সভার নিযোজিত কার্য্য যে কয়েক্‌টি আছে তৎসম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হয়। অন্যান্য সৎকর্ম্মে তিনি যা ব্যয় ব্যসন করেন তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। পরস্পর

শুনতে পাই যে তাঁর দাদা ষাঁড়েশ্বর বাবুর কাছে টাকা পাঠায়ে থাকেন। তবে কি সেটা মিথ্যে ?

ন্যায়। মিথ্যা সত্য যম জানেন, আর তিনিই যদি একটু অনুগ্রহ করেন, তবে আমাদেরও জানবার সম্ভাবনা হয়।

মতি। হাঃ হাঃ সেকি মহাশয় ? তাঁর কাছে কি পান না ?

ন্যায়। পাওয়া দূরে থাকুক চাওয়ার যো নেই। শুনিছি কোন দেশে এক প্রকার সর্প আছে তার পুচ্ছ দেশে কি একটা বস্তু আছে, তদ্দ্বারা শব্দ হয়। যখন কোন জীব তার নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সেই শব্দ করে। সেই শব্দ সেই জীবের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ কোর্‌লেই তার স্পন্দ রহিত হয়, পরে সেই সর্প তাকে আহার করে। ইনি সেই। এঁর কাছে চাইতে গেলে যে এক ধমক দেন তাতেই আমাদের হস্ত পদাদি অবশ হয়। উনি তো হয়েচেন জমীদারের বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। সেই জন্য এ জমীদারের দৌরাত্ম্য এত বৃদ্ধি হয়েচে। অন্যান্য অনেক জমীদার তো আছেন। এই বর্দ্ধমানের রাজা ভূকৈলাসের বাজা প্রভৃতি, এঁদের তো কিছুমাত্র দৌরাত্ম্য শুনতে পাই না। কিন্তু আমাদের যেমন জমীদার তেমনি কর্ম্মচারী। এ কর্ম্মচারী যদি না যুট্‌তেন, তবে বোধ করি এতদূর হোত না। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী যদি শকুনি না হোত তবে তার এত অত্যাচার হোত না। এই জন্য জমীদার অপেক্ষা ওঁকে লোক অধিক ভয় করে। পশ্চিম দেশে রামের অপেক্ষা হনুমানের মান্য অধিক। হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি, হনুমানের পূজারই ধুম ধাম অধিক।

(সকলের হাস্য)

(ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ।)

ষাঁড়ে। কি ন্যায়বাগীশ ঠাকুর ! আমারই ব্যাখ্যেনাটা হোচ্চে বুঝি ?

ন্যায়। (চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া ষাঁড়েশ্বরকে দেখিয়া ভয়েতে আকুল

হইয়া) অ্যাঁ? কি কি কি, এস এস এস, বলি এযে—বে—বে—বে—বে—বাপা এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হোচ্চে?

ষাঁড়ে। রাত কোথায় ঠাকুর? বেলা আট্‌টা বাজেনি তুমি বল রাত? আর কোথায় যাচ্চি তা জিজ্ঞাসা কোচ্চো যে? একি রাস্তা? ভাল ভা ও সকল ঠকামি বোঝা যাবে।

রাধা। (জনান্তিকে) ও যম! তোমাকেও কি আবার যমে ধোর্‌লে, নাকি? এইটে হল ঠকামি।

ন্যায়। হাঁ হাঁ, তা তা তা, বোঝা যাবেই তো বটে। তুমি বুঝ্‌বে না তো আর বুঝ্‌বে কে? এ গ্রামে তোমার তুল্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর আছে কে? এ গ্রামে কি আর অন্য গ্রামেইবা কি? আমি তো তোমার তুল্য বুদ্ধিমান কোত্রাপি দেখিনি, তবে যদি আর কেউ দেখে থাকে তো বোল্‌তে পারিনে।

ষাঁড়ে। এ সব কথা হবে, এত ব্যস্ত কি?

ন্যায়। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো। এ সকল কথাই হবে, কোন কথাই বক্রী থাক্‌বার আবশ্যকতা নাই। আর তার জন্যে ব্যস্তই বা কি? আপনার ঘরের কথা, যখন মনে কর তখন্‌ই হোতে পারে। তাতে ব্যস্ততার কোন কারণ্‌ই নেই।

ষাঁড়ে। তোমরা কেবল আমার নিন্দে নিয়েই আছ।

ন্যায়। অ্যাঁ? সে কি? তোমার নিন্দা? কে—কে—কে, করে তোমার নিন্দা?

ষাঁড়ে। কেন আমি বুঝি শুনিনি? এই যে বোল্‌ছিলে হনুমানের ভয় নাকি?

ন্যায়। ওহো! তাই বল। আমি বলি সত্যই বুঝি কেউ তোমার নিন্দা কোরেছে। ও কথাটা কি জান? বলা যাচ্ছিল যে নবদ্বীপ স্থানটাতে

অত্যন্ত হনুমানের ভয। জিনিস পত্র কাপড় চোপড় কিছুই থাক্‌বার যো নেই। তুমিই কোন্ তা না জান।

ষাঁড়ে। আরে ঠাকুর আমি জানি ও সব। আমাব দোষের মধ্যে এই যে আপনার যে দুপাঁচ টাকা আছে, তা বাব ভূত্‌কে লুটিয়ে দেইনে। তা হবে এবার আসুক আগে সেই উড়ন্‌চোণ্ডে ছোঁড়া। টাকাটা দেয়াব, আর সব খান যেন।

ন্যায়। তা তা তা দেয়াবিইতো বটে। আর খাওয়াবেইতো। এইইতো সংসারের সুখ; ভগবান তোমাকে দিয়েছেন এই জন্যে যে তুমি আবাব দশ জন দীন দুঃখিকে দেবে, আত্মীয় স্বজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত্‌কে খাওযাবে। তোমার কর্ত্তব্যইতো এই বটে। এ কথা না বোল্‌বে কে?

ষাঁড়ে। (উষ্ণতার সহিত) তা হবে হবে হবে! দেখি এবাব এক্‌টি পয়সা কেমন কোরে কেউ পান।

ন্যায়। ও! তবে তুমি অমরনাথকে দানাদি কোর্ত্তে নিবেধ কোব্‌বে। তা তুমি কোর্‌লেও পার না কোব্‌লেও পাব। সকলই তোমার ক্ষমতা আছে। তোমাব অসাধ্য কিছুই নেই। তা বলি তা নিষেধটা যেতা-বা-বা-বা-বা-নাই বা কোর্‌লে। তাতেও তো কিছু ক্ষতি নাই।

ষাঁড়ে। না, ক্ষতি নাই বৈকি? তোমাদের তো পবের তেলে মুখশুদ্ধি করা বৈত নয়।

রাধা। (জনান্তিকে) হোঃ হোঃ হোঃ গেচি গেচি গেচি! পরেব তেলে মুখশুদ্ধি! একথা আর কখনও শুনেছেন মহাশয়? ও যম! তোমার ওলা-উঠ হোক, তুমি যমের বাড়ী যাও।।

ন্যায। আহা হা অমন কথা বোল না। অমরনাথ স্বীয় ক্ষমতাতে দশ জনেব উপকাব কোচ্ছেন, তিনি কি সামান্য ব্যক্তি? আব তুমি যে বোল্‌ছ তাঁকে নিষেধ কোর্‌বে, ওটা তোমার মৌখিক। যে হেতু তোমার অন্তঃকবণ

আমরা জান্‌ছি। এক জন দান কোর্‌বে আর তুমি যে তার প্রতি বন্ধকতা কর, এমন বংশে তোমার জন্ম নয়। আহা অমরনাথের কল্যাণে দেশের কি উপকার্‌ই হোচ্চে। অমরনাথের কল্যাণেও বটে এবং তোমার কল্যাণেও বটে। অমরনাথ চিরজীবী হোন। আর তুমিও দীর্ঘজীবী হও। তাতেও কিছু আপত্তি নাই। তবে কথা হোচ্চে কি? না অধিক দীর্ঘজীবী হোতে গেলে আবার শেষ্‌টা বড় কষ্ট পেতে হয়। এই নিমিত্তে বোল্‌ছি যে যত শীঘ্র যেতে পার ততই ভাল। তা তুমি যা ভাল হয় তাই কর। ফল আমাদের এ গ্রাম সুদ্ধ লোকের প্রার্থনা এই যে তোমার যে এক্‌টি সু সন্তান আছে, তাকে রেখে যে তুমি সত্বর যেতে পার সেইই মঙ্গল। কিন্তু তাও যে তুমি পার এমনও বোধ হয় না। কেননা যে কাল দিন পোড়েছে, তাতে কখন কার কি হয় কিছুই বলা যায় না। এই জন্যেই বলি যে এখন যত শীঘ্র যেতে পার সেই আহ্লাদের বিষয়। তা এক্ষণে তোমার বিবেচনা।

ষাঁড়ে। তা কি এখন তোমার ইচ্ছে যে আমিও মরি আমার ছেলেও মরে?

ন্যায়। মহাভারত! মহাভারত! মরা অমনি মুখের কথা আর কি?—তাই যদি হোত, তবে আর আমরা কি এত দিন এই কষ্ট পাই? তা যাক্‌ যাক্‌ আমরা এক্ষণে চোল্‌লাম।

[ন্যায়বাগীশ এবং সঙ্গিগণের প্রস্থান।

ষাঁড়ে। বিট্‌লে বামন! বজ্জাত, হারামজাদ! (কোপ দৃষ্টিতে ন্যায় বাগীশের পশ্চাতে দৃষ্টি) থাক তুমি। তোমার ঐ টোলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি তবে আমার নাম।

মতি। মহাশয়, কেন এ সকল কদুর্য্য কথাগুল উচ্চারণ করেন?

ষাঁড়ে। আমি তোমার কাছে সে পরামর্শ নিতে আসিনি। এখন বাবু আমাকে পাঠিয়েচেন এক্‌টা কথার জন্যে। সে কথা এই যে তোমরা ভদ্র লোকের ঘরের ঝি বৌ বার কোরে একটা একটা মরদ যুটিয়ে দিয়ে যে

লোকের জাত মাত্তে আরাম্ব কোল্লে এটা তো ভাল না। তাই তিনি বলেন যে তোমরা বালিকের বিদ্দেলয় কর, বেম্ম সমাদি কর, আর দান সাগোরি কর, তাতে তিনি কিছু বলেন না, কিন্তু তোমরা ভদ্র লোকের ঝি বৌ নষ্ট কোরনা।

মতি। মহাশয় আপনি কি বোল্‌চেন আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। ভদ্র লোকের ঝি বৌ নষ্ট করা কেমন ?

ষাঁড়ে। এই লোকের রাঁড় মেয়ে বার কোরে তাকে এক্‌টা মরদ যুটে দেয়া।

দ্বিজ। মহাশয় আপনি মনে রাখ্‌বেন যে আপনি আপনার জমিদারের ইতর প্রজাদের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন না, আর এটাও জমিদারের কাছারি ঘর নয়। ভদ্রলোকে যে প্রণালীতে কথা কয় তা যদি আপনার জানা থাকে তবে কথা কোন্‌। নচেৎ আমরা আপনাকে এখানে কথা কোইতে দিব না।

মতি। যেতে দাও, যেতে দাও। ওঁদের ভাষাই ঐ। উনি যে এই সকল কথা ইচ্ছাধীন বোল্‌ছেন তা মনে কোরনা। এই ওঁদের সহজ আলাপ। (ষাঁড়ের প্রতি) মহাশয় আপনি যে বোল্‌ছেন আমরা লোকের বিধবা কন্যা বার কোরে লয়ে আসি, সে কি কথা ? যাঁর যাঁর কন্যা, তাঁরাই আপনারা বিবাহ দ্যান, আমাদের মধ্যে যাঁকে যাঁকে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি তিনি উপস্থিত হন। এতে আমাদের অপরাধ ?

ষাঁড়ে। তোমরাইতো তার গোড়া, তোমরাইতো তার জড়্, তোমরাই তো সব ঘটাও !

মতি। ঘটান এই যে আমরা কোন কোন স্থলে পরামর্শ দিয়ে থাকি বটে। কিন্তু আমাদের লোক জন নেই যে বল দ্বারা বাধ্য করি, বা অর্থ নেই যে লোভ দ্বারা মুগ্ধ করি, আমরা শাস্ত্র আর বিচারসঙ্গত যা আছে তাই বলি।

ষাঁড়ে। কোন্ শাস্তোরে আছে? আর তোমরাই বা শাস্তোরের কি ধার্ ধার? তোমার বাপ পিতেম কি সব গোরু ছিল?

রাধা। কেন, তা কারো বাপ পিতামহ কি গোরু হয়না নাকি? এই তুমি হোচ্চ ষাঁড় তোমার ছেলে হোচ্চে বলদ। তোমার পৌত্র হলে তার বাপও গোরু তার পিতামহও গোরু।

ষাঁড়ে। দ্যাখ্! তোর বড় কুবুদ্ধি হয়েচে। আমি যখন ন্যায়বাগীশের সঙ্গে কথা কোই তখন তুই ঐ ছোক্‌রার (অঙ্গুলি দ্বারা জনেক সভ্যকে প্রদর্শন) কাণে কাণে যা বোল্‌ছিলি তা আমি সব শুনিচি। তুই সে দিন বকুলতলার বুড় ঘোষের ওখানে বোসে আমার কতক্‌গুল নিন্দে বান্দ কোরে এইচিস্—তাও আমি শুনেছি।

রাধা। সে কথা মিথ্যে। তোমার নিন্দে আমি কিছুই কোরিনি। তোমার নিন্দে তো কর্‌বার যো নেই? যত কিছু কুকথা আছে তা তোমার সম্বন্ধে বোল্‌তে গেলে যথার্থ হয়ে পড়ে।

মতি। যাক্ যাক্ রাধামোহন বাবু আপনি ক্ষান্ত হোন। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি) হাঁ মহাশয় তা এইই উত্তম কথা। শাস্ত্র যদি দেখ্‌তে চান তা আমরা এক্ষণে প্রস্তুত আছি। বিচার যদি মানেন তাতেও সম্মত।

ষাঁড়ে। তুমি কি জমিদার বাবুর চেয়ে কিছু জেয়াদা বোঝ না কি? সে রাজা, সে এতবড় এক্‌টা জমিদারির কাজ বুজদেচে আর এই তুচ্ছু বিধবার বিয়েটা বুজতে পারে না? তোমার মত সাত গণ্ডা মতি দত্তকে সে নেজে বেঁদে এক জায়গায় বোসে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াতে পারে।

রাধা। তোমার নেজ আবার তারে চেয়ে লম্বা, তুমি এক জায়গায় বোসে চৌদ্দ সমুদ্রের জল খাওয়াতে পার।

ষাঁড়ে। দ্যাখ্! তুই যে? তোকে, তোকে, উঁঃ, কি বোল্‌ব আর?

মতি। রাধামোহন বাবু! ক্ষমা করুন। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি) হাঁ মহাশয়!

তাঁর ক্ষমতা অবশ্যই অধিক। তা তিনি যদি একার্য্যটা অন্যায বিবেচনা কোরে থাকেন, তাই তিনি আমাদেব কাছে কোন পণ্ডিতের দ্বারাই হোক্, বা তিনি নিজেই হোন, সেইটে প্রমাণ কোরে দিলেই আমরা আপনারাই ক্ষান্ত হব। কেন না আমরা অন্যায় কার্য্য কোর্ত্তে চাইনে।

ষাঁড়ে। কি কি কি? কি বোল্‌লে তুমি? তোমার কাছে তিনি আস্-বেন এই কথা প্রমাণ কোত্তে? তুমি কি হাকিম? তোমার যে ছোট মুখে বড় কথা দেখ্‌তে পাই। তুমি ইঁদুব হযে বুনো শুয়রেব সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও? এখন আমি তোমাদের সঙ্গে বকাবকি কোত্তে পারিনে। মোট কথা এই যে তাঁর হুকুম তোমরা বিধবার বিয়ে কোত্তে পাব্‌বে না।

মতি। তবে যদি বিচার না কোবে শুদ্ধ হুকুম কোর্ত্তে চান, তো তাঁর অধিকারের প্রজা যারা তাদেব্‌ই তিনি হুকুম কোত্তে পাবেন।

রাধা। হাঁ আর যে তাঁর চাকর, তাঁর গোলাম, তাঁর খোসামুদে, তাব উপর গে হুকুম চালান।

ষাঁড়ে। দ্যাখ্! তুই যে দিন আমাব হাতে পোড়্‌বি, সেই দিন জান্‌তে পাব্‌বি।

রাধা। কিন্তু তুমি জেনো যে আমি যে দিন তোমার হাতে পোড়্‌ব, তুমিও আবার সেই দিন আমার হাতে পোড়্‌বে।

ষাঁড়ে। কি তুই মনে করিস কি? তোর গায় কতক্‌টা জোর হয়েছে তাই বুজি শরিল্‌টে ফুলিয়ে ফুলিয়ে আমাকে ভয় দ্যাখাচ্চিস? আমি তোব কোত্তে যদিও বেঁটে বটে কিন্তু হ্যাংলা না। আর আমি যদি নিজে না পারি তা দশ জন লোক রেখে তোর মাথাটা কেটে ফেল্‌লে তখন তুই কি কব্‌বি?

রাধা। হাঁ তা তুমি পার। তুমি সকলের মাথা কাট্‌তে পার কিন্তু

তোমাব মাথা কারো কাট্‌বার যো নাই। কারণ তোমার মাথা কাট্‌লে লোকে বোল্‌বে যে ষাঁড়ের মাথা কাট্‌লে।

মতি। রাধামোহন বাবু! (হস্ত যোড় করণ) দোহাই আপনার।

ষাঁড়ে। তবে তোমরা জমিদার বাবুর হুকুম মানো না। তবে আমি বলিগে এই কথা ?

সকলে। হাঁ।

ষাঁড়ে। আমি তোমাদেব ভালর জন্য বোল্‌তে এযেছিলেম, তা তোমাদের নেহাত কুবুদ্দি ধোরেছে।

রাধা। আহা! ক্ষণে জন্মা পুরুষ! ওঁর আবতো কোন কর্ম্ম নেই। এই তোমাদের ভাল কোরে আবার দ্যাখ আর কার ভাল কোর্ত্তে চোল্‌-লেন। ওঁর অনুগ্রহ আর মা শীতলার অনুগ্রহ সমান।

ষাঁড়ে। আচ্ছা আচ্ছা ; তুই থাক্।

[প্রস্থান।

সুসার। মহাশয় এত বড় দৌরাত্ম্য এ জমিদারের ?

মতি। এই দেখুন আব কি। আপনিতো কোন সৎকর্ম্ম কোর্‌বেন না, অপর যদি কেউ করে তারওপ্রতিবাধী। সৎকর্ম্মের মধ্যে সুদ্ধ পাঁচটি কোরে টাকা ইস্কুলেব চাঁদা দেন, তা ওঁর বাড়ীর সাৎটি কি আট্‌টি ছেলে পড়ে। আব সে সুদ্ধ সাহেবরা মধ্যে মধ্যে আসেন, জিজ্ঞাসা বাদ করেন সেই জন্য। আর কেবল এই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা আর ব্রাহ্মদের উপর অত্যাচার কোল্লেই ওঁর বিবেচনায় হিঁদুধর্ম্ম পালন করা হল।

দ্বিজ। একখানা টেলিগ্রাম এসেচে।

মতি। কোই কোই, দেখি দেখি! এই বোধ হয় অমরনাথ বাবু আস্‌চেন। (টেলিগ্রাম হস্তে লইযা খুলিয়া) হাঁ, এই যে। আঃ বাঁচা গেল। তিনি কলিকাতায় এসে পোঁচেছেন, সেখান থেকে মঙ্গলবারে

আস্‌বেন, সেই দিন চল ষ্টেসন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁকে লয়ে আসা যাবে।

দ্বিজ। বেশ কথা। আমাদেরও একটু ব্যাড়ান হবে, আর তাঁকেও লয়ে আসা হবে।

সুসার। মহাশয় আমিও সেই দিন ঐখানে তাঁরসঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে অমনি বাড়ী যাব।

মতি। কেন, আপনার এত সত্ত্বর যাবার কোন প্রযোজন হঠাৎ মনে পোড়্‌লো না কি?

সুসার। প্রয়োজন এই যে এখানকার পীড়িত লোকেদের চিকিৎসার ভার যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন একবার বাড়ীতে না গেলে তার উপায় হয় না। তা আবার সপ্তাহের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌চি।

দ্বিজ। তবে,—সুতরাং।—আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জমিদারের বৈঠকখানা।

(জমিদার এবং ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ)

জমি। তবে দেওয়ান্জি ?

ষাঁড়ে। হজুর।

জমি। অমর কলিকাতায় পৌঁছেচে এই চিঠি পেযছ ?

ষাঁড়ে। হজুর।

জমি। কেন, এমন হঠাৎ আস্বার কারণ ?

ষাঁড়ে। আগেঁ তা কেমন কোরে বোল্‌ব ? আমি লিখেছিলেম যে এখন এসে কাজ নেই, এখানে বড় বেয়ারাম সেয়ারাম হোচ্চে। তা শুন্‌লে না। এই জজ হবে হবে বোলে যে একটা গোল উঠেছে, তাই বুজি দেশের লোকের কাছে এক্‌টু সাউথুড়ি, জানিয়ে যাবে। আরতো কিছু দেখিনে।

জমি। যাক তা' যেন হল। এখনতো তোমার ও কাজটা তবে এর্‌ই মধ্যে শেষ কোত্তে হয়।

ষাঁড়ে। আগেঁ, তা সেই জন্যেই তো হজুরের কাছে আসা। হজুর আমার মা বাপ, আমার মুন্তন্নি, আমার ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো।

জমি। (সহাস্যে) তাইই বটে। তোমার বক্তিতে শুন্‌তে আরাম আছে। ও বিষয়ে তুমিও যেমন পণ্ডিত, আমিও তেমনি। তবে কিনা, মোটা মোটি কথাগুলর অর্থ কথক কথক আমার বোধ আছে, তোমার তাও নেই।

ষাঁড়ে। কাজ কি ও সব ? ওতেতো আব পযসা হয় না ? যাদেব কোন কৰ্ম্ম কাজ না থাকে, তাবাই ঐ সব কোরে ব্যাড়ায। ওতে কেবল আরও অকৰ্ম্মা হযে যায়।ঐ রকমেই তো এই বিম্মে বেটারা দেশ্‌টা মজালে !

জমি। তা যাক্‌। বিষয কৰ্ম্মের হান না হলিই হলো। এখন পাঁচ আনি জমিদারেব দেওযানের সঙ্গে তোমার কিছু খোলা খুলি কথাবাত্রা হয়েছিল কি না ?

ষাঁড়ে। হুঁা, তা আমি পষ্টই বোলিচি যে চক মাধবকাটির পাটাখানার নাম বদল্‌ কোরে আমাব নামে কোরে দিতে হবে।

জমি। তাতে সে কি বোল্লে ?

ষাঁড়ে। সে বড় উত্তম লোক। অমন লোক হয় না। তাকে এই কথা বোল্‌তেই সে বোল্‌লে যে তার আটক কি ? তুমি যখন বোল্‌বে তখন্‌ই হবে। আমার সঙ্গে তার খুব ভাব। আর সে বড় ধৰ্ম্ম ভিতু লোক।

জমি। তা ধৰ্ম্ম ভিতুই হোক আর অধৰ্ম্ম ভিতুই হোক তাকে তো কিছু দিতে হবে ? কিছু না নিয়ে তো ছাড়্‌বে না ?

ষাঁড়ে। আগেঁ হাঁ, তা দিতে হবে না ? এত বড় কাজটা কোরে দেবে সে, তাকে কিছু না দিলে কি ধৰ্ম্ম থাকে ?

জমি। তা সে কত ? তার কিছু কথা হয়েচে ?

ষাঁড়ে। আগেঁ, সে পাঁচ হাজার চেয়েছিল, আমি তাকে দেড় হাজারের কথা বোলিচি। তাতে সে হেসে আমার পিটে দুট থাপ্‌ড়া মেরে বোল্লে যে 'তা হবে, সে কথা হবে।' তিন হাজারের মধ্যেই হয়ে যাবে। এ যে হল সে বেক্তি অতি সদাশিব মানুষ বোলেই হল। অন্য কোন লোক হলে দশটি হাজারের কমে হোত না। তা হবে মেনে, এখন আমি ভাবচি যে জমিদারের বাড়ীতো হল এখান থেকে একদিনের পথ। এর মধ্যে

সেখানে কেমন কোরেই বা যাই, আর কেমন কোরেই বা কি হয়! আবার সে বাড়ী আস্‌চে, এ সময় যদি আমি সেখানে যাই, তা হলে সন্দে কোল্লেও কোত্তে পারে।

জমি। না না না, তা তোমার যেতে হবে না। বড় সুবিদে হয়েচে। সে দেওয়ান এই খিরপুর পাঁচ আনি এলাকা, সেই খেনে এসেচে। তুমি এই রাত্রেই তার কাছে যাও।

ষাঁড়ে। তবে তো বড় সুবিদেই হয়েচে। মা আছেন! তাঁর পাদপদ্দ বই আমি জানি নে। তিনিই অবিশ্শি কুলিয়ে দেবেন। তবে আমি আর দেরি কোর্‌ব না। কিন্তু হজুর!—যেখান থেকে যা হয়, হজুরের ভরসাতেই আমার একম্মে নাবা।

জমি। কি তুমি মকদ্দমার কথা ভাব্‌চ? তা কিছু ভাব্‌তে হবে না। যে বেণী সিঙ্গি আছে, ওর কাছে তুমি সাহেবের দস্তখত এনে দাও, লিখে দুখানা তোমার সামনে ফেলে দেবে তুমি চিনে নাও। তবে সাক্ষী নিমু বিশ্বেসরা দুভাই, ওদের একটু ইসারায় বোলে দিলে এমন সাজিয়ে বোল্‌তে পারে যে হুবহু। তবে অন্য অন্য লোক জন পুরন ইষ্টম্বর কাগজ সব্‌ই মজুত। তুমি পাটাখানা তোমার নামে কোরে নিয়ে এস, তার পর মকদ্দমা করুক না, ও কত মকদ্দমা কোর্‌বে। সে জন্যে আমি আছি। ফল আমার কথাটা ভুল না যেন।

ষাঁড়ে। সে কি হজুর! আপনার সঙ্গে বিশ্বঘাতুকি কোরে অধম্মিতে কোল্লে যে আমার মহাবেদ্দি হবে। হজুরের ছ আনা ঐ নিরিখে দর গাঁতি তাতে কি আর কথা আছে? সে উত্তরের চন্দোর দক্খিণে গেলেও লড়ে না। কিন্তু হজুর এই মকদ্দমার কথা যে বোল্‌লেন, তা ও তো হোচ্চে উকিল তাতে আবার হল জজ। তা ওর সঙ্গে দেওয়ানী মকদ্দমাতে পারা যাবে না, ওকে জব্দ কোত্তে হবে ফোজদুরিতে।

ফৌজদুরি ও এমনি ডরায়, এমনি ভোড়্‌কো, যে ফৌজদুরির নাম শুন্‌লে মেয়ে মানুষের পিচনে গিয়ে লুকোয়।

জমি। হাঁ, এ বেশ কথা বোলেচ। তাই করা যাবে। গোটা দুই ঘর জ্বালানি আর লুট তরাজের মামলা সাজিয়ে দিলে, আর না হয় এক্‌টা খুনি কি গমি গুচিয়ে দেওয়া যাবে। তাও তো কিছু বড় ভারি কথা না। আবাদ্‌টির মুনফা কি হতে পারে?

ষাঁড়ে। বস্‌! তাই হলেই হল। তা হলে ও আপনি ছেড়ে দে বাপ্‌ বাপ্‌ কোরে পালাতে পথ পাবেন না। আবাদের মুনফা সব সুসাইত হলে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা হবে।

জমি। তবে এই হল। তুমি আর দেরি কোর না। একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে কোরে এই রাত্রেই খিরপুর যাও।

ষাঁড়ে। বিশ্বাসী লোকের মধ্যে আমার চাকর গুপে আছে। কিন্তু ইদানী সে বেটার ঐ দিগেই কিছু টান টোন বেশী বোধ হয়। কিন্তু সে আমার বাদ্ধি খুপ।

জমি। আরে তা হলিই হল। সে লোক ভাল আমি জানি। তবে চাকর বাকরের দস্তুর যে দিগে একটু নাম ধাম বেশী দ্যাখে সেই দিগে একটু ভক্তি দ্যাখায়, সেই নামে লোকের কাছে পরিচয় দিতে ভাল বাসে। সে সুধু ছোট লোক বোলে নয় সেটা প্রায় মানুষেরই সভাব। আর সে পাটা পত্তোরের কথা কি বুঝ্‌বে? তবে তুমি "শুবশ্চ শিগ্‌গিরং।"

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

থিরপুব ;—পাঁচ আনি জমীদারের কাছাবী ঘর।

(পাঁচ আনি জমিদারের দেওয়ান ও মুন্সী ও ষাঁড়েশ্বরের প্রবেশ)

দেও। আমি যা বোলিচি তার কমে হবে না। আমার কাছে এক কথা। ও আবাদ্‌টিতে হেঁসে খেলে সত্তোর আশী হাজার টাকা মুনফা হবে।

ষাঁড়ে। বলেন কি গো? ত্রিশ হাজার পয্যান্ত হয় না হয় সন্দ। জমি আছে বটে অনেক, কিন্তু ওখানে যে জল মিঠে হয়না, প্রজা টেক্‌তে পাবে না।

দেও। আরে তুমি ও সব ধাপ্‌পা বাজী আমার কাছে রেখে দাও। ওতে এখনি যে হস্তবুদ আছে তাতেই সদর খাজনা হয়ে আরও দশ হাজারের কম না মুনফা আছে।

ষাঁড়ে। সে কেবল কাগজে, জমিতে নয়। আর এর মকদ্দমা মামলাতে কত খরচ হয় আর কি হয় তারও কিছু ঠিক নেই।

দেও। আচ্ছা, আমি পাঁচ হাজার বলিচি তুমি না হয় সাড়ে চার হাজার দাও, চার হাজার দাও, এতে তো আর কথা নেই?

ষাঁড়ে। তা চার হাজাব কেন আমি ঐ পাঁচ হাজার্‌ই দিতে পাত্তেম, যদি শেষ ফেসাদ না থাকৃত। এখন আমি যা দব এতো কপাল ঠুকে বইত না। আমি তিন হাজার পয্যান্ত রাজী আছি।

দেও। এঃ! তুমি বড় কম্ম কোষ্টে লোক। তোমার সঙ্গে কাজ করা ভার। আচ্ছা তোমারও কথা কাজ নেই আমারও কথা কাজ নেই—তুমি কাজির বিচের কর। তুমি গিয়ে সাড়ে তিন হাজার দাও।

ষাঁড়ে। আচ্ছা! এই সিকের, তোমার কথা তো আমি ফেল্‌তে পার্‌ব না। তবে পাটা লেখা হোক্।

দেও। (মুন্সীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে আপনার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া) হাঁ, তা পাটা নবিসিন্দেকেও তো কিছু বিবেচনা কোত্তে হবে?

ষাঁড়ে। হাঁ, তা বটে, কিন্তু এদিগে আমার যা আঁচ ছিল তার ঢের বেশী হয়ে গেছে। তা যা হয়, আপনিই বোলে দ্যাও।

দেও। এত বড় বিষয়টার নবিসিন্দে, ওঁকে দু শ টাকার কম্‌তো আর দিতে পার না?

মুন্সী। কি? দু শ টাকা? একি ভিক্কে নাকি? যাক আমি কিছু চাইনে, আমি অমনি লিখে দব। তবু ভাল যে একজনের উপ্‌গর কোল্লেম। তাতে ফল আছে।

ষাঁড়ে। মুন্‌সী মশায়! রাগ করেন কেন? তা আপনি কি বল? আমার তো এই দেখ্‌তে পাচ্ছো কত গোল।

মুন্সী। তা দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু একটুকু গোল পোড়্‌লে নবিশিন্দে সাক্কিকেই আগে তলব হবে। তার কি বোল্‌লে? আবার আমাদের আর্‌তো কোন উপজিব্বি নেই, এই রকমে যা দুটাকা দুসিকে পাওয়া। আমাদের এ চাকুরিতো মিত্তে, ঐ মাইনের কটি টাকা একেবারে আট্‌কে বাঁদা, কোইদির খোরাকের মত ডাঁড়ি বাঁটখরাতে মাপা। আমার চোদ্দ পুরুষেও কখনো এমন চাকুরি করেনি। আমি এই দেখ্‌তে পাচ্ছেন অন্ন বস্‌তোবে আজির। কিন্তু আমার ঠাকুর এক কালেক্টরির তৌজিনবিশিতে দেল্‌ দোল্‌ দুগ্‌গোচ্ছব কোরে গেছেন। চাকরি বলি তাকে। সে এক্‌কাল গেছে, তখন সত্তিযুগ ছিল। সে সব কথা উপন্নেশ হয়ে রোয়েচে। তা আর বোল্‌ব কি? এখন আমি চাট্টি শ টাকার কম এ কাজটিতে হাত দিতে পারিনে।

আর তা না হয়তো বল আমি অমনি লিখে দিচ্ছি, তাওতো আমি বোল্‌চি।

ষাঁড়ে। পঞ্চাশ্‌টি টাকা গে ছেড়ে দাও, যেন আমাকে দান কোল্লে, যেন আমার ছেলেকে মেঠাই খেতে দিলে। (কাতর ভাবে মুন্‌সীর হস্ত ধারণ)

দেও। তা যাও মুন্সী! এতে আর কথা কইও না। উনি যদি এতই কাতর, তা না হয় তোমার্‌ই সোক্‌।

মুন্সী। (স্বগত) তা বুঝিচি। শিগ্‌গির শিগ্‌গির টাকা গুল হাত মাত্তে পারলেই হয়। (প্রকাশ্য) কাজেই তাই।

দেও। দাও পাটা (মুন্সীর নিকট পাটা লইয়া তাহাতে জমিদারের মোহর সই করিয়া ষাঁড়েশ্বরকে প্রদান ও ষাঁড়েশ্বর ঐ সমুদায় টাকার নোট গণিয়া দেয়া)

দেও। তবে যাও এখন সে সাবেক পাটা খানি ফিরিয়ে দাও।

ষাঁড়ে। হাঁ হাঁ, বটে বটে! সেখানা আমি তাড়াতাড়িতে ভুলে এইচি। তা আমি এক্‌খুনি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দেও। তাতে আমার আর কিছু দরকার নেই, তবু আমি স্বহ্ব আপন হাতে ছিঁড়ে ফেলে দব।

ষাঁড়ে। তা আমি এই গিই পাঠাচ্ছি।

দেও। হাঁ, তাই যাও, যেন দেরি হয় না। (মুন্সীর প্রতি) সন্ধ্যার সময় যে কথা বলা গিছল তা আনা হয়েচে?

মুন্সী। হাঁ, সে তো তখুন্‌ই।

ষাঁড়ে। তবে এখন আমি আসি।

দেও। হাঁ, এস।

[সকলের প্রস্থান।

ষাঁড়েশ্বর মিত্রের গুপ্ত পূজার ঘর।

(ষাঁড়েশ্বর মিত্র এবং গোপীনাথ দাসের প্রবেশ)

ষাঁড়ে। কাল্‌কের সে যন্ত্রটাতে আর কিছু ছিল ?

গোপী। প্রায় পোয়াটাক আছে।

ষাঁড়ে। জবাফুল চন্নন এসকল পুজোর আযাজোন সব ঠিক আছেতো ?

গোপী। তা সব আছে।

ষাঁড়ে। তবে তুই এক কাজ কব্। পুজোব জাযগাটা কোবে, আব যে টুকু আছে তাই আমাকে দিয়ে, তুই দৌড়ে গিযে আব এক যন্তোব সামেগ্‌গিবি নিয়ে আয়। শিগ্‌গির আস্‌তে চাস্ তোকে আবাব খিরপুব যেতে হবে।

গোপী। তা বোল্‌তে হবেক নি।

[প্রস্থান।

ষাঁড়ে। আহ্! এখন শবিল্‌টে পাত্‌লা হল। যখন পাটা হাত কবিচি তখন আর যায় কোথায়। জমিদাব বেটাকেও ফাকি দিতে হবে। কিন্তু তার সময় আছে! এব পরে সত্তোর হাজার টাকা মুনফার বিষয হাতে থাক্‌লে ওঁর্‌ই বাড়ীর মেয়ে মানুষ এসে আমার এই ভৈরুবী চক্কোবে বোস্‌বে, আর মায়ের পুজোর সময়ে শক্তি হবে। তবে এখন পূজো আবাম্ব করা য্যাক্। (তিন পাত্র লইয়া পুজারম্ভ)।

(গোপীনাথের পুনঃ প্রবেশ)

গোপী। (স্বগত) হাঁ, এই যে কাজ পেকেচে। পূজোয় বোসেচেন। তিন পাত্র কারণ কোরেছেন। আর কোত্তে হবেক নি। এখন এই ধাক্কা সাম্‌লে উঠ্‌লিই ওঁর মেগেব এইয়োত্। আমি ওতে ধুতরো রস কোবে দিইচি। আমাকে বোল্‌বে, পাটা খানা ফিরে দিয়ে এস্‌তে। সে হয়েচে ভাল। ও দিগেও সে পাঁচ আনির দাওয়ান এত্‌খন তারারাম তারারাম

কোচ্ছে। আর তার মুন্সী তার সঙ্গে দোহাবৃকি কোচ্ছে। তারা যখন ইশারায় মদের কথা কয় তা কি গুপীনাথ বোঝেন্‌নি? ইনি মনে কোরেছে যে আমি পাটার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। আহা কি কাট পরাণে মানুষ গো! এমন ভাই যে দাদা বোই জানে নি। তার বিষয়টি তুই কি না তার গলায় ছুরি দিয়ে নিতে বোসেচিস্‌! কিন্তু জান না যে গুপীনাথ আবাব তোমার পেচনে কমর বেঁদে ডাঁড়িয়ে। তুমি ছুরি উঁচিয়েছ কি গুপীনাথ ঐ ছুরি তোমার হ'ৎথেকে কেড়ে নিই একে ঘায় তোমাকে ভবলদি পাব কোরেচেন। দুষ্ট লোক এই রকমেই মরে। বেদে জঙ্গলে একুটি পাখী তাগ্‌ কোচ্ছেন কিন্তু জানেনি যে তিনি যত পাখীর দিগে যাচ্ছেন ততই বাগের মুখের নিকট হোচ্ছেন। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ইনি যে আর চোক্‌ খুল্‌চে নি। মুস্‌লমানের খিড়্‌কির দরজার মত বন্দই থাকুল যে। (কাছে বিষম লাগার ভাণ করা)

ষাঁড়ে। (মৃদুভাবে চক্ষু রুন্মীলন করিয়া) গুফিনাথ এসেচ? তুমি আমার অগ্‌গোদিফের গুফিনাথ, তুমি আমার ঘোষ ঠাকুরের গুফিনাথ!

গোপী। সামেগ্‌গিরি নেইচি যে, আর দব?

ষাঁড়ে। না বাবা আর না। তোমার সামেগ্‌গিরির চরণে ডণ্ডবৎ, এবং তোগাবও। বুজেছতো? বলি এবং তোমারও।

গোপী। তবে আর আমি এখন কি কোর্‌ব?

ষাঁড়ে। না তবে তুমি কি কোর্‌বে? তুমি এই আমি যা কোচ্ছি তুমিও তাই কর। আর বড় বৌকে ডাক, এখন ভৈরুবী চক্কোর হবে, এখন শক্তি চাই। তুমি নাপিত, তা হোক্‌, পির্‌বিত্তি ভৈরুবিচক্‌—ওহো! তুমি সে পাটাখানা দিয়ে এসেচ কি?

গোপী। কোই? কোন্‌ পাটা? আমিতো কিছুই জানিনে।

ষাঁড়ে। হা আগার কপাল! (কপালে করাঘাত করিতে সেই ঝোঁকে

পতন হইতে বাম হস্ত ভুমে দিয়া রক্ষা করা) না না পাটা না পাটা না। তুমি এই চাবি নাও, আর আমার বিছ্‌নাতে ঐ কাগজ্‌খানা দেখ্‌চ ঐ খানা ঐ ছোট বাক্সতে রেখে ওতে যে অমনি আর একখানা আছে সেই খানা গে ঐ পাঁচ আনির দাওয়ান্‌কে দিয়ে এস। যাও যাও যাও! আর আমাকে বিছ্‌নাতে শুইয়ে দাও আমি আব বোস্‌তে পারিনি।

গোপী। (স্বগত) আর কি ইনি এদিকে কাত, পাঁচ আনির দাওয়ান এৎক্ষণ এই গতিক। তবে যখন বাগের দুই চোক্‌ই কানা তাব কোল্‌ থেকে বাচ্ছা তুলে আন্‌তে একটুকু সাহস কেবল চাই। এই দুখানা পাটাই নিয়ে যাই, আব এব সঙ্গে একখানা বাজে কাগজ। যদি হুঁশ্‌ থাকে তবে এই লৈতন পাটাখানা দব, এখন কিছু আব পোড়ে দেখ্‌-বেনি। ছিঁড়্‌তে হয় ঐ খানাই ছিঁড়্‌বে। তার পবে আসল খানা থাক্‌ল বুজে কায করা। আব যদি আমাকে বলে ছিঁড়ে ঐ দাওয়ার উননে ফেলে দিতে, তবে আমি এই বাজে কাগজ খানা তাই কোর্‌ব। তার পরে দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

ষাঁড়ে। উহ্‌! বড় আনন্দ হয়েচে। মাথাটা যেন আট মোন ভারি হয়েচে। গাটা ন্যাকার ন্যাকাব কোচ্চে, চোক বুজে আস্‌চে। আবার গা চুল্‌কুচ্ছে কেন এত? এব কারণ কি?

(গোপীনাথের পুনঃ প্রবেশ)

গোপী। হাঁ, এই যে গৌরং ফাঁক। বড় সুবিদে। আমি যা ভেবে-ছিলুম তাকে চেয়েও ভাল হয়েছে। দাওয়ান মুন্সী দুজনেই কারণ কোরে আনন্দে খাবি খাচ্ছে। আমি কাগচের কথা বোল্‌তিই যেন অন্তঃজলি মানুষেব মত বোল্‌লে যে এনিচিস? তো ঐ আগুনে দে। বস্‌ আমি বাজে কাগজ খানা আগুনে দিয়ে ওদের চাকবটাকে দেখিয়ে এলুম। এখন এই

আসল পাটাখানা আপনি রেখে দি আব ওখানা ঐ বাস্কোতে রেখি। তার পর বাগ দেখে কোপ। (যাঁড়েশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ওহ্! গাটা চুল্‌কুচ্ছে বটে। ভালা মোর ভাই! চুল্‌কাও। এই চুল্‌কুনি মনে পোড়্‌বে যখন জালা ধোরবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাণাঘাট ষ্টেসন।

মতিলাল দত্ত দ্বিজরাজ সোম অন্যান্য ব্রাহ্মগণ এবং সুসারময় রায় আসীন।

মতি। কটা বাজল? ট্রেণ আস্‌বার সময় হয়েছে কি?

সুসার। আজ্ঞে আর পাঁচ মিনিট বাকী। আমার ওয়াচ্ রেলওয়ের সঙ্গে ঠিক আছে।

মতি। আহা! প্রাণটা এমনি ব্যগ্র হয়েচে যে এই যে রেলওয়ের বেগ গতি, তাও মৃদু বোধ হোচ্চে। আমার এমনি ইচ্ছা হোচ্চে যে এই রেলওয়ের পাশ দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে দেখি। আমার হৃদয়টি একখানি দর্পণের ন্যায় হয়েছে, তাতে আর কিছুই এখন নাই, শুদ্ধ অমরনাথের মুর্ত্তিটি মধ্যদেশ হতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বিত আছে। আহা! দেশের দুঃখী লোক্‌গুল এতক্ষণ গঙ্গার তীরে রাস্তার উপর এসে যেমন উপবাসী মুসল্‌মানরা মহরমের কালে দ্বিতীয়ের দিন গোধুলি সময়ে নবীন শশাঙ্ক দর্শন অভিলাষে আকাশের পশ্চিম ভাগে ব্যগ্র চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ সংশয় ঘটিত ব্যগ্রতার সহিত অমরনাথের পথ নিরীক্ষণ কোচ্চে।

সুসার। মহাশয় কোই রাধামোহন বাবু আসেন নি? তিনি যে বোলেছিলেন যে আমিও যাব।

মতি। কোই আমরাতো তা অবগত নই।

১ সভ্য। ঐ গাড়ী আস্‌চে, এন্‌জিনের ধোঁয়া দ্যাখা দিয়েচে।

(সকলে ঐ দিকে দৃষ্টি)

মতি। হাঁ! এই যে। আচ্ছা যদি অমরনাথ কোন কারণ বশতঃ এ গাড়ীতে না এসে থাকেন?

দ্বিজ। তা হলে টেলিগ্রাপ কোর্ত্তেন। তা যত্নের দ্রব্যের প্রতি এই-রূপ্‌ই সংশয় হয় বটে। সহস্র বিশ্বাসের কারণ সত্ত্বেও যদি একটি সংশয় স্থল থাকে তো সেই একটি ঐ সহস্র অপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়। যেমন মনের একটি অসুখে সংসারের সকল সুখকে পরাভূত করে।

২ সভ্য। তা মতি বাবু যা বোল্‌লেন তাইই তো হল। কোই অমর-নাথ বাবুকে তো দেখ্‌তে পেলেম না।

মতি। কেমন, আপনারা কেউ দেখেচেন?

সকলে। কোই, নাতো।

দ্বিজ। সে কি?

সুসার। তিনি সেকেন্‌ ক্লাস গাড়ীতে থাক্‌বার তো সম্ভাবনা নেই? আমি কিন্তু সেকেন্‌ ক্লাস গাড়ীতে একজন্‌কে দেখিচি, তা আমার মনে এমনি হোচ্চে—কারণ কি বোল্‌তে পারিনে—যে তিনিই অমরনাথ বাবু।

* মতি। তা হয় অমন। যে ব্যক্তির বিষয়ে অনেক শুনা গিয়েছে, তাকে দেখ্‌লিই বোধ হয় যে এই সেই।

দ্বিজ। এই যে রাধামোহন বাবু দেখ্‌চি যে? ঐ সেকেন্‌ ক্লাস গাড়ীর ঐ দিগ থেকে দৌড়ে আস্‌চেন।

(সকলে নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি এবং
রাধামোহনের প্রবেশ)

রাধা। আপনারা সব আসুন আসুন। অমরনাথ দাদা ঐ সেকেন্ ক্লাস গাড়ীতে।

মতি। বটে, তবে সুসার বাবুর কথা সত্যই হল যে? চল, চল, চল।

(সকলে প্লাট ফরমের অন্য অংশে গমন এবং
অমরনাথ মিত্রের প্রবেশ)

অমর। ওএল্ মতিলাল! (বেগে আসিয়া মতিলালকে সজোরে উভয় হস্ত দ্বারা বক্ষে সংলগ্ন পরে সকলের সঙ্গে পরস্পর নমস্কার এবং আলিঙ্গন)

সকলের সর্ব্বতো মঙ্গল? (সুসারময়ের প্রতি দৃষ্টি)

সকলে। জগদীশ্বরের কৃপায় এতাবৎ।

অমর। (সুসারের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি করিয়া মতিলালের প্রতি মৃদু স্বরে) ঐ যে বাবুটি দাঁড়ায়ে আছেন, তোমাদের সঙ্গ হতে এই পরিমাণ দূরে আর এমনি ভাবে আছেন যে, ওঁকে তোমাদের সঙ্গী বোলে বোধও হোতে পারে, এবং নাও পারে। আমি যখন তোমাদের দিকে চাচ্ছি, উনি তখন আমার দিকে চাচ্ছেন। আবার আমি যখন ওঁর দিকে চাচ্ছি, উনি তখন এক দৃষ্টে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকুচেন। আমার বোধ হয় উনি তোমার আলা—

মতি। ওহো! আমি ভুলিই গিইচি! সুসার বাবু এই দিকে আসুন এই দিগে আসুন! (সুসারের হস্ত ধারণ করিয়া) এঁর নাম সুসারময় রায়, নিবাস হালিসহর, ব্যক্তি এমনি যে তোমার সঙ্গে আলাপ কোরিয়ে দেবার নিমিত্তে আমার চিত্ত ব্যগ্র হয়েছিল।

অমর। ও! হাঁ হাঁ হাঁ। ওঁর নাম যে আমি পেট্‌রিয়টে দেখিচি। উনি এই গত এম, এ, পরীক্ষাতে ফার্স্‌ট হয়েচেন। (সুসারের প্রতি) যেমন কোন স্থানে একটি মনোহর পুষ্প বিকশিত হলে তাকে দ্যাখ্‌বার পূর্ব্বে বাতাসের দ্বারা তার সৌরভ পাওয়া যায়, তেমনি জনশ্রুতির দ্বারা আমরা আপনাকে দর্শনের পুর্ব্বেই আপনার গুণের সৌরভ পেয়েচি।

সুসার। আপনাদের চরিত্র আমার আদর্শ, আপনাদের অনুগ্রহই আমার লক্ষ্য, সেইই আমার আকাঙ্ক্ষা।

অমর। তা আপনার আকাঙ্ক্ষা কোর্ত্তে হবে না। কেন না খাদ্যের নিকটে ক্ষুধা আপনি যায়, যেখানে ধন থাকে লোভ গিয়ে তার শরণাগত হয়, তেমনই যেখানে গুণ থাকে শ্রেদ্ধা আপনি গিয়ে তার বশ হয়।

মতি। ভাল তোমার সেকেন্‌ ক্লাস গাড়ীতে আস্‌বার কারণ কি? যেমন কোন প্রণয়ী ব্যক্তির সঙ্গে অনেক দিনের পরে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে তার বাড়ীতে গিয়ে যদি দ্যাখা যায় যে সে বাড়ীতে অন্য কথগুলি অপরিচিত লোক বাস কোরে আছে তা হলে মনের যেমন এক প্রকার ভুলো ভট্‌কা ভাব হয়, তোমাকে ফার্স্‌ট ক্লাস গাড়ীতে না দেখ্‌তে পেয়ে, আমাদের তেমনি হয়েছিল।

অমর। তার একটু কারণ ছিল। ঐ সেকন্‌ ক্লাস গাড়ীতে আমার প্রাচীন আলাপী একটি লোক ছিলেন। তিনি রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন, ত্রিশটি টাকা বেতন পান। তাঁর সঙ্গে কলিকাতায় দ্যাখা হল—তিনিও দেশে আস্‌বার জন্যে সেকন্‌ ক্লাস পাস পেয়েচেন। তা একত্র যখন আসা হল তখন আমি ফার্স্‌ট ক্লাসে আসাটা তো ভাল হয় না। আর তার অপেক্ষা দুজনে কথা বার্ত্তাতে বরং অধিক সুখে আসা গেল।

মতি। এমন নৈলে তুমি-আস্‌বে আস্‌বে-করে দেশ সুদ্ধ লোক পথ নিরীক্ষণে আছে ?

অমর। আরে তোমরা তো পাঁচ জন বন্ধু বান্ধব একত্র ছিলে। আমার আজ তোমাদের দেখে এমনি উল্লাস হোচ্চে, যেন দুরন্ত শীতের পরে বসন্তকাল এল, মলয়া বাতাস বইতে লাগ্‌ল, আর চারিদিগে ফুল ফুট্‌ল। আমি এই গাড়ীতে যত তোমাদের নিকট হোতে লাগ্‌লেম ততই মনের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌ল। যেমন কোন উচ্চ পর্ব্বত হতে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ কোল্লে সে যত পৃথিবীর নিকট হয় ততই তার বেগ বৃদ্ধি হোতে থাকে, সেইরূপ। তা যাক্ আমাদের সব কর্ম্ম কাজ গুলি চোল্‌ছে তো ?

মতি। এ পর্য্যন্ত তো কষ্টে শ্রেষ্টে এক প্রকার গুচিয়ে আসা গিছল, কিন্তু এই গত মাসে কিছু গোলযোগ হবার সম্ভাবনা হয়েছিল, দানশালা তো প্রায় বন্দই হবার গতিক হয়েছিল। তা সে বিপদ্‌টা এই সুসার বাবুর সুসারে কেটে গিয়েচে। উনি এক শত টাকা নিজে দান কোরেছেন, আর এক শত টাকা হাওলাত স্বরূপ দিয়েছেন।

অমর। মহাশয় বড় উপকার্‌ই কোরেছেন।

সুসার। আজ্ঞে আমি কর্ত্তব্য বিবেচনাতেই কোরিচি।

মতি। আবার সুদ্ধ এই যে তা নয়। আগে সকল ভাল কোরে জান তার পর কথা কইও। গ্রামের পীড়িত লোকেদের চিকিৎসার জন্যে স্বতঃ পরতঃ পাঁচ শত টাকা সাহায্য কোর্ত্তে আপনা হতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই নিমিত্ত উনি আজ্‌ই বাড়ীতে যাচ্ছেন।

অমর। বটে? আহা! সুসার্‌ময়ই বটে। যদি কোন দৈবজ্ঞ ওঁর অন্নপ্রাশনের সময় এই নাম বোলে দিত, তবে সে এই একটা কার্য্যেতেই বিশেষ জ্যোতির্ব্বেত্তা বোলে মান্য হোতে পার্ত্তো। (সুসারের প্রতি)

তবে আপনি এক্ষণ বাড়ীতে যাচ্ছেন। আপনার যাওার উদ্দেশ্য সুখের বটে, কিন্তু আপনার যাওয়াটী বড় অসুখের।

মতি। তা উনি আবার সপ্তাহের মধ্যেই আস্‌ছেন।

অমর। তবে এই ডাউন ট্রেণেতেই যাচ্ছেন ?

সুসার। আজ্ঞে হাঁ। তারও সময় হয়ে এল। অনুমতি হয় তো আমি এক্ষণে বিদায় হই। আবার টিকিট লওয়ারও এক্‌টা গোল আছে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাহ্ণে নিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লেই ভাল হয়।

রাধা। ' সুসার বাবু ! আমি আপনার টিকিট এনে দিচ্ছি। কেন না আপনার এখানকার ইষ্টেশনের বাবুদের সঙ্গে তো জানা শুনা নেই।

অমর। ভাল ভাল, সেইই ভাল। তবে রাধামোহন দাও একখানা টিকিট এনে দাও।

[রাধামোহনের প্রস্থান।

(মতিলালের প্রতি) দ্যাখ ! যেমন কাঁটা বনের মধ্যে কখনও হয় তো দুট চার্‌টে উত্তম ফলের চারা থাকে, নিকটে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তেমনি রাধামোহনের অনেক গুলি দোষের মধ্যে কতক্‌গুলি বিশেষ গুণ আছে, তা ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোর্‌লে তবে জানা যায়। আমি ওর বালক-কাল পর্য্যন্ত দেখ্‌চি কিনা ? আর আমাকে সহোদর অপেক্ষাও ভাল বাসে। তা আমি বিশেষ জান্‌তে পারি যখন আমার এক্‌টা ত্রুটি হলে ও আমাকে অন্তঃকরণের সহিত ভৎ ́সনা করে। ওর মনে এই ভয় যে পাছে আমার কোন নিন্দে কর্‌বার পথ কেউ পায়।

মতি। কিন্তু ওঁর দোষ যে গুলি সে গুলি সাধারণ, আর গুণ গুলি অসাধারণ।

সুসার। আবার ওঁর বুদ্ধিটি তেমন দুরদর্শী নয় বটে, কিন্তু বড় সার-গ্রাহী। যেমন চুম্বক পাথরে নানাবিধ দ্রব্যের মধ্যে এক্‌টি লৌহখণ্ড শীঘ্র

আকর্ষণ কোরে লয়. তেমনি রাধামোহন বাবু নানা প্রকার কথার মধ্যে যেটি সার সেইটি শ্রুত মাত্রেই গ্রহণ কোর্ত্তে পারেন।

মতি। উনি কোন বন্ধুর উপকার কোর্‌লে তা সে বন্ধু জানুক বা নাই জানুক তাতে কিছুমাত্র তারতম্য নেই। এটী ভারি অসাধারণ। আমি যথার্থ আমার মনের কথা বোল্‌চি, আমরা যদি কোন ব্যক্তির উপকার করি তো সে ব্যক্তিকে না জানাতে পার্‌লে যেন সে কার্য্যটাই বিফল বোধ হয়।

(রাধামোহনের পুনঃ প্রবেশ)

রাধা। এই নিন। (সুসারের হস্তে টিকিট প্রদান)

সুসার। তবে এই যে গাড়ী ছাড়ে। এই থার্ড বেল দিতে যায়। মহাশয় তবে অনুমতি হয়। (সকলের সহিত পরস্পর নমস্কারান্তে রাধামোহনের সহিত নমস্কার করিবার সময়) ওকি রাধামোহন বাবু? আপনি যে এক হাতে নমস্কার কোর্‌লেন? ও বাঁ হাত দিয়ে চাদরে জড়সড় কোরে কি ধোরে রেখেছেন?

রাধা। ও কিছু না, ও কিছু না, ও খানকত লুচি আর একটু তরকারী।

সুসার। সে কি? এ কেন?

রাধা। আমি যখন বাড়ীথেকে বেরিয়ে মতি বাবুদের বাড়ী আসি, তখন আপনার মামার কাচে শুনলেম যে আপনি আহারাদি কোরেই চোলে এসেচেন, তাইতে তাঁরা আপনার সঙ্গে পথের জন্যে কিছু জল খাবার দিতে ভুলে গিয়েচেন। এই শুনে আমি অমনি বাড়ীতে ফিরে গিয়ে এই গুল তৈয়ের কোরে আনলেম। এই জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে আস্‌তে পার্‌লেম না।

দ্বিজ। না, রাধামোহন বাবু! আপনি সকল্‌কিই হারিয়েছেন।

রাধা। সেকি মহাশয়? এ আবার একটা কাজই বা কি-তার কথাই বা কি?।

সুসার। কাজ বড় নয় বটে, কিন্তু কথা মস্ত। এরূপ কথা বড় দুর্লভ। যাহোক্ মহাশয় এখন দিন তবে আমি গাড়ীতে উঠিগে। বাস্তবিক এগুলি না হলে আমার বড় ক্লেশ হোত। (প্রস্থান)

অমর। দিব্বি ছোকরাটি! পৃথিবীতে যত লোক স্বার্থপব, তার দশমাংশ লোক যদি এমন হোত তা হলে কি সুখের বিষয় হোত বল দেখি? ভাল আমাদের গ্রামের কতিপয় দীন ভাবাপন্ন ভদ্র লোককে যে কিছু কিছু বরার্দ্দ কোবে দিছ্লেম তা কি তাঁরা পাচ্ছেন বোল্‌তে পাব?

মতি। বোধ হয় না, কারণ সে দিন ন্যায়বাগীশ মহাশয় আর আব জনকতক লোক আমাদের সমাজে এসে ঐ কথা বোল্‌ছিলেন যে তাঁরা কিছুই পাচ্ছেন না।

অমর। সে কি? আহা, তবেতো বড় কদুর্য্য কাজ হয়েচে? আমি এখন তাঁদের কাছে মুখ দ্যাখাই কেমন কোরে?

মতি। তোমার দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু লজ্জার বিষয় নয়, যে হেতু তাঁরা সকলেই জানেন যে তুমি টাকা পাঠায়ে থাক।

অমর। তা দাদা কাক্‌থুই কিছু দেন নি?

মতি। শুন্‌তেতো পাই এই কথা।

অমর। তা হবে হবে। সেটা আমার্‌ই চুক বোল্‌তে হবে। আমি টাকা পাঠায়েচি বটে কিন্তু কাকে যে কত দিতে হবে তার এক্‌টা ফর্দ পাঠাই নি। তা না পেলে তিনি কাকে কত দিতে হবে তা জান্‌বেন কেমন কোরে।

রাধা। (জনান্তিকে) আহা! নিরেট সৎ। শুনেছিলেম যে লখিন্দরেব লহার বাসব ঘরে এক্‌টি শূত্রের ন্যায় সাপ যাবার পথ ছিল। কিন্তু এর

অন্তঃকরণে কুভাব প্রবেশ করবার পথ আদৌ নেই। (প্রকাশ্য) বিলক্ষণ! মহাশয় যেমন বোজেন! মহাশয় এ জন্মে তো তাঁর মুখের চেহরা দেখলেন না। যখন তাঁর সঙ্গে কথাকন তখন ঘাড় গুঁজে কথা কন। এক বার তাঁর চ্যাহ রাটা ভালকোরে দেখ্‌বেন দিখি? তাতেই লেখা রোয়েচে, **অদ্বিতীয়।** আপনি বোল্‌চেন ফর্দ্দ পান্‌নি তাইতে দিতে পারেন নি। ভাল এওকি এক্‌টা কথা? ফর্দ্দ পাননি টাকা পেয়েচেন, তাঁরাসব চাইতে এসেচেন। তবে আপনার কাছে এই এক বচরের মধ্যে কেন ফর্দ্দ চেয়ে পাঠান নি? এটা কি জানেন না যে এঁরা টাকা না পেলে কষ্ট হবে আর আপনার নিন্দে হবে?

অমর। (কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তবে চল এখন যাওয়া যাক্ সেখানে গেলেই সব জানা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লোকনাথপুর গঙ্গারধারের রাস্তা।

একদিগে সুশীলচন্দ্র এবং চারুকমলের হস্ত ধারণ করিয়া ষাঁড়েশ্বর মিত্র, ইস্কুলের ছাত্রগণ, গ্রামস্থ ভদ্রলোক এবং অন্ধঅতুর, অন্যদিগে অমর নাথমিত্র, মতিলাল দত্ত, দ্বিজরাজ, রাধামোহন প্রভৃতি।

ছাত্রগণ। (সকলে) গুড মর্ণিং সর্!

অমর। গুডমর্ণিং টুইউ অল! মাই গুড ফ্রেণ্ডস্! গুডমর্ণিং! অল ওয়েল?

সকলে। (হাস্য মুখে) ইএস্ সর। হাউ আর ইউ?

অমর। কোয়াইট ওয়েল মাই ফ্রেণ্ডস্, কোযাইট ওয়েল। মেনি থ্যাঙ্কস্। (ষাঁড়েশ্বর মিত্রের চরণে প্রণাম, সুশীল এবং চারু অমরনাথের উভয় পদে নত হইয়া প্রণাম করিতে তাহাদিগকে উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া বক্ষে সংলগ্ন এবং তাহাদের উভয়ের গণ্ডে স্বীয় গণ্ড সংযোগ করিয়া) আ—হ্! হে পরম পিতা, ধন্য! (কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) মা! কেমন আছ? চাঁদ! কেমন আছ তোমরা দুভাই বোনে—আর বাড়ীর সকলে?

উভয়ে। আমরাও আছি ভাল, মাও আছেন ভাল।

অমর। তোমরা আজ ইস্কুলে গিইছিলে?

উভয়ে। গিইছিলেম।

অমর। ইস্কুল থেকে এসে কিছু আহার কোরেচ?

চারু। না, আমরা ইস্কুল থেকে এসেই শুন্‌লেম আপনি আস্‌চেন, আর দেখলেম সব লোক দৌড়ে আস্‌চে, তাই আমরাও মায়ের কাছে বই রেখিই দৌড়েএলেম।

অমর। হা খেপী! হা খেপা! আরে আমি তো বাড়িতেই আস্‌চি। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কারণ কি?

সুশীল। (অমরনাথের হস্তধাবণ করিযা মুখেরদিকে চাহিয়া হাস্য মুখে) কারণ কি তা বোল্‌তে পারিনে।

অমর। (সুশীলের মুখচুম্বন করিয়া সহাস্য বদনে মতিলালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) একথা ঠিক বটে, এ তুমি কেন আমিও বোল্‌তে পারিনে। একারণ বোল্‌তে পারে এমন কেবল এক ব্যক্তি আছে। আমার্‌ই ভুল। তারপর তোমাদের দাদা বলদবাহন কোথায়?

ষাঁড়ে। সে আজ সকাল ব্যালা অব্‌দি কাকা আস্‌চেন, কাকা আস্‌চেন কোরে কোরে আহ্লাদে আট খানা হয়ে ব্যাড়াচ্ছিল, তারপর এই আমবা

আস্‌বার সময় মাথা ধোরেচে মাথা ধোরেচে কোচ্ছিল। তাই বুঝি শুয়েছে কি কি।

চারু। না না, তিনি দেখি কার এক ছাগল ধোরে এনে আমাদের ঘরের কানাচে যে ভাল কুলগাছটি তারই ডাল কেটে কেটে তাকে সেই কুল্‌পাতা খাওয়াচ্ছেন।

ষাঁড়ে। (উষ্ণতাব সহিত) আরে সে কখন? সে তো আমাদেব সেই ভাত খাবার সময়।

চারু। না—না! ভাত খাবার সময় কেন? এই যে আমরা আস্‌বার সময় দেখে এলেম। ভাত খাবার সময় কি আমরা জানি? তখন যে আমরা ইস্কুলে।

ষাঁড়ে। চুপ কর! পাকা মেয়ের কথা কট্‌কোটে দ্যাখ! আমার কথা বড় হল না ওর কথা বড় হল।

অমর। তা হবে, শরীর বইতো না। বর্ষা কালের আকাশ। এই রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছে, এরমধ্যে মেঘে ঢেকে সব আঁধার কোল্লে।

ষাঁড়ে। তা যাক্ তুমি যে এত দিন এসে কোল্‌কতায় বোসে আছ এর কারণ টা কি বল দেখি?

অমর। সেখানে পাঁচজন বন্ধু বান্ধব আর সাহেব্‌দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আর দুই ব্রাহ্মসমাজে দুদিন গেলেম, এই আর কি?

ষাঁড়ে। ও! আমি বলি বুজি কিছু বিশেষ দরকার আছে। তোমার কেবল এই দ্যাখা করা আর বেম্ম সমাদে যাওয়া এইকম্ম বড় হল আর এ দিগে যে দাদার প্রাণটা দ্যাখ্‌বার জন্যে কাতরাচ্চে তা কিছু হলো না? কলির ধম্মুই যে এই। মা মরেন ঝিয়ের তরে, ঝি মরেন উপপতির তরে।

রাধা। (জনান্তিকে) আর যম মরেন তোমার তরে। না, আর

সয় না। যা হবার তাই হবে। (প্রকাশ্যে) তা কলিতে এমন পণ্ডিত আর এমন সৎলোক বেঁচে থাকাই আহাম্মকি।

ষাঁড়ে। তুই চুপ কর! আমরা ভাই ভাইতে কথা হোচ্ছে, তুই এর মধ্যে কথা কবার কে ?

রাধা। (জনান্তিকে) দেখ্‌লেন মহাশয়! আইন কানুন ভিন্ন দাদার কাছে কথা হবার যো নেই। (প্রকাশ্য) তা আইনের বর্‌খেলাফ যদি হয়ে থাকে তো থানায় খবর দাও।

অমর। যাক্‌ যাক্‌, রাধামোহন ক্ষান্ত হও। (ছাত্রগণের মস্তকে হস্ত বুলাইয়া) কেমন তোমাদের পড়া হোচ্ছে তো ভাল? সকলের কাগজ কলম আছে? কাপড় জুতো আছে?

১ ছাত্র। আমার কাগজ নেই, আজ তিন দিন এক কাগজে নিখ্‌চি।

২ ছাত্র। আমার কলম নেই, আমি একটি শকুনের পাখাতে লিখ্‌চি।

৩ ছাত্র। আমার ধুতি আছে, তা চাদর কোরতা ছিঁড়ে গেছে।

৪ ছাত্র। আমার জুতো ছিঁড়ে গিছ্‌ল তাতে তালি দিয়ে এনে ছিলেম তা আবার ছিড়ে গেছে।

ষাঁড়ে। যা যা যা! হাবাতে ছোঁড়া গুনো। কাপড় ছিঁড়ে গেছে জুতো ছিঁড়ে গেছে! কাপড় ছিঁড়ে গেছে জুতো ছিঁড়ে গেছে তা এখানে বোল্‌তে এইচিস কি? হঃ যেন গচ্ছিত্‌ কোরে রেখেছে! যা তোদের বাপ মাদের কাছে বোল গে যা।

১ ছাত্র। তোমার কি কোচ্ছিগা আমরা? তুমি অমন কর কেন? তুমি যখন আমাদের দ্যাখ তখন্‌ই এমনি কর।

ষাঁড়ে। হেদে ছোঁড়ার কথা শোন আবার। যা যা চোলে যা।

২ ছাত্র। আমরা যাব না। ই—হ্‌! কেন তোমার জায়গা ?

অমর। যাক্‌ যাক্‌। উনি তোমাদের ভয় দ্যাখাচ্ছেন। আচ্ছা, তোমরা

কালকে আমার ওখানে যেও। আমি তোমাদের জন্যে অনেক কাগজ কলম এনিচি। আর যার যা নাই সকলই সব পাবে।

সকলে। থ্যাঙ্ক ইউ সর্! থ্যাঙ্ক ইউ সর্!

[ছাত্রগণের প্রস্থান।

১ গ্রামবাসী। বাবু আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কব্বার জন্যে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা কোচ্ছি।

অমর। এই যে মহাশয় আমি আস্‌চি। (সকলকে) নমস্কার! সকল মঙ্গল তো?

২ গ্রাম। বাবু তুমি আমাদের মূর্ত্তিমান মঙ্গল স্বরূপ, তোমাকে দেখলিই আমাদের মঙ্গলকে চাক্ষুষ দেখা হয়।

অমর। মহাশয় আমি আপনাদের সেবক, আপনাদের চরণের দাস। আপনাদের স্নেহ আব আশীর্ব্বাদ আমার এ জীবনের এক প্রধান সুখ।

৩ গ্রা। আহা! এমন না হলে দেশ সুদ্ধ লোক তোমাকে দেখ্‌বার নিমিত্তে এত ব্যগ্র কেন হবে? তুমিই আমাদের দেশের রাজা, তুমিই আমাদের দেশের শ্রী, তুমিই আমাদের দারিদ্রের সম্বল, তুমিই অন্ধের চক্ষু, তুমিই বধিরেব কর্ণ, তোমার নিমিত্ত তাদের এ সকল অভাব তারা জান্‌তে পারে না। তুমি আমাদের সকলকে সুখী কোরেছ, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন।

[প্রস্থান।

১ অন্ধ। বাবু! কোই তুমি? আমাদের সঙ্গে একটু কথা কও। বিদেতা আমাদের চক্কু বঞ্চিত কোরেচে, তোমার দয়াতে তার জন্যে আমাদের আর কোন দুঃকু নেই, সুধু তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ ধড়্ ফড়্ করে। তাই যে তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে এই দুঃকু। তা কি কোরব আমরা তোমাকে দেখ্‌তে তো পাবো না। কেবল তোমার মুখের দুট

কথা শুনুব, আর তোমাব গায়ে একটু হাত দব, এই জন্যেই আমরা এসে বোসে আছি।

অমর। এই যে আমি তোমাদের কাছে দাঁড়ায়ে, (অন্ধেব হস্ত ধারণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ে সংলগ্ন) এই আমার গায়ে হাত দাও।

২ অন্ধ। বাবু! আমি একটু তোমার গাযে হাত দিতে পেলেম না যে?

অমর। এই যে, এই যে, (হস্ত ধারণ কবিয়া স্বীয় হৃদযে লগ্ন) এই আমার গায়ে হাত দাও। আহা! চক্ষুহীন হওয়ার অপেক্ষা এসংসারে আর কি দুঃখ আছে! যেমন প্রদীপের আলোক নির্ব্বাণ হলে শুদ্ধ প্রদীপ নাম মাত্র থাকে, তেমনি চক্ষুহীন হলে মনুষ্য-জীবনের সুদ্ধ নাম মাত্র থাকে। তা তোমরা ঈশ্বরের চিন্তা কর। তোমাদের এ কষ্ট অধিক দিন নয়। তাঁর কাছে গেলে সকল দুঃখই দূব হবে। সেখানে তোমরা বৃদ্ধও নও, দুর্ব্বল্‌ও নও, অন্ধও নও, দুঃখীও নও। কেমন, আহারাদির কোন কষ্ট নেই তো?

১ অন্ধ। না, তা নেই। মতি বাবুর দয়াতে আগাদের সে কষ্ট নেই। আহা! মা দুর্গা তাঁর ভাল করুন, তাঁর সনার দোয়াত কলম হোক। আমরা না যেতে পাল্লেও তিনি নিজে আমাদের বাড়ী বাড়ী এসে মাস-ড়ার টাকা দিয়ে যান।

অমর। (মতিলালের হস্ত ধারণ করিয়া) মতিলাল! এর অপেক্ষা আর কি সুখ আছে বল? এই যে অন্ধ তোমাকে আশীর্ব্বাদ কোল্লে, ও তো জানে না যে তুমি ওর সম্মুখে দাঁড়াযে, তবে ও যা বোল্লে সে তোষামোদের জন্যে কখনই নয়। ওর আন্তরিক কথা। অতএব সেক্‌স্‌-পিয়র যে বোলেছেন যে, দয়া যে করে তারও সুখ, যে ব্যক্তি সেই দয়ার ভাজন হয় তারও সুখ। তিনি এ কথা যে ভাবে বোলেছেন, সে অতি

যথার্থ বটে। কিন্তু আর এক ভাবে আমার বোধ হয় যে ব্যক্তি দয়া করে তারই প্রকৃত সুখ। কারণ উপকারের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির দুঃখ মোচন হয়ে, তার পূর্ব্বের যে সহজ অবস্থাটি ছিল শুদ্ধ সেই অবস্থাটিই পুনঃ প্রাপ্ত হল। কিন্তু যে উপকারী ব্যক্তি, তার মনে যে ঐ দুঃখীর দুঃখ মোচন জন্য একটি সুখের অবস্থা হল, সেটি সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করেনি। আর সেই দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দূর হওয়ার জন্য যদি কিছু আহ্লাদ হয়, তো সে সেই তৎকালীন। তার পরে সে মনে ভেবেও আর তা আন্‌তে পারে না। কিন্তু যে উপকারী তার যখন ঐ কার্য্যটি স্মরণ হবে, তখন্‌ই তার মনে ঐ সুখ আবার নূতনের ন্যায় অনুভব হবে। এতদতিরিক্ত সে ব্যক্তি আবার ঐ জন্য ইহলোকে যশস্বী এবং পরলোকে জগদীশ্বরের প্রিয় পাত্র হল। সে যে একটি সুখ, তার সঙ্গে উপকৃত ব্যক্তির কিছু মাত্র সম্বন্ধ নেই। অতএব উপকারী ব্যক্তির্‌ই প্রকৃত সুখ।

ষাঁড়ে। (অন্ধ অতুরদের প্রতি) আরে এ ব্যাটারা আবার এসেচে কেন? দেখ্‌তে পায়না তবু দৌড়েছে। দুনের যত লক্ষ্মীছাড়া, হাড়-হাবাতে, আর একটিও বাকী নেই। যা যা যা বেটারা সব ঘরে যা। এই লোকনাথপুরের লোক গুল যেমন বজ্জাত এমন আর কোথাও নেই। ওদের মধ্যে অনেক বেটা দেখ্‌তে পায় আমি জানি।

রাধা। হাঁ, এই ঠিক কথা। ঐ শুনেছে নাকি যে ষাঁড়েশ্বর বাবু বাক্সের ভিতর থেকে একব্বরী মোহর বার কোরে অন্ধ অতুরকে হরির্‌লুট দিচ্ছেন, তাই ছল কোরে কাঁণা হয়ে এসেচে, যদি তার্‌ই দু এক মুটো ধোর্ত্তে পারে।

অমর। আরে রাধামোহন ক্ষমা দাও ক্ষমা দাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জমিদারের বৈঠকখানা।

(জমিদার এবং ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ।)

জমি। আজ সব দৌড়াদৌড়ি ছুটছুটি হচ্ছিল কেন? আমি যখন বারাণ্ডায় বোসে, তখন দেখি সব লোক ছুটেছে। আমার নিজ বাড়ীর মেড়োবাদী বেটারাও পর্য্যন্ত গিছ্‌ল। ব্যাপার খানা কি?

ষাঁড়ে। ঐ আর কি! ঐ এসেচে সেই কুলঙ্কর। ও মেড়োবাদীর কথা কি বোল্‌চেন হজুর? ওদের দেশের লোকতো কাকের ঝাঁক। একজন যদি এক্‌টা লাঠির মাথায় একখানা ন্যাকড়া বেঁদে নে হো হো কোত্তে কোত্তে চোল্লো, তবেই তার সঙ্গে দু হাজার লোক যুটে চোল্ল। ওদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের গ্রামের লোকতো কেউ বাকী ছিলনা। কেবল আপনাকে দেখিনি।

জমি। কেন? এতটা যে এরা করে, কি জন্যে! ও এক জন সড়া চাকুরে বৈতো না?

ষাঁড়ে। ঐতো দুক্কু! তা নৈলে আর বোল্‌চি কি? এ গ্রামে কি আর মানুষ আছে? না হজুরকে কেউ মানুষ জ্ঞান করে।

জমি। ভাল তা হল। এখন দেশসুদ্ধ লোক যে ওর খোষামোদ করে, এ কেন? এর্‌তো এক্‌টা কারণ আছে?

ষাঁড়ে। কারণের মধ্যে আর্‌তো দেখিনে, ও এ গ্রামের লোকের রাশ্‌টা পেঁকে নিয়েছে খুব। মহাশয় বোল্‌লে বিশ্বেস কোর্‌বেন না, ও

এমন সব কথা কয় যে ভদ্দলোকের তা মুখে আসে না। ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া অন্নকোষ্টে বেটাদের কাছে হাত যোড় কোরে বলে কি, বলে আমি তোমাদের চাকোর, আমি তোমাদের ভাঁড়ারি। আমিতো লজ্জায় আর মাথা তুল্‌তে পারিনে। আর এ দিগে ওর এই সব হারামজাদ্‌গি দেখে হাসিও রাখ্‌তে পারিনে।

জমি। ও কথাটা তোমার মিচে! বিদেতা তোমার কপালে লেখ্‌বার সময় হাসির ঘর্‌টা ভুলিই মেরেছেন। আমি তো তোমাকে এ জম্মে কখনো হাস্‌তে দেখ্‌লেম না। কাঁদ্‌তেও কখনো দেখিনি। কেবল একবার যে তোমার শূল বেদনা হয়েছিল তাইতে বটে কখনো কখনো চোখের জল পোড়্‌তে দেখিচি। আর একবার তোমার পাঁচ্‌টা টাকা হারায় তাতে তুমি যথার্থই কেঁদেছিলে। তা যা হোক্‌, তা ঐইবা অমন কোরে লোকের কাছে নীচ হয় কেন?

ষাঁড়ে। তা বুঝ্‌তে পারেন নি? ওর ইচ্ছেটা আপনার চেয়ে মান্য হবে। তা হয়েচে। আপনিও তো বিদেশ থেকে দেশে এসে থাকেন; কোই কাক্‌থুই তো ঘাটে থেকে আগ বাড়িয়ে আন্‌তে যেতে দেখিনে। বরং যারা ঘাটে থাকে তারা সোরে যায়।

জমি। কেন ও যে উকীল হয়েচে তার্‌ই গুমোর দ্যাখায় নাকি? আচ্ছা এই আমি তবে লাগ্‌লেম। ওর গুমোর্‌টা ভাংচি।

ষাঁড়ে। (স্বগত) হাঁ, এই এতক্ষণের পর, ওষুধটা ধোর্‌লো। গাটা গরম হয়ে উঠেচে।

জমি। ও গে উকীল হোক আর জজ হোক চাকর বৈতনা। বাঁদোর বড় হল তো বন মানুষ, আসল মানুষ কখনই হতে পারে না। আমি হোচ্চি জমিদার। সাহেবরা আগে আমাদের মান্য করে। যেমন ইচ্ছে তেমন কোরে রেয়তের কাছে টাকা আদায় কোরি তাতে তো কিছু হান

নেই। শির চিনে অস্ত্র বসাতে পাল্লেই হল। আমি লাট ম্যাও সাহেবের মুরৎ গড়া চাঁদাতে হাজার টাকা দিইচি, আবার ঐ এলাহাবাদে একটা আল্‌ফ্যারেট পাকোর না কি হোচ্চে তাতে কিছু দব। আর এই ছোট লোকের পড়্‌বার এক্‌টা পাঠশালা। এতে নাকি লেপটানাটানি গবানর বড় খুশি, কেন না ভদ্র লোকের পড়া বন্দ কোরে সে ছোট লোকের পড়ার উপর বড় লেগেচে। এক্‌টা চাঁদা কোরে ঐ রেয়ত বেটাদেব টাকাতেই এক্‌টা কি দুট পাঠশালা কর। হয় তো আমিও এক্‌টা রাজা টাজা হোতে পারি। তার পর এ গবানর চোলে গেলে ও সব উঠিয়ে দেয়া যাবে। উঠিযে দিতে হবে না আপনিই উঠে যাবে। তার পর ঐ টাকাগুলি জমা ভুক্ত কোরে লওয়া যাবে। ছোট লোক পোড়ে কি কোর্‌বে? না বিদ্দেই হবে না চাক্‌রিই হবে। এমনিই যাব লোকেব জন্যে জমি পোড়ে থাকে। যাক্‌ এখন তোমার সে পাটাপত্র গুল ঠিক্‌ ঠাক্‌ হয়েচে তো?

ষাঁড়ে। তা হয়েচে। তবে রেয়তদের পূব্বের যে সব দাখিলে দেযা গিছ্‌ল সে সব ওব্‌ই নামে। সে গুলতে এখন ঘা দেয়া হবে না। ফল ওকে যাতে শীগ্‌গির এখান থেকে সবান যায় সেইটে কোর্ত্তে হবে।

জমি। ওকে এক্‌টা ফৌজদ্দুরীতে ফেল্‌তে পাল্লিই ওর যোক্তি ভাসিইচি। উনি আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা কোরেছেন যখন তখনূই উনি বুনো শূয়রের ঘাঁয়ে পোড়েছেন। আচ্ছা তুমি এখন যাও, এব এক্‌টা ভাল কোরে বিবেচনা কোরে দেখ্‌তে হবে।

ষাঁড়ে। তা আমি যাচ্ছি আমার কি? আমার কেবল হুজুরের জন্যে এত করা বৈতনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরনাথের শয়নাগার।

(কমলবাসিনী এবং অমরনাথের প্রবেশ)

অমর। এস, এস। (হস্ত ধারণ করিয়া বামে বসাইয়া লওয়া) এতক্ষণ আমার প্রাণটা যেমন এক যোড়া পক্ষীর মধ্যে এক্‌টিকে পিঞ্জরে আবদ্ধ কোল্লে সে যেমন ছট্‌ফট্ কোরে সেই পিঞ্জরের চতুস্পার্শে বেরো-বার পথ অন্বেষণ কোত্তে থাকে, তখন তাকে আহারাদি দিলে সে তাতে দৃক্‌পাতও করে না, সেইরূপ হয়েছিল। আর যত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না। আমি এখন আশ্চর্য্য বোধ কোচ্ছি যে আমি এতদিন কেমন কোরে এলাহাবাদে ছিলেম। যে বস্তু পেয়ে পুনর্জ্জীবিত হওয়ার ন্যায় জ্ঞান হোচ্ছে, এমন বস্তুর বিচ্ছেদে কিরূপে আমি অবস্থিতি কোচ্ছিলেম। আমি এখনও সম্পূর্ণ যেন বিশ্বাস কোর্ত্তে পাচ্ছিনে যে আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি, কি যথার্থই তোমার কাছে বোসে আছি। আমার মনে কেমন হঠাৎ এক্‌টা দ্বিধা ভাব হয়ে আমার হৃদয় চঞ্চল হয়েচে। প্রেয়সি! এই দ্যাখ। (কমলবাসিনীর হস্ত লইয়া স্বীয় হৃদয়ে সংলগ্ন)।

কমল। আমার হৃদয়ের মধ্যে এমনি ধড়্ ফড়্ কোচ্ছে, বোধ হয় যেন শত শত আঘাতে আমার এই বক্ষস্থল্‌টি সমুদয় পুরণ ঘন্বের ছিটে বেড়ার মত বুঝি পাট্‌কে পাট উল্‌টে পড়ে। তুমি যখন যাত্রা কোরে নদীতে গিয়ে নৌকায় উঠে চোলে গেলে, আর আমি এই জানলার কাছে চারু আর সুশীলকে নিয়ে বোসে, তখন আমার এমনি বোধ হল যেন আমরা সকলে একখানা জাহাজে চোড়ে সমুদ্র বেয়ে যাচ্ছিলেম, এমন সময় এক্‌টা ভয়ানক ঝড়ে জাহাজ ডুবে গিয়ে, তুমি যেন একখানা তক্তা বুকে দিয়ে

ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় চোলে গেলে, আর আমি যেন দুটি বাচ্চা কোলে কোরে এক চড়ার উপর বোসে (উভয় হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া অমরনাথের উরুদেশে মস্তক নত করিয়া রোদন করিতে করিতে) যে দিগে চাই, সেই দিগেই কূল দেখ্‌তে পাইনে, চারিদিগেই অকূল পাথার!

অমর। আহা! (আপনার কোঁচা দ্বারা কমল বাসিনীব চক্ষু মোচন করিয়া) প্রেয়সি! আর রোদন কোরনা, আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না! আর ভয় নাই। এ বার আমি তোমাদের সকল্‌কে লোয়ে যাব। আব বিরহ যন্ত্রণা সইতে হবেনা। প্রেয়সি স্থির হও, স্থির হও। আহা! যেমন একটা চুল্লি মধ্যে প্রবল অগ্নি ধক্‌ ধক্‌ কোচ্ছে, এমন সময় তাতে এক লোটা জল নিক্ষেপ কোল্লে সেই সকল অগ্নির তেজটা এককালীন দশগুণ উত্তপ্ত হোয়ে ঘোর হুহু শব্দে ঊর্দ্ধে উঠে বেরিয়ে যায়, তেমন্‌ই বিচ্ছেদ অনল হৃদয়ের মধ্যে জ্বোল্‌তেছে, এই সময় মিলন হলে সকল যাতনাটা এক কালীন এক- ত্রিত হয়ে দশ গুণ প্রবল হয়ে উঠে, শেষে ক্রমে শীতল হয়। তা আব চিন্তা নাই, আর এমন হবে না। আমি অতি পাষণ্ড যে আমি এত দিন তোমার এ ক্লেশের বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিনি। এখন আমার চৈতন্য হল। এখন আমি জানলেম যে আমরা পরস্পরের বিচ্ছেদে অন্ধ অতুর বধির অপেক্ষাও দুঃখী।

কমল। এবার যদি না লয়ে যাও তবে আমার তো যথার্থই বোধ হচ্চে আমি বাঁচ্‌ব না। কারণ তা হলে আমি যথার্থই জান্‌ব যে তোমার সকল্‌ই মৌখিক, আন্তরিক কিছুই নয়।

অমর। হাঁ, তা বটেইতো। তা হলে তুমি অবশ্যই সে সন্দেহ কোর্ত্তে পার। তবে এ কথার আর দ্বিধা নাই। তোমাদের সকল্‌কে লোয়ে যাও- য়াই স্থির। আর এখন সেখানে মিওর কলেজ হয়েচে, সুশীলের পড়া শুনার

পক্ষে ভালই হবে। তবে কি না চারুর পড়াটা বন্দ হল, কারণ সেখানে বালিকা বিদ্যালয় নেই।

কমল। কেন? চারু যে এখন ইংরাজী পড়ে। ওতো বাঙ্গলা প্রায় ত্যাগ কোরেচে। সুশীল যা ইস্কুলে পোড়ে আসে, তাই আবার ঘরে এসে ওকে পড়ায়। এখন দুভাই বোনের্‌ই পাঠ সমান হয়েচে। সুশীল যে সকল বই পড়ে, তার আর এক প্রস্ত বই আবার চারুকে কিনে দিয়েচে। আবার ইস্কুল থেকে যে দিন একটি ভাল পাঠ পেয়ে আসে, সে দিন এসেই বলে চারু দেখদেখি আজকার পাঠ্‌টি কেমন। ও অমনি দেখেই বলে যে হাঁ! আজকের পাঠ্‌টি ভাষাও যেমন উত্তম, ভাবটিও তেমনি। আসুন আমরা এইটি কণ্ঠস্থ কোরে রাখি। এই দুজনে আড়ি কোরে কণ্ঠস্থ কোর্ত্তে বসে। তা আমি দেখিছি সুশীলের অপেক্ষা চারু আগে মুখস্থ কোরে ফ্যালে। তবে ও কেবল ঐ অঙ্ক টঙ্ক গুল কস্‌েনা।

অমর। বটে? তবেতো চারুর ইংরাজী বিদ্যার মর্ম্ম বোধ হয়েছে। চারু যে ইংরাজী পড়ে, তা আমি জান্‌তেম, কিন্তু এত দূর যে, তা জানিনে। ভাল, তা চারুর আগে কণ্ঠস্থ হলে সুশীল তাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হয় না?

কমল। দুঃখিত? আবো বরং খুশী হয়ে তামাসা কোরে বলে যে, আচ্ছা আমি বড় খুশী হলেম, তার পুরস্কার এই, তুমি আমার এই পায়ে হাত বুলিয়ে দাও। এই বোলে পা বাড়িয়ে দ্যায়। আর ও অম্‌নি বলে আমিও ঐ চাই। বোলে পাখানি আপনার উরুর উপরে নিয়ে বোসে হাত বুলয়। আর সুশীল আমাকে বলে মা! লোকে যে বলে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বুদ্ধি অধিক, কিন্তু এই দেখুন্‌, আমার আগে চারুর পাঠ মুখস্থ হয়েছে।

অমর। এটি অসাধারণ বোল্‌তে হবে। বিশেষতঃ রাজ অনুগ্রহ প্রত্যাশী আর বিদ্যার্থীদের মধ্যে।

কমল। তা ওদের দুভাই বোনের যে চরিত্র আর পরস্পর প্রণয়, সেইইতো আমার পক্ষে যেন দারুণ গাযের জ্বালাতে এক্টু পাখার বাতাস।

অমর। তা কেন তুমি কোন গ্রন্থ পাঠ কর না?

কমল। গ্রন্থ পাঠের মধ্যে এক রামায়ণ আর নৈষধ। মহাভারত যদিও স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম ভাব আছে, কিন্তু ওর মূলের বড় দোষ। এক্টা পুরুষের একশটা স্ত্রী হলেও হানি নেই, এক্টা স্ত্রীর একশটা পতি হলেও হানি নেই। আমার তো গান্ধারীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা, যদিও তিনি দুর্য্যোধনের মাতা; কুন্তীর প্রতি বরং অভক্তি, যদিও তিনি যুধিষ্ঠিরের জননী। তা সেই গ্রন্থ পড়ি তা সেকি পড়া? সে সুদ্ধ একখানি গ্রন্থ হাতে কোরে বোসে ভাবা। গ্রন্থখানি সম্মুখে রেখে এই জান্‌লা দিয়ে ঐ নদীর দিকে চেয়ে থাকি। এই রকমে দিন যায়, তার পর ওরা দুভাই বোনে ইস্কুল থেকে এলে, তখন ওদের লোয়ে এক্টু মনটা শান্ত করি। তা সে যেমন এক্টা মাচ পুষ্করিণী ছাড়া হয়ে ড্যাঙ্গায় পোড়ে ছট্‌ফট্ কোচ্ছে, তার পরে তাকে এক্টা পাত্রে এক লোটা কি দু লোটা জল দিয়ে জিয়িয়ে রাখা। সে কেবল জীবিত থাকা মাত্র।

অমর। তা বটে। কিন্তু ওদের ভ্রাতা ভগ্নীর যে এরূপ প্রণয়, দ্বেষ হিংসা রহিত, এটী বড় আশ্চর্য্য।

কমল। ও বিষয় কত বোল্‌ব? এক দিন চারুর পেটে হঠাৎ এক্টা বেদনা ধোরে সে অতিশয় কাতর হলো। আমি একখানা পাখা নিয়ে বাতাস কোচ্ছি আর ও কাঁদ্‌চে আর এ পাশ ও পাশ কোচ্ছে। এই সময় সুশীল ইস্কুল থেকে এসে কেতাব গুল ঝুপ্ কোরে ফেলে, "মা! চারু অমন কোচ্ছে কেন?" বোলে কেঁদে অস্থির হলো। তার পরে বুঝি হঠাৎ মনে পোড়্ল, আর অম্‌নি উঠে বোল্‌ছে "কিছু ভাবনা নেই, এক্‌খুনই আরাম হবে।" এই বোলে দৌড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে এক্টা শিশিতে কি আরক নিয়ে

এসে বোল্‌লে যে "আর ভয় নেই, ডাক্তার বোলেছেন, এইটী খাওয়াবা মাত্র আরাম হবে। ডাক্তার বাবু বেশ লোক।" এই বোলে খাইয়ে দিয়েই অমনি জিজ্ঞাসা কোচ্ছে যে "কেমন চারু! বেদনাটা কিছু নরম পোড়েচে?" চারু বোল্‌লে "হাঁ"। অমনি আমার হাত থেকে পাখা খানা নিয়ে এমনি ব্যগ্র হয়ে বাতাস দিতে লাগ্‌ল, বোধ হয় যেন বাতাস দিয়েই যে অবশিষ্ট বেদনা টুকু আছে তা উড়িয়ে দেবে। ওর এইরূপ ব্যগ্রতা দেখে আমার চারুর ব্যথার দুঃখ অপেক্ষা আরও ভয় হতে লাগ্‌ল, ও যে এই ব্যগ্র হয়েছে, আর আরাম হবে বোলে হর্ষ হয়েচে, যদি না আরাম হয়, তবে যে আশা ভঙ্গ হয়ে ওর মুখখানি মলিন হবে, তাই ভেবেই আমি মা দুর্গাকে ডাকুতে লাগ্‌লেম। তার পরে তাঁর ইচ্ছেতে আরাম হয়ে গেল, তখন ও জল খাবার এনে চারুর মুখে একখানা জিলিপি ধোরে বোল্‌লে যে "এখন এই খেয়ে একটু জল খাও দিখি, তা হলে ও ক্লেশটা যাবে এখন"। এই রকম একখানা জিলিপি ও আদখানি কাম্‌ড়ে ন্যায় তার পর বাকী টুকু আপনি খায়। এই খেতে খেতে—আবার মেয়েটিও এমনি—চারু বোল্‌চে "মা, দাদা যখন ঔষধটা খাইয়ে দিয়েই অমনি জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন যে কেমন আরাম হয়েছে? তখন ঐ ওষুধটার ঝালে আরও পেটের ভিতর জ্বালা কোচ্ছিল। কিন্তু দাদা আবার কাঁদ্‌বেন এই ভয়েতে আমি বোল্‌লেম হাঁ, আরাম হয়েচে।

অমর। বল কি? এতদূর বিবেচনা?

কমল। তা নৈলে বোল্‌ছি কি?

অমর। হে করুণাময় পিতা! আমি আর কিছুই চাইনে, যেন তোমার চরণে ভক্তি থাকে।

কমল। আর কি বোল্‌ব, আমি কখনই তোমার বিচ্ছেদ সহ্য কোর্ত্তে পাত্তেম না, যদি এই দুটি বাচ্চা আমার কাছে না থাকুত। ওদের যে

দ্যাখে, সেইই প্রশংসা করে। সকলেই বলে, এমন আমরা আর কোথাও দেখিনি, যেমন রূপ তেমনি গুণ।

অমর। তা হবে না? কেমন মানুষের উদরে জন্মেছে।

কমল। সন্তানের বিষয়ে পুরুষ মানুষ আগে কি মেয়ে মানুষ আগে? সকলেই পুরুষেরই নাম কোরে বলে, অমুকের ছেলে।

অমর। সে দুপক্ষেই সমান,—তোমার সম্পর্কীয় যারা তারা তোমার নাম করে, আর আমার সম্পর্কীয় যারা তারা আমার নাম করে। তা যাক্; চারুর জন্যে আমার বড় ক্লেশ। ওর মুখের দিকে চাইলে আমার এমনি বোধ হয় যেন আমার একটি সর্ব্বগুণান্বিত প্রাণের বন্ধু যাবজ্জীবন জেল-খানায় কয়েদ হয়েছে—তার গুণ আর তার জীবন সুদ্ধ ক্লেশের কারণ।

কমল। তা ভাব্‌লে আর কি হবে, তারতো আর কিছু উপায় নেই।

অমর। উপায় বিলক্ষণ আছে, এখন শুভিতে কোরে উঠতে পাল্লে হয়।

কমল। (বিস্ময় পূর্ণ নয়নে কিয়ৎকাল পতির মুখাবলোকন করিয়া) ওহো! তা ভাল, তাতে পাপ হবে না?

অমর। কোন মতেই তাতে পাপ নেই। ইংরাজের ধর্ম্মে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মে, কি হিঁদুর্‌ই প্রকৃত ধর্ম্মে, কিম্বা বিচারে, কিছুতেই পাপ নেই। সুদ্ধ জন কত ভ্রান্ত লোক যাঁরা এই মতের প্রতিবাদী, তাঁরাই কতগুল মিথ্যে আপত্তি করেন। বিচারের দিকে যান না, সুদ্ধ মুখের কথা মাত্র। এখন তোমার কি মত?

কমল। আমার পাতক না হলেই হল। তা তুমি যখন বোল্‌চ যে পাতক নেই, তখন আমি যদি বলি আছে, তবে সে বাস্তবিক বলা হল যে, তোমা অপেক্ষা আমি অধিক জানি বা অধিক বুঝি।

অমর। ভাল, তবে সে কথার জন্যে চিন্তা নেই, তার উপায় আমি

কোচ্চি। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি বিদেশে গেলে দাদা তোমাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করেন?

কমল। কেন, সে কথা কেন?

অমর। তাই জিজ্ঞাসা করি। তোমার মুখে তো কখনও সে বিষয়ে না ভালই শুন্‌তে পাই না মন্দই শুন্‌তে পাই। তা ভাল মন্দ দুয়ের এক তো হবে? সেটা কি?

কমল। ও কথা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর না, ওর আমি কিছু বোল্‌তে পার্‌ব না। আমি আর দেবি কোর্ত্তে পারিনে। তোমার আহারাদির কি হল না হল দেখিগে। সেই কখন কলিকাতা থেকে ছুটি আহার কোরে বেবিয়েছ।

অমর। তা আমি জানি যে তোমার মুখে কারও নিন্দার কথা বেরবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরনাথ মিত্রের বৈঠকখানা।

(অমরনাথ এবং ষাঁড়েশ্বরের প্রবেশ)

ষাঁড়ে। ও আবার একটা কি ফন্দুল্লতি কোরে গিয়েছিলে দেশ সুদ্ধ যেখানে যত হাভাতে হাড়ে দুব্ব গোজিয়েচে, সেই সব লোক্‌কে তুমি মাসোড়া দিতে চেয়েচ। ভাগ্‌গিস আমার হাতে টাকা গুল এসে পোড়েছিল, তাইতে রোক্ষে, তা নইলে তো এত গুল টাকা সব বার ভূতে খেত?

অমর। তবে কি আপনি এ পর্য্যন্ত কাক্‌খুই কিছু দেননি?

ষাঁড়ে। কেন দেব? আমি তো তোমার মত উড়নচড়ে না। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আজ বাদে কাল ঐ বলদবাহন, সুশীল এদের দুভেযেব বিযে দিতে হবে, বউদেব গহনা তাও যে সকল ভাল রকম গোছাল, তা, না ছোট বউযের্‌ই আছে না বড় বউয়ের্‌ই আছে। এ সকল আগে, না, তোমাব ঐ মাঙ্গনূতা বেটারা আগে?

অমর। তা এ সকল হবাব বাধা কি? আমি এই বৎসর্‌ই যে টাকা পাঠায়েচি, তাতেই যে এ সকল কাজ ন্যায্য মত অনাযাসে হোতে পাবে।

ষাঁড়ে। তুমি তো বোল্‌লে হোতে পারে। যে হাতে কলমে করে, সেইই জানে, সংসাব করা মজাটা কেমন। সে যা হোক তুমি এখন ও সব নবাবি বন্দ কব। ও সব হবে টবে না।

অমর। মহাশয, বলেন কি? তাকি হোতে পারে? আমি যখন তাঁদেব অঙ্গীকার কোরিচি, তখন কি আর উপায আছে? আমার সাধ্য যত দিন, তা দিতেই হবে। না বলা হোতে পারে না। আর তা বলবার্‌ই বা প্রয়োজন কি? আপনাদের বাস কর্‌বাব মত একখানি বাড়ী হযেচে, চল্‌বার মত এক্‌টি বিষয় হয়েচে, কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক তাও হযেচে।

ষাঁড়ে। (স্বগত) মনের ভিতর এই ভেবেচ, তা বাড়ীও খেও, বিষযও খেও, টাকাও খেও।

অমর। এই যা হযেছে তা আমাদেব সন্তানরা যদি পরিমিত ব্যয়ী হয় তো এতিই পুরুষানুক্রমে চোল্‌তে পাবে, আরও বাড়্‌তে পাবে। আর যদি অপব্যয়ী হয, তবে এর দশ গুণ টাকা রেখে গেলেও তারা দরিদ্র হবে। কদলী বৃক্ষ পরিমিত ব্যয়ী, প্রথম আগত কালের উপায় সংস্থান না কোরে সে সঞ্চিত ত্যাগ করে না। এই নিমিত্ত যদিও তার এক সময়ে একটি বই পত্র হয় না, তথাচ সে তাতেই লোকের উপকার করে, আরও চিরকাল পত্রে ভূষিত থাকে। আর আম্‌ড়া অল্প দিনে সমুদয পত্রগুলি

বসন্তের আমোদে ব্যয় করে, এই নিমিত্তে যদিও তার এক কালীন দশ সহস্র পত্র হয়, তথাচ সে গ্রীষ্মকালে পত্র হীন হয়ে সূর্য্যের তাপে ক্লিষ্ট হয়। বরং বহু ব্যয়ীও আমি ভাল বলি। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কৌশলে, কি ভাগ্য ক্রমে প্রয়োজনাতীত ধন সঞ্চয় কোরে বোসে দেশের লোকের ক্লেশ দেখে, সে ঐ এক্‌ই কথা, যেমন কোন ব্যক্তি দেশের সমুদয় তণ্ডুলাদি হস্তগত কোরে গোলা পরিপূর্ণ কোরে বোসে থাকে, আর দেশের লোক মন্বন্তরে অনাহারে মরে কিরূপ কোরে তাই দ্যাখে। এই সম্প্রতি আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি কুবেরের ভাণ্ডার রেখে গত হয়েছেন, তাঁর শরীরের সঙ্গে তাঁর নামও সহগামী হয়েছে। তাঁর পিতাও এই রূপ কোরেছিলেন, তাঁর নামও এখন আর কারও মনে নাই। আর দেখুন, যদি এঁরা পাঁচ লক্ষ কি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় কোরে একটি উত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপন কোরে যেতেন, তবে যুগ যুগান্তর নাম চোল্‌ত, আর ওঁদেরও যে টাকা কিছু হ্রাস হয়েছে একথা কেউই বোল্‌ত না এবং ওঁরাও অনুভব কোর্ত্তে পার্ত্তেন না। ইউরোপ খণ্ডে কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কত যুগ যুগান্তর চোলে আস্‌চে, আর যে সকল মহাত্মারা ঐ সকল কীর্ত্তি কোরে গিয়েছেন, তাঁদের যশ আর কস্মিন কালে যে লোপ হবে এমনও বোধ হয় না। অতএব দাদা মহাশয় মনের চক্ষুকে টাকার সঙ্গে আয়রণ চেস্‌টে বন্দ কোর্‌বেন না, সংসারের প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করুন। আর বিশেষতঃ যে সকল ভদ্র লোক এই গ্রামের মধ্যে নিতান্ত নিরন্ন তাঁদের্‌ই আমি কিছু কিছু দিয়ে থাকি। কারণ তাঁরাই প্রকৃত উপায় হীন দুঃখী। ইতর দুঃখীর মজুরী, আর অশক্ত হয় তো ভিক্ষা উপায়। কিন্তু দৈন্য ভদ্রলোক নিরুপায়। আর কত লোক্‌ই বা ভদ্রের মধ্যে নিতান্ত নিরন্ন আছেন। নিতান্ত নিঃস্ব ভদ্রলোক কোন স্থানেই অধিক নাই। এই এত বড় গণ্ডগ্রামে বড় ঊর্দ্ধ ত্রিশ জন, তা এঁদের পাঁচ সাত টাকা কোরে দিলে বড় জোর ২০০ কি ২৫০ টাকা লাগে। তা এর নিমিত্তে চিন্তা কি?

ঝাঁড়ে। তা আমি জানি তুমি আমার কথা শুনবে না। তা আমি এখন কাছাবী যাই। তুমি সকালে নেও খেও তা না হলে বেয়ারাম হবে। আমাব ভয় ঘোচে না। এখন তুমি বাড়ী থেকে বেরুলিই আমি সস্তি পাই। এ বড় খারাব জায়গা।

[প্রস্থান।

(ন্যায়বাগীশ এবং অন্যান্য কতগুলি দৈন্য ভদ্র লোক প্রবেশ)

অমব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হয়। আসুন, আসুন। প্রণাম! নমস্কার।

ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি। কল্যাণমস্তু! নমস্কার, নমস্কার।

ন্যায়। বাবু তুমি কাল এসেছ আমি শুনিছি, কিন্তু সেই অপরাহ্ন সময়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে আর সাক্ষাৎ কোর্ল্লেম না। কারণ তোমার পথ শ্রান্তির সময় সেখানে গিয়ে গোলযোগ করা আবশ্যক তো নয়ই, বরং অনুচিত।

অমর। মহাশয় সে ভালই হয়েছে। আমি যখন আপনাদের নিকটে এসেচি, তখন আপনারাই অনুগ্রহ কোরে আমার এখানে আসুন, বা আমি আপনাদের বাড়ীতেই যাই, যেরূপে হোক্, সাক্ষাৎ হবেই। যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের দেখে বরং আমার কষ্টই হোতে লাগ্‌ল, যে কেন এঁরা এত ক্লেশ পেয়ে এতদুর এসেচেন।

ন্যায়। বাবু! তোমার এমনি মন যদি না হবে, তবে তোমার জন্যে আমরা এত ব্যগ্র কেন? যেমন দশ জন পথিক কোন মরু ভূমিস্থ হোয়ে তৃষ্ণাতুর হলে একজনকে জল অন্বেষণে প্রেরণ কোরে অপর সকলে ব্যগ্র চিত্তে সেই ব্যক্তির প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় পথ নিরীক্ষণ কোর্ত্তে থাকে,

তেমনই আমরা দেশ সুদ্ধ লোক তোমার আগমনের পথাভিমুখে দৃষ্টি করি। তার পর? এ পর্য্যন্ত শারীরিক স্বচ্ছন্দে ছিলে তো?

অমর। আজ্ঞা হাঁ, জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আর মহাশয়দের আশীর্ব্বাদে। মহাশয়দের সর্ব্বতো মঙ্গল?

ন্যায়। তোমার কল্যাণে সকলেই শারীরিক সুস্থ আছি।

অমর। সংসারের কোন কষ্ট নেই তো?

ন্যায়। সে কথা বোল্‌তে পারিনে। তুমি যাকে যা মাসিক অবধারিত কোরে দিছ্‌লে, তাতো তুমি বিদেশ গমন পর্য্যন্ত আর পাইনে। তুমি যে পাঠায়ে থাক, তাও জানি।

অমর। মহাশয়! গত বিষয় আমাকে ক্ষমা কোর্‌বেন। মহাশয়দের এ পর্য্যন্ত যা প্রাপ্য হয়েছে, তা আমি এক্ষণে দিচ্ছি।

ন্যায়। তুমি নিজ অঙ্গীকার করিবে পালন,
তাহে আমাদের মনে নাহিক সংশয়।
কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তব নিষ্ঠুর হৃদয়,
বঞ্চিয়া দরিদ্র জনে হরিলা সবার
জীবন উপায়। তিনি যদি সেই ধনে
অতুল ঐশ্বর্য্য শালী হন কিম্বা রাজা;
দেবদারু বই তবু বট কভু নন।
যত স্থূল যত উচ্চ হয় সেই তরু,
তার শাখা পল্লবাদি তারি কলেবর
বেষ্টন করিয়া থাকে, আর দেখ রাখে
তাকেই ছায়াতে। অন্যে নাহি উপকার।

কিন্তু বট বৃক্ষ শাখা করিয়া বিস্তার
সুশীতল ছায়া দানে জুড়ায় তাপিত
পথিক জনেরে। সেই হেতু দেখ তার
প্রতি শাখা হতে মূল নামিয়া নামিয়া,
তরুবরে ভূমিতে করিয়া বদ্ধ মূল,
এতাদৃক দীর্ঘ জীবী করয় তাহাকে,
যে সত্য যুগের বট আছে অদ্যাবধি।
সেই বট তরু সম তুমি হে অমর ;
কীর্ত্তি শাখা তোমার হইয়ে বিস্তারিত,
দুখের তপনে সন্তাপিত কত জনে
উপকার ছায়া দানে করিছে শীতল।
প্রত্যেক কীর্ত্তি হইতে দেখ তেকারণ,
যশ রূপা মূল তার হয়ে বিনির্গত,
ইহ জন স্মৃতি ভূমে করি বদ্ধ মূল,
অমর তোমার নাম করিল অমর !

অমর। মহাশয ও কথা আব বোল্‌বেন না। এ সকল কথাতে আমি অন্তঃকবণে বেদনা পাই। আপনাদেবও বলাতে লাভ নেই।

ন্যায়। না বাবু, আমরা আর কিছু বোল্‌ছিনে, এবং যা বোলিছি তাও বোল্‌তেম না, কিন্তু করি কি ? যেমন কোন ঘৃণাকব দ্রব্যেব ঘ্রাণ নাসিকায প্রবেশ করিলে উদবে যা কিছু থাকে সব উঠে পড়ে, তেমন্‌ই ওঁর নাম

কর্ণকুহরে গেলে স্মৃতিভাণ্ডারে যা থাকে সব উঠে পড়ে। তবে আমরা এক্ষণে আসি।

[ন্যায়বাগীশ ও সঙ্গীগণের প্রস্থান।

অমর। (স্বগত) দাদা কেন এমন করেন ? আহা ! এই সকল দুঃখী লোক, এঁরা কষ্ট পান, সুতবাং বলেন। ক্লেশ পেলে পরিশোধের ইচ্ছা স্বাভাবিক, তা কথাতেই হোক, আর কার্য্যেতেই হোক, ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক। রোগে মরে, কিন্তু বৈদ্য, যম, এবং বিধাতা পর্য্যন্ত গালাগালি খান। বড় রাগান্ধ লোক ঘরের চাল মাথায় লেগে বেদনা পেলে হয়তো ঘরেই আগুন দিয়ে বসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কারুই কোন দোষ নেই। তা দাদা তো যথার্থ দোষী, ওঁকে তো বোল্‌তেই পারে।

(কতিপয় ইস্কুলের ছাত্র সঙ্গে সুশীলচন্দ্রের প্রবেশ)

ছাত্রগণ। গুড মর্ণিং সর্ !

অমর। গুড মর্ণিং টু ইউ অল ! ওএলকম্ ! (সুশীলের প্রতি হাস্য মুখে) কিহে মিত্রের পো, কি খবর ?

সুশীল। (সহাস্য মুখে) আপনি যে এঁদের সকল্‌কে আস্‌তে আজ্ঞা কোরেছিলেন, তাই এঁরা এসেচেন।

অমর। হাঁ হাঁ হাঁ, অবশ্যই আস্‌তে পারেন। তোমার গোপীনাথ দাদাকে বল দেখি, ঐ তোষাখানার ভিতর কাগজ কলম গুল আছে দিয়ে যায়।

সুশীল। গোপীনাথ দাদা ওখানে নেই, আচ্ছা আমিই আন্‌চি। (সুশীলের সঙ্গে বালকগণ ব্যস্ততার সহিত নেপথ্যে গিয়া সকলেই বাম হস্তে কিছু কিছু কাগজ ও দক্ষিণ হস্তে পেন লইয়া পেনের বাণ্ডিলগুলি দেখিতে দেখিতে প্রত্যাগমন)।

১ ছাত্র। (নিকটস্থ কোন বালককে পেনগুলি প্রদর্শন করিয়া) দেখেচ? কেমন পেনগুলি, বাঃ!

২ ছাত্র। বেড়ে পেন! ও বিলেতের, ও রকম কোল্‌কাতায পাওযা যায় না।

৩ ছাত্র। তা সকলেই জানে, তোমাকে আর তা বোলে দিতে হইবে না।

৪ ছাত্র। কাগজগুলিও কেমন! আমার যেন লিখ্‌তে ইচ্ছে কোচ্ছে, বোধ হোচ্ছে যে এতে লিখ্‌লিই ভাল লেখা হবে। (ছাত্রগণ কাগজ কলম অমরনাথের সম্মুখে রাখিযা তন্নিকটে সকলে গায় গায লাগালাগি করিয়া উপবেশন)

অমব। আচ্ছা এখন কাব কি চাই বল।

১ ছাত্র। আমাব কাগজ নেই।

২ ছাত্র। আমার কলম নেই।

৩ ছাত্র। আমার কাগজ আছে, তাতে লিখ্‌তে গেলে চুপ্‌শে যায়।

৪ ছাত্র। আমার যে পেন আছে সে রাজ হাঁসের পাখ্‌না বড় তুল্‌-তুলে।

অমব। আচ্ছা তুমি এই, তোমার এই, তোমার এই, (সকলের প্রার্থনা মত প্রদান) ভাল, বলদ বাহন কোথায? সে বুঝি পড়ে টড়েনা?

সুশীল। না।

১ ছাত্র। তাঁর পড়া? তিনি এমারা খেলেন মদ খান।

২ ছাত্র। আবার তিনি এক মাগীব সঙ্গে ভেস্টা হয়েচেন।

অমর। অ্যাঁ? সেকি? যথার্থ?

৩ ছাত্র। হাঁ যথার্থ। আর আমরা এখানে সুশীল বাবুর কাছে পড়া বোলে নিতে এলে আমাদের বইয়ের পাত্তা ছিঁড়ে দেন। আবার আমরা

এক দিন বোসে পোড়ছি, উনি চট্ কোরে এসেই দুয়রে ছিকল দে, কতক্গুল ছুঁছবাজিতে আগুন দে জান্‌লা দে গোলিয়ে গোলিয়ে আমাদের দঙ্গলের মধ্যে ফেলে ফেলে দিছ্‌লেন। তাতে সুশীল বাবুর, আমাদের গা, কাপড় পুড়ে গিছ্‌ল।

অমর। তা তোমরা ওর বাপ্‌কে বোলে দিতে পারনি?

১ ছাত্র। আমরা তো বলি, তা তিনি বলেন, তোরা আসিস্ কেন মোত্তে? আরও একটা খারাব কথা বলেন, তা আপনার সাক্ষাতে বোল্‌তে পারিনে।

অমর। (স্বগত) ব্যাপারখানা কি? আবাল বৃদ্ধ সকলেই যে এক কথা বলে! (প্রকাশ্য) তবে তোমাদের সব হল তো?

১ ছাত্র। আমাকে যে কাপড়ের কথা বোলেছিলেন?

২ ছাত্র। আমাকে যে জুতর কথা বোলেছিলেন?

অমর। হাঁ হাঁ বটে, আচ্ছা, পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় এস। আমি লোক সঙ্গে দিয়ে বাজার থেকে সব দিইয়ে দিব। আর্ তো কিছু না?

সুশীল। (দুটি বালক্‌কে লক্ষ্য করিয়া) এঁদের বড় কষ্ট। এঁদের দুজনেরই বাপ নেই, আর কোন উপায়ই নেই। তাই এঁদের মা আমার কাছে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোলে দিয়েছেন যদি আপনি তাঁদের কিছু মাসিক অবধারিত কোরে দেন, তবে এঁরা পোড়্‌তে পারেন, নচেৎ বাড়ী বোসে হাতটা তৈয়ের কোরে চাক্‌রির চেষ্টা করেন।

অমর। এই বইতো না। তার জন্যে চিন্তা নেই। খুব মন দিয়ে পড়গে। তা এখন কি রূপে চোল্‌ছে?

১ ছাত্র। এ পর্য্যন্ত সুশীল বাবু—

সুশীল। (ভ্রূকুটি করিয়া) আঃ। চুপ্!

১ ছাত্র। না না না, তবে না, তবে না।

অমর। কি কি? বল বল। সুশীল বাবু কি?

১ ছাত্র। না সুশীল বাবু যে রাগ করেন।

অমব। না কোর্‌বেন না, তুমি বল, আমি শুন্‌তে চাই ও কথা।

১ ছাত্র। তবে বলি। কেমন সুশীল বাবু, বলি?

সুশীল। বল, ভাব পব আমাব কপালে যা থাকে।

১ ছাত্র। সুশীল বাবু যে আট টাকা ছাত্রবৃত্তি পান, তাই এঁদেব দু জনকে এত দিন চার টাকা কোবে দিচ্ছিলেন।

অমব। ও আমাব চাঁদ! তুমি এই কথা আমার কাছে বোল্‌তে ভয কোচ্ছিলে? (সুশীলকে ক্রোড়ে লয়ে দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা উভয গণ্ড ধাবণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন) আমাব জাদু, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে দযাব সাগব ধারণ কোবেছ? আপনার ছাত্রবৃত্তিব সমুদায টাকাগুলি ব্যয' কোরে দুটি অনাথা স্ত্রীলোক্‌কে প্রতিপালন কোচ্ছ! আহা, আমি যে কি সন্তুষ্ট হলেম কিছু বোল্‌তে পাবিনে'। আচ্ছা, তা এখন তোমবা সকলে যাও, ইস্কুলেব বেলা হলো।

সকলে। গুড্‌মর্ণিং সর।

[সুশীল এবং ছাত্রিগণের প্রস্থান।

(চারুকমল, নীলনলিনী এবং বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাগণের প্রবেশ।)

অমব। ইনি কে? আমাব মা জননী আস্‌চেন বুঝি? (চারু কমল ঈষৎ হাস্যেব সহিত এবং, নীলনলিনী ব্যতীত, অন্য বালিকাগণ উপবেশন) এ দিকে আমার কাছে এসে বোস। তোমার কি সন্তানুটিব প্রতি স্নেহ মমতা নেই? (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ) একি? পায়ে ধুল লেগেচে যে? জুতো পায দাওনি কেন?

চারু। এঁরা সকলে খালি পায়ে, তাইতে আমার জুতো পায়ে দিতে লজ্জা কোর্ত্তে লাগ্‌ল।

অমর। তা কোর্‌বেই তো। এই শরীর হতে জন্মেছ কি না? (দক্ষিণ হস্তে চারুর উভয় গণ্ড ধারণ করিয়া) মায়ের আমার লোকাতীত রূপ্‌ই বটে। আবার আমিও ঐ উদরে জন্মেছি কিনা? আমিও একটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে, কি বলো মা? (বালিকাগণের হাস্য ও চারু হাস্য করতঃ লজ্জাবনতমুখী) তার পর? তোমরা সকলে কি নিমিত্তে এসেছ? কিছু কথা আছে বোধ হয়।

চারু। এঁরা সকলে কার্‌পেট বোন্‌বার স্থুত পান্‌ না, তাই আপনার কাছে এসেছেন। আর এঁরা এক্‌টি এক্‌টি হাত-বাক্স চান।

অমর। হাঁ? আচ্ছা, আমি কাল্‌ই কলিকাতা হতে স্থুত আনিয়ে দিব। আর হাত-বাক্স এই বাজারেই পাওয়া যাবে। তার জন্যে ভাবনা নেই। (নীল নলিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ও মেয়েটি কে ওখানে দেয়াল ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়ে?

চারু। কেন? ওঁকে আপনি চেনেন না? আমার সই। ঐ চাটুয্যে মহাশয়দের বাড়ীর সেজ ঠাকুরের মেয়ে।

অমর। বটে? সেজ ঠাকুরের মেয়ে? আবার আমার মা ঠাকরুণের সই? ছেলে বেলা যে আমি ওঁকে কত কোলে টোলে কোরিচি। আহা! দিব্বি সুশ্রী মেয়েটি সেজ ঠাকুরের। ছেলে কালে এমন সুশ্রীর লক্ষণ কিছু বোধ হোত না। তা তুমি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন মা? তুমি যে আমার সই-মা। আবার সেজ ঠাকুরের মেয়ে। তোমার আবার আমাকে লজ্জা?

(নীলনলিনী সলজ্জায় চারুকমলের
পশ্চাতে উপবেশন)

চারু। কেন, ওঁকে আপনি ছেলে বেলা দেখেছেন, তার পরে আর

কি দেখেন নি? উনি যে ও বছর,—যে বছর ওঁর বিয়ে হয়—সেই বছর যে উনি বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে এদেশের মধ্যে প্রধান হন।

অমর। হাঁ হাঁ হাঁ, এখন আমার মনে পোড়চে। মা তোমার ছেলেটি বড় ভুলো, এমন ভুলো সন্তানও উদরে ধারণ কোরেছিলে! (চারুর গণ্ড ধারণ এবং চারু হাস্য মুখে বালিকাগণের প্রতি দৃষ্টি ও সকলের হাস্য) —(নীলনলিনীর প্রতি)—তা তুমি বাঙলাতে চিটি পত্র লিখ্‌তে পার? একখানা লেখা আমাকে দেখিও দিখি।

চারু। কেন, বাঙলা কি, উনি যে ইংরাজী জানেন। এণ্ট্রান্স কোর্স পর্য্যন্ত লিটরেচর সমুদয় পোড়েচেন।

অমর। বটে? আহা, আমি বড় খুসি হলেম। সেজ ঠাকুরের সঙ্গে আমার বালক কালাবধি প্রণয়। ভাল, তা তুমি এতদূর ইংরাজী শিখ্‌লে কোথায়?

চারু। (নীলনলিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহাস্যে) ইংরাজী পোড়েছেন ওঁর—

নীল। (চারুর বাহুতে এক ধাক্কা দিয়া) তবে যাও ভাই। অমন কর তো আমি উঠে যাব। (উঠিতে উদ্যত)

চারু। (নীলনলিনীর অঞ্চল ধারণ) না না—বোল্‌ব না, বোল্‌ব না।

অমর। থাক্‌ থাক্‌—আর বোল্‌তে হবে না।—আমি বুঝিচি। আঃ! আমাদের দেশে অনেক রকম কদর্য্য ব্যবহার, যার কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না—তারই মধ্যে এই এক্‌টা। স্বামীর সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের এমনি ভাব, যেন তার নামের প্রতি অক্ষরে একুটি একুটি বাঘ লুকিয়ে আছে, ঘা পেলেই অমনি আলুম কোরে এসে ঘাড়ে পোড়্‌বে। কেন, বেশ তো, ভালই তো। আপনার স্বামীর কাছে পোড়্‌চ, তাতে লজ্জার

বিষয়টা কি ? স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের সঙ্গে যদি গুরু শিষ্যের প্রণয় যোগ হয়, সে আর কস্মিন্‌কালেও যাবার নয়। তা তোমাদের আর কিছু কথা আছে ?

চারু। না, এখন আর কিছু কথা নেই। তবে আমি এঁদেব বোলিচি যে আপনার জজি কর্ম্ম হলে এঁদের সকলকে এক একখানি বাঁধা পেড়ে চেলি দিব।

অমর। তবে এই যে,—এই যে! আমার মায়ের সন্তানবাৎসল্য আছে এই যে। ছেলেটির ভাল কর্ম্ম হবে বোলে দশ দেবতার পুজা মেনে বেখেছেন। আচ্ছা, তা অবশ্যই দেবে। তুমি নিজে হাতে কোরে দেবে।

১ বালিকা। আপনার জজি কর্ম্ম কবে হবে? আমাদের পাড়ার বোসেদের ছেলের বিয়ের মধ্যে হবে কি ? (নিকটস্থা বালিকার পশ্চাতে মুখ লুক্কায়িত)

অমর। হাঃ হাঃ হাঃ! অন্তঃকরণটা ব্যগ্র হয়েচে কাপড়ের জন্যে ? কি চিত্ত-সারল্য! যেমন জলবিম্বের জন্ম হওয়া মাত্রেই উপরে ভেসে ওঠে, তেমনি এদের মনে একটা ভাবের উদ্ভব হওয়া মাত্রেই অমনি মুখে প্রকাশ হয়। আচ্ছা, আমার কর্ম্ম যবে হোক, তোমাদের কাপড় ঐ বিবাহের মধ্যেই পাবে।

চারু। আর আমার সই একখান বারাণসী শাড়ী চেয়েছেন। তার উনি দাম দেবেন।

অমর। তা তো এখন হয় না। আগে কেন লেখনি ? এখন সেখানে না গেলে তো হোতে পারে না।

চারু। তা আমরা তো সত্বরই যাব। (বালিকাগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আমরা সকলে এই বার বাবার সঙ্গে এলাহাবাদ যাব।—আমি, দাদা, মা, আমরা সকলেই যাব।

১ বালিকা। ইঃ! যথার্থ? সত্যি?

চারু। হাঁ, এই বরং বাবার কাছে জিজ্ঞাসা কোরে দেখ।—কেমন বাবা, আমরা সকলে এবার এলাহাবাদে যাব না?

অমর। হাঁ।

২ বালিকা। তবে তুমি পরীক্ষা দেবে কেমন কোরে? তোমার কিন্তু এখন যাওয়া উচিত না। এখন গেলে তোমারই খারাপ। আমাদের কি?

অমর। তোমাদের মনের কথা এই যে চারু না যায়। ও মেয়েটি কাঁদ্‌চে কেন?

চারু। উনি ঐ বিধবা ঠাক্‌রুণের মেয়ে। উনি সর্ব্বদা আমার কাছে থাকেন। (তাহার নিকটে গিয়া বামহস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে আপনার অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষু মোচন) না না, কেঁদো না। তোমাকে তো আমি বোলিচি আমি সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।

বালিকা। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) কোই তুমি তো আমার নাম কোল্লে না?

চারু। আমি তোমার নামটী কোত্তে ভুলে গিইচি।

অমর। আহা! আমার চারু দয়াময়ী! যেমন সুশীল, তেমনই আমার চারু। এর অপেক্ষা এ জগতে আর কি সুখ হোতে পারে! আমা অপেক্ষা সুখী আর কে আছে! হে জগদীশ্বর! ধন্য! আহা! সকল মেয়েগুলিরই চক্ষু ছল ছল কোচ্চে। আমার চারুকে সকলেই ভাল বাসে। আচ্ছা, তোমরা সব এখন যাও, তোমাদের বিদ্যালয়ে যাবার সময় হল।

নীল। (চারুর কর্ণে অস্ফুট স্বরে) জিজ্ঞাসা কর, আমার মাসতুত দেওরের বিয়ের মধ্যে পাব কি?

চারু। সইয়ের কাপড় ওঁর দেওরের বিয়ের মধ্যে পাবেন তো? সে বিয়ে এই আষাঢ় মাসে। ওঁর এক মাসতুত দেওর আমাদের এখানে সম্প্রতি এসেছিলেন।

অমর। তা, অনায়াসে পাবেন। ওঁর কোন্ মাস্‌তুত দেবর এখানে এসেছিলেন? তাঁর নাম কি?

চারু। (নীলনলিনীর প্রতি) কি নাম?

নীল। সুসারময় রায়।

চারু। সুসারময় রায়।

অমর। ওহো! সুসারময় তোমার দেবর? বটে, আহা চমৎকার ছেলেটি! আমার সুশীলের মত অনেক তাতে আছে। আচ্ছা, তবে তোমরা এখন যাও।

[বালিকাগণের প্রস্থান।

(বাজারের কতিপয় দোকানদারের প্রবেশ)

দোকানদার সকল ক্রমশ। (দণ্ডবৎ করত) আশীর্ব্বাদ কোর, আশীর্ব্বাদ কোর, আশীর্ব্বাদ কোর।

অমর। (দক্ষিণ হস্ত ললাটে সংলগ্ন করিয়া) এস, এস, এস। তোমরা সকলে আছ ভাল?

১ দোকান। আগেঁ হাঁ, মশার আশীব্বাদে সব ভাল।—সব ভাল বটে, কিন্তু টেস্‌কোতে, টেস্‌কোতে আমাদের একেবারে নাস্তা খাস্তা কোরে ফ্যাল্‌বার যো কোরেছে। আমাদের হয়েচে ক্যামন না ঐ যে এক্‌টা শোলোক বোলে থাকে যে "মড়া মেয়ের কোঁড়া ডাগোর," তো তাই হয়েছে এই তোমার লোকনাথ পুরের বাজারের দোকানদারদের। দোকান হল তিন কড়ার, তার টেস্ক হল তিন পয়সা! এতে আর কি ভাশ্বি আছে? আপনি বা খাই কি? ইস্তিরি নোক্‌কে বা খাবাই কি? আর যার মাটিতে বসুতি কোত্তে নেগেচি, তাকে বা দেই কি?

অমর। কেন তোমাদের টেকস্ কি অধিক হয়েছে?

২ দোকান্। বলে অধিক হয়েছে, আরে অধিক যেত্তি না হবে, তবে

তোমার কাছে কাস্তে নেগিচি কেন? কারো তিন টাকা কারো চার টাকা। তাই তোমার কাছে এক বার জানাতে এনু, তুমি যেতি কিছু কর তো ভাল, আর তা নয়তো বল, আমরা দোকান পাট সব তেগ্ করি।

অমর। এত টেকস্ হয়েচে? তা তোমাদের জমিদারকে জানাওনা কেন?

১ দোকান। বলে জমিদারকে জানাও না কেন? জমিদারকে জানাইনি যে কেন, সে কথা আর কি বোল্‌ব? আমাদের যে জমিদার আছে, তা টের পাই খাজনা আর মাঙন দেবার সময়। তা নৈলে তিনির সঙ্গে আমাদের কি কথা হয়, না তিনিকে সেলাম কোল্লে সেলাম ন্যায়? যে নজরের টাকাটি নে বানাৎ কোরে ফেল্‌তে পারে, এই তার্‌ই ছুট একটা কথা কন্নে ঠেঁই দ্যায়। নজরের টাকা না নিয়ে গেলে সে বাড়ীতেই ঢুক্‌তে দ্যায় না। মেড়োবাদীরে আগে জিগ্‌গেস করে নজরের টাকা নেইচিস? এই এমন দশা। তা আমাদের কি? না ঐ যে ছাছ্‌তোরে বোলেচে, "তোর ঢেকে রাখ মোর বিকিয়ে যাক্" জমিদারের হয়েচে সেই যোর যো।

অমর। বটে? তা তোমরা এখন চাও কি?

২ দোকান। চাই এই যে তুমি আপনি একটু কোন জুতবরাত্ কোরে এই টেস্‌কোটা উঠিয়ে দিতে পার কি ক্যামন?

অমর। আচ্ছা, তা আমি দেখ্‌ব চেষ্টা।

১ দোকান। তুমি একটু তেষ্টা দেখ্‌লিই হবে। আমরা শুনিচি নাকি তোমার কথা সেই আশাশোর বড় মান্যেতা করে।

অমর। আছ্‌ছা তা হবে।—আর কিছু কথা আছে?

২ দোকান। আর এক কথা এই যে আমরা সকলে কিছু টাকা ধার চাই, তা লেহ্যমত শুদ দেব। তার কিছু তনিষ্টি হবে না।

অমর। আচ্ছা তাও আমি দিব। আমি তোমাদের কাছে শুদ চাইনে, তোমরা স্বদ্ধ আসল টাকাগুলি তাই শুভিতে মতে দিও।

২ দোকান। আচ্ছা তা আমরা কবে পাব?

অমর। এখন তো অনেক বেলা হয়েচে, তবে কাল পরশ্বু যে দিন এস, সেই দিন পেতে পার। আমি তোমাদের মত লোকের উপর বড় সন্তুষ্ট। যারা হাত পা থাক্‌তে ভিক্ষে করে কি কুড়েম কোরে বোসে থাকে, আর তাদের মেয়ে মানুষে খেটে খুটে যা আনে তাই খায়, সেসব মানুষ কিছু না।

সকলে। তবে আমরা এখন আসি, ডণ্ডবৎ হই।

[প্রস্থান।

অমর। (স্বগত) যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, সেইই প্রকৃত জ্ঞানী। যে ব্যক্তি পরোপকারী, সেইই বাস্তবিক মহৎ। জ্ঞান দুই প্রকার,—জন্য জ্ঞান আর জনক জ্ঞান। জন্য জ্ঞান ন্যূনাধিক জীব সামান্যেরই সাধারণ ধর্ম্ম, জনক জ্ঞান সুদ্ধ মনুষ্যেরই চিহ্নিত। অতএব যে মানব সেই সর্ব্বজনক পরম পিতার বিষয়ে অজ্ঞান, সে মনুষ্যই নয়। কার্য্যও সামান্যত দুই প্রকার— আত্মার্থে কার্য্য আর পরার্থে কার্য্য। আত্মার্থে কার্য্য জীব-সামান্যেরই সাধারণ স্বভাব, পরার্থে কার্য্য সুদ্ধ মনুষ্যেরই বিশেষণ। অতএব যে ব্যক্তি কেবল আত্মার্থেই কার্য্য করে, সে মনুষ্যের যেটা বিশেষণ সেগুণ বর্জ্জিত। সুতরাং তাকে মনুষ্য বলাই অপ্রসিদ্ধ। পরোপকারই মনুষ্যত্ব একথা পুরাতন। সার কথা যত সকলই পুরাতন। এই পুরাতন বোলে তাতে যে কি বস্তু আছে না আছে তা আর কেউ মনোনিবেশ কোরে দেখে না। দাদা আমাকে পরোপকার কোর্ত্তে নিষেধ করেন। আর ধন সঞ্চয় কোর্ত্তে বলেন, কিন্তু কি নিমিত্তে যে এটা করা তার প্রতি নিজে অনুধাবন করা দূরে থাকুক্ সহস্রবার বোল্‌লেও পরিগ্রহ হয় না।

(মতিলাল, দ্বিজরাজ, রাধামোহন এবং ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

কি সমাচার? তোমরা বড় ব্যস্ত গতিক যে?

মতি। রাধামোহন বাবু ডাক ঘরে গিয়েছিলেন—উনিতো যে পর্য্যন্ত তুমি কলিকাতায় এসেচ সেই পর্য্যন্তই প্রত্যহ দুবার কোরে ডাকঘরে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে যান যে তোমার নামে কোন সরকারি চিঠি এসেচে কি না; তার পর আজ এই একখানা সর্বিস চিঠি এসেছে, দেখ দিখি এখানা কি? বোধ হয় ঐ বিষয়।

অমর। দেখি (চিঠি খুলিয়া) হাঁ, এইতো বটে।

সকলে। মঞ্জুর হয়েছে?

অমর। হাঁ এই যে কুইনের অরডর।

সকলে। হে দয়াময় পিতা! ধন্য তুমি!

অমর। রাধামোহন!

রাধা। আজ্ঞে!

অমর। এক কর্ম্ম কর, গ্রামে একজন লোক পাঠিয়ে দাও সংবাদ দিয়ে আসুক, গ্রামে দীন দুঃখী যত আছে কাল্‌কে তারা সকলেই কাল্‌কের আহারের সামগ্রী আর বস্ত্র পাবে। আর যার এককালীন বাসগৃহ নাই, সে তার উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণের যে খরচ তা পাবে। (মতিলালের প্রতি) আর আমাদের সমাজ মন্দিরের সূত্রপাত কাল হবে।

রাধা। তা হবে এখন। এক্ষণে অনেক বেলা হয়েচে আপনি আহারাদি করুনগে। আমি এদিকে সব দেখ্‌চি।

অমর। তুমিও তবে এস। আমাদের দু ভাইয়ের একত্র আহার হবে কি না?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জমিদারের বৈঠকখানা।

(জমিদার এবং ষাঁড়েশ্বরের প্রবেশ)

জমি। কিহে! তোমার যে একেবারে সন্নিবেতে রুগীর মত চেহারা হোয়ে গেছে? ঠোঁট দুট শুকিয়ে যেন বেদের ঝুলির বাঘের মাংস হয়েচে, চোক্ দুটি যেন ছাগলের মুড়ির চোকের মত বেরিয়ে পড়েচে, গাল দুট বর্ষাকালের পুরাণ খড়ের চালের মত বোসে গেছে। ব্যাপারখানা কি?

ষাঁড়ে। আর হজুর গেচি আর কি? আগে যদি জান্‌তেম, তবে কি এই হাড়কাটে গলা দি?

জমি। কি, বিষয়টা কি? তা না শুন্‌লে কি উত্তর দিব? হাড়িকাটেই বা গলা দিলে কেন, কেইবা খিল এঁটে দিলে, আর ভ্যা ভ্যাইবা কর কেন, তোমার সুতোর খের মুখটা এক্‌টু খুলে দেখিয়ে দাও।

ষাঁড়ে। আর কি বোল্‌বে সর্ব্বনাশ উবুস্থিত! ঐ সেই জজ হবার পরওয়ানা এসে পোঁছেচে।

জমি। হাঁ হাঁ, তাই এক জন চেঁচিয়ে যাচ্ছে যে কাল ব্রহ্ম সমাজের সাম্‌নে চাল ডাল কাপড় চোপড় এই রকম কি কি, আমি অত শুন্‌লেমওনা বুঝ্‌তেও পার্‌লেম না। আর গরজ্‌ইবা কি? কে কোথা কাকে চাল দিলে না ডাল দিলে তার্‌ই খবর নিয়ে ব্যাড়াও। তবে সে এই। তা তুমি তাতেই একেবারে গিয়েছ? এঃ! কারো ভাই হাইকোটের জজ হওয়া তো তবে বড় সর্ব্বনাশ? হাঃ হাঃ হাঃ!

ষাঁড়ে। (অভিমানের সহিত) হজুর হাস্‌চেন? হাসো, আমার তো

আর কেউ নেই, আর কারো ভর্সাও করিনে। আমার মা জগডম্বা, মা দুগ্‌গা আচেন।

জমি। হাসি কি ইচ্ছেতে? তোমার কথা যে একেবারে যেন কাণের ভেতরে গে কাতু কুতু দ্যায়। জজ হবার পরওয়ানা পোঁছেচে। আরে জজ হবার পরোয়ানা পোঁছেচে ভালই, তাতে আর হয়েচে কি? ওতো কোথায় সেই মেড়োবাদির দেশে জজ হয়েছে, তার মূল্লিই বা কি? আর পোঁছেই বা কে? এই যে সব কোল্‌কাতার হাইকোটের বড়বড় জজ হয়েচে। তাতে কি তাদের চারখানা পা হয়েচে, না মাথায় দুট শিং উঠেচে। তারা জজ আছে তারাই আছে, তাতে আর কার কি? বিশেষ আর এক্‌টা কথা আছে, তা তুমি দেখেচ বিবেচনা কোরে? আমাদের এ দেশের লোকের হাইকোটের জজগিরি সয়না। ঐ দেখ রোমাপেসাদ রায় জজ হবার খবর হওয়াতেই গেল, অনুকূল মুখুয্যে তিন দিনেতেই গেল, শম্বুনাথ পণ্ডিত অল্প দিনেতেই নিকেশ, আবার দাবিক মিত্রেরও শুন্‌তে পাচ্ছি কি এক্‌টা শক্ত রোগ হয়েচে। তা অমর মিত্তিরও হয়তো ঐ রোমা-পেসাদের জুড়ি হবে।

ষাঁড়ে। আ! মা কি এমন দিন দেবেন? হাঁ, তবে এখন আমি হুজুরের কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম। আগে আমি বলি হুজুর বুঝি এত বড় কথাটা ইতি-হাস্যি কোরে উড়িয়ে দিলেন। তা ও রোমাপেসাদের জুড়ি হবে কি না হবে তা বোলেতো চুপ কোরে থাকা উচিত হয় না।

জমি। তবে কি কোত্তে চাও তুমি? ব্বাপরে! ও কি? সেই যে এক্‌টা ছবি দেখা গেচে, একজন সেপাই একজন ইংরাজের গলা টিপে মাচ্চে তোমার চেহারাটা ঠিক সেই সেপাইয়ের মত হয়েচে। রাত্রে গোরস্থানের মধ্যে গে পুরাণ ভাঙা গোরের গত্তের দিকে চাইলে যেমন ভয় হয়, আজ তোমার চোক দুটো দেখে আমার তেমনি হোচ্চে। তোমার

মনের কথা কি বল দিখি? তোমার চেহারা দেখে আমারই তোমার সাম্‌নে বোস্‌তে ভয় হোচ্চে। যেন তোমার হাতে ছুরি টুরি কি আছে। তুমি উঠে দাঁড়াও, আমি তোমার হাত পা ভাল কোরে দেখি, তা নৈলে আমার বিশ্বেস হয় না। পষ্ট কথা।

ষাঁড়ে। হজুর বলেন কি! তোমার মনে এমন অবিশ্বেস আমার উপর? কিন্তু হজুর, যা এঁচেচো, তাইই বটে। ওতো এখন হল জজ। কাল রাত্রেই যাবে। তা হলেতো আমাদের সকল মন্তন্না গোলে গেল। ও এখানে না থাক্‌লে তো ওকে ফোজদুরিতে ফেলা যাবেনা! আর দাওয়ানিতে কিছু ওর সঙ্গে পারা যাবে না। তাই বোল্‌চি যে, একেবারে নিকেশ করাই ভাল।

জমি। তুমি বল কি! একেবারে উন্মাদ হয়েছো? ওকি আমার রেঁয়ত যে তুমি যা মনে কোল্লে তাই কোল্লে? এই দেশসুদ্ধ লোক ওর মুখ তাকিয়ে আছে। ওর গায় এক্‌টা নখের আঁচড় দিলেই এক্‌টা হুল স্থূল হয়ে উঠ্‌বে। আর বিশেষত বাঙ্গালিতে যে সহোদর ভাইকে খুন করে, এমন্‌তো কোথাও শুনিনি। আর কোন উপায় থাকে তো কর।

ষাঁড়ে। (স্বগত) ইনি একে বারে সাত হাত পেছিয়ে পোড়্‌লেন। এঁরা ছাগলের সিঙ্গি সিঙ্গির ছাগল। একটু বড় গোচ দেখ্‌লেই বলেন আমার এক হাতে ঢাল এক হাতে তরাল, দুহাত বন্ধ, আমি কি কোরে লড়াই করি। (প্রকাশ্য) হাঁ হজুর আর একটা উপায় আছে। ষণ্ডারাম যাতে লাগেন তার একটা নিবংসা না কোরে ছাড়েন না; কিন্তু তোমার একটু তাতে চুক্‌ হবে।

জমি। কি কি কি! বল বল।

ষাঁড়ে। এই অগ্রদানী পাড়াতে দুটো মেয়ে মানুষ থাকে। একজন মা একজন মেয়ে। সেই মেয়ের কাছে আমাদের বাবু যাওয়া আসা করেন।

আজ তিন মাস হলো তার একটা ছেলে হয়েছে। সেই ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত উনি সেখানে যাওয়া বন্দ কোরেছেন। তাই শুনতে পাচ্চি ওঁর নামে তারা সেই ছেলে দেখিয়ে নালিশ কোর্‌বে। প্রথমে দু এক দিনের মধ্যেই থানায় জানাবে।

জমি। বল কি? শ্যামরতন?

ষাঁড়ে। হাঁ? তা তাতে আপনি চম্‌কে ওঠেন কেন? তিনি একে বড় মানুষের ছেলে, তাতে তিনি তন্তোরের মতে চলেন, তিনি তো কিছু অসাস্‌তোর করেন নি?

জমি। আরে তা সাস্‌তর্‌ই করুক আর অসাস্‌তর্‌ই করুক তার জন্যে তো কিছু কথা হোচ্ছে না, গোলমাল হওয়াটাই যে দোষ। দেশের লোক জানুক, তাতে কিছু হান নেই, তারা কার কি না জানে। কিন্তু এ যে এখন্‌ই সাহেবরা পর্য্যন্ত জান্‌বে এখন। সেইই না হোচ্ছে কথা। তা তুমি বল কি এখন?

ষাঁড়ে। আমি বোল্‌ছি এই যে, যাতে কোন গোলমাল, যার ভয় কোচ্ছেন, তাও হবে না, অথচ আমাদের মতলব হাসিল হবে।

জমি। আচ্ছা, আচ্ছা, হাঁ হাঁ। তাই হলিই তো ভাল হয়, তাই তো আমি চাই।

ষাঁড়ে। আমি বলি এই যে, সেই মাগীদের কিছু টাকা দিয়ে এই নালিশটে বাবুর নামে না হয়, ওর্‌ই নামে কোরিয়ে দিই। তা হলে ও হয় গলায় দড়ী দেবে, আর না হয় কালা মুখ কোরে বেরবে। আর এদেশে আস্‌বে না।

জমি। এই বার এই কাজের কথা। বেশ বোলেচ। তোমাকে যে আমি এত ভাল বাসি, তার কারণ এই বইতো না। তোমার ফিকির ফাকার-গুল খুব আসে। তবে তো একুখুন্‌ই তার যোগাড় কোর্ত্তে হয়। নৈলে তো ও কাল গিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌বে।

ষাঁড়ে। হাঁ, তার আর ভুল ? তবে আমি চোল্‌লেম।

[প্রস্থান।

জমি। ওঃ! কি ভয়ানক লোক! একে কখনই বিশ্বেস করা নয়। তা যাক্‌, এখন তো গোল বেদে উঠ্‌ল ভারি। কি হয় কিছু বলা যায় না। এ কথা তো ছাপি থাকুবে না। প্রকাশ হবেই হবে।—অরে, তামাকু দে।—(গাত্রোত্থান কবিয়া ইতস্তত পায়চারি এবং গোঁফে তা দেয়া) যার সঙ্গে লাগা গেল, তাকে মুখে যা বলি, কিন্তু আসলে সে যেমন তেমন লোক না। যদি গলায় দড়ী দিয়েও মরে, তাতেই যে এক উলট্‌ পালট্‌ হোতে পাবে।

(ষাঁড়েশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

কি খবর ? ভাল তো ?

ষাঁড়ে। ভাল বই কি ? ষণ্ডারাম যাতে যাবেন তা তো বলিচি। তবে কিনা এক্‌টু খুঁত হল। তা তাতে কিছু বোয়ে যাবে না।

জমি। খুঁত ? এহ্‌! ঐ তো। এ সব কৰ্ম্ম সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়ই না। এ সব কৰ্ম্ম গব্‌মির বেয়ারামের মত, এর ওষুধ পৰ্য্যন্ত খারাপ, শেষ পারার কসুর। তা, কি খুঁত, কি খুঁত ?

ষাঁড়ে। খুঁত এমন আর কিছু না, সে মাগীরে নালিশ কোত্তে রাজী হল না কোন মতে। তার পর এক মাগী সেই বাড়ীতে দাসী আছে, তাকে দিয়েই সেই ছেলে আনিয়ে এক ডুলি কোরে এক বুড়ীকে সঙ্গে দিয়ে দারোগার সঙ্গে আগে যোগ কোরে যে সাক্ষীদের বড় সল্‌ টল্‌ না করে। এই কোরে তো নিকেশ করা গেল।

জমি। দারোগা কি বোল্লে ?

ষাঁড়ে। দারোগা অতি খাসা লোক। সে আপনার নাম কোর্ত্তিই বোল্‌লে, তবে আর বোল্‌তে হবে না; যখন বাবু এতে আছেন, তখন

আমার সাদ্দি মত কসুর হবে না। তাঁর এত টাকা খাই, তাঁর যাতে ভাল হয় তা না কোল্লে ধর্ম্মের কাছে কি বোলে জবাব দিব ?

জমি। হাঁ, তা দারোগা কি আমার অমতে চোল্‌তে পারে ? ও বড় সৎ লোক, আর বড় ঘরানা। অমন মানুষ এখনকার বাজারে পাওয়া যায় না। ও যে পষ্টই বলে যে, এই ডিপুটি মেজেষ্টরটা যদি এমন বজ্জাত না হোত, তবে দুট এক্‌টা ছোট লোক টোক খুন হলে কেউ জিজ্ঞাসাও কোত্ত না। এখনকার যেমন সব ইংরাজী ওয়ালা ইনিশপেক্‌টর হোয়েছে ! হুঁ !!

ষাঁড়ে। কেন ? তা ইংরাজি ওলার মধ্যেও ভাল লোক আছে। তা মিথ্যে নিন্দে কোল্লে অধর্ম্ম আছে। কেন ঐ যে হরিনগরের জমিদারের দাঙ্গাতে তিন্‌টে খুন হয়, তা সে ইনিশপেক্‌টর এসে দিব্বি, রেপোর্ট টেপোর্ট কোবে কাটিয়ে টাটিয়ে দিলে। সে ব্যক্তিও ঐ আপসোষ কোত্তে লাগ্‌ল যে কি বোল্‌ব এখনকার হাকিম হয়েছে খারাপ, তা নইলে তুমি এক কালী পূজ কোরে, এই গ্রাম সুদ্ধ লোককে কেন নরবলি দাও না। তা এখন যে ভাল লোক একেবারে নেই তা নয়। তবে ঢের কম। তা কাল যে কলি। তবে আমি এখন যাই। ওদিকে জজি পরোয়ানার আমোদ লেগেছে, এদিকে মেজেষ্টরি পরোয়ানার খবর লাগাইগে।

জমি। হাঁ, আর দেরি কোর না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
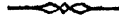
অমরনাথ মিত্রের বৈঠকখানা।

(অমরনাথ মিত্র, মতিলাল দত্ত, দ্বিজরাজ সোম অন্যান্য ব্রাহ্ম এবং রাধামোহন সরকারের প্রবেশ)

অমর। কেমন রাধামোহন, সব খবর দেওয়া হয়েচে তো ?

রাধা। আজ্ঞে হাঁ।

অমর। একবার পিসীমার ওখানে যেতে হবে। তিনি তো আর এ বাড়ীতে আস্‌বেন না। দিব্বি কোরে গেছেন। তা আমি কাল্‌কে এই সব গোল চুকে গেলে তাঁর কাছে বিদায় হয়েই অমনি যাত্রা কোর্‌বো।

(ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ)

ষাঁড়ে। (রঙ্গভূমির দ্বারে উঁকি মেরে) আঃ! কাছারি জম জম কোচ্ছিই, এ গোল আর ঘোচে না। রাত দিন লেগেই আছে। যেন গুলির আড্ডা। এখন ও বেচারা এতদিনের পর বাড়ী এল, আবার কাল্‌কেই চোল্লো। তার উপর তোমরা নারকোলডাঙ্গার বুচর পাড়ার শকুনির মত অমন কোরে রাত দিন বোসে থাক যদি, তবে ও বেক্তি বা একটু দম ছাড়ে কেমন কোরে, আর আমাদের ভাই ভাইতে দুট ঘরকন্নার কথাই বা হয় কেমন কোরে ?

দ্বিজ। ঘরকান্না বারকান্নার কথা আমরা জানিনা, উনিই আমাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডেকে এনেচেন।

মতি। তা কাজ কি আমাদের এত কথায়। আমরা উঠে গেলিই হল, তার পর অমরনাথ বাবুর ইচ্ছা হয় উনি আমাদের কাছে যাবেন।

[অমরনাথ, রাধামোহন, ষাঁড়েশ্বর ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

রাধা। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি রাগপূর্ণ নয়নে) ভাল, এখনকার মানুষ ত্রিশ বচরের বেশি বাঁচে না, তোমার পঞ্চাশ বচর হল, তবু কি হয় না ? আর কেন ? এখন কাষ্ঠ ত্যাগ কর।

ষাঁড়ে। দ্যাখ্! তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে।

রাধা। তোমার বাড়ী ? ভালা মোর ভাইরে ! তুমি জমিদারের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনে পেতে এইবার দেওয়ানি পদ হোয়ে আর দেড় টাকা বেড়ে সাড়ে ছ টাকা হয়েচে। তাতে তোমরা এই মাগ্‌গির বাজারে তিনজনে হাঁটু গেড়ে বোসে খাচ্ছো পোচ্ছো, আরও এই আশী হাজার টাকার বাড়ীটে কোল্লে। তুমি কি অপদেবতা নাকি ?

ষাঁড়ে। তা যা করি তা তোর বাপের কি ?

রাধা। কি বল্লি ! খুনে ! ডাকাত ! তুই জানিস্‌নে আমি কে ? হয়েচে ভাল। আজ আমি এই ষাঁড় নদীপার কোরে গ্রামের উৎপাত ঘোচাই, আজ আমি এই হন্যে কুকুর মেরে গ্রামের ভয় শান্তি করি। (গাত্রোত্থান করিয়া চাদর কোর্‌তা ফেলিয়া উভয় বাহু আস্ফালন করতঃ) এস এখন দেখি, তোমার বুকের খাঁচা ভাঙ্গতে আমার কটা লাথি খরচ হয়।

ষাঁড়ে। (দৌড়ে অমরনাথের পশ্চাতে গিয়া তাঁহার উভয় বাহু ধারণ করিয়া) দ্যাখ দ্যাখ, ধর ধর ধর ! আমাকে খুন করে যে ?

অমর। (রাধামোহনের হস্ত ধারণ করিয়া) রাধামোহন ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর। আমার সম্মুখে এমন হলে তুমি আমাকেও মার্‌লে।

রাধা। মহাশয় ও আমার জীবিত মায়ের অপমান কোরেছে, আবার মৃত বাপের অপমান কোল্লে, আবার এতেও যদি আপনি কথা কন, তবে আর কি বোল্‌ব।

অমর। তা আমার অনুরোধে তুমি এই বারটা ক্ষান্ত হও। তার পর আমি কাল বাড়ী থেকে গেলে আর দেখ্‌তে আস্‌ব না।

রাধা। সুতরাং আপনার কথাতে আমার এই যে সিংহের গরদন্‌ এও যেন শিশুর ঘাড়ের ন্যায় ভেঙ্গে পড়ে। আচ্ছা তবে এ ধাক্কাটা কাটালে ও। আমি এখন চোল্‌লেম।

[প্রস্থান।

ষাঁড়ে। বেটা কি কাট গোঁয়ার গো! অ্যাঁ! তুমি না থোল্লে মাত্তই।

অমর। মহাশয় এ সকল কথা উচ্চারণ করেন কেমন কোরে? ওর সঙ্গে এক্‌টা সম্পর্ক আছে তাও কি ভুলে যান? আর এসব ভদ্রসন্তানরা অনুগ্রহ কোরে আমার নিকটে আসেন, আর তাঁদের এরূপ অপমানের কথাবার্ত্তা কন? তবে আমায় কাজেই এদেশ ছাড়্‌তে হলো।

ষাঁড়ে। হাঁ, তা আমি বুঝিচি। তোমার মনে চোট লেগেচে। তা আমারও বলা এই জন্যে যে তুমি তৈয়ের হয়ে থাক আমার কথা বল্‌বা মাত্তর্‌ই লাগে। ছাইয়ের উপর ফুক্‌লে কিছু হয় না, আগুণটো এক্‌টু উস্কে ফুঁক দিলিই দপ্‌ কোরে জ্বোলে ওটে। (প্রকাশ্য) আমার মনে কি আগুণ জ্বোল্‌চে তা তুমি জান কি। আমার জন্যে তোমাকে দেশ ছাড়্‌তে হয়, কি তোমার জন্যে আমাকে দেশ ছাড়্‌তে হয় তা এখনও বোল্‌তে পারিনে।

অমর। সে কি! আমার জন্যে আপনি দেশ ছাড়্‌বেন? এর তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

ষাঁড়ে। মনে মনে অবিশ্যি বুঝেচ, বল আর নাই বল। তারা কিছু খামখাই যে এইটে কোরেচে, এমন বোধ হয় না। তুমি এলে তারা খবরও

দিছুল, আজ দুদিন ধোরে তোমার খোষামোদ কোরে বেড়িয়েচে, তা তাদের আর অপরাধ কি? তুমি এখন বড় লোক হয়েচ, এসব আর তোমার গ্রাজ্জি নেই। ভাল, এ কথার গোল হলে যে তোমার কর্ম্ম কাজের দফা রফা হবে, এ মোটা কথাটাও কি তুমি বুঝ্‌তে পাল্লে না?

অমর। (বৈরক্তির সহিত উরু দেশে করাঘাত) আপনি কি বোল্‌চেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যে মাথামুণ্ড! যা বোল্‌তে হয় বলুন, ভেঙ্গে চুরে।

ষাঁড়ে। (স্বগত) হাঁ, এই উত্‌লে উঠেচে! (প্রকাশ্যে) বোল্‌ব কি মাথা-মুণ্ডু মুখে আসে না যে? হায হায়! আমি যদি একটু জান্‌তে পাব্‌তেম, তবে কি আব এ কথা বেরুতে পায়, তবে কি আর এমন সর্ব্বনাশ হয?

অমর। (বিছানায় সজোরে করাঘাত এবং বেগে গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার যা বল্‌বার, তা বোলে নিন আগে, তার পর সময় হলে আমাকে ডাক্‌বেন। (দ্রুতগতি ইতস্তত ভ্রমণ)

ষাঁড়ে। বোল্‌ব কি তবে এই শোন। ভাল, ও অগ্রদানীপাড়ায় ও ছুঁড়ীর সঙ্গে যদি তোমার এমনই হইছিল—ভাল তাতে কিছু হান ছিল না। তা হল হল। অমন কার যা না হোচ্চে সোমত্ত কালে, তা হোক্, যখন শেষটা এমন হল, তখন কেন তার পথ কোল্লে না?

অমর। আহ্! কি জ্বালাতেই পোড়্‌লেম! আমি জ্বলন্ত আগুণে পোড়্‌লেও যে এতক্ষণ পুড়ে নিশ্চিন্ত হতেম! সে যে ছিল ভাল! কি হয়েচে তাই কেন বলুন না?

ষাঁড়ে। (উষ্ণতার সহিত) কি হয়েচে, সেই ছুঁড়ীর একটা ছেলে হয়েচে! আর যাতে তাদের চোল্‌তে পারে, সে ছেলে কষ্ট না পায়, এই জন্যে আজ দু দিন ধোরে তোমাব খোষামোদ করাতে তুমি অগ্‌গেরাজ্জি করায় তারা দারগার কাছে এতলা দেছে।

অমর। অ্যাঁ! আ—আমি এই কর্ম্ম করিচি?

ষাঁড়ে। সকলেই তো বোল্‌চে।

অমর। এ, এ, এ, এ, এ কথা কে, কে, কে বলে?

ষাঁড়ে। তারাও বলে, আর এ সব কথা তো ছাপি থাকে না। সকলেই বোল্‌চে আর আমারই যে বোধ হোচ্চে, কিছু না হলে মিথ্যে কোরে এমন কথা কি কেউ বোল্‌তে পারে? বিশেষ এ গ্রামে আমার ভায়ের নামে? কিন্তু আমার বোধ হয় এর পিচনে কোন ভারি লোক আছে!

অমর। এ সব মিথ্যে! সব ফেরেবী! সব নারকী! (প্রতি কথায় বিছানায় করাঘাত)

ষাঁড়ে। (স্বগত) এ যে এখনও তেজ দ্যাখায়। (প্রকাশ্যে) সে সত্তি হোক্ আর মিত্তেই হোক্, ভাল সে যা হয় তা হোক্। এখন এ কথা যখন হয়েচে, থানা পর্য্যন্ত যখন গিয়েছে, তখন আমিই বা লোকের কাছে মুখ দ্যাখাই কেমন কোরে, আর তুমিই বা লোকের কাছে মুখ দ্যাখাও কেমন কোরে?

অমর। (ঊর্দ্ধ নয়নে) ক্যান এমন হলো! কে আমাকে গুপ্তাঘাত কোল্লে! কে অন্ধকারে আমার বক্ষস্থলে বিষাক্ত তীর মাল্লে! আমি তো কারো কোন অনিষ্ট করিনি!

ষাঁড়ে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে থানার কনেষ্টেবল এসে উবুস্থিত।

(দুই জন কনষ্টেবলের প্রবেশ)

১ কন। বন্দগি আরজ!

অমর। ক্যা হায়?

১ কন। দারোগা ছাহব নে আব্‌কো সেলাম দিহিন হায়।

অমর। হামারা সেলাম ওন্‌কো দে দেনা।

২ কন। আব্‌কে নাম্‌মে এজহার হুয়া হায়।

অমর। সো হাম্‌কো মালুম হায়।

২ কন। ওহি ওয়াস্তে আব্‌কো বোলাইন।

অমর। ওন্‌কা এখ্‌তিয়ার নহি হায় মুঝ্‌কো বোলানেকা। বস! আব হাম্‌কো দেক না করো।

১ কন। আব্‌কো তলব নেহি করতেহেঁ। লয়কন বোলায়েথে ইসি বাত্‌কা কুছ সলা পুছ্‌নেকা ওয়াস্তে।

অমর। বস্ বস্! চল দেও।

২ কন। (অস্ফুট স্বরে ষাঁড়েশ্বরের প্রতি) কেঁও? হুয়াতো। আব দেও।

ষাঁড়ে। হাঁ, আচ্ছা। (দুজনকে গোপনে চার টাকা প্রদান)

[কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

অমর। আপনি এখন একটু আমাকে অবসর দিন।

ষাঁড়ে। (স্বগত) তবে বোধ হয় গলায় দড়ীই দিলে। তা হলেই ভাল হয়। (প্রকাশ্য) আচ্ছা আচ্ছা, তা তোমার ভাবনা নেই কিছু। এতে আর কিছু সত্তি সত্তি ফাঁসিও হবেনা, দায়মালও হবে না। বড় জোর ওদের খোরপোষ দিতে হবে। তা না হয় দেয়াই যাবে। তা বোলে আর কি হবে। তবে একটা লজ্জা। তা এমন কার বা দোষ নেই, কেবা সতী। উঁঃ! সব সতী আমি জানি। তা তুমি কিছু ভেবনা।

অমর। আঃ! আপনি যান এখন, বাড়ীর ভিতবে!

ষাঁড়ে। (স্বগত) হাঁ, যাই। তোমাকে তৈয়ের কোবে রেখে যাই। (প্রকাশ্য) হাঁ, তা যাই।

[প্রস্থান।

অমর। এই ত অবস্থা, এক্ষণে উপায়? আর তো দেশে মুখ দেখান হয় না,—দেশ দূরে থাকুক, আমার পরিবারের নিকটেই বা কি বলি? তারা মনে কোর্‌বে হোতেও পারে। মনুষ্যের বাহ্য দৃষ্টি যেমন সংকীর্ণ, মানসিক দৃষ্টি তেমন্‌ই মলিন। ঘোর বিপদ! যত ভাব্‌চি, ততই বিপদের নূতন নূতন মূর্ত্তি দর্শন কোচ্ছি। এক একবার মনের মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ হয়ে সব যেন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমার এমনি জ্ঞান হোচ্ছে যেন কোন সমুদ্রে পতিত হইচি, তার না কূলই আছে, না গাম্ভীর্য্যের্‌ই শেষ আছে। তাতে অন্ধকার রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন। কড় কড়ঃ শব্দে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হোচ্ছে। ভীষণ ঝটিকা দ্বারা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ উঠ্‌চে, এক বার এক বার যে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, তাতে কেবল ঐ ভীমতর তরঙ্গ সকল্‌ই দৃষ্ট হোচ্ছে, আর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, সে জন্যে প্রাণ অধিকতর আকুঞ্চিত হোচ্ছে। আবার তখনি নিবিড় অন্ধকার যেন এক বিশ্বব্যাপী জালের ন্যায় ঝুপ্‌ কোরে পোড়ে এই প্রকাণ্ড জগৎকে আচ্ছাদিত কোচ্ছে! এই যে বিদ্যুৎ আর এই যে অন্ধকার, এ যেমন দুঃসহ বেদনা জন্য মনুষ্য এক বার জ্ঞানশূন্য হয়ে আবার ক্ষণিক চৈতন্য পায়, কিন্তু সে যে চৈতন্য, তাতে কেবল ঐ বেদনার্‌ই দুঃসহতার উপলব্ধি হয়, তাতে আরও কাতর করে। বিপদের চরম্‌ই এই! হায় হায়! কি আশ্চর্য্য! সংসারের যাবতীয় অনিত্য পদার্থের মধ্যে মনুষ্যের অবস্থার তুল্য ক্ষণভঙ্গুর আর কিছুই নাই। এই নিমিত্তই মহা কবিরা—যাঁদের বিশ্বদর্শী চক্ষুর সম্মুখে স্বভাবের সমুদয় ভাণ্ডার প্রকাশমান—তাঁরাও উপযুক্ত উপমাস্থল না পেয়ে আকাশের সঙ্গে ইহার তুলনা কোরেছেন। কেন না আকাশ এই পরিষ্কার আছে আবার মুহূর্ত্তেকে মেঘাচ্ছন্ন হলো। কিন্তু সে মেঘাচ্ছন্ন হোতে অন্যূন অর্দ্ধ ঘটিকাও লাগে, আর মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন হোতে চক্ষের নিমেষও লাগে কি না সন্দেহ। কোন ব্যক্তি আপনার বৈঠকখানায় বোসে

ঝাড় ল্যাণ্টনের আলোকে দিবাতুল্য কোরে আতর গোলাব উড়াচ্ছে, সখাগণ সঙ্গে আমোদপ্রমোদ হাস্যকৌতুক গীতবাদ্যে নিমগ্ন আছে, এমন সময় তার মস্তকে এক ঝাড় কি ল্যাণ্টন পোড়ে সব নষ্ট হলো। যেমন পতঙ্গ দীপের চতুষ্পার্শ্বে আহ্লাদে উড্ডীন প্রোড্ডীন হোতে হোতে অমনি পাখা দগ্ধ হয়ে একেবারে স্পন্দ রহিত হল। আমি এই এখনই পুত্র-পরিবার বন্ধু বান্ধব সহিত সর্ব্ব সুখে মত্তপ্রায় ছিলেম, মনে কোচ্ছিলেম, আমা অপেক্ষা সুখী এ জগতে আর কেউ নাই। আর এক নিমেষে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আমার ন্যায় দুঃখী হতভাগ্য আর কেউই নেই! মুখের হাস্য শেষ না হোতেই অমনি চক্ষের অশ্রুপাত্। এ সংসারের দশাই এই, মনুষ্যের অবস্থাই এই!

বসন্ত নিশিতে পূর্ণ শশির কিরণ।
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয়া পবন॥
সুরম্য নদীর তীর দূর্ব্বাতে মণ্ডিত।
চৌদিকে কুসুম দাম হয়ে বিকশিত॥
গন্ধে আমোদিত গন্ধ বহ সহকারে।
বোল্ বোল্ কমরি শামা কোকিল ঝঙ্কারে॥
গোলাব সিঁউতি বেলা কুমুদ কমল।
তাহে বিনির্ম্মিত শয্যা অতি সুকোমল॥
কিন্নরী গায়িছে গান রাগ তান সুর।
মিলায়ে সারঙ্গি বীণা মৃদঙ্গ মধুর॥
মধ্যে মধ্যে মন্দ বেগে সমীর সঞ্চরি।
স্বরের সাগরে আসি উড়ায় লহরী॥

বাদ্যস্বর পুষ্প গন্ধ বায়ু সঞ্চালিত।
এককালে করে নাসা শ্রবণে মোহিত॥
মাতিয়ে অমৃতপানে বিদ্যাধরীগণ।
হাসিছে নাচিছে হোয়ে পুলকিত মন॥
তা সবার মধ্যে আমি প্রমোদে মাতিয়ে।
করিতে ছিলাম নৃত্য আত্ম পাসরিয়ে॥
নৃত্যছলে অঙ্গ ভঙ্গী যেমন হইল।
ধনুস টঙ্কার রোগ অমনি ধরিল॥
অমনি অবনী পরে পতন আমার।
করিতে হবে না নৃত্য এ জনমে আর!!

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

(গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে স্থির হইয়া চিন্তা) আর তো কিছুই উপায় দেখিনে। এক আত্মঘাতী হওয়া, আর দেশত্যাগ করা। প্রথমতঃ আত্মঘাতী হওয়া মহাপাতক। বাস্তবিক আত্মহত্যা আর পর হত্যা কিছু মাত্র ইতরবিশেষ নেই। উভয়েরই তাৎপর্য্য একটি জীব ধ্বংস। বিশেষতঃ যদি আমি আত্মঘাতী হই, তবে আমার সেই চির দুঃখিনী,—আহা! মনে কোরেই যেন আমার বক্ষস্থলে কি একটা বাধা উপস্থিত হোয়ে শ্বাস রুদ্ধ হোতে আস্‌চে, আর কথা সরেনা;—সেই প্রাণসমা পতিব্রতা, যার জীবন আমার জীবনকে অবলম্বন কোরে আছে, অমনি লতিকার ন্যায় ছিন্নমূল হয়ে এই বৃক্ষের সঙ্গে পোড়্‌বে! আবার সেই দুটি সহায়-বলহীন বালক বালিকা ঐ লতিকার ফলের স্বরূপ ঐ সঙ্গেতেই শুষ্ক হোয়ে যাবে! তবে আত্মহত্যা আমার এ বিপদের উপায় নয়।

এত দিন আমার বোধ ছিল যে এ সংসারে যে বিপদের কেবল মৃত্যু বই উপায় নাই, সেইই বিপদের চরম। এখন দেখ্‌তে পাই আমার বিপদ তাহতেও ভয়ানক। কেন না সে বিপদের তবু এক উপায় আছে, আমার এ বিপদের আদৌ উপায় নাই। তবে যদি দৈব কোন ঘটনা দ্বারা আমার নিপাত হয়, তবেই হয়। যদি এই সময় এক প্রলয়কারিণী ঝটিকা আর ভূমিকম্প এক যোগে দুর্নিবার বল দ্বারা হিমালয়াদি প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল ছিন্নমূল করিয়া এককালীন এই মৃণ্ময়ী পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ কোরে ইহাকে রসাতল করে; কিম্বা কোন নগর বেষ্টনকারী সম্রাটের আগ্নেয় অস্ত্র সমূহের ন্যায় যত আগ্নেয় পর্ব্বত সকল এই জগতের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত হোয়ে এককালীন ঘোর তেজে অগ্নি জল ভস্মরাশি আর প্রস্তর খণ্ড সকল বর্ষণ কোরে এই সংসারের জন্য পদার্থ সকল ধ্বংস করে, অথবা গ্রহ সমূহের মধ্যে এক সাধারণ বিপ্লব উপস্থিত হোয়ে, এই পৃথিবীকে বিশ্বাকর্ষণ প্রবন্ধ হোতে বিচ্ছিন্ন কোরে, অন্যান্য দৃঢতব গ্রহগণের সহিত পরস্পর আঘাতে চূর্ণ কোরে, পরমাণু রাশিতে নিবিষ্ট কোরে দ্যায়, তবেই আমার এ বিপদের উপায় হয়। তাও হবে না, আমিও অব্যাহতি পাব না। (পুনরায় ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে স্থির হইয়া) অ্যাঁ! কি সর্ব্বনাশ! ওঃ! আমি তো যৎপরোনাস্তি অহঙ্কারী! যৎপরোনাস্তি মদগর্ব্বী! আমি কোথাকার একটা কীটস্য কীট, নগণ্যস্য নগণ্য, জঘন্যস্য জঘন্য হোয়ে, আমার বিপদ হয়েছে বোলে আমি ইচ্ছা কোচ্ছিলেম যে জগদীশ্বরের এই যে আনন্দময় জগৎ, যাতে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ সহস্র সহস্র ব্যক্তি আনন্দে বাস কোচ্ছে, এমন যে অচিন্ত্য রচনা, লয় হয়! এর বড় অহঙ্কার আর সম্ভবেনা! তবে এই অহঙ্কারের প্রতিফলের স্বরূপ এই বিপদ হয়েছে! তা হওয়াই উচিত। কেন এমন দুষ্ট বাসনা হলো! মরবার উপায় তো ভুরি ভুরি আছে। আমি কেন বোল্‌লেম না যে আমার

সর্পাঘাত হোক্ বা হঠাৎ এক্‌টা সাংঘাতিক রোগ হোক্। কোই তাও তো হবার সম্ভাবনা দেখিনে। তবে মৃত্যু আশা ত্যাগ্‌ই কোর্ত্তে হলো, এক্ষণে দেশ পরিত্যাগ করা। এই বই আর যখন গতি নেই, তখন তাই কোর্ত্তে হয়েছে। কিন্তু পরিবারকে বোলে যাই কি না। না, তা হয়না। না বোলে যাওয়া হযনা। না বোলে গেলে যেমন অন্ধকারে নাক মুখ চেপে ধোরে গলা টিপে মারে, তেমনি ভাবে তারা মোরে যাবে। তা হয না। তবে বলেই বা যাই কেমন কোরে। এই এত দিনের বিচ্ছেদের পবে কাল্‌কে কাঁদা কাটা হয়ে আমি আশ্বাস দিয়িচি সঙ্গে কোরে লয়ে যাব, তারা সকলেই মনের আনন্দে আছে, এক্ষণে আবার কেমন কোরে বলি যে, এত দিন যে দুঃখে ছিলে, তার শত গুণ দুঃখে আবার থাক, আমি চোল্‌লেম। আহা! কি যন্ত্রণাই হলো! ওহ্! আমার মাথা ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছে উহ্! (কবন্ধের ন্যায় কৌচের উপর হস্ত আছ্‌ড়াইয়া পতন ও ক্রমে অচৈতন্য)

(জয়ার মা ভিতরে)

অ সিষ্টিধর! সিষ্টিধর! সিষ্টিধর!

অমর। (চক্ষুরুন্মীলন) আ—হ্! প্রাণটার একুটু বিশ্রাম হয়ে গেল! —একে নিদ্রা বলা যায়না। যেমন এক্‌টা ভেক সর্পমুখে পতিত হোয়ে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রাণ ব্যগ্রতায় স্পন্দন করে, শেষ হীনবল হোয়ে নিস্পন্দনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি কোরে পুনরায় স্পন্দন করে, যেমন দীপতৈলে পতঙ্গ নিপতিত হোয়ে অব্যাহতি পাবার জন্যে স্পন্দন কোরে হীনবল হয়ে কিয়ৎকাল নিস্পন্দ থাকে, পরে পুনরায় স্পন্দন করে, যেমন মনুষ্য মুমূর্ষু কালে মৃত্যু-যাতনায় অঙ্গ খেচন কোরে হীনবল হয়ে স্পন্দ রহিত অবস্থায় কিয়ৎকাল থেকে পুনরায় স্পন্দন করে, আমার প্রাণ তেমনি কিয়ৎ কাল বিশ্রামের পর আবার ছট্ ফট্ কোর্ত্তে লাগ্‌ল!

জয়া। অ সিষ্টিধব! সিষ্টিধব!

অমব। এ কে? এই সৃষ্টিধর নাম তো ঝিমা সকল নাম অপেক্ষা উত্তম জ্ঞান কোরে আমাকে দিছ্‌ল। সেইই কি এত রাত্রে এখানে এসে ডাক্‌চে।

জয়া। অ সিষ্টিধব!

অমব। কে ও, ঝিমা?

জয়া। হাঁ, তুমি দরজা বন্দ কোবে শুয়ে শুয়ে আপনা আপনি বিড়্ বিড়্ কোবে কি বোক্‌চো?

অমর। এই যে আস্‌চি আস্‌চি,—আমাব একটু তন্দ্রাব মত হয়েছিল। (জয়ার মার প্রবেশ) ওহ্! তুমি এত রাত্রে যে? রাত দুপবের কম তো হয় নি।

জয়া। (নাসিকায তর্জ্জনি লগ্ন করিয়া) ওমা! তুমি কি বল? হাঃ হাঃ হাঃ! এই যে সবে ৯টা বাজ্‌লো!

অমর। আহা! বৃদ্ধ হয়েচ, কর্ণও গিয়েছে, বুদ্ধিরও ভ্রম হয়েছে। সাড়ে এগারটার কম হয়নি। আমরা চিরকাল ঘড়ি দেখি, আমাদের ও সব ঠিক আছে। তা যাক্, এখন তুমি কি বোল্‌তে এসেচ বল।

জয়া। ও মা সে কি? তুমি যে আমাকে একেবাবে হেচ্‌কারা কোরে দেবার যো কোল্লে দেখি। ভাল আমি যেন বুড়, গোঁসাইয়ের আশীর্ব্বাদে বউ তো আব বুড় না। এই জমিদারের বাড়ী ঘড়ি বাজ্‌ল, বোউ গোণে বোল্‌লেন নটা হল, ঝিমা ডেকে আন। এ সব মিত্তে হল? অবাক্ সিষ্টি কারখানা!

অমর। বটে? তবে হবে, আমারই ভুল হয়েছে। আজ আমার এখানকার ক্লাক ঘড়িটে বন্দ হয়ে কিছু আন্দাজ পাচ্ছিনে।

জয়া। কেন ধম্মঘড়ী বন্দ হবে কেন? ঐ জমিদারের বাড়ীতে যখন

নটা বাজ্‌ল তারই একটুকু আগেতেই বৈটকখানার ধর্ম্মঘড়ীতে নটা বাজ্‌ল, আমরা শুন্‌লেম। ওমা কেন ঐ যে এখনও টাক্‌ টিক্‌ টাক্‌ টিক্‌ কোরে চোল্‌ছে যে। বন্দ হবে কেন?

অমর। অ্যাঁ? বটেও তো! আমার ওটা আদৌ বোধ হয় নি—যেন এই রাত্রের সব কীট পতঙ্গের শব্দের সঙ্গে মিশে ছিল। তা চল চল চল।

[জয়ার মার স্কন্ধে অমরনাথ হস্তার্পণ
করতঃ উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অমরনাথ মিত্রের বাসগৃহ।

(কমলবাসিনী, অমরনাথ এবং জয়ার মা)

জয়া। এই এয়েচেন। ঘুমুচ্ছিলেন। বৈটকখানার দরজাগুলি সব বন্দ না কোরে,আর ঘুমুচ্ছেন। এই ঘুমেত্বেবে আহাঃ, কত কিত্তি কত কারখানা। এই নিশি আত্তিরে আমবা এক ঘুমের পরে উঠে—ত্যাখন দুচৌকি হেঁকে গ্যাচে—আর ত্যাখন দেখি না ছেলে ত্যাখন অবদি বোসে পোড়্‌তে নেগেচে, এই ঠাক্‌রুণ উঠে আমাকে বলে, বলে ও জয়ার মা! ও জয়ার মা!—আহা! স্বগ্‌গের মানুষ স্বগ্‌গে গেল আমরাই রইনু ঘুঁটে কুড়ুতে!—(অশ্রুপাত এবং অঞ্চলে মোচন) কি বোল্‌তেছ্যানু ভুলে গেনু—হাঁ, বলে ও জয়ার মা, ও জয়ার মা! ছেলে যে আত জেগে খুন হল, তুই জেতি গে ওর কোলে থেকে বইখানা তুলে নিয়ে পদিম্‌টে নিবিয়ে দিস্‌। আমি বোল্‌তুন আমি পার্‌বনি ঠাক্‌রুণ। তোমার ছেলে তুমি পাল্লেনি এখন জয়ার মা যাও। আমার তো পোড়া দোশা, আমি এই

বোলে ধমকে উঠ্‌তুন। তাতে আ কাড়্‌তনি গো, অমন মানুষ কি এ কলিকালে আর হয়! তা আর হোতে হয় নি। আহা যেন দেখ্‌তে নেগিচি। (অশ্রুপাত এবং অঞ্চলে মোচন)— কি বোল্‌তেছ্যানু ভুলে গেনু, তারপর হ্যাঁ তারপর, বলে যা একটি বার জয়ার মা, তোব বেগেত্তা করি। এই যেতুন, কি করি, গিয়েই অমনি ঝুপ করে বৈখামা টেনে নিই পদিম্‌টে নিবিয়ে দিতুন। আর অমনি বোল্‌তো ঝিমা! তোমাদেব তরে আমার নেখাপড়া হবে নি। আমি মুরুক্কু হয়ে থাকি। আমি বোল্‌তুন আর আত্‌ জেগে পোড়্‌তে হয়নি কারো। বেম হলে ত্যাখন কি হবে? আর অমনি বাছা আমার ধুপুস কোরে বিছনেতে শুয়ে পোড়্‌ত। আর অম্‌নি ঠাক্‌রুণ বোল্‌ত জয়ার মা! তুই আতি জম্মে ওর মা ছেলি। আহা! সে সব স্বগ্‌গের মানুষ সগ্‌গে গেল, আমরাই রোইনু ঘুঁটে কুড়ুতে! (অশ্রু-পাত এবং অঞ্চলে মোচন)

কমল। কেন ঝি মা, তোমার কি কিছু ক্লেশ হোচ্ছে? কেন তুমি ঘুঁটে কুড়ুচ্চো, এ কথা বোল্‌লে কেন?

জয়া। ও মা! না না, ঘুঁটে কুড়ুব কেন, বালাই! আমার সিষ্টিধর বেচে থাকু, আমার সুশীলচন্দর বেঁচে থাক্‌, আমার পদ্দমুখী* বেঁচে থাকু। আর মিত্তে কথা কইতে পারিনে মা, তোমাব মতন বউ দেখিনি। যেখানে যাই সকলেই বলে মানুষের মেয়ে বটে, বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গেলেও আ কাড়ে নি।

কমল। তা যাও, তুমি গিয়ে আহারের ঠাঁই কব, অনেকক্ষণ রান্না হয়েচে।

[সকলের প্রস্থান।

---

* চারুকমল।

অমরনাথের শয়নাগার।

(অমরনাথ এবং কমলবাসিনী এক পালঙ্গে উপবেশন, অন্য পালঙ্গে চারুকমল এবং সুশীলচন্দ্র নিদ্রিত)

কমল। তুমি আজ যে কিছুই আহার কোল্লে না? সুদ্ধ বসামাত্র।

অমর। হাঁ, এই পথের কষ্ট আর ক্লেশ। এ রকম থাকবেনা।

কমল। তোমার চেহারাও অতিশয় মলিন হয়েছে। যখন এসেছিলে, তখন তো এমন ছিলনা।

অমর। তা হবে, হয়ে থাক্‌বে! (চারু এবং সুশীলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আ—হ্!

কমল। হাঁ, দেখেচ? কি সুন্দর শোভা হয়েচে। যেন স্বর্গ হতে একটি দেবকন্যা আর দেবপুত্রকে নিদ্রাবস্থায় পালঙ্গ সুদ্ধ কে হরণ কোরে এনেচে। ওরা দুভাই বোনে তোমাকে দেখাবার নিমিত্তে ইংরাজিতে কি লিখ্‌তে লিখ্‌তে অমনি ঐ খেনেই ঘুমিয়ে পোড়েচে। চারু তোমার জন্যে কত দিন ধোরে জুতোর কারপেট তৈয়ের কচ্ছিল, তার্‌ই খানিক বাকী ছিল, তাই আজ বোসে বুনেচে। এমন চমৎকার বুনেচে যে, ইংরাজের বিবিরাও অমন পারেনা। সেই কারপেটের জুত তৈয়ের কোরিয়ে এনে তোমাকে পোরিয়ে, তবে বাড়ী থেকে যেতে দেবে, এই জন্যে তোমার এক জোড়া পুরাণ জুত পোড়ে ছিল, তার্‌ই মাপ নিয়ে রেখেছিল। তা এখন এলাহাবাদ যাবার কথা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছে যে, মা! এলাহাবাদের লোক কারপেটের জুত তৈয়ের কোত্তে পারে? ওরা মনে করে যে, তোমার সম্বন্ধে যত কিছু কথা, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কি আছে না আছে, এ সব্‌ই আমি জানি। (অমরনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ও কি? তুমি কিছু শুন্‌ছ না? তোমাকে অন্যমনস্ক দেখ্‌চি কেন?

অমর। না না, হাঁ হাঁ, বল বল, শুন্‌চি বই কি।

কমল। কই, আমি কি বোল্‌ছিলেম, বল দেখি?

অমর। বোল্‌ছিলে যে, এলাহাবাদ জেলখানায় কাব্‌পেট তৈয়ের হয় ভাল। অমন এখানকার লোক পারে না।

কমল। সে কি? ও কি? তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রুমাল চখে দিয়ে চোখ মুচ্চ কেন?

অমর। কি জানি, চোখ দুট জ্বালা কোচ্ছে, আর জল ঝোব্‌চে। তা হয় অমন।

কমল। কই দেখি দেখি? এই দিকে ফের দিখি। (দক্ষিণ হস্তে উভয় গণ্ড ধারণ করিয়া আকর্ষণ) কই তুমি ফিচ্চ না কেন? আরো জোর কোরে রুমাল চখে চেপে ধোচ্চো আর ঐ দিকেই ফিচ্চ যে? এই যে তুমি কাঁদ্‌চ যে? এ কি? আমার মাথা খাও, এই দিকে ফিরে আমাকে বল, কি হয়েচে।

অমর। (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চক্ষে রুমাল চাপিয়া বাম হস্তে কমল-বাসিনীর হস্ত ধারণ) থাকো থাকো, একটু থাকো। বোল্‌চি বোল্‌চি।

কমল। আমার প্রাণ যে মানে না। হে মা দুর্গা! হে মা কালি! এ কি ঘট্‌ল আমার কপালে!

অমর। ভয় নেই, ভয় নেই, এ কিছু—এমন কিছু নয়। এ সব মিথ্যা। তার জন্যে কিছু চিন্তার বিষয় নেই।

কমল। ও মা! সে কি? তুমি কাঁদ্‌চ আবার বল চিন্তার বিষয় নেই? তা যা হোক্‌ আমি শুন্‌ব।

অমর। এ সকল আসল্‌টা কিছু নয়। পবে এ সব কিছুই থাক্‌বে না, তবে আপাতত একটু গোল বটে। তাতে হবেই বা এমন কি? আমি যখন যে খানে থাক্‌ব, তা যে সংবাদ পাবার বড় কিছু বাধা হবে, এমন না।

কমল। সে কি? আমার প্রাণটা যে বুকের ভিতরে পথে এসে

উপস্থিত হয়েচে, তুমি কি বল সেই অপেক্ষায় আছে। তুমি কোথায় যাবে কেবা সংবাদ পাবে, বিষয়ই বা কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

অমর। বোল্‌চি। তা তুমি কিছু ভয় কোব না। এ কিছু তেমন ভারি বিষয় নয়। একটা মিথ্যা কথা বৈ না। তবে কি না আপাতত আমায় কিছু দিনেব জন্যে যেতে হোচ্চে।

কমল। তা আমরা সকল্‌ই যাব তো?

অমর। তোমরা সকলে—যাওয়া—আমার এ সঙ্গে—এখন যে হয় এমন গতিক তো—বড়—দেখেতে পাচ্ছিনে।

কমল। তা এখন যাওয়া হবে না তো কবে হবে? আর তোমার সঙ্গে না গেলেই বা এর পর কে আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবে?

অমর। ও হো হো! তা নয় তা নয়। তোমাদের এখন যাওয়া হয় না। তার পর এ গোল্‌টা চুকে গেলে আমি এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

কমল। সে কি? যাওয়া হবেই না বা কেন, তুমিই বা যাও কেন? আর গোল্‌টাই বা কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

অমর। গোল্‌টা এই যে, এই গ্রামে অগ্রদানীপাড়ায় দুটি স্ত্রীলোক আছে। এক জন কন্যা আর এক জন তার গর্ভধারিণী। সে মেয়েটি বিধবাই হোক্ কি যা হোক্, ফল তার স্বামী উপস্থিত নাই। তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাই সে কোন শত্রুর কুপরামর্শে দারোগার কাছে আমার নামে নালিশ কোরেচে।

কমল। এই বই তো না? এর জন্যে আর ভাবনা কি? দেশের লোক তো সকলেই বোল্‌বে যে তোমা হতে এ কাজ কখনই হয়নি। আর তুমি তো এত দিন দেশে ছিলেনা।

অমর। তা হয়না। আমি যে এখানে থেকে সেই দুটি স্ত্রীলোক

এক দিকে আর আমি এক দিকে দাঁড়ায়ে মেজেষ্টরের কাছারিতে মকদ্দমা করা—আর এই বিষয় লয়ে,—এ কি হোতে পারে?

কমল। ভাল, তা যদি নাই থাকা হয়, তবে কেন আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চল না? আমাদের সব্ই তো প্রস্তুত আছে। কাল সন্ধের পর যে সময় যাবার কথা স্থির আছে, সেইরূপ যাওয়া যাবে।

অমর। আহা! আমি কি বোল্‌ব? আর কিবা কোর্‌ব? প্রেয়সি! তুমি যা ভাব্‌চ এ তা নয়। আমায় যেতে হোচ্চে গোপনে আর ছদ্মবেশে। আবার এই ক্ষণেই যাব, কেন না এর পরে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। আর আমি যে কোথায় যাই, তাও—(কমলবাসিনী অমরনাথের মুখাভি-মুখে চাহিতে চাহিতে এক বার সম্পূর্ণরূপে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অমর-নাথের ক্রোড়ে মস্তক অবনত করিয়া মূর্চ্ছা) একি? একি? আহা! এ সব ঘোট্‌বে, তা তো আমার জানাই আছে। আহা! আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে চক্ষু দুটি সম্পূর্ণ উন্মীলিত হোয়ে অমনি মুদ্রিত হল! যেন প্রদীপ্‌টি নির্ব্বাণের পূর্ব্বে একবার দপ্‌ কোরে জ্বলে উঠে অবশিষ্ট বর্ত্তিকা টুকু দগ্ধ কোরে নির্ব্বাণ হল। একি ভ্রমি! কি একেবারে মহাপ্রাণী আর উত্তাপ সহ্য কোর্ত্তে না পেরে এই অগ্নি-দগ্ধ—এই প্রজ্বলিত গৃহ ত্যাগ কোরে পালালেন! আহা! কি সর্ব্বনাশ! হায় হায়! কি বিপদেই পোড়্‌-লেম! (অশ্রুপূর্ণ নয়নে কমলবাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া পাখার বাতাস) না, জীবনের লক্ষণ আর কিছুই নেই, নিশ্বাস প্রশ্বাস এককালীন স্থগিত! আহা! প্রেয়সি! যা তোমার অভিলাষ, তাইই হল! এক সঙ্গেই যাওয়া হল! তবে তুমি আমার সঙ্গে না গিয়ে আমিই তোমার সঙ্গে যাই! আর কোথাও যাবার প্রয়োজন হল না! হা প্রেয়সি! সত্যই কি ফাঁকি দিলে!

কমল। (দীর্ঘ শ্বাস এবং চক্ষুরুন্মীলন) আহা! কি হবে এখন!

(গাত্রোত্থান এবং অমরনাথের চরণ ধারণ) প্রাণেশ্বর! তুমি অধীনীকে ছেড়ে যেতে পার্‌বে না। আমি তোমার চরণ ছাড়ুবো না।

অমর। প্রেয়সি! তবে আমি আর কিছুই বোল্‌তে চাইনে। আমারও এমনি ইচ্ছা হোচ্চে যে আমি থাকি। কিন্তু কাল প্রাতঃকালে যে কি হবে, তাই ভেবিই আমার মন বিচলিত হোচ্চে। এখন তুমিই বিবেচনা কর। আমি যে দারোগার চালানে মেজেষ্ট্রিতে গিয়ে এই মকদ্দমা কোর্‌ব, তা কখনই হোতে পারে না। তা দূরে থাকুক আমি যে গ্রামের লোকের কাছেই কাল মুখ দেখাতে পার্‌ব না। প্রাতেই আমায় হয় তো আত্মঘাতী হোতে হবে। এই নিমিত্তে বোল্‌ছিলেম যে আমি এখন কিছু দিনের জন্যে স্থানান্তর যাই, তার পর এ মিথ্যা অপবাদ এখন যে এই প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে, এ রামধনুর মত শীঘ্র আপনা হতেই লুকিয়ে যেতো। তা হলে আবার সব শুভিতে হোতে পার্তো।

কমল। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সত্যিই তো বটে! আমি কি কোচ্ছিলেম! কি সর্ব্বনাশ! এই রকম আশু সুখই মানুষের বিপদের সাধারণ কারণ। রোগী লোক কিঞ্চিৎ আশু সুখের লোভে কুপথ্যি কোরে শেষে বিপদে পড়ে। আমিও তাই কোত্তে গিছ্‌লেম। না না না। এ কিছু কথা না। এখন তুমি বিবেচনা মতে যা ভাল হয় তাই কর।

অমর। হাঁ, এইই উচিত। তবে আমি আর বিলম্ব কোর্‌ব না। আমি উঠ্‌লাম (গাত্রোত্থান)।

কমল। প্রাণেশ্বর! একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। (রোদন) আমি একবার দেখে নেই। কি জানি আমার তো বড় ভাল বোধ হোচ্চে না।

অমর। প্রেয়সি! তুমি এ সময় এমন কোল্লে তবে আর আমি যেতে পারিনে। তুমি এই কথা বলাতেই যেমন নদীর জোয়ার পরিপূর্ণ হবার সময় বেগ মন্দ হয়, তেমনি আমার মনের বেগ মৃদু হয়েছে। আর একটু

অপেক্ষা কোর্‌লেই ফিরে পোড়বে, তবে আর যাওয়া হবে না। সেই জন্যে বোল্‌চি, আমার আর বিলম্ব করা নয়। তুমি এই আমার ফটোগ্রাফ প্রতিমূর্ত্তিখানি লও (ফটোগ্রাফ প্রদান) আর আমিও এই তোমার এবং তোমার দু পাশে আমাদের দুটি সন্তানের প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে যাই! (পুত্রকন্যার প্রতি দৃষ্টি) আহা! কি কোমলতা! কি মাধুর্য্য! কি লাবণ্য! যেন প্রাতঃকালের দুটি গোলাব কুসুম এখনও সূর্য্যের উত্তাপ লাগেনি। যেন বসন্তকালের দুটি নবাঙ্কুর এখনও গ্রীষ্মের খর বায়ু, ধূলি এবং অগ্নিবৎ রৌদ্র ভোগ করেনি। তেমনি এদের শরীরে পাপের অগ্নি, মালিন্য এবং হুতাশ এখনও প্রবেশ করেনি। আহা! উভয়ের দুখানি মুখ এক স্থানে, আর অকাতর নিদ্রাতে উভয়ের ওষ্ঠাধর অল্প অল্প বিচ্ছেদ হয়েচে, আর দন্তগুলি ঈষৎ দৃষ্ট হোচ্ছে, যেন একটি বোঁটাতে দুটি ডালিম সুপর্ক হয়ে অল্প বিদীর্ণ হয়েচে। মনে কোন পাপ লেশ মাত্র নেই, চিন্তা নেই, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাচ্ছেন! (রোদনের সহিত) জানেন না যে, এ দিকে ঘরে আগুন লেগেচে! (কমলবাসিনী অমরনাথের চরণে শির নত করিয়া উভয়ে রোদন) তবে আর বিলম্ব করা হয় না। তোমাকে শেষ এই কথা বলি যে তুমি আমার বন্ধু মতিলাল যা বলেন তাই কোর, তাঁর পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্ম কোর না।

[অমরনাথের প্রস্থান। এবং কমলবাসিনীর মূর্চ্ছার ন্যায় পতন।

কমল। হে মা দুর্গা! তুমি সকল্‌ই দেখ্‌তে পাচ্ছো।—যেখানে দিবসের আলো প্রবেশ কোত্তে পারে না, যেখানে রাত্রের অন্ধকার উপস্থিত হতে পারে না, যেখানে শীতকালের শীত না হয়, যেখানে গ্রীষ্মকালের গ্রীষ্ম না যায়, যেখানে বাতাসের গতি নেই, যেখানে জলের

সঞ্চার নেই; তোমার চক্ষু সেখানেও আছে। হে জননি! আমার এই দুঃখ তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছো, তবু কি দয়া হবেনা! আমার এ দুঃখ দেখ্‌লে পাষণ্ডের দয়া হয়, তা তুমি তো দয়াময়ী। হে দয়াময়ি! তুমি আমাদের এই কয়টি প্রাণীকে একত্র রাখ, তাতে ভিক্ষাও স্বীকার।

(পটক্ষেপ।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মতিলাল দত্তের বাটীর বাহিরের খণ্ড।

গোকুল দাস নিদ্রিত।

অমরনাথ মিত্র মোগলের বেশে প্রবেশ।

অমর। এ জি! কৌন সোতা হায় হিঁয়া? এ! উঠ।

গোকুল। আহ্! রাধে, রাধে! ভাল চাকুরি যা হোক্! চৌপর দিন খেটে, রেতে এক্‌টু ঘুমুতে পাবনি? এতে আর মানুষ বাঁচে কি কোরে বল তো? আমাদেরও তো মনিস্যির শরীল বটে? গোরু তো আর নই।

অমর। ইএ সব হাম জান্‌তে হেঁ, লয়কন্ হামারা বড়া জরুরত হায়। নেহি তো হাম তোমকো না উঠাওতে। তোমারা মালেক্‌কো কহো কে এক আদমি আব্‌কে সাথ মলাকাত্ কে লিয়ে বাহার খাড়া হায়।

গোকুল। যাচ্ছি যাচ্ছি মোশাই। তুমি তো তবু ভাল, দুট মিষ্টি কথা কোইলে, আর কেউ হলে তোমার হাতে যে নাটি, ঐ নাটির হুড়ো মাত্তো। (অমরনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ব্বাপরে! একি এক্‌টা ভাল্লুক, দুই পায়ে ডাঁড়িয়ে নাকি?

[প্রস্থান।

মতিলালের শয়নাগার।

মতিলাল এবং গোকুলদাস।

গোকুল। (নেপথ্যে) বাবু! বাবু!

মতি। কেও গোকুল?

গোকুল। আগেঁ হাঁ, এক্‌বার দোর খুলুন।

মতি। কি সমাচার?

গোকুল। আপনাকে একটি নোক ডাক্‌চে।

মতি। এত রাত্রে আমার কাছে কে এল? কি রকম লোক?

গোকুল। এক জন আট হাত কি নয় হাত মাথায় উঁচু, আর তারে কোত্তে আড়েজেয়াদা।

মতি। তার সঙ্গে আর কেউ আছে?

গোকুল। না।

মতি। তার হাতে কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে?

গোকুল। এক্‌গাছি কোঁতাড়ি। আর গায়ে চৌকিদাররা বার্ষে কালে যেমন এক্‌টা কাল ভূত পারা ঘটাটোপ গায় দ্যায়, অমনি এক্‌টা।

মতি। (স্বগত) এ কে এল? এক সম্ভাবনা এই যে আমার প্রতি জমিদারের আক্রোশ আছে, ষাঁড়েশ্বর মিত্রেরও ততোধিক। যেমন জমিদার তেমনি দেওয়ান। দাগাবাজ মহাজনের বাট্‌পাড় দালাল। সিঁদকাটি চোরেরই আবশ্যক। তারাই বা কোন দুষ্ট অভিসন্ধিতে এই লোক পাঠালে। (গোকুলের প্রতি) কত রাত হয়েচে?

গোকুল। দুটো বেজে গেছে, তিমুটের আমল।

মতি। (বাইরে উঁকি মেরে) উহু! কি ভয়ানক রাত্র! ঘোর অন্ধকার, তাতে মেঘাচ্ছন্ন হয়েচে। খর বায়ু বহন হোচ্ছে। এ বাতাসটি এমন যেমন কোন শোকজনক ঘটনা—কোন অপরাধীর ফাঁসী বা কোন বিশেষ

ব্যক্তির মৃত্যু ইত্যাদির সময় বহন হয়। এই কর্কশ বায়ুতে ঐ প্রাচীন তাল গাছ যার তলায় একটি বিদেশী লোক মৃত হয়ে পতিত ছিল, তার্ই সকল শুষ্ক পত্র খড়্ খড়্ শব্দ কোচ্ছে, এই বাতাসের সঙ্গে এক একবার যেন মুমূর্ষাবস্থার মনুষ্যের কোঁকানির ন্যায় শব্দ শুনা যাচ্ছে। আবার এ সকল শব্দের সঙ্গে একটা ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ এমনি শব্দ হোচ্ছে। এই সব ঘটনাতে বোধ হোচ্ছে যেন ভূত প্রেত পিশাচ সকল একত্র হয়ে মনুষ্যের অস্থি মেরুদণ্ড এবং কপাল লয়ে ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ কোরেছে! হে তমোময়ী তমস্বিনি! তুমি একটি ভয়ানক নিশাচরী! তুমি বিপদের সহধর্ম্মিণী। ভয় আর দুষ্ক্রিয়া তোমার দুটি প্রিয় সন্তান। তোমার আগমনে মৃত্যু, সাঙ্ঘাতিক রোগ, নরহত্যা ইত্যাদি আহ্লাদিত হয়ে নানা প্রকার বিকট ভঙ্গী প্রদর্শন কোত্তে থাকে। প্রথমে তুমি এই বিশ্বের দ্বারে উপস্থিতা হয়ে ইহাতে যে প্রদীপ্টি জ্বল্তেছিল, তাকে নির্ব্বাণ কোরে গৃহ প্রবেশ কোরেছো। পুতনার মায়া দ্বারা যত সাধু জনের গায়ে হাত বুলায়ে তাহারদিগকে হত চৈতন্য কোরে সকল দুষ্ট লোক্‌কে নিমন্ত্রণ কোরেছো। কি চোর দস্যু ইত্যাদি দুরাচার মানব, কি ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্পাদি হিংস্রক জন্তু, সকল্ই তোমার সহায়তা বলে এই সংসারে বিচরণ কোরে যত নিরপরাধী, ধার্ম্মিক, অহিংসক জীবের নানা প্রকার অনিষ্ট কোর্ত্তেছে! তুমি প্রলয়ের নমুনা!

গোকুল। তা আমি কি চৌপোর রাত ডাঁড়িয়ে থাক্‌ব আর আপনি আপনার মনেই বোক্‌বে?

মতি। ওহো! হাঁ বটে বটে। তবে তার সঙ্গে আর কেউ নেই, সে একাই বটে, এটা নিশ্চয়?

গোকুল। নিচ্চয় ফিচ্চয় অত কথা আমাকে এসে নি বাপু। আমি আর কাক্‌থুই দেখিনি।

মতি। যেতেই হয়েচে। কেন না যদি যথার্থই কেউ দায়গ্রস্ত হয়ে

এসে আমার এই ভীরুতার জন্যে ফিরে যায়, তবে বড় দুঃখ এবং লজ্জার কথা। তা চল তুমি আগে, আমি তোমার পাছে চোল্‌ছি।

গোকুল। হাঁ, পরের ছেলেকে নরবলি মেনে আপনার ছেলের বোগ ভাল করা।

মতি। আরে তা নয় তা নয়। যদি কোন দুষ্ট অভিসন্ধিতেই এসে থাকে, তো সে আমারই জন্যে এসেচে, তাতে তোমার কিছু ভয় নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মতিলালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে।

মতিলাল, অমরনাথ এবং গোকুল দাস।

মতি। কে গা!

অমর। এ, ইউ, এম্, ও, আর।

মতি। ওঃ! গোকুল তুমি এখন যাও, শুয়ে থাক গে।

গোকুল। বাঁচনু বাবু! বড় অনুগ্‌গো। আবার খানিক বোই কাণের কাছে যেন চক্‌মকি ঠুকুনি।

[প্রস্থান।

মতি। তার পর? একি? আমার মন্‌টা তোমার এই বেশ দেখে যেন কুকুরে কামড়ান মানুষের জল দেখার মত ডোরিয়ে উঠেছে!

অমর। শৃগাল যেমন ব্যাঘ্র নিকট হলে ঘ্রাণ পায়, মনও তেমনি বিপদ নিকট হলে জান্‌তে পারে; তোমার মনের ভাব অন্যায় নয়।

মতি। সে কি? আমার আরও হৃত কম্প হল যে? ব্যাপার কি?

অমর। ব্যাপার এই যে আমি এই রাত্রেই দেশত্যাগ কোর্ত্তে বাধ্য হয়েচি, পথের এত দূর এসেচি।

মতি। (অমরনাথের নিকটস্থ হয়ে হস্ত ধারণ) অমরনাথ! তুমি কি বল! কি সর্ব্বনাশ! আমার যেন ভ্রমি লেগে আসচে! বিষয়টা কি?

অমর। বিষয়টা ছুটি স্ত্রীলোক এই অগ্রদানী পল্লীতে থাকে। তাদের মধ্যে যে যুবতী, তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। সেই অপবাদ আমার নামে দিয়ে দারগার কাছে এজহার দিয়েছে। আর কি চাই বল।

মতি। তুমি থাক! তোমার যাওয়া হবে না। আমি কোন মতে তোমাকে যেতে দিতে পারিনে। এতে যা হয় তার উত্তর দায়ক আমি। (উষ্ণতার সহিত) এ সব এই জমিদারের নারকী চক্র! তোমার দাদারও যে এতে কিছু অংশ নেই এ কথা আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারিনে। এতদ্‌-ভিন্ন তোমার উপর যে এই বিষাক্ত অস্ত্র চালায়, এমন নরাধম এ গ্রামে কি, আমি মুক্তকণ্ঠে বোল্‌তে পারি, এ পৃথিবীতে নাই।

অমর। চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌। অত উষ্ণ হইও না।

মতি। না তা উষ্ণ হই আর নাই হই, তোমার যাওযা হবে না। আমি এ বিষেব ভার নিলেম। কাল যদি এ সকল জাল্‌সাজি না বেরিয়ে পড়ে, তবে তুমি আমার মুখ দর্শন কোর না।

অমর। বিলক্ষণ! থাক্‌বার প্রলোভটা দেখালে ভাল। তোমার মুখ দর্শন কোর্‌ব না। রাগেতে তোমার দৃষ্টি ঘোর হয়েছে, স্থূল যে পদার্থ, তাই দেক্‌চ; পর্ব্বত্‌টি দেখ্‌তে পাচ্ছ, কণ্টকগুলি দেখ্‌তে পাচ্ছ না। তুমি যা বোল্‌চ তা হয় না। তুমি মনে কোচ্ছ এই গ্রামে আমাদের বাধ্য সকলেই, আর জমিদারের বাধ্য কেউই না। সেটা ভ্রম। স্বার্থের বাধ্য সকলি। স্বার্থ হীন কার্য্যই অপ্রসিদ্ধ। বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের কার্য্যের কারণের নাম্‌ই স্বার্থ। সাধারণে যেটাকে স্বার্থ রহিত বলে, সেটা সুদ্ধ পারত্রিকের স্বার্থ মাত্র। বিশেষতঃ উপস্থিত বিষয়ে নকার পক্ষ প্রমাণ করাই কঠিন। জমিদার্‌ই হোক্‌, আর যেই হোক্‌, এ কর্ম্ম যে কোচ্ছে, সে ব্যক্তি দুজন লোক দিয়ে বলিয়ে দিলেই হল। কিন্তু এটি যে নয়, সে কথা আজ কাল দূরে থাক, কস্মিন

কালেও যে সকলের মনে বিশ্বাস হবে এমন বোধ হয় না। দেখ তুমি এ সব কথা লয়ে আর বিলম্ব কর না। রাত্র প্রভাতে লোকের কাছে যে আমি মুখ দেখাতে পারব না। শীঘ্র বিদায় দাও।

মতি। আচ্ছা, তবে চল না কেন আমিও যাই।

অমর। তুমি গেলে আমার পরিবারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে কে? এই যে আমাদের দেশের হিতসাধন জন্য যে ব্যাপারগুলি করা গিয়েছে তার যত্ন করে কে? এই উপস্থিত বিষয়ের শুভিতার চেষ্টাই বা করে কে?

মতি। তুমি গেলে কি আমার দ্বারা আর কোন বিষয়ের প্রতুল হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ গতে অর্জ্জুনের দশা যেমন পুরাণে বলে, আমার তাই হবে। তবে আমার থাকতেই হয়েচে, আর তোমারও যেতে হয়েছে। কিন্তু আমার মনে যে নদীর আবর্ত্তির ন্যায় কত জায়গায় কত রকম পাক চক্র হোচ্চে, সে কথা আর কি বলি। তার মধ্যে তোমার বিচ্ছেদ চিন্তা সকলের প্রধান। সেইটে এক একবার যেন ঘোর তেজে ঘূর্ণায়মান হয়ে ভয়ানক গর্জ্জনের সহিত হৃদয়ে একটা গহ্বর কোরে তার তলা পর্য্যন্ত প্রবেশ কোচ্ছে। হায় হায়! কি বিপদ, কি বিড়ম্বনা! দেশের লোক গুল এখনও আমোদে মত্ত আছে যে অমরনাথ বাবু হাইকোর্টের জজ হয়েচেন। আমরা এই কতক্ষণ পরস্পর বলা কওয়া কোচ্ছিলেম যে আমাদের উদার অকপট দেশহিতৈষী বন্ধু পেট্রিয়ট আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে তোমাকে আহ্বান কোরবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সার্ব্বহিতৈষী বন্ধু মিরব আমাদের একজন ব্রাহ্ম হাইকোর্টের জজ হয়েছেন বোলে উল্লাস প্রকাশ কোরবেন। আমরা তোমার বন্ধুগণ এই উপলক্ষে এক দিন উৎসব কোরব। অকস্মাৎ এ সকলই বিফল? এমন মেঘ হয়ে এল যে অজস্র বর্ষণে শস্যাদি জীব জন্তু সকলেরই মহতী উপকার হবে; এর মধ্যে কুবাতাস উঠে সব উড়ে গেল?

যেন কোন বিবাহ উদ্যোগে দেশ নিমন্ত্রণ হয়ে চতুর্দ্দিকে নাচ তামাশা হোচ্ছে ইত মধ্যে বরের অকস্মাৎ একটি সাজ্ঘাতিক রোগ উপস্থিত। হায়! হায়! কি বিড়ম্বনা, কি পরিতাপ! (রোদন)।

অমর। (রোমাল দ্বারা বন্ধুর অশ্রুমোচন) মতিলাল! তুমি এ সময় এমন কোল্লে আর আমি কি ধৈর্য্য হতে পারি? স্ত্রীলোকের রোদন বরং সহ্য, কারণ তাদের রোদন একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু পুরুষ বন্ধুর রোদন নিতান্ত অসহ্য। অতএব আব কাল বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। তুমি এই পত্রখানা রাখ কাল্‌কে খুলে দেখ। আমি চোল্‌লেম।

মতি। তা হতে পারে না। এই ভয়ানক রাত্রে আমি তোমাকে একা সেই ইষ্টেসন পর্য্যন্ত যেতে দিতে পারিনে। চল আমিও আসি। ভয়ও বটে, আর যতক্ষণ একত্র থাকা যায় সেই।

অমর। আচ্ছা, তবে চল, যেন গোল না হয়, তোমার চাকর বাকর যেন কেউ না জানে।

মতি। না, তা জানবে না, আমি দ্বারে চাবি দিচ্ছি, আবার রাত্ থাক্‌তেই ফিরে আস্‌ব।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মতিলালের বাহিরেব উপবেশন গৃহ।

(মতিলাল দত্ত এবং ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ)

১ সভ্য। আহা! একজন মানুষেব জন্যে যে এত বড় এক্‌টা সহর তুল্য গণ্ডগ্রামেব যাবতীয় লোক অকপট দুঃখ প্রকাশ করে এমন কখনও শুন্‌তে আসেনি।

২ সভ্য। ওঃ আর কাল কি ভয়ানক রাত্র গিয়েছে! যে ঘটনা হয়েছে তাব্‌ই উপযোগী। (মতিলালের প্রতি) কাল এই রাত্রের গতিক দেখে আমার ইচ্ছা হল যে আপনার তো এখন পরিবার বাড়ীতে নেই, তা আপনার এই খেনে এসে দুজনে কথায় বার্ত্তায় থাকা যাবে। ভয়ের রাত্রে দুজন চারজন গল্পে সল্পে হৃদয়টি যেন কীট যুক্ত ফুলের ন্যায় অর্দ্ধেক প্রফুল্ল আর অর্দ্ধেক আকুঞ্চিত হয়ে, এক প্রকার বিরস সুখের অনুভব হয়। এই মনে কোরে বেরিয়ে রাস্তার যেখানে দুদিগে বাঁস বাগান আর ঝোপ্‌ঝাপ্ সেই পর্য্যন্ত এসে দেখি সেখান্‌টাতে এমনি অন্ধকার যে আমি চোক বুজে দেখিলাম তাতেও যেমন, চোক মেলে দেখি তাও তেমনি। সেই পথটার খানিকদূর যেই এসেচি, আর দেখি যে দুজন দুদিক থেকে আমাকে ধরিই একজন বোল্‌চে হাঁ, এই, এবাব আর ভুল নেই। আমি অমনি চম্‌কে উঠে বোল্‌লাম কে তোমরা? আর আমাকে বা বাঁস বোনে টেনে নিয়ে যাও কেন? অমনি আর একজন বোল্‌লে যে নানা এও হল না। তার পর আমার নাম জিজ্ঞাসা কোল্লে। তা যখন নাম বোল্লেম,

তখন বোল্‌লে যে তুমি ফিরে বাড়ী যাও, এদিকে যেতে পাবে না। তা আজ সকালে এই কথা শুনে তো আমার বড় ভয় হয়েচে। এখন তো আমার ঠিক বোধ হোচ্ছে যে অমরনাথ বাবুকেই তারা চাচ্ছিল।

৩ সভ্য। ভয়ের বিষয়ই তো বটে। তুমিও অমরনাথ বাবুর ন্যায় দীর্ঘকায়, বাহু দুট তেমনি মাংসল এবং কোমল, আর তিনিয় কাল্‌কে এই তোমার মত একটি রেশমী পীরাণ গায় দিছ্‌লেন। আমার তো স্পষ্ট বোধ হচ্চে যে এই ঘটনাই হয়েচে।

(জনেক গ্রামবাসীর প্রবেশ)

গ্রাম। মহাশয়! ভারি সর্ব্বনেশে ব্যাপার! আপনারা সকল্‌ই শুনেছেন বোধ হয়। কেননা রাস্তায় বেরুলিই তো আর কোন কথা নেই। দুজন, তিনজন এর অধিক নয়, স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাই কোচ্চে।

সকলে। হাঁ, আমরা শুনিছি।

গ্রাম। যেমন একটি ঘড়িতে ভারি আঘাত লাগ্‌লে তার সকল অংশ গুলি বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়ে, তেমনি সকলের মানসিক ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে যেন একটা ঝড় হয়ে সব উলত পুলত হয়ে পোড়েচে। কারো বুদ্ধি স্বস্থানে বা সহজ অবস্থায় নেই। বকুল তলার ঘোষ ঠাকুরের ওখানে দেখি যে দীন মুখুয্যে আর হরা চুল্‌বুলে এই দুজনে এই কথা বলা বলি কোচ্চে, আর ঘোষ ঠাকুর মুখ ধুতে ধুতে সেই দিগে হাঁ কোরে শুন্‌চেন। আর এদিগে হাতে জল নিয়েচেন সে জল টপ্‌ টপ্‌ কোরে পোড়ে যাচ্চে। আবার আমাদের বিশ্বনাথ খুড় সেখানে বোসে হাতেমাটি কোর্ত্তে কোর্ত্তে সেই হাত গালে দে বোসে ঐ দিগে গড়া সঙের মত চেয়ে আছেন। আর খানিক দূর এসে দেখি যে সাতু কার্‌কুন এক উড়নি পোরেচে, ধুতি একখানা কাঁধে ফেলেছে, একখানা নূতন আর একখানা পুরণ ময়লা ছেঁড়া ঠন্‌ঠনের চটি—সাতু কার্‌কুন আর কোন রকম জুত পায়

দ্যায় না তা তো জানই—এই পায় দিয়ে হন্ হন্ কোরে ঐ দিগে চোলেছে। আবার এই মুদির দোকানগুলব এই খেনে দেখি যে রাধা অগ্রদানী আর মাধব কারিকর ঐ কথা বোল্‌চে।—রাধা অগ্রদানীর বাড়ীর গায়েতেই সেই মাগীদের বাড়ী।—আর একজন ঘি আর তেল লবার জন্যে সামা মুদির সাম্‌নে দুট ভাঁড় ধোরে দাঁড়ায়ে আছে। সামা এখন ঘি ওজন কোরে যে ভাঁড়ে ঢেলেছে, তেল ওজন কোরেও তাইতে ঢেলে আবার মুটো মুটো কোরে মুড়্‌কি যেমন ফাও দ্যায়, সেই রকম সেই ভাঁড়ে ফেল্‌চে। আবার এদিকে ষাঁড়ে ডেলের গাম্‌লা থেকে ডাল খাচ্ছে, আব সামার ভাই এক লাটি হাত দিযে ধোরে বোসে সেই ষাঁড়েব ডাল খাওয়া দেখ্‌চে। রাধা অগ্রদানী ডান হাত দে মাধব কারিকরেব কাঁধ চেপে ধোরে দাঁড়িয়ে বোল্‌চে, আর এক একবার তার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে যখন মৃদু স্বরে এক্‌টা কথা কয়, তখন আবও চেপে ধরে। আর মাধব কারিকর যেন কাবও ফোড়া টিপে ধোর্‌লে মুখ বিকট কোরে দাঁত বার কোরে থাকে, তেমনি কোরে থাক্‌চে। বক্তার কথার ভাবগুলি যেন ঐ শ্রোতার মুখ ভঙ্গীতে প্রতিবিম্বিত হোচ্চে। আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে —পিপাসায় ছাতি ফাট্‌ছে! আপনাদের কাছে এই কথা জান্‌তে এলেম।

(সুশীলকে স্কন্ধে লয়ে গোপীনাথ দাসের প্রবেশ)

মতি। (সত্বরে গাত্রোত্থান করিযা) এস এস, বাবা এস। (সুশীলকে গোপীনাথেব স্কন্ধ হইতে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন) কি সমাচার? (সুশীল কিছু না বলিয়া এককালীন্ রোরুদ্যমান) আহা, কেঁদনা কেঁদনা, ভয় নেই ভয় নেই। তোমার বাবার সংবাদ সত্বরই পাওয়া যাবে। আর তিনিও বোধ হয় শীঘ্র আস্‌তে পারেন। (বস্ত্র দ্বারা সুশীলের অশ্রুমোচন)।

সুশীল। আপনার যদি অবসর হয়, তবে মা একবার আপনাকে যেতে বোলেছেন।

মতি। সেকি? আমার যদি অবসর হয়, সেকি? আমার এসংসারে তোমার মায়ের কথা শুনা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কিছুই নাই। এমন কিছু কৰ্ম্ম নেই যে তোমার মায়ের আজ্ঞা পালনের প্রতিবন্ধক হয়। বরং সেই আজ্ঞা পালন করাই আমার সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক হোতে পারে। চল আমি এক্ষণেই যাব। তুমি এক্‌টু শান্ত হও দিখি চাঁদ। ভয় কি? আমার জীবন সত্ত্বে, আমার সাধ্যর মধ্যে তোমাদের বস্ত্রের একখণ্ড সূত্রেরও কেউ অনিষ্ট কোর্ত্তে পাব্‌বে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জমিদারের বৈঠকখানা।

(জমিদার এবং ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ)

জমি। সাবাস! খুব বাহাদুরি কোরেচ! অর্জ্জুন যেমন এক বাণে দুর্য্যোধনের এগার অক্ষহিণী স্যানা একেবারে অচ্যাতন কোরে ফেলেছিল, তুমি তেমনি এমন এক খেলা দেখিয়েচ যে দেশ সুদ্ধ লোক্‌টা অবাক হোয়ে গেছে। তোমার এ ফিকির্‌টি বড় আশ্চাজ্জি হোয়েছে; যেন সাঁও-তালের তীরের মত ঠিক নিশেন সই। যতার্থ কথা বোল্‌তে হয়, এমনটি আমারও সকল সময় আসে না।

ষাঁড়ে। (স্বগত) মনে ভাবেন যে, মনিব হলিই বুদ্ধিমান আর চাকর হলিই বেয়াকুব; এ জানেন না যে টাকার চাকর প্রায়ই বুদ্ধির মনিব। (প্রকাশ্য) সকলি হজুরের দৌলতে, তা নৈলে এ সব কি আমাদের কম্ম? না আমরা এত খুন জখম হজম কোত্তে পাত্তেম?

জমি। সেই টুকু আবার অনেকে শেষ মানে না। তুমিও যেন আবার ধম্ম খেও না।

ষাঁড়ে। অমন আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন না। এমন বাপের গর্ব্বে জন্ম না। যে নুন খেয়ে নুন হারামি করি।

জমি। তবে এখন তো সব ঝড় বিষ্টি ধোরে গেল, এখন আমার বিষয়টা শেষ কোরে দাও ?

ষাঁড়ে। (স্বগত) তা খেও। তোমার বিষয়টা শেষ না কোরে সপ্তা-রাম যাচ্ছেন না। (প্রকাশ্য) হাঁ তার আর সন্দ। তা এ সব গোলমাল গুল চুকে যাক। সে কোথায় গেল তারও তো ঠিক নেই। ঐ জন্যে আমি বোলেছিলেম যে একেবারেই নিকেশ কোরে দিই।

জমী। লোকে কিন্তু তাই বোল্‌চে। আর তুমি যে কি কোরেচ তারও তো ঠিক নেই। হয় তো হোতেও পারে।

ষাঁড়ে। না সে কথা মিথ্যে। তবে বদনাম্‌টা বটে। তাতে কি হয় ? এই যে কত লোক ডাক্তারের দ্বারায় ভাই বউকে বিষ খাওয়ালে। কত লোক রাঁড়ি ভুঁড়ির বিষয় কেড়ে নিলে এখনও হাজার হাজার জন কাঁদে। তাতে কি বোয়ে গেল ? যেমন কোরে হোক্ টাকা হাত্ কোরে গোটা দুই লোক দেখানে, সাহেব-সন্তুষে কম্ম কোল্লেই সে সব কেটে গে আরও সে একজন বড় লোক হয়ে বোস্‌ল। যেমন বিলেতে শুনিচি মটুক মাথায় পোর্‌লিই তার রক্তের দোষ তার জন্মের দোষ কেটে যায়, তেমনি এদেশে টাকা হাত কোত্তে পাল্লে কিছুতিই কিছু হয় না। তা লোকে যা বোল্‌চে, তা যদি হোত, তা হোলে শীগ্‌গির শুন্‌তে পেতেন যে ছেলেটিও খামকা কি একটা রোগে ছট্‌ফট্ কোরে মোরেচে। দেখি, মার মনে কি আচে। তবে আমি এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরনাথ মিত্রের বাসগৃহ।

(কমলবাসিনী দোলাই গায় দিয়া পালঙ্গে পতিতা, চারুকমল অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার নিকট উপবিষ্টা।)

কমল। হা প্রাণনাথ! কোথায় গেলে! এই দুটি শৈশবকে দুটি কল্‌সির মত আমার গলায় বেঁধে এই শোকসাগরে ফেলে গেলে? আহা কেনই বা আমি চরণ দুখানি ধোরে রেখে আবার ছেড়ে দিলেম! থাকলে কি ক্ষতিই বা হোত? না হয় আমরা এদেশ ত্যাগ কোরে অন্য দেশে বাস কোত্তেম! দেশ এক্‌টা কি ভ্রান্তির কথা! যে যেখানে বাস করে, সেই তার দেশ। এই পৃথিবীই এক দেশ। এব্‌ই এক জায়গায় বাস কবা নিয়েই বিষয়। যদি বল, বন্ধু বান্ধব—তা তুমি জগতের বন্ধু। ধন উপার্জ্জন কপালে, আর বন্ধু উপার্জ্জন গুণে। তুমি যেখানে যাও, সেই খেনে সকলিই তোমার বন্ধু। বরং এই খানেই তোমার শত্রু আছে। আর কোথাও তা নেই। আহা! আমি কেনই বা যেতে দিলেম! তা তখন আমি কি জানি যে তুমি দেশ পরিত্যাগের নাম কোরে জগত পরিত্যাগ কোর্‌বে। এখন আর আমি কিছু চাইনে, আমার সেই জীবন ধন যে দস্যুরা হরণ কোরেছে তারা হয় তো আমাকেও এসে বধ করুক, আমি আনন্দের সহিত আমার এই বক্ষস্থল তাদের সেই সাংঘাতিক ছুরির আগে রেখে দব। আর নচেৎ আমার নাথের সেই মৃত দেহটি আমাকে দিক্। তা হলে আমি আর কাঁদ্‌ব না বরং সহাস্যমুখে আমার এই দুটি অপোগণ্ড সন্তানকে আমার প্রাণেশ্বরের বন্ধু মতিলাল বাবুর কাছে সমর্পণ কোরে, আমি আমার নাথের মৃত শরীর নিয়ে আগুনে প্রবেশ করি!

চারু। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মা, এই দাদা—এই যে মতি-বাবু এসেচেন।

(মতিলাল এবং সুশীলের প্রবেশ। কমলবাসিনী সাবধানে গাত্রোত্থান করিয়া দোলাই আবৃত হইয়া উপবেশন)

কমল। আসুন আসুন! ঐ চৌকির উপরে বসুন।

মতি। মা! আমার প্রতি কি আজ্ঞা?

কমল। আমি আপনার কাছে এই ভিক্ষা চাই যে আমার প্রাণেশ্বরের সেই মৃত শরীরটি আপনি দয়া কোরে অনুসন্ধান কোরে আমারে এনে দিন। নৈলে আমাকেই লোকলজ্জা ত্যাগ কোরে সেই অন্বেষণে বেরুতে হয়। আমি যখন জীবন ত্যাগ কোত্তে যাচ্ছি তখন লোকলজ্জা ত্যাগ কোত্তে আর কি ভয়? আর আমি বোধ কোচ্ছি যে অনুসন্ধান কোত্তে অধিক ক্লেশও হবেনা। কেননা এতক্ষণ সেখানে শকুনি কুকুর কাক ইত্যাদি একত্র হয়ে আমার নাথের শরীর নিয়ে পরস্পর বিরোধ কোচ্ছে, আর এমন যে কার্ত্তিক বিনিন্দিত দেবতুল্য শরীর!—(রোদন) তাকে চারদিক থেকে খণ্ড খণ্ড কোরে বিকৃতি কোচ্ছে।—(রোদন)

মতি। মা! আপনি এক্‌টু স্থির হোন্, আমার এক্‌টা নিবেদন শুনুন।

কমল। আর আপনি কি বোল্‌বেন? দুট প্রবোধ দেবেন? তা আমি একৃকালীন আপনাকে নিশ্চয় বোল্‌চি আপনি যদি মানুষ মলে বাঁচাতে পারেন, তবে আমাকে প্রবোধ দিতে পারেন—যাঁর মরা মানুষ বাঁচাবার ক্ষমতা আছে, তাঁরই আমাকে প্রবোধ দেবার ক্ষমতা আছে। তবে আপনি কেবল বিলম্ব কোরে আমার নাথের অবয়ব গুলির শেষ থাকৃতে যে পাওয়া তাই রোধ কোর্‌বেন।

মতি। তা নয তা নয়। আপনি একটু শান্ত হয়ে আমার একটী কথা শুনুন।

কমল। আপনি যা বোল্বেন, তাতো আমি সকল্ই বুঝ্তে পাচ্ছি! আমি একেবারেই বোলে দিলেম যে আমি প্রবোধের সীমা অতিক্রম কোরিচি। আপনি পৃষ্ঠব্রণকে সামান্য বিস্ফোড়া জ্ঞান কোরে সেইমত ঔষধের চেষ্টায় বিলম্ব কোরে আরও অপকার কোচ্ছেন। যত বিলম্ব হোচ্ছে ততই আমার নাথের শরীরটি বিকৃত হোচ্ছে।

মতি। না, আমি আপনাকে প্রবোধ দিতে চাচ্ছিনে। আমি এই জিজ্ঞাসা করি, যে আপনাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ কে দিলে?

কমল। ওহো! তাই বলুন যে আপনি প্রবোধ দেবেন না, প্রবঞ্চনা কোর্‌বেন। আপনি এই কথা বোল্বেন যে, মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে। তবে আমাকে নিজে সেই সন্ধানে বেরুতে হল।

মতি। আমি শুদ্ধ কথায় বোল্ব না, আপনার বিশ্বাস হয় এমন প্রমাণ দিব। কিন্তু আপনাকে বোল্লে কে যে তাঁর মৃত্যু হয়েচে? কেউ কি তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল, কি তাঁর মৃত শরীর চক্ষে দেখেচে?

কমল। কেন? এ কথা তো সকলেই বোল্চে! আর গোপীনাথ বোল্চে যে এ কথা ঠিক, যে জন্যে আর যার দ্বারা হয়েছে তাও সে বুঝেচে, সেই নিমিত্তে সুশীলকে এখান থেকে তফাত্ কোর্ত্তে বোল্চে।

মতি। এ সর্ব্বইব মিথ্যা! কিন্তু একথা যেন গোপন থাকে। জনরব যা হোচ্ছে, তা হোক্। ফল, আপনি জানুন যে কাল্কে রাত্রে তিনি এখান থেকে বিদায় হয়ে, আমার কাছে গিছ্লেন। আমি রাখ্বার নিমিত্তে বিশেষ চেষ্টা কোল্লেম, তাতে, তিনি কোনমতেই সম্মত হোলেন না। তিনি যে কথা বোল্লেন সে কথাও অকাট্য। নচেৎ আমি কখনই যেতে দিতেম না।

তার পরে তাঁর যাওয়া যখন স্থির হল, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সেই ইষ্টে-সন পর্য্যন্ত গেলেম, তিনি গাড়িতে উঠ্‌লেন, গাড়ি চোলে গেল, তবে আমি এই প্রায় প্রাতঃকালে বাড়ীতে এলেম। একথা আর কেউ জানে না।

কমল। এই কথাই কি যথার্থ ?

মতি। আপনি জানেন যে আমরা মিথ্যে কথা আদৌ ব্যবহার করিনে। তবে যে স্থলে শুদ্ধ আমার কথার উপরে একটি নিরপরাধীর জীবন নির্ভর করে,—অর্থাৎ আমি সত্য কথাটি বোল্‌লে তার জীবন যায়, আর অস্বীকার কোল্লে অন্য কারো ক্ষতি হয় না, আর সেই ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়, এমন ঘটনা হলে কি হয় বলা যায় না।

কমল। তবে আপনি একটি জীবন দান দিলেন। কারণ আপনি উপস্থিত না থাক্‌লে যে একথা মিথ্যে তাতো আর কেউ বল্‌বার লোক ছিল না। তবে এখন আমার সুশীলের বিষয়ে কি পরামর্শ ?

মতি। আমার তো বোধ হয় যে সুশীলকে স্থানান্তর কর্‌বার আবশ্যক নাই। কারণ তিনি যখন জীবিত তখন সুশীলের প্রতি হন্তারক হবার কারণও নেই, আর থাক্‌লেও কারও এমন সাহস হবে না। তবু আপনার মনে একটু ভয় সর্ব্বদাই থাক্‌বে। এই জন্যে আমার পরামর্শ যে সুশীল দিবসে ইস্কুলে যান এবং যেমন বাড়ীতে এসে থাকেন, তেমন্‌ই আসেন। তার পর পড়া বোলে লবার উপলক্ষে রাত্রে আমার ঐ খেনে থাকেন। আমারও পরিবাররা সকলে আজ্‌কে বাড়ীতে আস্‌বেন, তা হলে ওঁর কোন ক্লেশ হবে না। আর তাঁদেরও ঐ সুশীল অন্ত প্রাণ, একদিন সুশীলকে না দেখে থাক্‌তে পারেন না।

কমল। আহা! তাঁর আমি বিস্তর ভরসা করি। ভাল তবে এই কথাই স্থির। কিন্তু সুশীল বল্লে যে এখানকার যতদূর পাঠ হবার তা ওর শেষ হয়েছে, আর এখানে ওর পড়া চলে না।

মতি। হাঁ সে কথা বটে, কিন্তু তার উপায় হয়েচে। একটি এল, এ, ক্লাস এখানে হবে, একজন ইংরাজ শিক্ষকের জন্যে লেখা গেছে। তা হলিই আর চিন্তা থাক্‌ল না। (সুশীলের প্রতি) কেমন বাবা, তোমার কি মত ?

সুশীল। আজ্ঞে, আমার পড়া চোল্‌লিই হল।

কমল। তবে এই স্থির। আহা! আপনার দর্শনে এমনি হল যেন বুকের ভিতর কোন কিছু আট্‌কে নিশ্বেস বন্দ হয়ে প্রাণ যায় যায় এমন সময় কেউ এসে কোন কৌশলে সেইটি সরিয়ে দিলে। আর আপনাকে কি বোল্‌ব, একটু দয়া দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

মতি। সেকি ? আমি আপনার সন্তানতুল্য, আপনার দাস, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, তার বড় শ্লাঘার বিষয় আর আমার কিছুই নেই। তবে এক্ষণে আমি চোল্‌লাম।

[মতিলালের প্রস্থান।

(পটক্ষেপ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ব্রাহ্ম সমাজালয দেশহিতৈষিণী সভা।

(মতিলাল দত্ত দ্বিজরাজ সোম অন্যান্য সভ্যগণ এবং রাধামোহন)

মতি। সকলেই উপস্থিত হয়েছেন তো ?

দ্বিজ। হাঁ, অপর সকলে উপস্থিত সুদ্ধ সুসারময় বাবুর আগমন হয়নি। তিনি যে সেই এখান থেকে গিয়ে পীড়িত হয়ে এক চিঠি লেখেন সে তো

এক বৎসর হল। তার পরে তো আর কিছু সংবাদ পাওয়া যায়নি। রাধামোহন বাবু কিছু জানেন?

রাধা। হাঁ, জানি। সেই যে তাঁর পীড়া সেটা এপিডেমিক ফিবর। তাতে তিনি এপর্য্যন্ত কষ্ট পেয়ে এক্ষণে আরাম হয়েছেন। আমি সে দিন তাঁর এক চিঠি পেয়েচি তাতে লিখেচেন তিনি আস্‌চেন।

১ সভ্য। আহা! তিনি এ সময় এলে বড় উপকার হয়। অমরনাথ বাবুর যাওয়া অবধি আমাদের কর্ম্মগুলি বহুতর কষ্টে এপর্য্যন্ত রক্ষা করা গেল। আর চলে না, বিশেষতঃ দানশালা সম্বন্ধে।

দ্বিজ। গত মাসে দানশালার যে আয় তাতো পূর্ব্ব মাসের দেনা শোধ দিতেই প্রায় শেষ হয়। আবার নূতন দেনা কোরে সব দুঃখীদের দেয়া যায়। তা আমার বোধ হয় এই সময় বন্ধ করা ভাল।

মতি। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু কেমন কোরে সেই দুঃখীদের বলা যাবে যে তোমরা আর এপথে এস না। তারা যখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাহাকার কোরে ফিরে যাবে, তখন কেমন কোরে তা দেখে বাড়ীতে গিয়ে থাল পুরে অন্ন লয়ে আহার কোর্ত্তে বোস্‌ব। আহা! অমরনাথ তুমি দশ লক্ষের প্রথম অঙ্কটির মত লুপ্ত হয়েগে সকলই শূন্যময় কোরে গেলে? তবে আর কি করা যাবে? যেমন বৈদ্যেরা রোগীর মুমূর্ষ কালে অপার্য্যে অন্তঃকরণ দৃঢ় কোরে তার আত্মীয় স্বজনকে অন্তর্জ্জলি কোর্ত্তে বলে, তেমনি আমাদেরও পাষণ্ডের ন্যায় এ সকল দুঃখী উপায় হীন লোককে নিরাশার সংবাদ দিতে হবে।

২ সভ্য। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই যে সুসার বাবু।

(সুসারময়ের প্রবেশ)

সুসার। (সকলের সহিত মেলামিলি করিয়া) ওঃ মহাশয় আমি আস্‌বার জন্যে যে কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত সে কথা কিছু বোলে উঠ্‌তে পারিনে।

যেমন কাঁটা বন থেকে বেরিয়ে আস্‌তে একটা ছাড়ে তো আর একটা ধরে, এই রকম, আমার কার্য্য আর শেষ হয়ই না। (রাধামোহনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আমি আপনার বাড়ীতে গিছ্‌লেম, তা শুন্‌লেম আপনি অনেকক্ষণ বেরিয়েচেন, আর ভাল আছেন।

রাধা। আপনি যে পর্য্যন্ত আস্‌বার কথা লিখেছেন সেই অবধি রোজ ট্রেণ আস্‌বার সময় হলে আমি গিয়ে বকুলতলার ঘোষ ঠাকুরের ওখানে বসি। যত লোক রাস্তা দিয়ে যায়, আমি মনে করি এইবার আপনি আস্‌চেন, নিকটে এলে দেখি যে তা নয়। তার পর, আপনি আরাম হয়েচেন তো ভাল ?

সুসার। হাঁ, তা হইচি।

মতি। আপনার আসাতে যে কত দূর আমাদের সাহস হল তা আমাদের অবস্থা জান্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন এখন।

দ্বিজ। আমাদের যে তিনটি কার্য্য ছিল তা একটি তো অন্তর্জলে বার করা গেছে।

সুসার। সেকি ?

মতি। সুতরাং অমরনাথ বাবুর যাওয়াতে আমাদের তিনটি কার্য্যের্‌ই জীবন আশা পরিত্যাগ করা হয়েছে। তবে এখন ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় যতদিন শুশ্রূষার দ্বারা জীবিত রাখা যায়। ঔষধি আর নেই।

সুসার। মহাশয় চিন্তা কোর্‌বেন না। ক্ষয় রোগ হতেও তো মুক্ত হয় কখনও কখনও।

মতি। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যটি এমনি, যে যে বৈদ্যের দ্বারা সাধিত হয়, তাঁর ঐ একটি চিকিৎসাতেই ইহকালে যশ, আবার পরকালে মুক্তি।

সুসার। তা একার্য্যটি সামান্যতঃ এইরূপ গুরুতর বটে, কিন্তু কখনও কখনও এই রূপ গুরুতর কার্য্য আবার হাতুড়ে বৈদ্যের দ্বারা সাধিত হয়।

রাধা। কিন্তু যে হাতুড়ের দ্বারা হয় সে ঐ রোগের বিষয়েতে বড় বড় বৈদ্যদের দুহাত দিয়ে বিলি দে ফস্ কোরে এসে সকলের আগে বোসে যায়। রাম বাবুর ছেলেকে যখন দোষাবিষ্ট জ্বরে সকল কবিরাজে জবাব দিলে, আর তাকে অন্তর্জ্জলে নাবালে, কিনে বদ্দি কোত্থেকে তেড়ে ফুঁড়ে এসে এক পান গোপাল বোসের নাশ দিয়ে আরাম কোরে সেই পর্য্যন্ত সে কমল কণ্ঠাভরণ, প্রাণকৃষ্ণ সেন প্রভৃতিকে তোমরা এ রোগের জান কি বোলে ধম্‌কে বোসিয়ে রাখে।

(সকলের হাস্য)

মতি। অমরনাথ যাওয়ার পরে এই আজ আমাকে রাধামোহন বাবু কেবল হাসিয়েছেন। (সুসারের প্রতি) আপনারা অমরনাথের বিষয় বুঝি কাগজে দেখ্‌লেন ?

সুসার। না, আমরা তার্‌ই পর দিন্‌ই শুন্‌লেম যে তাঁকে মেরে ফেলেছে, সে ব্যক্তির নামও শুন্‌লেম। আমি চোখের জল রাখ্‌তে না পেরে সেখান থেকে উঠে গেলেম। কারণ আমার সঙ্গে একবার বৈত দ্যাখা নয়, তাতে আমি কাঁদি-কি বোলে ? তার পর সে দিন্‌টে আবার সমস্ত দিন অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন, একুটু একুটু গুড়নি হচ্ছে, আর বাতাস ;—বোধ হোতে লাগ্‌ল যেন স্বভাব ঐ শোকে মলিন হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌চে। সমস্ত দিন আর কিছুই ভাল লাগ্‌ল না। উপরের ঘরে গিয়ে আমার শয়নের কুঠরির দরজা বন্দ কোরে কেবল একটি জানলা খোলা রেখে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পোড়ে সেই জান্‌লা দিয়ে গঙ্গা বেশ দেখা যায়, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আর ঐ নদীর ওপারের দিগে চেয়ে দেখি যেমন ধূধূ কোচ্ছে, তেমনই আমার মনের ভিতরেও সব উদাস বোধ হতে লাগ্‌ল। সে দিনটে এই ভাবেই গেল। তার পর শুনি, যে, না, তিনি বেঁচে আছেন। তার পর তাঁর চিঠি পত্র পাচ্ছেন তো ? তিনি কোথায় ?

মতি। তিনি এখান থেকে আগরাতে গিয়ে আমাকে দুই চিটি লেখেন, তার পর আর কিছু সংবাদ পাওয়া যায়নি। আমরাও এই রাধামোহন বাবুর পরামর্শ মতে তাঁকে চিটি পত্র লিখ্‌তে বারণ লিখিচি। উনি যা বোল্‌লেন সে কথা মান্য। উনি বলেন যে ডাক্‌ঘরে ঐ চিটি ধোরে শত্রুপক্ষ অনায়াসে এই রেল গাড়িতে তাঁর সেই ঠিকানায় গিয়ে তাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরে আস্‌তে পারে।

সুসার। হাঁ এ কথা পাকা বটে। তা তাঁর পরিবার কি অবস্থায় আছেন?

মতি। তাঁর স্ত্রী তো শয্যা শায়িনী, তবে তাঁর ছেলেটী মেয়েটি, তারা পড়া শুনা কোচ্ছে।

সুসার। তাঁর ছেলে মেয়ে উভয়ের্‌ই বিষয়ে শুন্‌তে পাই যে রূপ গুণ দুয়ের্‌ই যোগ এক আধারে, এরূপ আর কুত্রাপি নাই।

মতি। আমরা এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি যে, আমরা দেখিনি।

সুসার। বটে, তবে সেই্‌ই হল।

দ্বিজ। এখন আমাদের বিষয় কার্য্যের কথা একটু হোক্‌। প্রথমতঃ দানশালা বন্দ করা যদি স্থির হয়, তবে আমি সব হিসেব ঠিক করি।

সুসার। না না না! দানশালা উঠিয়ে দেয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদের একটি সুসংবাদ দেই। আমার বিষয়াদি সম্বন্ধে যে গোল ছিল তা সকল নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েচে। এক্ষণে অমরনাথ বাবুর আমলে আপনাদের এ গ্রামে যে কিছু উত্তম কার্য্য হোত, আমি সে সমুদয়ের্‌ই ভার নিতে পার্‌ব।

সকলে। ধন্য সুসার বাবু!

মতি। আপনি যে কয়টি কথা কৈলেন তার অপেক্ষা আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক কথা বোধ হয় মনুষ্য ভাষাতে আর নাই।

সুসার। আপনাদেব এখানে এখন পীড়া সীড়া কিরূপ ?

দ্বিজ। সেইরূপ। গ্রীষ্মকালে ওলাউঠ, বর্ষাকালে জ্বব, এতো আর বাদ নেই।

সুসাব। তবে আমি ঔষধিও এনিচি, আর এইখানকার ডাক্তার বাবুকেই কিছু বেতন দেযা যাবে আব আমি স্বযং সকল বাড়ী বাড়ী গিয়ে যাব যে প্রযোজন তাব তত্ত্ব লোযে সেই মত বিবেচনা কবা যাবে।

রাধা। সকল বাডীব খবর আমি এনে দিব, তার নিমিত্তে চিন্তা নেই।

সুসাব। তবে আর কি? তবে কাল অবধি প্রবৃত্ত হওযা যাক্। আজকে তবে আমি সব ঠিক ঠাক করিগে?

মতি। তবে চলুন, একেবারেই সব ওঠা যাক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নীল নলিনীব পিতৃ-আলয,—নীল নলিনীর শয়নাগাব।

(নীলনলিনী পীড়িতা এবংশয্যা শায়িনী; চারুকমলের প্রবেশ)

নীল। এস এস, আমার মনোমোহিনী এস, আমাব হৃদয় বাসিনী এস!

চারু। ভাল ভাল। এই যে শুখ্‌ন মালঞ্চ ফুটেচে। আজ বুঝি হিমালয়ের বাতাস ঘুচে মলয়ার বাতাস বোচ্চে? (নীল নলিনীর ললাটে হস্ত দিয়া) হাঁ, আজকে গাটা আছে ভাল।

নীল। হাঁ, আজকে আছি ভাল, কিন্তু শরীরের গ্লানি এখনও যাযনি।

চারু। ওটা তোমার বোঝ্‌বার ভুল। ও শরীরের গ্লানি নয় মনের গ্লানি। তা ও তো তোমার পুরণ রোগ, ও রোগ তোমার মজ্জাগত হয়ে বোসেচে। ও তুমি এই লোকনাথপুরে এলিই চাগায়, আর হালিসহর গেলিই সাবে। হয় তুমিই হালিসহর যাও, কি হালিসহর্‌ই এই লোকনাথ পুরে আসেন। এই বই আর ও রোগের ওষুধ নেই। যেমন বাতিক রোগের আর কোন ওষুধ নেই স্বধু শৈত্য সেবা। এও ঐ উনপঞ্চাশের মধ্যে।

নীল। তুমি থাকুতে আমার হালিসহর আবশ্যক কি? তুমিই আমার হালিসহর।

চারু। সে তো মুখে বোল্‌লেই হয়না। কাঁসার বাটিতে নারিকেলের জল খেলে লোকে বলে মদ হয়। কিন্তু সেটা কেবল কথা বই তো না; নেশাটুকু পাই কোথা!

নীল। তোমাকে দেখ্‌লে আমি বিনে নেশায় মাতাল।

চারু। সে এক রকম মন্দ না। পেয়াদা নেই পাইক নেই খুদিরাম জমাদ্দার, নাঙ্গল নেই গোরু নেই সনাতন জোদ্দার, টাকা নেই কড়ি নেই হরিহর পোদ্দার, আর মদ নেই নেশা নেই নীলনলিনী মাতাল।

নীল। হাঃ হাঃ হাঃ! সত্তি সই তোমার এতও আসে। তুমি এ সব পাও কোথায়? আমি তাই ভাবি!

চারু। এ সব আমার সপ্ন অধিকারী। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ঐ ভাই কারা আস্‌চে। জুতোর শব্দ শুনৃতে পাচ্চি। (সুসারময় এবং ডাক্তারের প্রবেশ; সুসারময় চারুকমলের মুখের প্রতি বিশেষ মনোযোগের সহিত দৃষ্টি; চারুকমল তাহা দেখিয়া লজ্জা-লোহিত নম্র মুখে) সই! আমি তবে এখন চোল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সুসার। ছোট বউ ঠাক্রুণ আজ কেমন আছেন ?

নীল। আজ জ্বর আসেনি বোধ হয়, কিন্তু শরীরের গ্লানি ঘোচেনি।

সুসার। ডাক্তার বাবু দেখুন দিখি, অনেক দিন হল এ বেআরাম্‌টা আরাম হয়েও হোচ্চেনা,—এর কারণ কি ?

ডাক্। আবার আরাম কাকে বলে। হেড্‌ সিম্‌টম আসলে নেই, স্কিন বেশ কূল হয়ে গেচে, তবে একটু অন্‌ঈজি সেন্‌সেসন, তা সেটা ঐ মেডিসিন নাকি অনেক পোড়েচে, তার্‌ই ইফেক্‌ট। জিব্‌টে দেখি ! (জিহ্বা দর্শন করিয়া) হুঁা, কেন এই যে। না আর কোন ভাবনা নেই, সি ইজ্‌ কিওর্ড।

সুসার। ডায়েট টা কি দেয়া যায় ?

ডাক্। ডায়েট আজকেও ঐ অ্যারারুট, তাই ববং ওযাটর না দিযে একটু মিল্‌কের সঙ্গে দেবেন। তার পরে কাল্‌কে দেখে ডায়েট চেঞ্জ কর্‌বার বিষয় কন্‌সিডর করা যাবে।

নীল। আর আমার অরুচিটের একটা কিছু ওষুধ দিন—কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, মুখের কাছে কিছু নিয়ে গেলেই অমনি যেন নাড়ী ভুঁড়ি উঠে পোড়্‌তে আসে।

ডাক্। ওর জন্যে কিছু সেপারেট মেডিসিন আবিশ্বক নেই। ও এই দিন দুই হটওয়াটর আব কোল্‌ড ওয়াটব মিক্স কোরে গোটা দুই বাথ নিলিই যাবে। তবে আমি চোল্‌লেম, অনেক গুনো কল অ্যাটেণ্ড কোর্ত্তে রোয়েচে।

[প্রস্থান।

নীল। ভাল ঠাকুরপো ! তুমি বিয়ে কোর্‌বে না ? চিরটা কাল এই কেবল লোকের পেটেল্‌গিরি কোরিই কাটাবে ? ডাক্তার যেখানে চিকিৎসে কোর্ত্তে যাবে, তুমি তার সঙ্গে পেটেল হয়ে যাবে, বর যাবে বিয়ে কোর্ত্তে, তুমি তার সঙ্গে পেটেল হয়ে যাবে। আমিতো দেখি, যেখানে বর আস্‌চে,

অমনি সুসারময় রাগ সকল বরযাত্রের আগে হাস্‌তে হাস্‌তে চোলেছেন, আহ্লাদে মাকুন্দে। ছি ছি ছি! এ কি? এত দিন বিয়ে হলে যে তিন ছেলের বাপ হোতে।

সুসার। আহাহা! কি সুখ! এক্‌টা কাঁধে, এক্‌টা মাথায়, এক্‌টা ঘাড়ে। "কলির জীব পাপে পোড়া, মেগের গোলাম ছেলের ঘোড়া"। ছি ছি! মহা পাপ! আপনি ও মত্ লওয়াবেন না। এ বেশ আছি।

নীল। দ্যাখ! আমার ঐ সব ভিট্‌কিলিমি সহ্য হয় না। ঠাকুর্‌ঝি ঠাকুর বাড়ী গিয়ে মাচ ত্যাগ কোরে এয়েচেন, কিন্তু মাচের ঝোল দেখ্‌লে জিবে জল শপ্ শপ্ করে। বেশ আছ যদি, তবে এক্‌টি সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখ্‌লে অমন বাঘা হাম্‌লি দিয়ে পড় কেন? ওমা! আমার ভয়ই কোত্তে লাগ্‌ল!

সুসার। কি ভয়? কখন? কি দেখে?

নীল। কি দেখে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? বড় ন্যাকা! বেচারা ঐ রকম সকম দেখে সোরে পোড়্‌লো। আমার এমনি বোধ হল যেন তুমি গে লাফিয়ে ঘাড়ে পোড়্‌লে। সে তো এমন তেমন চাউনি না; এই ঠিক যেন বেরালে ইন্দুঁর ধরা চাউনি!

সুসার। আপনি যে ডাইন ঝাড়ান মন্ত্র পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেন দেখি। আকাশ থেকে পোড়্‌ল বুড়ী ন্যাক্‌ড়া চোক্‌ড়া এক ঝুড়ি। এক্‌টু নর লোকে বুঝ্‌তে পারে এমনি কোরে বলুন।

নীল। হায় হায়! একেবারে গৌ বেচারা? আচ্ছা, তুমি যথার্থ বল দিখি তুমি কিছু বুঝ্‌তে পারনি?

সুসার। কি, আপনি বুঝি ঐ যুবতী স্ত্রীলোক্‌টি এই খেনে ছিল, তার্‌ই কথা বোল্‌চেন?

নীল। তোমার কি রকম বোধ হয়?

সুসার। না বলি ওর্‌ই কথাই বোল্‌চেন, তা নৈলে আর তো আমি কিছু দেখিনে। ভাল তা হলই যেন। তাতে হয়েছে কি? রক্ষে পেলেম। আমি বলি না জানি কি। তা আমি ওকে দেখ্‌ব বোলেও আসিনি, আর ও যে এখানে আছে তাও আমি জানিনি। হঠাৎ এসে পোড়্‌লেম, চক্ষু দুট আছে, কাজেই দেখ্‌তে হলো। ও যে দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি সে দিকে চাইনি, আমি যে দিকে চাইলেম, ও সেই দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজেই দেখ্‌তে হলো।

নীল। কপালে আছে ঘি, না খেয়ে করি কি? বিরিশি সিকের ওজনে এক লাথি মেরে বিঞ্চবে নম? ওকে কি বলে কাজেই দ্যাখা? আর তো কিছুই বাকি ছিল না, স্বদ্ধ লাফ্‌টি দিয়ে ঘাড়ে পড়া, এই টুকু হলেই বেরালের সিকের আর যতদূব তা হয়ে গিছ্‌ল।

সুসার। তা এ কথার আর আমি কি বোল্‌ব। এর তো আর লেখা পড়াও নেই, সাক্ষী সাবুদও নেই। তবে আপনি যা বলেন তাইই ভাল। তা যাক্, হাসি তামাসা যাক্, ওটি কে?

নীল। যে হোক, তাতে তোমার কি এল গেল? তুমি তো পরমহংস; তুমি কারো দিকে চাওও না, কারো খবরেও তোমার দরকার নেই।

সুসার। না না, তামাসা না, সত্তি যথার্থ ওটি কে?

নীল। বড় ব্যস্ত যে? না না, তামাসা না, সত্তি যথার্থ, ওটি কে, তোমার যেন আর কোন কথা ভাল লাগ্‌চে না!

সুসার। আঃ! আপনি বড় কচালে মানুষ। যাক্ তবে আপনারও বোলে কাজ নেই, আমারও শুনে কাজ নেই। না শুন্‌লে ভাত হজম হবে না এমন তো কিছু নয়? (মুখ ভারি)

নীল। তুমি যে যথার্থই চোট্‌লে দেখি। আমার এমনি বোধ হচ্চে যে আমি যদি না বলি, তবে তুমি এই খেন থেকে উঠে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

আর আমাকে গালাগালি দিতে দিতে চোলে যাবে! না শুন্‌লে যদি ভাত্‌ই হজম হয়, এমন বুঝ্‌তে পার, তবে এত ঘ্যাঙাচ্ছো কেন বল! বস্‌, ও কথা ছেড়ে দাও, অন্য ভাল দুট গোঁসাই দেবতার কথা কও।

সুসার। তা মন্দ কি? আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি এই জন্যে যে, মানুষটি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, এমন সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তাই বলি যে কে? এই। তা না হলে আমার জিজ্ঞাসার্‌ই বা প্রয়োজন কি? আর জান্‌বারই বা দরকার কি?

নীল। ওঃ! তা এই বই তো না। তবে যাক্‌ ও কথা, এখন কাজের কথা হোক্‌। এবার তোমাদের ও অঞ্চলে ধান হয়েচে কেমন?

সুসার। দেখুন! একজন ভদ্রলোকে এক্‌টা কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে তার উত্তর করা উচিত।

নীল। তা হ্যা দ্যাখ, ঠাকুর্‌পো! আমাদের যদি উচিত অনুচিত বোধ থাক্‌বে, তবে আর আমরা মেয়ে মানুষ কেন বল দিখি? ভাল তা তুমিই কেন ও কথা ছাড় না?

সুসার। কেন, বোল্‌লে কি কিছু দোষ ছিল নাকি?

নীল। বালাই! দোষ? ছি! অমন কথা কয় না। দ্যাখ! পুরুষ মানুষের বুদ্ধি বড় বটে, কিন্তু তাই বোলে মেয়ে মানুষ যে একেবারে জানোয়ার, তা নয়। মেয়ে মানুষও মানুষ। তোমরাই যে দাঁড়িয়ে চল, আর আমরা যে উবুড় হোয়ে চলি এমন নয়। স্ত্রীলোক্‌টি বড় সুন্দরী, এই জন্যে জিজ্ঞাসা কোচ্ছ। সুন্দরী হয় ঐই আছে, তোমার তাতে কি? তুমি কি কোম্পানির সরকার থেকে যত সুন্দরী স্ত্রীলোকের তালিকা কর্‌বার কর্ম্ম পেয়েছ নাকি? ময়রার দোকানখানি দিব্বি সাজান, জিনিসগুলি দিব্বি পরিষ্কার, আহা! এ দোকানখানি কোন্‌ ময়রার? কিন্তু টাট্‌কা রসে ভরা জিলিপিগুলি দেখে যে মন্‌টি লক্‌ লক্‌ কোচ্ছে, সে টুকু কেউ

দেখ্‌তে পাচ্ছে না। আচ্ছা, দেখি দিখি তুমি কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাক্‌তে পার। তুমি যতক্ষণ না স্বীকার কোর্‌বে যে, তোমার মন ঐ দিকে ঝুঁকেছে, ততক্ষণ আমি বোল্‌ব না।

সুসার। হাঃ হাঃ হাঃ! আপনি ভারি ঝানু। যথার্থ বোল্‌চি স্ত্রীলোক আপনার তুল্য সুচতুরা আমি দেখিনি। ভাল, আচ্ছা, হলই যেন আমার মন ঝুঁকেছে। এখন বলুন।

নীল। তবু তলায় একটু লাগাড় রাখ্‌লে? ভাল যাক্, আর কাজ নেই। ঐ ওঁর্‌ই নাম চারুকমল।

সুসার। অমরনাথ বাবুর কন্যা?

নীল। হ্যাঁ।

সুসার। সুন্দরী যাকে বোল্‌তে হয়! কি শরীরের যুত্, যেন গোখুর সাপ ফণা ধোরে দাঁড়িয়েচে! আহা! যখন আমার দিকে চেয়ে দেখিই চট্ কোরে মুখ ফিরিয়ে নিলে, তখন ঐ ইয়ারিং দুটি এমনি চক্ মক্ কোরে উঠে দুল্‌তে লাগ্‌ল, আমার বোধ হল যেন, আমার প্রাণটির গায়ে গিয়ে ঠুক্ ঠুক্ কোরে লাগ্‌তে লাগ্‌ল। আর ইয়ারিং আমি যত রকম দেখিচি, তার মধ্যে এই রকম্‌ই ভাল।

নীল। ও মা, কি হবে! এত গন্‌গোনে আগুণ ছিল এই ছাইয়ের মধ্যে! এর মধ্যে এত দূর হল যে অমন ইয়ারিং আর দেখনি। যে যার নজরে লাগে তার নাকে একটা বিস্ফোড়া হলেও বোধ হয় যে নাকে বিস্ফোড়া হওয়াটাই সুশ্রীর প্রধান লক্ষণ। হাঃ হাঃ!

সুসার। না, না, সে তামাসা যাক্। আচ্ছা, অমরনাথ বাবুর মেয়ে, তা,—তা,—তা,—ওঁর বুদ্ধি সাধ্য কেমন? আর লেখা পড়ার কথা তো শুনিইচি, এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন উনি।

নীল। বুদ্ধি? তা এই বোঝ যে আমাদের একে জায়গাতে বাড়ী,

চিরকাল একত্রে, আর উনি আমার চেয়ে প্রায় চার বচরের ছোট ; কিন্তু উনি যখন কথা কন, তখন আমরা অবাক হয়ে হাঁ কোরে ঐ মুখের দিকে চেযে থাকি। আমাব এইখেনে ছাড়া আর কোনস্থানে যাওয়া নেই, কিন্তু কোথা থেকে যে সব নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব আসে, কিছুই বলা যায় না। আর লেখা পড়ার কথা তুমি বোল্‌লে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান। তোমার এইই সীমা বোধ হল। তবে তোমাকে দ্যাখাতে হল, (বাক্‌স হইতে একখানি চিঠি লইয়া প্রদান) এইখানা পড় দেখি।

সুসাব। (চিঠি পাঠ) "প্রিয়সখি! তোমার ইচ্ছানুযায়ী লীলাবতী নাটকখানি পাঠে যথোচিত সন্তোষ লাভ করিলাম। ঐ গ্রন্থ প্রকাশ কালে উহার দোষ গুণ সম্বন্ধে পেট্‌রিয়ট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি কথার প্রতি আমার অতি সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিবাদ উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, উক্তগ্রন্থ পাঠে তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল ; এবং গ্রন্থকর্ত্তার কৌতুক-শক্তিরও প্রশংসা করিয়াছেন। তবে নাটকের যে প্রধান দুটি গুণ, তাহা সম্যক রূপে যে লীলাবতীতে প্রকটিত হইয়াছে, পেট্‌রিয়ট কর্ত্তৃক সেটি স্বীকৃত হইল। কিন্তু তবে আবার কি নিমিত্তে ঐ গ্রন্থকে নাটক সম্বন্ধে মধ্যম বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। হরবিলাসের বিষয়ে পেট্‌রিয়ট বলিয়াছেন যে, এটা গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রম। কেননা হরবিলাস ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া, সুদ্ধ কৌলীন্যের প্রতি এতাদৃক অধ্যবসায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু জনপদে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক এক ব্যক্তির এককৈক বিষয় সম্বন্ধে এতদ্রূপ দৃঢ় সংস্কার থাকে যে, যদিও অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারে সে মতের বিপরীত কার্য্য করা হয়, তথাচ সেই বিশেষ বিষয়টি উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তির কার্য্য এবং কথাতে এমনি বোধ হয় "শ্যাম যেন সে শ্যাম নয়"। অনেকে এমন আছেন ঈশ্বর মানেন

না, এবং মনুষ্যের মৃত্যুই জীবনের সীমা বলিয়া গণ্য করেন। অথচ রাত্রে ঘরের দাওযায় আসিতে হইলে তাঁহাদের স্ত্রী পশ্চাতে না দাঁড়াইলে ভূতের ভয়ে বাহির হইতে পারেন না। এবং হাঁচি টিক্‌টিকি পোড়্‌ল, তো যাত্রা ভঙ্গ হল। ইহাতে আমার বোধ হয় যে গ্রন্থের ব্যক্তিবৃন্দ সম্বন্ধে যদি কোথাও মনুষ্য স্বভাব বিশেষ চিত্রিত হইয়া থাকে, সে ঐ হরবিলাসেতেই হইয়াছে। এবং তাহাতেই গ্রন্থকর্ত্তার মনুষ্য-স্বভাব-তত্ত্ব নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু পেট্‌রিয়টের বিরুদ্ধে যে আমি এতাদৃক কঠিন বিষয়ে কোন কথা কহিতে সাহস করি, এ আমার সীমা বহির্ভূত কার্য্য। অতএব তুমি এই পত্র পাঠানন্তর খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে সমর্পণ করিও।

তোমার প্রেম-পিপাসিনী
চারুকমল।”

ছোট বউ ঠাক্‌রুণ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। এই চিঠিতে যে সকল কথা বোলেছে, তা যে তন্ন তন্ন বিচারে প্রামাণ্য কি অকাট্য হবে, তা কখনই নয়। কিন্তু এতদ্দেশীয়া স্ত্রীলোক আর এই অল্প বয়সে যে পেট্‌রিয়টের ইংরাজী কথা সকলের মর্ম্ম বুঝে তার সম্বন্ধে এরূপ কথা বোলেচে, এই যে বাক্‌রোধের বিষয়। ভাল, ছোট বউ ঠাক্‌রুণ! আমি একটা কথা বোল্‌তে চাই। তা আপনি যে বিদ্রূপ করেন, তাতেই যে ভয় করে।

নীল। “তম্বুরা যতক্ষণ খাঁটি আওয়াজটি না দ্যায়, ততক্ষণ কাণ মলা খায়।” তুমি সরল ভাবে চল তো আমিও সরল।

সুসার। আচ্ছা, এই কথাই ভাল। তা আমি এমন কিছু ইয়ে কথা বোল্‌ছিনে। আমি সুদ্ধ এই বোল্‌চি যে, উনি তো রূপে গুণে এমন, তা আচ্ছা, তা,—বলি—তা,—ওঁর বিবাহ হয়েচে কোথায়?

নীল। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা! সে কথা স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এমন যে অলৌকিক রূপ গুণ, এ যেন স্তম্ভিত বায়ু রোগগ্রস্ত বিদ্বানের বিদ্যা হলো।

সুসার। আহা, সেকি সেকি? একটা কুপাত্রে—না অমরনাথ বাবু কুলীন কি ধনী বোলে যে এমন কন্যা কুপাত্রে দেবেন এতো কথাই নয়।

নীল। কুপাত্রে কেন হবে? তা নয়। উনি বিধবা!

সুসার। আহা হা! তবে তো দুঃখের বিষয়। আমি মনে কোচ্ছি-লেম যে হয় তো বিবাহই বুঝি হয়নি, এই জন্যেই এত কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম। ভাল তা বিধবাই যদি হয়েচেন, তা, তা, তা, আর কি উপায় নেই? অমরনাথ বাবু আবার বিবাহ দিলিই তো পারেন?

নীল। তা তিনি থাক্‌লে বোধ হয় হোত। তাঁর সম্পূর্ণ মানস্‌ই ছিল, শুনিচি।

সুসার। হাঁ? তবে-তবে-তবে-(হস্ত যোড় করিয়া) আমি এই আপ-নাব দুখানি রাঙা পাযের সম্মুখে আমার এই মস্তক (ভূমে শির নত করিযা) লুণ্ঠিত কোচ্ছি, আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে এক্‌টি কর্ম্ম করেন।

নীল। কি বল না? তুমি যে পাহাড়ে নদীর মত দেখ্‌তে পাই। এই দেখ্‌লেম জলবিন্দু নেই পাথুরে বালীব গরমের চোটে তার নিকটে ঘ্যাঁসা যায় না; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে কানে কানে পরিপূর্ণ হযে খরতর বেগে মেল মন্দার উড়িয়ে নিযে চোলেছে। তুমি এই বৈঠকে কেঁড়িলি কোচ্ছিলে আমি বিয়ে কোর্‌ব না হ্যান্‌ না ত্যান্‌ না। আবার এর্‌ই মধ্যে একেবারে গড়াগড়ি!

সুসার। আমি যে আমার্‌ই জন্যে বোল্‌চি তা নয়। বলি বিবাহটা দেয়া বড় আবশ্যক।

নীল। রাম বল! তবে ভাল! আমি বলি তোমার্‌ই আপনার জন্যে। তা যখন নয়, তখন তুমি নিদ্রা দাওগে। মিছে পবেব ঢাক বাজিয়ে আপনার মাথা ব্যথা কর্‌বার আবশ্যক নেই।

সুসার। (হাস্য মুখে) আঃ! আপনাকে আব কোন মতে জিত্‌বাব যো নেই। তা হল যাক্, আমাব্‌ই জন্যেই বটে।

নীল। এ কথা ভাল। তবে কি বোল্‌ছিলে বল।

সুসাব। বোল্‌ছিলেম কি? বলি আচ্ছা, তা বিবাহের বিষয়, ওঁর নিজের কি রকম অভিপ্রায়?

নীল। তা কি জানি? তা বোল্‌তে পাবিনে!

সুসাব। তা আপনি কোন কৌশলে এই কথাটা নিতে পারেন?

নীল। কৌশল? আমার কৌশল ওঁর কাচে অমনিই হবে, যেমন তোমার কৌশল আমার কাছে হল। কৌশল কৌশল ওখানে চোল্‌বে না। ওঝা মোরে ভুত হলে সে ভুত ছাড়ান যায় না। তুমি যে মন্ত্রে ঝাড়াবে, সে মন্ত্রটি সে আগে বোলে বোসে আছে।

সুসার। আচ্ছা, তবে আপনি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন যে, ওঁব অভিপ্রায কি?

নীল। কি, তোমার নাম কোরে? না সুদ্ধ বিবাহের ইচ্ছা আছে কি না, এই।

সুসার। না না, বিলক্ষণ! আমার নাম কোরে? সুদ্ধ বিবাহেব প্রতি কি রূপ প্রবৃত্তি।

নীল। তা আচ্ছা, দ্যাখা যাবে শুভিতে মত।

সুসার। না, দ্যাখা যাবে না, আমাব মাথার দিব্বি। আব শুভিতে মত না, শীঘ্র। আজ্‌ই। তবে আমি এখন চোল্‌লেম।

[প্রস্থান।

নীল। এক খানা ঘোট্‌ল বড় মন্দ না। কোত্থাও কিছু নেই, হঠাৎ ছুপুর বেলা দপ্‌ কোরে ঘরের মট্‌কা জ্বলে উঠল্‌। সুসারের তো ঘোর সন্নিপাতিক উপস্থিত—যেমন দাহ, তেমনি পিপাসা, তেমনি আগুন ছুট্‌ছে। চোক মুখ বন্‌ বন্‌ কোচ্ছে, এক একবার ঝেঁকে ঝেঁকে উঠ্‌চে। নাড়ী নেই। এর তো ঔষধ আবার বাঘের ছুধ। আমার সইয়ের কাছ্‌থেকে যে ফুল গড়ান, সেতো অল্প মাথা কোটার কর্ম্ম না। চেষ্টা কোর্ত্তে হয়েছে। এ বিবাহটি ঘোট্‌লে বড় সুখের হয়। আহা! আমার সই যে এমন অপূর্ব্ব শতদল, এ কেবল বৈধব্য শিশিরে শুকিয়ে যাবে? আবার সুসারও সইয়ের যোগ্য পাত্র। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি স্বভাব। দেখি কি হয়।

(চারুকমলের পুনঃ প্রবেশ)

এস, এস,। সই! তোমাকে দেখ্‌লে আমার মন্‌টা এমনি উল্লাসিত হয় যেমন চক্রবাক সমস্ত রাত্রের বিচ্ছেদের পর প্রাতঃকালে চক্রবাকীর মুখ দেখ্‌লে, যেমন দরিদ্র সন্তানের রাজকন্যা পত্নী মণিমুক্তা জড়িত অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে তার পার্শ্বে এসে প্রথম শয়ন কোর্‌লে, যেমন বিবাহের পরেই পুরুষ বহুদিন প্রবাসী হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন কোরে স্ত্রী যুবতী হয়েচে দেখ্‌লে।

চারু। হঁা, আর যেমন ব্রহ্মদৈত্যি শাঁখচিন্নী দেখ্‌লে। ও এয়েছিল কারা?

নীল। তুমি কি বাড়ীতে গিছ্‌লে নাকি?

চারু। না আমি সইমায়ের কাছে বোসে ছিলেম। ও এয়েছিল কারা?

নীল। কি ও? তোমারও যেন কিছু গোরু হারান মানুষের মত ফুল্‌কো চোখো রকম্‌টা দেখ্‌চি যে!

চারু। যার যেমন মন। যার অরুচি হয় সে রাঁধুনীর সঙ্গে ঝক্ড়া কোরে বাড়ী সুদ্ধ লোক্‌কে সাক্ষী মানে, মনে করে সকলের মুখেই বুঝি বিস্বাদ লেগেচে। আমার দোষের মধ্যে এই যে আমি জিজ্ঞাসা করিচি যে ও কারা এসেছিল। আমার বোধ হল যে, ডাক্তার এসেছিল, তাই বলি কি বোলে গেল ?

নীল। আমার ডাক্তারও এসেছিল, আর তোমারও ডাক্তার এসেছিল।

চারু। আমার ডাক্তার যম। না যথার্থ, ও এসেছিল কে ? ডাক্তার ?

নীল। এই তো ? এইবার তো ধরা পোড়েচ ? আগে জিজ্ঞাসা কোল্লে এসেছিল কারা। এখন যে আবার ফস্ কোরে বহু বচন ছেড়ে এক বচনে পোড়্‌লে,—এর মানে কি ?

চারু। বাজার সওদাতে ব্যাকরণ খাটালে চলে না। তা তোমার কথা তো বোলিচি। যে চড়ক গাছে উঠে ঘোরে, সে মনে করে যত মানুষ গোরু গাছ পাথর সব্‌ই ঘুচ্চে। এক জনের কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি এই যে, দুজন্‌ই তো আর ডাক্তার নয়।

নীল। দাগ্‌টা ধুলে বটে লেবুর রস্ টস্ দিয়ে, কিন্তু ভাল কোরে ছুট্‌ল না। ভাল থাক্, আর কচালে কাজ নেই। ও এসেছিল, ঐ যে পিছনে ছিল, সেই ডাক্তার, আর যে আগে, সেই হোচ্ছে সুসারময় রায়।—আমার মাস্‌তুত দেওর।

চারু। ঐ তোমার সেই মাস্‌তুত দেওর ?

নীল। হ্যাঁ ?

চারু। আহা ! উনি এখানে আসাতে এদেশের বড় উপকার হয়েছে। এই ব্রাহ্ম সমাজের সংক্রান্ত যে সকল উপকারক কার্য্য, তা এখন ওঁর্‌ই সাহায্যে চোল্‌ছে।

নীল। হ্যাঁ, ওর শরীরে সব্ই গুণ। ওতে খাদ্ নেই, খাঁটি।

চারু। যেন নারিকেল্‌টি।

নীল। কিও? ঠাট্টা কোচ্চ নাকি?

চারু। বিলক্ষণ! ঠাট্টা হল এটা? অর্থাৎ এই যে নারিকেলের সকলি গুণ। ওর জলেতে পিপাসা নিবাবণ, সাঁসে ক্ষুধা নিবারণ, মালাতে হুঁকো, ছোব্‌ড়াতে জ্বালানি কাঠ, আবার ভদ্রকুলে নৌকা বাঁধ্‌বার হামার, এই এতগুলি হয়, ওর আর কিছুই বাদ গেল না। তা যাক্, তুমি যে আমাকে বোল্‌লে যে তোমারও কি গোরু হারান রকম নাকি? এর কিছু মানে আছে। এই ও শব্দটিতে কিছু আছে।

নীল। ও শব্দটা আমাব্ হঠাৎ বেরিয়ে পোড়েছে। তা কি করি, যখন তুমি ধোরে ফেলেচ তখন বোল্‌তেই হল। তা ভাই ক্ষুণ্ণ হইও না, এটা স্বাভাবিক।

চারু। তুমি ভারি হিসিবী, বাড়ী কব্‌বার আগে নদীর পোস্তা বেঁধে রাখ্‌লে। ভাল, কথাটা কি তা শুন্‌লিই স্বাভাবিক কি অভাবিক তা বুঝ্‌তে পারা যাবে এখন।

নীল। সই! তুমি যে এক রকম হয়ে থাক্‌লে মন্দ না। যেমন শুনিচি কালীঘাটের কালীর শরীর যে দেখে তার চক্ষু অন্ধ হয়, তেমনি যে, তোমাকে দেখে লোক পাগল হতে লাগ্‌ল। ঐ একজন বিয়ে পাগলা ঠাকুর সেতো শুন্‌তে পাই বলে খেপে উঠেচে। আরও যে কত লোকের শরীর মশ্ মশে কোরেছে এখনও জ্বর প্রকাশ হয়নি এমন যে কত আছে তা বলা যায় না। আবার এই এমন যে সুসারময়, যাকে দেশ সুদ্ধ লোকে বুঝিয়ে দেখে ক্ষান্ত হয়েচে, কোনমতেই সে বিবাহ কোর্‌বেনা, সে ব্যক্তিও তোমাকে দেখে পা হোড়্‌কে এমনি আছাড় খেয়েছে যে, তার আর ওঠা ভার।

চারু। বল কি ? তবে যে বড় দুঃখের বিষয়। তা ভাই আমার দোষ কি ? শূয়া পোকার গায়ের লোমেতে লোকের অনিষ্ট হয়, কিন্তু সে পোকার তাতে দোষ কি ? তা সই আমি কি করি, আমার মৃত্যু না হলে এর্ উপায় নেই। তা তোমরা একটু অধিক চেষ্টা কোরে ওঁর বিয়ে দেয়াও না কেন ?

নীল। সে যদিও হোত তা আর হয় না। সে যে পড়া পোড়েছে তোমার উপর, সে যে আর কারো নাম শুন্‌বে এমন বোধ হয় না।

চারু। তা যারা বড় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের প্রতিজ্ঞা ভাঙলে একেবারে চুর্‌মার্ হয়ে পড়ে। যেমন কাঁচা মাটির চাপ্‌ড়া একখান পোড়ে ভাঙলে, সে দুই চারি খণ্ড হয়, আবার যোড়া দিলে যোড়া লাগ্‌তেও পারে। কিন্তু একটি কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙলে একেবারে ধূলো হয়ে যায়।

নীল। আচ্ছা সই, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনের কথা বোল্‌বে তো ?

চারু। তোমার সঙ্গে যত কিছু বলি, সব্‌ই মনের কথা।

নীল। আচ্ছা, তোমার বিবাহ কোর্ত্তে ইচ্ছে করে না ?

চারু। আমার বিবাহ ! আহা ! আমার বিবাহের টিকে হয়ে গেছে ! আর বিবাহ হবার যো নেই।

নীল। সেকি ?

চারু। যেমন ছেলেবেলা বসন্তের টিকে দিলে আর বসন্ত হয় না, তেমনি আমার ছেলেবেলা বিবাহের টিকে হয়ে গেছে, আর বিবাহ হবে না ! হাঃ হাঃ !

নীল। না না, যথার্থ তোমার ইচ্ছে কি হয় না ?

চারু। ইচ্ছে হোক্ আর নাই হোক্, আমার বিবাহ হবেই, আর সে অতি অপূর্ব্ব বিবাহ। আমার সব জ্ঞাতি বন্ধু এঁরা হবেন আমার পাল্কির

বাহক, কান্নার হুলুধ্বনি, আমার বর অনল, বাসর শয্যা চিতা, তাতে আমি অগ্নিকে হৃদয়ে ধারণ কোরে এই মনুষ্য জন্মের স্বরূপ যে রজনী, তাই প্রভাত কোর্‌ব। বরযাত্র যম আর তাঁর সহচরগণ, আর কন্যাযাত্র ভূত প্রেত। মড়ুইপোড়া পুরোহিত। ন্যাও এখন ফলারের যোগাড় কর।

নীল। আহা সই, তুমি এই কথা রহস্য ভাবে বোল্‌লে, কিন্তু আমার যথার্থ কান্না আস্‌চে। আচ্ছা, তুমি তামাসা ছাড়, যথার্থ তোমার মনের কথা কি, বল।

চারু। তবে যথার্থই যদি বোল্‌তে হয়, তো সে এই। যদিও কখন মনের ইচ্ছা হয়, তাতে জ্ঞানের সম্মতি হয় না। এমনিইতো মেয়ে মানুষের পক্ষে বিবাহ করা কেবল আপনার প্রাণটি বিপন্ন কোরে পরের বোঝা বওয়া। যেমন সেপাইরা ঐ কোব্‌তা গায়ে আর বন্দুক ঘাড়ে কর্‌বার আমোদে এক জনের জন্যে যুদ্ধ কোরে হয় তো প্রাণে গেলেন, আর না হয় তো নানা ক্লেশ কোরে আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে যদি যুদ্ধে এক্‌টি দেশ জয় কোল্লে, তবে সেটি হল যার চাকর তার্‌ই। সেই রকম স্ত্রীলোকে দশ মাস পর্য্যন্ত নানা কষ্ট পেয়ে সন্তান প্রসব হন। হয় তো ঐ সময়ই একে বারে নিকেশ, আর যদি বেঁচে গেলেন, তবে যে সন্তানটি হল, সেটি তিনি নিজে যার বিনি মূলে কেনা দাসী, তার্‌ই হল। ন্যাও এখন ও কথা ছাড়। আর ওতো একবার হয়ে গেছে, বস্‌, ঢের হয়েছে।

নীল। তুমিতো বোল্‌লে ছাড়, কিন্তু তোমার অবস্থাটি কেমন, যেমন—

রম্য সরোবরে আসি হেরি শতদল
—কলি অতি মনোহর রূপ তার।
মাতিয়ে প্রেম আমোদে হইল বিকল
—অলি ফিরিয়ে না যেতে পারে আর।

আশার আশ্রিত হয়ে ভ্রমে অহরহ
—কবে বিকশিত হইবে কমল।
আঁখির মিলন বাতে বাড়িছে দুঃসহ
—হবে প্রেমানল কেমনে শীতল।
হায় হায় হেনকালে দৈবের ঘটন
—বহে খর তর বেগেতে পবন।
কর্দ্দমে পড়িয়ে অলি হইল নিধন
—দহে শোকানলে প্রেয়সীর মন।
সময়ে ফুটিল কলি কোথায় রহিল
—বঁধু পুন আর ফিরে না আইল।
প্রেমের অঙ্কুর হতে বিরহে দহিল
—মধু চাকে হল চাকে শুখাইল!

সই তোমার অবস্থা এই, একি প্রাণে সয়?

চারু। হাঁ, অবস্থা ঐ বটে, কিন্তু তোমার ঐ ঘরে আগুন লাগা গতিক-টুকু বাদে। হায় হায় কি হলরে, গেলরে বাপ্‌রে, এগোরে, এটুকু তোমার কবিত্ব। তবে বিবাহ হলে কি অবস্থা তাও শুন:—

মাতঙ্গিনী বন, করে বিচরণ,
আপনারি মন, যেমন চাহে।
সুখে কাল হরে, নাহি ভয় পরে,
যে যেমন করে, তেমন তাহে॥

দৈবে লোভ বশে, কাঠ্গড়াতে পশে,
অম্নি নরে কশে, নিগড়ে বলে।
কোরে কারি কুরি, ভাঙ্গে ভারি ভুরি,
সব জারি জুরি, বিগড়ে কলে॥
গেল সে বাহার, আর কে কাহার,
কিঞ্চিত আহার, সুখের আশে।
না বুঝিয়ে সন্ধি, মানুষের ফন্দি,
হোতে হল বন্দি, দুখের পাশে॥
ঘটিল কি দায়, কথায় কথায়,
উঠায় বসায়, সামান্য নরে।
অঙ্কুশে গুমান, যায় যায় মান,
গাধার সমান, অমান্য পরে॥
পরাধিনী হয়ে, মরে বোঝা বোয়ে,
থাকৃতে হয় সয়ে, কাঁদিলে তো সেই।
নাহিক উপায়, বেড়ি কশা পায়,
খেতে দিলে পায়, না দিলে তো নেই॥

এই শুন্লে? তবে কাজ কি মিছে ঝঞ্ঝটে। মিছে একটু ঘোড়ায় চড়াব সক মেটাতে গিয়ে আজন্মকাল হাত পা ভেঙ্গে পোড়ে থাকা।

নীল। আচ্ছা সই, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা সুসারময় পাত্রটি কেমন?

চারু। বড় ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উর্মি যে আশায়

পোড়েছেন, তাতে "পশ্চাতে ঝন্ঝনায়তে"। সেইটে ওঁকে বুঝিয়ে দিও যে উনি সোণার হরিণ খোর্জ্জে না যান।

নীল। আচ্ছা তুমি যে—তুমি তো কাকুথুই দেখে পালাও না, আর ওকে দেখে যে তুমি পালালে, এর কারণটি ভাই তোমায় বোল্‌তে হবে।

চারু। ভাই তুমি জান যে অনেক কাজ করা যায় কিন্তু তার কারণ বোল্‌তে পারা যায় না। এত আমি ওঁর সম্মুখ থেকে চোলে গেলেম এতো আর কিছু নিন্দনীয় কর্ম্ম নয়। অনেক কাজ নিন্দনীয়, অথচ কোন লাভ নেই, জেনেও করা যায়, যেমন কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমি আলাপ কোল্লেম না। আমি বিলক্ষণ মনে বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে একর্ম্ম অতি মন্দ, কারণ সে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হবে, যেখানে যাবে সেখানে আমার নিন্দে কোর্‌বে, যে এ কথা শুন্‌বে সে নিন্দা কোর্‌বে, আর আমি যে একটা অহঙ্কারী লোক, এ কথা লোকে জান্‌লে আমার যে কিছু গুণ আছে তা স্বীকার কোর্ত্তে ইচ্ছুক হবে না, বরং তার প্রতিবাদের কারণ খুঁজবে। আবার কথা না কওয়াতে যে কিছু সুখ তা ও হল না। তবু এমন কর্ম্ম আমরা কেন, অনেক বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকেও করেন। তা আমার যে ওঁর সম্মুখ থেকে সোরে যাওয়া, সেটা যে আমি কেন গেলেম তা বোল্‌তে পারিনে। আবার এখন তিনি এলে বোধ হয় এখনও ঐরূপ যাই। মনের মধ্যে কি জানি কেমন একটা হয়। তবে আমি এখন চোল্‌লেম।

নীল। (স্বগত) একটু কিছু না হয়েচে এমন নয়। ভাল দেখা যাক্, আপনি ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কতদূর হয়ে ওঠে। অধিক খোঁচা খুঁচিতে যে টুকু হয়েছে, তাও নিবে যেতে পারে। (প্রকাশ্য) আচ্ছা, কিন্তু রোজ একবার কোরে এস।

[চারুর প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ব্রাহ্ম সমাজ-গৃহ—দেশহিতৈষিণী সভা।

(মতিলাল দত্ত দ্বিজরাজ সোম এবং অন্যান্য সভ্যগণ। এবং রাধামোহন সরকার)

মতি। কেমন, দ্বিজরাজ বাবু! এক্ষণে আমাদের কার্য্যগুলি যথোচিত মতে নির্ব্বাহ হোচ্চে তো?

দ্বিজ। হাঁ মহাশয়, সুসারময় বাবুর সাহায্যে আর কোন ক্লেশ নেই।

মতি। আহা, কি শুভক্ষণেই সুসাব বাবু আমাদের এখানে এসেছিলেন! আবাব এই রাধামোহন বাবুর কাছে শুনিচি উনি নাকি অমরনাথের—আহা! নাম কোল্লিই হৃদয়ের মধ্যে এমনি হয় যেন গন্ধকের খনিতে জল প্রবেশ কবে—অনেকগুলি নিতান্ত নিঃস্ব ভদ্রলোককে গোপনে সাহায্য করেন। দিব্য ছোকরাটি। ওঁর চেহারাতেই কেমন এক্‌টা কোমলতা আছে। নাসিকার অগ্রভাগ্‌টি যেন ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত, আর তুমি যে কথাটি কও তার্‌ই উত্তর ঈষৎ হাস্যের সহিত দেয়া আছে। সেটি যে প্রকৃত হাসি তা নয়, তাতে এমনি ভাব্‌টি যে তুমি যে ওঁর সঙ্গে আলাপ কোচ্চ তাতেই উনি আহ্লাদিত।

রাধা। হাঁ, মহাশয়। আর এমনি একটি লক্ষণ আছে যে, ওঁর কাছে কোন কথা প্রস্তাবের পূর্ব্বেই এমনি বিশ্বাস হয় যেন উনি স্বীকৃত হবেন, আর এমনি ভাবে স্বীকৃত হন, যেন সেটা ওঁর নিজের্‌ই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ কদিন থেকে দেখ্‌চি যেন মনটা উচাটন। প্রাতঃকালে উঠে ওঁর মামার যে বাগান, সে তো এখান থেকে আধক্রোশ, সেই বিলের ধারে, তা নির্জ্জন বোলে সেই খেনে যান, আর আসেন স্নানাদি কব্‌বার সময়। সকল

কথারই এক অঙ্কুরে উত্তর। আবার কোন সময় হাসির কথাতে দুঃখ সূচক একটা শব্দ কোল্লেন, কখনও বা তার বিপরীত। ওঁর মামার বাড়ীর প্রচলিত নিয়ম মত তারা সব যখন তেল মাখ্তে মাখ্তে নানা প্রকার গল্প আরম্ভ করে, উনি সেই সময় ফশ্ কোরে উঠে একেবারে তাদের পূজার বাড়ীর দোতালার উপর গিয়ে পায়চারি করেন আর একা একা কি বোল্তে থাকেন। তারা খুঁজে ওঁকে পায় না, তার পর তাদের খাওয়া দাওযা হয়ে গেলে উনি আসেন। তা এখন তারা জেনে গেছে, এখন সেই ছাতে থেকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসে।

দ্বিজ। আমাদের এখানে অতি কম আসেন, আর যখন আসেন তখন যেন কোন মেযে মুখো লোক ভদ্র সমাজে গেলে অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত রকম, আর সকলের পাছে বসে, উনিও তেমনি। আর কখনও বা একটি পেন্-সিল আর কাগজ নিয়ে বোসে একটি স্ত্রীলোকের আকৃতি বিশেষ মনো-যোগের সহিত আঁক্তে থাকেন। তার পরে সেটা মনের মত হয় না, তার উপর দুট চারটে আঁচড় দিয়ে খারাব কোরে, আবার নূতন আর একটি আঁকেন। এই রকম দু তিনটা হোয়ে মনোনীত হয় না, শেষ যেন বিরক্ত হয়ে পেন্সিল কাগজ ফেলে উঠে চোলে যান।

মতি। এ বয়েসে এটি প্রীতে পতিত হওয়ার লক্ষণ।

রাধা। কোন কথাতেই তো মনোযোগ হয়না। সুদ্ধ দেখেছি আমা-দের চারুর কথা উপস্থিত হলে সে কথাটি উনি যেন শিশুর মুটোর মত ধরেন, আর ছাড়্তে চান না।

মতি। বটে? তবে এইই কারণ। বোধ হয় তাকে কি গতিকে দেখেচেন। তা সে মেয়ে দেখ্লে যে কোন যুবা পুরুষের মন আকৃষ্ট না হবে সে কথাই না। আমাদের মেয়ে আমরাই যখন তাকে দেখি, যেন পূর্ণ চন্দ্রের মত, নজর পড়্লেই একটু দেখ্তে ইচ্ছা হয়। তা ওঁর সঙ্গে যদি

তার বিবাহ ঘটান যায়, তা হলে তো বড় সুখের বিষয়। রাধামোহন বাবু কি বলেন ?

রাধা। মহাশয় আমি বলি যে যদি এ ঘটনা হয়, তবে আপনারা যত কিছু কার্য্য কোরেছেন, ও বালিকাবিদ্যাই বলুন, আর দানশালাই বলুন, আর—আমি আমার মনের কথা বলি—অন্য বিধবা বিবাহই বলুন, এর তুল্য কিছুই না। কিন্তু সুসার বাবু তো বিবাহের উপর বড় চটা। ওঁকে অনেকে মত ফেরাবার চেষ্টা কোরেছে, কিন্তু কেউই পারে নি।

মতি। তা আপনি কিছু মনে কোর্‌বেন না। যারা প্রথমে গাঢ় হিঁদু থাকে তারা অন্য মতস্থ হলে একে বারে সে পূর্ব্ব ধর্ম্মের পরম শত্রু হযে পড়ে। কালা পাহাড়ের কথা আপনারা জানেন।

(তর্ক পঞ্চাননের প্রবেশ)

সকলে। প্রণাম! আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

তর্ক। ভাল ভাল। এতে তুষ্ট হওয়া গেল। তোমরা যে এখনও এ সকল প্রথাগুলি রক্ষা কর, এটাও মঙ্গল।

রাধা। মহাশয় যা ভাবেন তা নয়। আপনি মনে কোচ্ছেন যে, এ যে ভক্তি, এতে কাবো পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ফলাহারের নিমন্ত্রণ আর প্রধান বিদায় ধরা রোযেচে।

তর্ক। ভাল ভাল তা হলই বা? তাই মনে করলাম্‌ই বা? শ্রাদ্ধাদির বিদায় পত্র যে তা—বা—বা—বা—বা—সে তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের্‌ই অধিকার বটে। তাতে তো এমন্‌টি নয় যে—বে—বে—বে—বে আর কারু অধিকার আছে। আরে মতিলাল বাপা কথা কচ্ছ না যে? আর প্রধান বিদায়ের কথাটা যে বোল্লে, তাতো ধরাই তো রয়েছে বটে? তা বরং যেখানে যেখানে বৃহত্‌ কর্ম্ম হয়েছে সেখানে জেনে দ্যাখ। আর রামদুর্লভ শর্ম্মার ঘরের একুটি বিধবা স্ত্রীলোক থাক্‌তে যে এতদ্দেশের কোন

বৃহত্ ক্রিয়ার প্রধান বিদায় আর কেউ লয়ে যাবেন, তা সেটা আর নাইবা হল।

রাধা। মহাশয় তা শ্রাদ্ধ—

তর্ক। (উচ্চস্বরে) আবে শ্রাদ্ধই হোক্, আর বিবাহই হোক্, আর যা কিছু হোক্, সেটা আর নাই বা হল!

রাধা। মহাশয় ব্রাহ্মরা তো শ্রাদ্ধ—

তর্ক। আরে ব্রহ্ম শ্রাদ্ধই হোক, আর মুচির শ্রাদ্ধই হোক্, সেটা আর নাই বা হল!

রাধা। ব্রাহ্মরাতো—

তর্ক। আরে কি বিপদ! এ কথা লোয়ে তো আর অধিক বিতণ্ডার প্রয়োজন হোচ্ছে না। একে বারেই তো বোলে দেয়া গেল যে সেটা আর নাইবা হল! যাক্ সে সব কথা সেই তত্তৎকালে বুঝে লওনের কিছু বাধা হবে না। (মতিলালের প্রতি) এখন তোমাদের নিকটে আমি এলেম, এক্‌টা কথা কি জান? তোমরা তো এদিকে দিব্য শিষ্ট শান্ত সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট কিন্তু তোমরা কথগুল বড় কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচ। বালিকা শিক্ষাটা যদিও ব্যবহার বিরুদ্ধ তথাচ ভাল, পুরাকালে স্ত্রীলোক, যথা কর্ণাটের স্ত্রী, লীলাবতী প্রভৃতি বিদ্যাবতী ছিলেন; সে বিধায় বালিকা শিক্ষাটা কথক সহ্য করা যায়। কিন্তু বিধবা বিবাহ তো বাপু কস্মিন কালেও হয নি, এটি তোমরা কোন্ মতে কর?

রাধা। বিধবাবিবাহ কস্মিনকালে হয়েছিল কি না তা বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু বিধবার সন্তান হয়েছে এমন অনেক প্রমাণ আছে।

তর্ক। কি কি কি? কি বোল্লে কি বোল্লে? বিধবার সন্তান? হেঃ হেঃ হেঃ! তোমাদের যে কাণ্ডজ্ঞানটা এককালীন রহিত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আরে বিধবা কি না বিগতো ধবা যস্য। অর্থাৎ পতি বিহীনা স্ত্রী। তা

ভাল, যে স্ত্রীর পতি না থাক্‌ল, তার সন্তান হওয়া একথাই যে অপ্রসিদ্ধ।

রাধা। হবে না কেন এই——

তর্ক। (উচ্চস্বরে) আরে এ কথাই যে অপ্রসিদ্ধ। তাব তুমি আর কি বল্‌বার চেষ্টা পাচ্ছ? ভাল এই তো তোমার মাতা—তোমার মাতা বোলিই বোল্‌ছি, এমন সকলের্‌ই ঘরে আছে, কলিতে অল্পায়ু হওয়াতে তো বিধবার অভাব নেই—কেন এই আমার্‌ই মধ্যমা কন্যাটি, কি হেদে আমার ঐ ভগ্নী দুটি, বিষ্ণী আর দ্রবী, এদের স্বামীর পরলোক হওয়া পর্য্যন্ত তো কোই কারুইতো দেখি আর সন্তানাদি হয় না। আরে তা হবে কেমন কোরে? বিধাতার নিয়মের বিপরীত কার্য্য হবে?

রাধা। কেন, পরাশর মুনির গ্রন্থে তো বিধবা বিবাহের বিধি আছে?

তর্ক। কি কি কি? কি বোল্লে কি বোল্লে? পরাশর মুনি? নেখে দে তোর পঁনাছঁন্‌ মুঁনি। বড় এক পঁনাছঁন্‌ মুঁনি দেখে বোসেছে! (উষ্ণভাব সহিত) পরাশর মুনির গ্রন্থ যে গ্রন্থ বোলে জ্ঞান করে, তার কথাতে রামদুর্লভ শর্ম্মা প্রস্রাব কোরে দ্যান! (অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন)

রাধা। সে কি? পরা—

তর্ক। (উচ্চস্বরে) বলি রামদুর্লভ শর্ম্মা অমন কথাতে প্রস্রাব কোবে দ্যান! আর এত কথায় কাজ কি? ঐ গ্রন্থ তোমরা বড় মান্য জ্ঞান কোরেচ, ভাল তুমি ষাঁড়ের গোবর লয়ে এস, শর্ম্মারাম এই স্থানেতে বোসে—বে—বে—বে—বে—তোমার পঁনাছঁন্‌মুঁনির গ্রন্থ এই আদাবন্ত ঐ ষাঁড়ের গোবর দে কেটে দিয়ে যাবেন এখন। এ যদি না পারি তবে তুমি আমাকে মনুষ্য বোলে জ্ঞান কোর না। পঁনাছঁন মঁনি!!

রাধা। সে ষাঁড়ের—

তর্ক। ভাল, তুমি লোয়ে এস না ষাঁড়ের গোবর! তাতে তো আর

কিছু কষ্ট নেই! আর ওকে বলে কি-বি-বি-বি অর্থ ব্যয়ও নেই। কি জ্বালাতেই পড়া গেল। ভাল এটাও তো দেখ্‌তে পার্‌বে যে তর্কপঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুদ্ধ প্রগল্‌ভ্যতা কোরেই ব্যাড়ান, কি এঁতে কিছু বস্তু আছে। হেঃ হেঃ হেঃ! পঁনাছঁন মুঁনির গ্রন্থ!

(সভ্যগণকে পরস্পর গুপ্তভাবে হাসিতে দেখিয়া)

না না না। এতে তোমরা হাস্য কোর না। রাধামোহন আমার কাছে বিচারে পরাস্ত হলেন বোলে তাতে যে কিছু হাস্যের কারণ আছে তা নয়। ওঁরা এ সকল বিষয় জ্ঞাত হবেন কেমন কোরে? শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হওয়া তো কিছু সহজ ব্যাপার নয়? তা যাকৃ, আমি যে কথা বোল্‌তে এলেম তা যে এই মিথ্যা বাদানুবাদে ভেসে গেল!

মতি। কি কথা? আজ্ঞা করুন?

তর্ক। কথা কি জান? আমার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র তো বিবাহ বিবাহ কোরে এক প্রকার অপ্রকৃতই হয়ে পোড়েছেন বোল্‌তে হবে। তা ইতি-পূর্ব্বে তো কখনও নোদের রাজার কন্যা, কখনও অপর কেউ, এই ভাবে-তেই ছিলেন। ভাল সে বরং একদিন হলেও হতে পারে, যে হেতু যদিও আমার তাতে কুলমর্য্যাদার বিশেষ খর্ব্বতা বটে, কিন্তু জাতিবাদের ভয় তো ছিল না। হেদে সম্প্রতি অমরনাথের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, এই জন্যে তিনি এতাদৃক কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, যে আমাকে বোল্‌ছেন তোমাদের কাছে এই নিমিত্ত অনুরোধ কোর্ত্তে, এবং তাঁর গর্ভধারিণীকে বোল্‌ছেন সেই কন্যাটির মাতার কাছে এই কথা উপস্থিত কোর্ত্তে। তা আমি এতে আত্যন্তিক ভীত হয়ে পড়িছি। কারণ তোমরা তো এইরূপ কার্য্য করিই ব্যাড়াও। পাছে তোমরা গোবিন্দচন্দ্রের এ বিষয়ে হস্তার্পণ কর।

মতি। মহাশয়, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি হোচ্ছেন ব্রাহ্মণ, তাঁর সঙ্গে কায়স্থ কেন মেয়ের বিবাহ দেবে?

তর্ক। বাবু, তোমাদের এই সকল বঞ্চনার কথাগুলতে অধিক ভয় হয়। ব্রাহ্মণ বোলে তোমাদের পক্ষে প্রতিবাদ্‌টা কি? কায়স্থ হয়ে যদি ব্রাহ্মণেতে কন্যা দান কোর্ত্তে পারে, তবে তার পক্ষে তার বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? তুমি কায়স্থ তুমি একটা গবাশনের মেয়ে বিবাহ কোর্‌লে তার পক্ষে সেটা শ্লাঘার বিষয় হল না তো কি হল তা বল? অতএব আমাদের বিষয় বোধ আছে, আমাদের সঙ্গে এ সকল প্রতারণা করা বিফল।

মতি। তা যাই হোক্‌, এ কর্ম্ম কোন মতেই হোতে পার্‌বে না।

তর্ক। তা হলেই হল। তবে আমি এক্ষণে চোল্‌লাম।

[প্রস্থান।

(গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

গোবিন্দ। আপনাদের কাছে আমি এলেম একটা কথার নিমিত্ত। কথা এই যে মতি বাবু, আপনি তো হোচ্ছেন অমরনাথ বাবুর বন্ধু। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তা আপনারা অপরাপর বিধবার বিবাহ দেয়াচ্চেন, আর তাঁর কন্যাটির প্রতি তো কিছু মনোযোগী হন্‌ না দেখি?

মতি। ইচ্ছা আছে, ঘটনা হয়ে উঠ্‌লিই হোতে পাবে।

গোবিন্দ। ইচ্ছা যদি আছে তবে উপযুক্ত পাত্রাভাবেই হোচ্ছে না বোল্‌তে হবে?

মতি। সেই বই আর এমন কিছু প্রতিবন্ধক নেই।

গোবিন্দ। আমার সন্ধানে একটি অতি উৎকৃষ্ট পাত্র আছে, তার নাম শুন্‌লেই আপনারা খুসি হবেন।

রাধা। কৈ বলুন দিখি?

গোবিন্দ। (দক্ষিণ হস্তের সমুদয় অঙ্গুলি সমশির করিয়া বক্ষে আঘাত করতঃ হাস্যমুখে) এই আমি স্বয়ং! (সকলের মুখাভিমুখে চাহিয়া) কি, আপনারা যে কেউ কিছু আহ্লাদ প্রকাশ কোচ্ছেন না? বোধ হয় এটা

আপনাদের হৃৎপ্রত্যয় হোচ্ছে না যে আমি কুলমর্য্যাদা এবং জাতি-মাহাত্ম্য পরিত্যাগ কোরে এই কার্য্যে সম্মত হব।

রাধা। আরে ঠাকুর তুমি যে যথার্থই খেপে উঠেচ দেখি?

গোবিন্দ। এই দেখ। এ কথা তো আমি পূর্ব্বেই জানি তোমাদের বিশ্বাস হবে না। আচ্ছা তবে তোমাদের যাতে বিশ্বাস হয়, তা কোচ্ছি। (গলদেশ হইতে যজ্ঞোপবীত খুলিয়া) এই লও, এই লও, এই লও। (খণ্ড খণ্ড করিয়া নেপথ্যের দ্বারে নিক্ষেপ) এই পর্য্যন্ত গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্মণ ঘুচে ব্রাহ্ম হলেন। আর তো কোন সংশয় নেই? জগদারাধ্য কামদেব পণ্ডিতের সন্তান এসে যে ব্রাহ্ম হল, এতে যে আপনাদিগের কত বড় শ্লাঘার বিষয় তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন। আবার অমরনাথ বাবুর যেমন কন্যা তার উপযুক্ত পাত্র হল। দুই পক্ষেই চূড়ান্ত। যেমন কালীঘাটের প্রসাদীয় পাঁঠা, ধর্ম্ম পক্ষেও চূড়ান্ত, আবার খাদ্যের পক্ষেও চূড়ান্ত। তবে এক্ষণে আপনারা আর বিলম্ব কোর্‌বেন না, কারণ আমার মন ফিরে যাবারও কিছু বিচিত্র নেই। আরও একটা কথা আপনাদের কাছে প্রকাশ কোরেই তবে বোল্‌তে হল। সেই যে পাত্রী চারুকমল, তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা হয়ে আমার নিকট তিন চারবার লোক পাঠায়েছেন। তারা সকলেই এসে আমাকে সংবাদ কোরেচে যে চারুকমল দুখানি হাত যোড় কোরে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বোলেচেন যে তিনি আর বিলম্ব না করেন। সেই জন্যে আমারও এত ব্যস্ত হওয়া।

রাধা। কে বোলেচে তোমার সঙ্গে এ কথা তা তোমায় বোল্‌তে হবে। না বোল্‌লে তোমাকে এখান থেকে যেতে দিব না। কোন্ বেটারা যে পাগল ক্ষেপিয়ে তামাসা দ্যাখে, আমি একবার তাই জান্‌তে চাই।

গোবিন্দ। না না না। সেটা হয় না। তারা আমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ কোরে দিব্বি কোরিয়ে নিয়েচে। আর তাও যা হোক্, তারা আবার এ

কথাও বোলেছে যে, তাদের নাম প্রকাশ হলে, এ বিবাহই হইবে না। তা এর উপর তো আর কথা নেই।

রাধা। কি? বোল্‌বিনে? (গাত্রোত্থান করিয়া) ওঠ্ বামন ওঠ্ এখান থেকে। ফের্ যে দিন তোমার মুখে এ কথা শুন্‌ব, সেই দিন তোমার হয় পাগ্‌লা গারদ, নয় যমালয়।

গোবিন্দ। দেখ রাধামোহন বাবু! তুমি আমাকে চটিও না! আমি তোমাদের্‌ই ভালর জন্যে বোল্‌চি। নৈলে এর পরে হায় হায় কোরে পস্তাতে হবে। আমারও রাগ আছে। আমি একে বারে ধনুক ভাঙ্গা পণ কোরে বোস্‌ব যে, ও পাত্রী আমি কখনও বিবাহ কোর্‌ব না।

মতি। দূর হোক রাধামোহন বাবু, ওকে যেতে দিন। আর ও তো ক্ষেপেছে, তাতো সকলেই জেনেছে। তা ও যা ইচ্ছে তাই বলুক, ওতে আব কি?

রাধা। মহাশয় আপনি এ কথা ভাল বোল্‌ছেন না।—ও কোন দিন এক্‌টা বিষম কাণ্ড কোরে বোস্‌তে পারে।

মতি। এ কথাটা বটে। তা তার উপায় করা যাবে। এখন ও যাক্, (গোবিন্দকে) ঠাকুর! তুমি এখন যাও।

গোবিন্দ। তবে আপনারা আর বিলম্ব কোর্‌বেন না। আমি সকল কথাই ভেঙে বোল্‌লাম।

[প্রস্থান।

(সুসারময়ের প্রবেশ)

মতি। আসুন আসুন। আপনাকে আর বড় দেখ্‌তে পাওা যায় না যে?

সুসার। আজ্ঞে হাঁ, আমি আস্‌তে পারিনি ক দিন বটে। আপনাদের ইস্কুলের টিচর এসে পৌঁছেছেন যে।

মতি। বটে? বাঁচা গেল! সুশীলের জন্যে আমার এমনি ভাবনা হয়েছিল। ওকে এখানে রাখ্‌লেও সময় নষ্ট, আর একটা বিশেষ বিশ্বাসী লোক ভিন্ন ঐ ছেলে পাঠাই বা কেমন কোরে। আপনার সঙ্গে দেখা হল না কি?

সুসার। আজ্ঞে হাঁ। এখান্‌কার সব খবর জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন। তিনি আর তাঁর ওয়াইফ্, এঁর নাম মাস্‌টর গ্রেহাম। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে।

(মাস্‌টর এবং মিসেস্ গ্রেহাম প্রবেশ)

সকলে। গুড মর্ণিং!

সাহেব। গুড মর্ণিং টু ইউ অল।

সুসার। প্লীজ টেক্ ইওর্ সীট।

সাহেব। আপনারাও সকলে বসুন।

মতি। আজ্ঞে হাঁ বোস্‌চি। আপনি তো দিব্য বাঙ্গলা বলেন?

সাহেব। হাঁ মহাশয়, আমার বাঙ্গলা পড়া আছে।

মতি। বটে? তবে তো বড় ভালই হল। বালকদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

সাহেব। আপনাদের অনেক সুখ্যাতি শুনা গিয়েচে।

মতি। মহাশয় এই সকল সুখ্যাতির মূল এবং মূলাধার যিনি, তিনি যাওযাতে প্রায় সকলই লোপ হয়ে যাবার গতিক হয়েছিল। তার পরে এই সুসার বাবুর সাহায্যে রক্ষা হোচ্ছে।

বিবি। আমার বাপের সঙ্গে অমরনাথ বাবুর ভাল আলাপ ছিল।

সাহেব। তা আমি জানি। আমার সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা, ভিন্ন ভাব আদৌ ছিল না। তিনি যেখানে, আমি সেখানে, আমি যেখানে, তিনি সেখানে—এক পড়া এক সব।

মতি। আপনি কি ডব্‌টন কলেজে পোড়ে ছিলেন?

সাহেব। হাঁ মহাশয়।

মতি। মহাশয় আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত হৃদ্যতা ছিল, তখন তাঁর বন্ধুর কার্য্য আপনাকে কোর্ত্তে হবে এই যে,তাঁর একটি পুত্র আর একটি কন্যা আছেন, তাঁদের এক ঘণ্টা কোরে পড়াতে হবে। তাঁদের উভয়ের্‌ই এক পাঠ্, তবে কন্যাটি ইস্কুলে আসেন না, আর ম্যাথম্যাটিক্‌স পড়েন না। তার্‌ই নিমিত্তে স্বতন্ত্র পড়াবার আবশ্যক। তাঁদের দুজন্‌কে আপনি এক বার চক্ষে দেখ্‌লে আর আলাপ কোল্লে, আমি যে এই অনুরোধ কোচ্ছি, এ আপনার স্মরণ থাকুবে না। তাদের আপনাদের অনুরোধ আপনারা যা কোর্‌বে, তা অপরের অনুরোধ অপেক্ষা শত গুণ প্রবল!

সুসার। (দীর্ঘশ্বাস) ওঃ! মহাশয়! অদ্ভুত! অনির্ব্বচনীয়! অতুল্য! যেমন শিল্পকার লোকে গ্রহীতাদের ফরমায়শী কার্য্য সমাধা কোরে অবসর পেয়ে আপনাদের ক্ষমতা পরীক্ষার স্বরূপ মনের সাধে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করে, তেমনি জগদীশ্বর মানব বংশ সৃষ্টি কোরে অবসর পেয়ে মনের সাধে তাঁর আপনার নৈপুণ্যের পরীক্ষার স্বরূপ ঐটিকে সৃষ্টি কোরেছেন।

রাধা। (মতিলালের প্রতি) মহাশয় দেখ্‌লেন? চারুর কথা হলে সুসার বাবুর কিরূপ উৎসাহ?

মতি। হাঁ।

সাহেব। মহাশয় এটি আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। যদি তাঁরা না আস্‌তে পারেন, আমি তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে পোড়িয়ে আস্‌তে পারি।

মতি। মহাশয় সেইই আপনাকে কোর্ত্তে হবে। যে হেতু সে মেয়ে-টির এক্ষণে যৌবনাবস্থা, এজন্যে তার এতদূর এই গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত যাতায়াত করা সুবিধে হবে না।

সাহেব। ভাল ভাল, তাইই হবে। তবে মহাশয় এক্ষণে অনুগ্রহ কোরে অনেক লোক দিন যে আমার থাক্‌বার স্থান দেখিয়ে দ্যান, তা হলে আমার বোট থেকে সব জিনিশ পত্র উঠিয়ে লওয়া যায়।

মতি। লোক আর কি? চলুন আমরাই যাচ্ছি। আপনাব যা কিছু প্রয়োজন হয়, আমরা উপস্থিত থেকে সব বন্ধান কোরে দিচ্ছি।

সাহেব। বড় বাধিত হলেম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গণেশচন্দ্র চৌধুরীর বৈঠকখানা।

(অমৃতলাল এবং ডাক্তার প্রবেশ)

ডাক্। ওঃ! অমৃত বাবু! সেই আর এই! আপনি এতদিন কোথা ছিলেন?

অমৃত। অ্যাকেয়াব। আমি আপনার ডিস্‌পেন্‌সরিতে গিছ্‌লেম। শুন্‌লেম যে আপনি এই দিকে এসেচেন, তাই এখানে এলেম; নচেৎ আস্‌তেম না। সে যা হোক্ ডাক্তার বাবু! আমার সেই কালরূপিণী গাজনের রাত্রের অপরাধটি আপনার ক্ষমা কোর্ত্তে হবে। সেটি যখন আমার স্মরণ হয়, তখন এমনি ইচ্ছা হয় যে স্মৃতিকে আমার হৃদয় হতে খনন কোরে ফেলে দি।

ডাক্। সেকি? আমার তো তা আদৌ স্মরণ নেই। বরং আপনাকে না দেখে আর আপনার চিঠি পত্র না পাওয়াতে ভারি অসুখ।

অমৃত। বটে? আপনার মনে নেই? আমি তো সেই পর্য্যন্তই মদ ছেড়িছি।

ডাক্। সেকি? এই দু বচরের মধ্যে আসলে খান্‌নি?

অমৃত। একটি জায়গাতে অনেক পেড়াপীড়ি হওয়াতে এক সিপ্ নিছ্‌লেম, কোন মতেই ছাড়াতে পারুলেম না।

ডাক্। (স্বগত) তা যখন সে রাত্রের পবে হোয়েচে,—তা এক সিপ্‌ই হোক্, আর আধ সিপ্‌ই হোক্, তখন আর ভাবনা নেই। (প্রকাশ্য) বটে, এমন সমাচার? একেবারে ত্যাগ? কেন আপনার আন্দাজ বুঝে খেলিই তো হল?

অমৃত। সে কোন কাজের কথা নয়। ও যেমন অনেক দিন রোগে ভুগে উঠে লোক ভোজের নিমন্ত্রণে যায়, ভাবে যে আমি আন্দাজ মত আহার কোর্‌ব। সে কি হয়? এঁরা সব কোথায়?

ডাক্। এঁরা আস্‌চেন।

অমৃত। মাল নিয়ে। তা বুঝিচি। তবে আমি উঠ্‌লেম।

ডাক্। বিলক্ষণ! উঠ্‌লেম কেমন? এত দিনের পরে দ্যাখা।

অমৃত। তা আমি আর কোন সময় আপনার ওখানে গিয়ে দেখা কোব্‌ব। এখানে থাক্‌লেই দেখ্‌তে পাচ্ছি পেড়া পিড়ি হবে। তাতে আমি খাব না। কিন্তু তা হলে সকলে ক্ষুণ্ণ হবেন তো? তাতে কাজ কি?

ডাক্। কেন পেড়াপিড়ির দরকার কি? যার খুসি সে খাবে, তার জন্যে কি?

অমৃত। আমি মদ ছেড়িছি বোলে তো মদের গুণ ভুলিনি। সে সময় কি ঐ সব বিবেচনা থাকে? যেমন ছোঁড়ারা হোরি খেল্‌তে যেতে গেলে সাদা কাপড় দেখ্‌লে তাদের চোক টাটায়, তেমনি মাতালরা সহজ লোক দেখ্‌লে অসুখ হয়। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে!

(গণেশচন্দ্র এবং শীতল বোতল গ্লাস
সহিত প্রবেশ)

গণেশ। আরে অমৃত বাবু যে? কি মজার বাহার! আজ গোড়েন চোল্‌লো। তার পর আপনি এত দিন কোথা গিছ্‌লেন মথুরা আঁধার কোরে?

ডাক্‌। উনি একেবারে মগের মুল্‌কে গিয়ে পোড়েছেন।

শীতল। আপনার কথা আমাদের রোজ্‌ই হয়। গেলাস্‌টি হাতে কোর্‌লিই আপনার কথা আরম্ভ হয় আর কিছু ভাল লাগে না। আজ আপনাকে দেখে এখুনি লেসা বোধ হোচ্ছে।

গণেশ। যথার্থ বোল্‌চি অমৃত বাবু! এটা—তোমার ওর নাম কি—খোসামুদে কথা কোচ্ছিনে, আপনি যেমন মাল টান্‌তে পারেন এমন আমি কাক্‌খুই দেখিনি। সেই কালী পূজর দিন একা মদ্দ দেড় বোতল বেরাণ্ডিল আর এক বোতল—তোমার ওর্ নাম কি—কলারা।

ডাক্‌। তা আর মিছে সময় নষ্ট কোরে দর্‌কার নেই, এখন কাজ দেখ। ঢাল।

শীতল। "ও কথা শুনিলে আর কায্য থাকে কি!" (এক গ্লাস ঢেলে) অমৃত বাবু! ডাক্তার বাবুর দিকে চাইলে আর কি হবে এ দিকে চান।

ডাক্‌। আমি এক্‌টা কথা বোলে রাখি, উনি মদ ছেড়েছেন, আর খান্ না।

গণেশ। অ্যাঁ? মদ ছেড়েছেন?

ডাক্‌। হাঁ।

গণেশ। একেবারে?

ডাক্‌। একেবারের্‌ই মধ্যে বটে। সেই গাজনের রাত্রের পরে আর খায় না, তবে কোদিচ।

গণেশ। তবে ভাল। আমার একেবারে আণ্ডপুরুষ শুকিয়ে গিছ্‌ল। তবে আর কি? তবে নিন।

অমৃত। না না না, আমাকে ঐ বিষয়টি মাপ কোর্ত্তে হবে, তা নৈলে আমার আর আপনাদের এখানে বসা হয় না। ডাক্তার বাবু আচ্ছা মজার লোক্‌টি।

ডাক্‌। কেন? আপনি আমাকে যেমন বোলেছেন আমিও তো তাই বোলিচি যে, কোদ্দিচ। (শীতলকে) আচ্ছা, উনি যদি না খান, তো ওঁকে দিও না। (গণেশকে জেদ করিতে উদ্যত দেখিয়া ইঙ্গিতে বারণ)

অমৃত। (স্বগত) ডাক্তার যে যথার্থই ক্ষান্ত দিলে, আর যে বড় কিছু বলে না। মদও ক্রমে কম্‌তে লাগ্‌ল। এর্‌ পরে বোল্‌বে যা রান্না হয়েছিল সব উঠে গেছে, স্রুদ্ধ হাঁড়ির তলায় চাট্টি ভাত লেগে আছে। কেবল এঁটো মুখ করা। আঃ কেমন্‌ই জিনিস্‌টে কাঁচা তেতুলের মত, কাউকে সাম্‌নে বোসে কাম্‌ড়ে খেতে দেখ্‌লিই জিভের জল পড়ে। (প্রকাশ্য) মাল্‌টা কি দিশি না ব্রাণ্ডি?

ডাক্‌। দিশি। কেন সে কথা কেন?

অমৃত। না বলি ঐ রংটা নাকি লাল, তাই বলি বুঝি ব্রাণ্ডি।

শীতল। কেন, ব্রাণ্ডি হলে আপনি খান্‌ নাকি?

অমৃত। না না তা নয়। তা খেতে হলে আর ব্রাণ্ডিই বা কি, আর দিশিই বা কি? তাতে আমার কিছু আপত্তি নেই।

ডাক্‌। তা খেয়েই কেন দেখুন না। সত্তি অমৃত বাবু! আপনি না হয় আজকার দিন্‌টে একটু খান। এত দিনের পরে দেখাটা হল। শীতল, দাও একটু অমৃত বাবুকে।

অমৃত। না, সে কিছু না,—আমি আপন হাতে ঢেলে নিচ্ছি। শীতল একেবারে গ্লাস্‌টি ভোরে এমন ঢালে যে জল দেবার যো থাকে না।

গণেশ। আচ্ছা, আচ্ছা, সেই ভাল। হলিই হল, হলিই হল।

অমৃত। (বোতল গ্লাস লইয়া আনন্দ উচ্ছলিত মুখে) আমি জান্‌চি আপনারা আমাকে না খাইয়ে ছাড়্‌বেন না। আর এই ডাক্তার কি সামান্য ঘাগি ?

ডাক্‌। (ঘাগি বলাতে খুসি হইয়া হাস্য মুখে) কেন কেন আমি ঘাগি হলেম কিসে ? আমি আর কি কোল্লেম ? আমি কেবল এই কথাটি বোলিচি যে, কোব্দিচ্‌।

(গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

অমৃত। এই যে ভট্‌চায্‌, বড় কাহিল যে ?

গোবিন্দ। পিরীত!

অমৃত। আধ্‌কপালে ?

গোবিন্দ। না, এবার পুর্‌কপালে। দুই রগ্‌ই সমান ধোরেচে। সে দিকে যেমন তেজ, এ দিকেও তেমনি। যেন দুখানা এন্‌জিনে পরস্পর আঘাত হোচ্চে—যেন লোহায় আর পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে আগুন উঠে যাচ্চে।

অমৃত। এবারকার নূতন পঞ্জিকাতে রাজা কে ?

ডাক্‌। ওঁর সেই গতাজি পঞ্জিকাই চোল্‌ছে। ওঁর এখনও সাল ফেরেনি।

অমৃত। কি ? সেই চারু ?

ডাক্‌। হাঁ।

অমৃত। তবে যে উনি বোল্‌চেন দুদিকেই সমান, সেকি ?

ডাক্‌। সে টুকু ওঁর নিজের কথা। ওঁকে চড়ক গাছে ওঠা দেখে কতক্‌গুল ফোচ্‌কে ছোক্‌রা ঘুর দিচ্ছে, আর উনি সেই ঘুরের চোটে ও রকম দেখ্‌চেন। যা দেখ্‌চেন তাইই ঘুর্‌চে।

অমৃত। বটে ? তবে তো বড় দুঃখের বিষয়! মানুষটা তবে যথার্থই খারাব হল! ওর একটু বেশ কবিতা শক্তি ছিল। (গোবিন্দের প্রতি) তবে ভট্চায্! সেই গাজনের আমোদ আজ পর্য্যন্ত শেষ হয়নি ? পূর্ণাহুতির আর অপেক্ষা কি ?

গোবিন্দ। এখনও শিবের মাথায় ফুল পড়েনি, কিন্তু দুল্চে। আমি গিছ্লেম সে দিবস ব্রাহ্ম সমাজে মতি বাবুর কাছে, কথাবার্ত্তা শেষ হয়েছে। তাঁরা প্রথম বিশ্বাস করেন নি। তার পরে আমি পৈতে ছিঁড়ে সেই বৈঠকেই ব্রাহ্ম হলেম। আমি আপনাদের এখানে এসেছি এই জন্যে যে, আপনারা দেখ্বেন আমি আপনাদের সঙ্গে মদ খাব না। তাই দেখে আপনাদের এই কথাটি বোল্তে হবে যে আমি মদও ত্যাগ করিছি।

শীতল। তুমি যদি না খাও, তবে আমরা এক্খুনি গিয়ে বোলে আস্ব খেয়েচে, আর খাও যদি তবে বোল্ব খায়নি।

গোবিন্দ। নানা তা বোলনা তা বোলনা। আচ্ছা, দাও তবে আমি খাচ্ছি। আমার খেতে তো বাধা নেই। অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তারা না জান্লিই হল। (মদ্যপান) ভাল অমৃত বাবু! এ ভাব্টা কি বলুন দেখি।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

পিরিতি বিচ্ছেদ যদি, বিরোধী হয় পরস্পরে।
কেমনে, উভয়ে তবে, মম হৃদে বাস করে॥
তাহার প্রেমের শ্রোত, অন্তরে বহে সদত,
তবে কেন অবিরত, বিরহে হৃদি বিদরে॥

ভাবি যারে অহরহ, সে আর তার বিরহ,
একত্রে করে বসতি, মম হৃদয় কন্দরে ॥
যেমন বরিষাকালে, কভু হয় একেকালে,
ভানুর কিরণ আর, বরিষণ জলধরে ॥

শুন্‌লেন অমৃত বাবু! আমার একি ভাব বলুন দিখি? সুখাবহ দুঃখ, দুঃখাবহ সুখ; উষ্ণ বরফ, শীতল বহ্নি; অমৃতময বিষ, বিষময অমৃত; সুস্থ পীড়া, পীড়িত স্বাস্থ্য; মৃত জীবন, জীবিত মৃত্যু; ছাগমুখ বাগ, বাগমুখ ছাগ; গুঁপো মেযে মানুষ।

অমৃত। (ডাক্তারেব প্রতি) ঐ দেখুন বেশ বোল্‌ছিল, এব মধ্যে বাঘ মুখ ছাগ, গুঁপো মেয়ে——

গণেশ। থাকুন থাকুন, অমৃত বাবু এক্‌টু থাকুন আমি এক্‌টা কথা কোয়ে নেই। আচ্ছা উনি যে বোল্‌লেন গুঁপো মেয়ে মানুষ। আচ্ছা সে ভালই কথা। আচ্ছা তা গুঁপো মেয়ে মানুষ যদি হোতে পাবে, তবে—তোমার ওন্নাম কি—তবে তো দেড়ে মেয়ে মানুষও হোতে পারে? হা হা হা হা হা হাঃ!

(শীতলের হস্ত ধারণ করিয়া এক হেঁচ্‌কা টান দিয়া) আরে কি কোচ্ছহে, শুন্‌লে না?

শীতল। (উচ্চস্বরে) হাঃ হাঃ হাঃ। বা-বা-বা—সব্‌জিত বাবা!

গণেশ। কি মজার বাহার, কি মজার বাহার, আজ অনেক দিনের পরে অমৃত বাবু আসাতে কি মজার বাহার!

গোবিন্দ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি? এত বড় কথা? এত অপমান; আমি এই খেনে বোসে থাক্‌তে আমার সাম্‌নে এই কথা! এই গোবিন্দ শর্ম্মা চোল্‌লেন। এখানে যদি আর জল গ্রহণ করি তো সে গোহাড় গোরক্ত।

ডাক্। কেন তুমিও তো বোল্‌লে গুঁপো মেয়ে মানুষ ?

গোবিন্দ। সে আমার খুসি। আমার আপনাব মানুষকে আপনি বোল্‌লাম। এতে যদি সে মান করে, আমি না হয় পায় ধোরে তার মান ভাঙ্‌ব। আর ভাঙি আর নাই ভাঙি সে আমি বুঝ্‌ব। আর কোন্ বেটার কি ?

[প্রস্থান।

অমৃত। যথার্থই খেপেচে। ও মনে কোচ্ছে ওর ভালবাসা মেয়ে মানুষের্‌ই কথা হোচ্ছে।

(বলদবাহন মিত্রের প্রবেশ)

(ডাক্‌তারের প্রতি) এহ্! আপনারা শেষ্‌টা ছেলে ধরা হয়ে পোড়্‌লেন ?

গণেশ। বড় ছেলে নয়। ও কেমন মজার কথা সব বোল্‌বে এখন। বলতো বাবা আত্তারাম! হাঁ, এই যে তৈয়ের যে, এ কোথায় হল ?

বলদ। রোস রোস বাবা, আমার কথা বেরুচ্ছে না। গলা শুখিয়ে গেচে, এক গেলাস না টান্‌লে আর কিছু হোচ্ছে না। (আপনি বোতল গ্লাস লইয়া পান) এস বাবা এখন। কোথা হল তাই জিগেস কোচ্ছ ? আজ্‌কে বেড়ে দিন্‌টি; মেঘে আঁধার কোরে রেখেচে, এক্‌টু এক্‌টু জলও হোচ্ছে। তাই মামার বাড়ীতে গিছ্‌লাম। সেই খেনথেকে বেড়ে কোরে টেনে আস্‌চি, রামঘোষের বাগানে দেখি যে খাশা নিছু গুলি সব পেকে রোয়েচে। একে মদের মুখ, তায় নিছু, তায় আবার পরের বাগান; কাজেই ব্যাড়াটা টপ্‌কাতে হল। আমার এই লাটির দুটি বাড়ি মেরেচি আর বেটা এমনি বজ্জাত! অমনি টের পেয়ে আমাকে তেড়ে এল। আমি আর কোন দিগে যাবার যো না পেয়ে ওব্‌ই বাড়ীপানে দৌড়ুলেম। তা দেখি যে বেটা ধরো ধরো কোল্লে। তার পর ওর মাগ বেটী ওদের খিড়্‌কির উঠনে ধান

সেদ্দ কোচ্ছিল। তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে, সেই উনন থেকে একখান জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ওদের ঘরেব চালে ফেলে দিলেম। তাব পবে আস্তে আস্তে বাবুর মতন চোলে আস্‌চি।

গণেশ। সেকি! তাদের ঘর জ্বোল্‌ছে?

বলদ। যে খানাতে আগুণ দিইচি সেখানাতো বেড়ে জ্বোল্‌বে, তবে এই এক এক বার জল হোচ্ছে এতে আর গুল কি হয় বলা যায় না।

গণেশ। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা তৈয়ের ছেলে বাবা।

অমৃত। গণেশ বাবু! আপনি আবার ওকে বাহবা দিচ্ছেন? আহা! সে রাম ঘোষ বেচাবা অতি নিরীহ লোক, তাতে দুঃখী, খেতে পায় না। তার ঘরগুলি পুড়িয়ে দিয়ে এল, তাকে আবার বোস্‌তে দিচ্ছেন? এই হতভাগা ছোক্‌রাকে?

বলদ। হাঁ, বা ইয়ার! ফুব্‌ব্‌ব্‌ব্‌ব্‌, ক দাঁত? দিব্বি বুড়টি। আমি এম্‌নি এক্‌টি পেলে পুষি।

অমৃত। রোস, তোমার ওষুধ দিচ্ছি। (গাত্রোত্থান করিয়া) ওঠ্! ওঠ্ এখান থেকে। তা নৈলে তোমার কাণ ধোবে এক্‌খুনি তোমার বাপের কাছে নিয়ে যাব।

বলদ। হা! ছারারারারাবা! হোরি হায! এস তোমাকে এক্‌টু ভব-নদীর জল খাওযাই। (লাঠি লইয়া অমৃত লালেব মাথায় এক বাড়ি ও অমৃতলালের পতন) হাঁ বাবা, থাক এখন চুপ্‌টি কোরে কিছুকাল ভদ্দ-লোকের মতন। (ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ) এই যা! বেটার ষাঁড় এসে ঢুক্‌ল ঘরের ভেতর। গণেশ বাবু, সর সর সব, তোমার পিছনে আমি এক্‌টু লুকিযে থাকি। (গণেশের পশ্চাতে লুক্কায়িত)

ষাঁড়ে। আমাব সেই শালাব ঘরেব শালাকে দেখেচ তোম্‌বা কেউ? শালা গহনাব বাস্‌ক ভেঙ্গে এক যোড়া বাউটি বার কোরে নিয়ে মদ

খেয়েছে আর খান্‌কির বাড়ী গিয়েছে। (গণেশের পশ্চাতে উঁকি মারিয়া) এই যে, এই যে দেখ্‌চি। এই যত পাজি বেটারা সব একেস্তার হয়ে আমার ছেলেটি খারাপ কোল্লে। (বলদের প্রতি) শোন! তুই যদি আমার বাড়ীতে আর যাবি, তো তোর বাপ নরকে পোড়্‌বে! তোর চোদ্দপুরুষ নরকে পোড়্‌বে! তোর ছাপ্‌পান্ন কোট যদুবংশ নরকে পোড়্‌বে!

বলদ। দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো।—অমন কোরে আমাকে পিত্‌রি উচ্ছন্ন কোরে গাল দিলে ভালর চিন্নি নয় এই বোলে দিলুম।

গণেশ। তা তুমি কেন তেম্‌নি উত্তর দাওনা?

বলদ! আমি উত্তর দিলে এখুনি একটা লজ্জালজ্জি হয়ে বালি সু-গ্রীবের যুদ্ধ লেগে যাবে এখন।

শীতল। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি) আপনাকে সুগ্রীব বোল্লে। অর্থাৎ বাঁদোর।

ষাঁড়ে। অ্যাঁ! দেখেচ, দেখেচ, দেখেচ। ওরে তুই কাকে কি বলিস এ আক্কেল নেই। ও বেটা মুক্‌খু! ও বেটা গোরু!

বলদ। গোরু না বাচুর।

ষাঁড়ে। কি বোল্‌লি? রোস্‌ তোর্‌ বাপের বিয়ে দ্যাখাচ্ছি। (জুতা লইয়া বলদকে তাড়াইয়া উভয়ে প্রস্থান)

গণেশ। কোই ডাক্তার বাবু, অমৃত বাবুর চ্যাতন কোত্তে পারেন নি এখনও?

ডাক্‌। হাঁ, সাম্‌লেছেন।

অমৃত। (গাত্রোত্থান করিয়া) ওঃ! এই মদে আমার সব গিয়ে অবশিষ্ট প্রাণটা ছিল তাও যাচ্ছিল। এই পর্য্যন্ত মদ পরিত্যাগ। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন আমার নিতান্তই স্থির ছিল যে আমি খাব না। প্রথম বোতলের দিকে যখন নজর পোড়্‌ল, তখন যেমন অধিক

উচ্চ স্থান হতে নীচে দৃষ্টি কোল্লে মাথা ঝুঁকে পোড়্‌তে যায়, তেমনি আমার মন্‌টি ঝুঁকুতে লাগ্‌ল। যখন গেলাসে ঢালা হল তখন যেমন পতঙ্গ দীপ দেখ্‌লে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি আমার মনটা গিযে পোড়্‌ল। তখন ভাব্‌লেম আজকে খাই আর খাব না। কিন্তু এই রকমেই কুকর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না। অতএব——

সত্যই যদ্যপি পাপ্‌কে ভালবাস না।
হৃদয়েতে থাকে যদি হে ভাল বাসনা॥
প্রথমে কুসঙ্গ ত্যজ হইয়ে তৎপর।
কুকর্ম্ম ত্যজিতে তবে পারিবে তৎপর॥
শুভ কর্ম্মে সাত পাঁচ করিলে ভাবনা।
শেষে কি ঘটনা হবে তা কিহে ভাব না?
আজ কাল করি কভু হইবে না কাল।
পরেতে কালের করে হইবে নাকাল॥
অতেব সাধিব আমি আপনার হিত।
অদ্য হতে মদ্যপান করিব রহিত॥
প্রাণপণে এই পণ রাখিব অবশ্য।
যতন করিলে বশ্য হইবে অবশ্য॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলনলিনীর পিতৃ আলয় এবং অমরনাথের বাটীর পথ।

(গোবিন্দ মুখুয্যের প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি কুকর্ম্মই করিচি! আমি গিইচি একেবারে! জান্‌তে পাচ্ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি যে প্রেয়সী আমার হৃদয়ের মধ্যে গাড়ীর উপরে বোসে গাজন দেখ্‌চেন, আর এক একবার চক্ষু দুটি যেন রাহুগ্রস্ত অর্দ্ধ গ্রাসিত শশধরের ন্যায় আমার দিকে ঘুরে আস্‌চে। এ সব জেনে শুনেও আমি সেই গাড়ীর পাশে দাঁড়ায়ে এমন কথা বোল্‌লেম! ঐ, ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রেমময়ী বদন ভারি কোরে যেন গম্ভীর ভাবে আছেন। আর মুখে হাসিও নেই কথাও নেই। দুর্জ্জয় মান। এ মান সামান্য কথাতে যাবে না। তবে পায় ধোর্ত্তে হল।

(চারুকমলের প্রবেশ)

চারু। (গোবিন্দ মুখুয্যের পশ্চাতে) একটু পথ দিন তো গা!

গোবিন্দ। (চমকিয়া উঠিয়া চারুর মুখাবলোকন করিয়া চরণ ধারণ) ও প্রেয়সি! তুমি আমার হৃদয় ত্যাগ কোরে কোথায় যাও? প্রেয়সি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আর এমন কর্ম্ম কোর্‌ব না। এখন অবধি তোমাকে হৃদয়ে রেখে তোমার চরণ সেবা কোর্‌ব। এসো আমার হৃদয়ে এসো।

চারু। (সত্বর বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া বসিয়া উভয় হস্ত দ্বারা গোবিন্দের হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা) ওমা একি জ্বালা! ওমা কি হল! একি বিপদে পোড়্‌লেম আমি! ওমা আমি গেলেম যে! ওগো তোমরা কেউ নিকটে থাক তো আমাকে বাঁচাও!

গোবিন্দ। প্রেয়সি! এত নিদারুণ মান কোরনা? প্রেয়সি! এই আমি আর তোমাকে হৃদয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আমার হৃদয় আঁধার হয়েছে। আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমার চরণ ছাড়্‌ব না। আমার সমোচিত দণ্ড হয়েচে। এখন তুমি আমার হৃদয়ে এসো।

(সুসারময়ের প্রবেশ)

সুসার। (গোবিন্দ মুখুয্যের হস্ত ধারণ করিয়া এক টানে ছাড়াইয়া) ড্যাম্ ইয়র আইজ্। মূর্খ! গোঁয়ার! দস্যু! লম্পট! এত বড় যোগ্যতা! এত বড় সাহস!

গোবিন্দ। তুমি কে হে! তুমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছি অতীব দুষ্ট! অতীব ধৃষ্ট! অতীব নীচ! আমি আমার প্রেয়সীর চরণে ধোরে বিনয় কোচ্ছি, তুমি এর মধ্যবর্ত্তী হয়ে হস্তক্ষেপ কব্‌বার কেহে! আচ্ছা, তোমার সমোচিত দিচ্ছি (সুসারের গলাধরা)

চারু। আহা একি? আহা গলাটি টিপে ধোল্লে যে? কি হবে! কে রক্ষে কোর্‌বে! ওমা আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম যে! আর দাঁড়াতে পারিনে।

সুসার। হাঁ! তোমার নিতান্ত কুবুদ্ধি। (গোবিন্দ মুখুয্যেকে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া তার উভয় হস্ত পিঠের উপর করিয়া তাহার চাদরের দ্বারা হস্ত পদ বাঁধিয়া) থাক তুমি এখন কিছু কাল এই ভাবে। (চারুর প্রতি) আপনি আর এখানে বিলম্ব কোর্‌বেন না।

চারু। (হঠাৎ সুসারের হস্ত ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া) আপনি অনুগ্রহ কোরে আমাকে একটু এগিয়ে দিন। আমার ভয়ে গা কাঁপ্‌চে।

সুসার। তা আপনাকে বোল্‌তে হবে না, আমি তো সেই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। এই সায়ংকাল আর এই ঘটনার পরে আমি উপস্থিত থাকতে আপনি একা যাবেন? চলুন শীঘ্র। এখানে আর বিলম্ব করা নয়।

চারু। (নেপথ্যের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সুসারময়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইয়া) আমি এখন যেতে পারব। আপনার কাছে আমি চিরবাধিতা হলেম।

[প্রস্থান।

সুসার। এ জীবনে তার অধিক আর কোন বাসনা নেই।

(গোবিন্দ মুখুয্যের বন্ধন খুলিয়া) যাও! এমন কর্ম্ম আর কোর না। তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ আমি শুনেচি, তা নৈলে তোমাকে আমি জেলে দিতেম। (স্বগত) আমিও তথৈবচ।

গোবিন্দ। থাক তুমি! তুমি যে কর্ম্ম কোরেচ, আমি এই গ্রামের সকল লোক্‌কে বোলে তোমাকে এগ্রাম থেকে তাড়াব। তুমি আমাকে বেঁধে রেখে, আমার হৃদয়বিলাসিনীকে কদভিসন্ধিতে কুমন্ত্রণা দিতে দিতে লয়ে যাও!

[প্রস্থান।

সুসার। আজ আমার কি সৌভাগ্য! আহা! যেন প্রচণ্ড রবির তেজে তাপিত হয়ে কোন নিবিড় বটচ্ছায়াতে উপস্থিত হয়ে মন্দ মন্দ মারুত সহ-যোগে মধুর বেহালার ধ্বনি এসে এককালীন শরীর এবং মনকে শিথিল কোরে নিদ্রার আকর্ষণ হয়, আমার মনোমোহিনীর মুখ নিঃসৃত, "আপনার কাছে আমি চিরবাধিতা হোলেম" এ কয়টি কথাও তেমনি অনুভব হল। নিঃসন্দেহ, আমি আজন্মকাল যার মুখে যত কথা শুনিচি, তার মধ্যে এত মধুর কিছুই না। ঐ স্বর সংযুক্ত ঐ কথাগুলি এখনও আমার কর্ণকুহরে পর্ব্বত-গুহার ন্যায় প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে। ভাল তা যাক্, আমার হাতখানা ধরিই অমনি যে উত্তপ্ত লৌহ দণ্ডের ন্যায় ত্যাগ কোল্লেন, এর তাৎপর্য্য কি? এটা কি ভাল বাসার কোন চিহ্ন? না তা নয়। তা হলে অত শীঘ্র পরিত্যাগ কোর্‌বেন কেন? তবে আমি এই যে দুষ্টের হাত থেকে মুক্ত করিছি, তাইতে

আমার প্রতি যেন এক্‌টা আত্মীয়তা ভাব হয়েছে। সেই ভাব্‌টা হঠাৎ উথলে বাইরে প্রকাশ মাত্রেই লজ্জাবারি নিক্ষিপ্ত হওয়াতে দপ্ কোরে আবার বোসে গেল। কিম্বা এও হতে পারে যে, ভয়াকুলিত অবস্থায় ছিলেন, এই সময় আমি নিকটস্থ হওয়াতে সাহসের এক্‌টা অবলম্বন স্বরূপ নিকটে পেয়ে, যেমন জলমগ্ন লোকে যে কোন বস্তু হাতে পায় তাইই ধরে, সেই রূপ্‌ই হবে। এইই কথা। ভাল তা যেন হল। কিন্তু যাবার সময় যে ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, সেটি তো ওকথা নয়। হাঁ, এই আসল কথা। এ কথাটা ভাল কোরে স্থির হয়ে বিবেচনা কোর্ত্তে হোচ্ছে। গোলের কর্ম্ম না। ঐ চাউনিটের মধ্যে কেমন এক্‌টু তীক্ষ্ণ মনঃ সংযোগ ছিল। আল্‌গা ফাঁকা চাউনি এক, আর এ চাউনি এক। বস্, তবে আর কি ? এখন বিবাহের কথা উত্থাপন হলেই আর কথা নেই। কিন্তু এক এক জন এরূপ বোকা ধরণের লোক থাকে, স্ত্রীলোকে যদি সর্দীর জন্য খক্ খক্ কোরে কাশ্‌লে, তবেই সে মনে করে যে আমার উপর পড়্‌তা হয়ে ইঙ্গিত কোল্লে। আমার এটা তো সে ভাব নয় ? আঃ ! এ সন্দেহ আর মেটে না। যাক, ও কথায় আর কাজ নেই। ফল যে কিছু হোক, মন্দ কোন অংশেই নয়। তবে ভাল বাসার কথাটা স্থির জান্‌তে পাল্লে বড় সুখের হোত। ভাল দেখি কি হয়। আরও এক্‌টু লজ্জা ত্যাগ কোরে এক্‌টু বিশেষ চেষ্টা কোর্ত্তে হল। তা আমার প্রাণ যায় আমি কি করি। আর দোষ্‌ই বা কি, আপনার বিবাহের চেষ্টা আপনি করা, এই বই তো না। ওঃ তা হোক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কমলবাসিনীর বাস গৃহ।

(কমলবাসিনী, সুশীল, চারু এবং গোপীনাথের প্রবেশ।)

সুশীল। মা! এই যে আমাদের শিক্ষক সাহেবটি এসেচেন, ইনি বেশ পড়ান, আর যতক্ষণ ভাল না বুঝ্‌তে পারি, ততক্ষণ ছাড়েন না। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন।

চারু। কাল্‌কে মেম সাহেব আমাকে কোলে কোরে ছিলেন। আর বলেন আমাদের এমনি দুটি সন্তান হয়।

সুশীল। আমাকেও সাহেব সে দিন বলেন দেখি তুমি কত ভাবি? বোলে পাঁজা কোরে তুল্‌লেন।

কমল। তাতে আমার কিছু দুঃখ নেই। মা দুর্গার দয়াতে তোমা-দের দুই ভাই বোন্‌কে সকলেই দয়া করেন। আমার আর কি? তোমাদের দুটি ভাই বোন্‌কে যিনি দয়া শ্রদ্ধা করেন, আমি তাঁর দাসী। মেম সাহেব তো পাছে আমি আমার এই দুঃখের ভাব্‌না ভাব্‌বার সময় পাই, এই জন্যে রাত্ দিন্‌ই এই খেনে থাকেন। আবার সাহেব তাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাক্, বরং উনি আস্‌তে বিলম্ব কল্লে আরও শীঘ্র পাঠ্‌য়ে দেন।

ভৈরবী। (নেপথ্যে) অ সুশীলচন্দোর! সুশীলচন্দোর!

সুশীল। আজ্ঞে?

ভৈরবী। অ বাবা! তোমাকে আমি আজ কত দি-ই-ই-ন আর দেখ্‌তে পাইনে। তুমি আগে আগে এক্‌বার এক্‌বার আস্‌তে। এখন আর আমি মোরে গেলেও এক্‌বার ফিরে দেখ না। তা বাবা যেমন আমার বলদবাহন, তেমনি আমার সুশীলচন্দোর। বাবা তোমাকে

দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ্‌টা কাত্‌রায়। এই এক্‌টু এলে, এক্‌টু দেখ্‌লেম, কি হল মেঠাইটে সন্দেশ্‌টা হাতে কোরে দিলেম। মনটা তিরিপ্তি হল। এই আর কি ?

গোপী। ও বাপু! ইনি যে কল্‌সির কানায় মদু ঢেল্‌বের আম্বো কোল্লে দেখি। এ সকল মদু লয়, এর্ মধ্যে কিছু গুড় আছে।

সুশীল। আজ্ঞে এই যে আমি! (নেপথ্যের দ্বারে গিয়া অবস্থিতি)

ভৈরবী। (নেপথ্যে) এস, এস, হেদে ধর এই দুট রসগোল্লা খাও। (রসগোল্লা দান)।

গোপী। মা ঠাকুরুণ আপনি সুশীলকে ডাক। আমার মনটাতে বড় ভাল ঠাওর হোচ্ছেনি।

(বলদবাহনের প্রবেশ)

বলদ। (সুশীলের প্রতি) শালা! রসগোল্লা খেতে এয়েচ? যা তোর বাবার কাছে খেগে যা। (সুশীলের গালে এক চড় মারিয়া হস্ত হইতে রসগোল্লা কাড়িয়া লইয়া এককালীন আপনার মুখে দিয়া) যা শালা, এখন চোরে খেগে যা!

ভৈরবী। আরে বলদ! করিস্ কি? তুই ও খাস্‌নে, খাস্‌নে, খাস্‌নে, খাস্‌নে, খাস্‌নে, খাস্‌নে।

বলদ। চুপ কর্! ডাইনী, রাক্কুসী। ও বুঝি তোর ভাতার? (দুটি রসগোল্লা কোঁক্ করিয়া গিলিয়া) হা! (মুখ বিস্তার করিয়া প্রদর্শন) এই দ্যাখ্ নেই। পেটের মধ্যে চোলে গেছে। (পতন এবং মৃত্যু)

(ষাঁড়েশ্বর এবং ভৈরবীর প্রবেশ এবং রোদন)

[কমলবাসিনীর প্রস্থান।

ষাঁড়ে। হায় হায়, কি হল কি হল! ওরে বলদ! তুই কোথা চল্লিরে বলদ আমার বাড়ী ঘর দোর সব আঁদার কোরে, তুই পিট্ পিট্ কোরে

জোচ্ছনার মত, জল্‌ছিলি আর একেবারে বুজে গেলি? হায় হায়, আমি যে এত ছিষ্টি কোরে টাকা জমালেম, বিষোয় কোল্লেম, তা এখন সব চুলোয় দিলি? আরে আমার কপাল! (সুশীলের প্রতি) তুই বেটা বড় বজ্জাৎ,—বড় হারাম্‌জাদ। তুই ওকে কেন দিলি? তুই কেন খেয়ে ফেল্লিনে? তোরা ঘর সুদ্ধ সবগুলি হারাম্‌জাদার জড়্।

সুশীল। আমি গালে দিলে গাল টিপে বার কোর্ত্তেন, গলায় থাক্‌লে গলা টিপে বার কোর্ত্তেন, পেটে থাক্‌লে পেট চিরে বার কোর্ত্তেন।

ষাঁড়ে। তোদের ঐ ঝাড়ের মতন কথাই যে এই, তোদের ঐ ঝাড়ের মতন (সুশীলের গালে এক চড় মারিয়া) কথাই যে এই।

সুশীল। উহুহুহু! (রোদন) গিয়িচি, গিয়িচি। বাপ্‌রে! আমার বুঝি একুটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে।

(কমলবাসিনী পাগলিনীর ন্যায় আলুলায়িত কেশে প্রবেশ)

কমল। (সুশীলকে উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে) কে আমার বাছাকে মাল্লে? কে দুখিনী অনাথিনীর বুকে ছুরি মার্‌লে। আমার কেউ নেই। হে মা দুর্গা! তুমি সহায় হীনের সহায়, আমার এই হৃদয় (হৃদয়ে করপ্রদান) তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ কোরিচি। মা, আমার অর্থ নেই সামর্থ্য নেই। আমার কাছে কারও লোভেরও কারণ নেই, ভয়েরও কারণ নেই! তবে কেন আমার উপর এ অত্যাচার।

[সুশীল এবং চারুকে লইয়া প্রস্থান।

ষাঁড়ে। (স্বগত) উহ্! সুন্দুরি বটে। ছোঁড়াকে মারাটা ভাল হয় নি। তা নৈলে রসগোল্লার বিষয়টা কাটিয়ে নেয়া যেত।

গোপী। (রাগান্ধ হইয়া এক বৃহৎ লাঠি লইয়া) মা তোমার কিছু

ভয় নি। কে তোমার বাল্লক্কে মাত্তে এস্বে কোই এস্তে বল না, তাকে এক্কা লাঠিতে অগ্গোদিপের গুপীনাথ দেখিয়ে দি।

ষাঁড়ে। কি ও, গুপিনাথ! তুমি আমাকে মাব্বে? তা মাব, এখন আমার মরণ্টা হলিই বাঁচি। সুশীলকে না হক্ চড়্ডা মেরিচি। তা আমার এক্টি ছেলে মরাতে আমার জ্ঞান বুদ্ধি হারা হয়ে একাজ হয়েছে। ওর ঐ তাড়া তাড়ি গিল্তে বুকের কোড়ঙ্গে আট্কে মোরেচে। আমরা মানা কোচ্ছি যে সুশীলকে ও ছুট দিইচি ও তোর কেড়ে খাবার আবিশ্যক কি? তা না শুনে খেয়ে শেষ গলায় বেদে মোল। তা ছোট বউকে বুঝ্য়ে বল আমার তো এই সব্বনাশ হল। আমার বাড়ী ঘর মিথ্যে হল। তা আমি জ্ঞান হারা হয়ে এক কম্ম কোরিচি তা আর কিহবে। (রোদন)

[বলদ বাহনের শব লইয়া ষাঁড়েশ্বর ও ভৈরবীর প্রস্থান।

গোপী। আবার এক্টুথুনি স্যাউথুড়ি না কোল্লে হয নি। আমরা আর ধানের ভাত খাইনি। রসগোল্লা গলায় আট্কে মোরেচে। আমরা কিছু বুঝিনে। আমরা মানুষ লোই, বটে?

(মতিলাল, গ্রেহাম সাহেব এবং বিবি গ্রেহামের প্রবেশ)

মতি। কোথায, ও বাবা, সুশীল।

সুশীল। (নেপথ্যে) আজ্ঞে।

মতি। এই দিকে এসো। তোমার মাস্টর আর মেম সাহেব এসেচেন। (গোপীনাথের প্রতি) শীঘ্র দুখানা কেদেরা লয়ে এসো।

(সুশীলের প্রবেশ)

সাহেব। কিহে সুশীল, তোমার গাল্টা ফুলে উঠেচে আর লাল হযেচে কেন?

সুশীল। ও আমার জ্যেঠা মহাশয় মেরেচেন। (রোদনের সহিত) দেখেচেন নাকি যে আমার বাবা গিয়েচেন পর্য্যন্ত আরতো আমাদের কেউ নেই। মাল্লেও কথা কবার লোক নেই, কাটলেও কথা কবার লোক নেই। তাই মাল্লেন!

সাহেব। সে কি ? দেখি দেখি দেখি ? (সুশীলের হস্ত ধারণ করিয়া কোলে বসাইয়া) আহা, এ যে ভারি চোট লেগেচে ? কেন তোমার উপর এ আঘাত, এ দৌরাত্ম্য কেন ? (অশ্রুপাত)

বিবি। (অশ্রু পূর্ণ নয়নে আসিয়া) আহা, এত বড় নিষ্ঠুর লোকের কাজ! এমন চড় মেরেচে! আহা বাছার গাল্‌টাতে এক এক জায়গায় যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। (রোমালের দ্বারা সুশীল, সাহেব, এবং আপনার অশ্রু মোচন) চারু কোথায় ?

সুশীল। (অঙ্গুলির দ্বারা নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) চারু ঐ ঘরের ভিতর মার কাছে। মা কাঁদ্‌ছেন তাই তাঁকে পাঁজা কোরে ধোরে বোসে আছে।

বিবি। কোই কোই! দেখি! কোথায় তোমার মা! (নেপথ্য দ্বারে গিয়া) এ সব কি কার্‌খানা ? আমি তো সকাল বেলা আপনার এখান থেকে কথা বার্ত্তা কোয়ে গিইচি তখন তো কিছু গোল ছিল না ?

কমল। (নেপথ্যে) আহা আপনারা যে এ সময় আমার তত্ত্ব নিতে এসেছেন এতে আমি আপনাদের চরণে বিক্রীত হলেম। আমার আর কেউ নেই, কেবল আপনারা উভয়ে আর মতিলাল বাবু। আজকার যে এ কি কারখানা. কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। হে মা দুর্গা! সকলের অন্তঃকরণের কথা তোমার চখের আগে যেন বালকশিক্ষার বর্ণমালার মত সুস্পষ্ট আছে। আমার মনে যদি কিছু পাপ থাকে, যদি আমি কখনও কারো মন্দ ইচ্ছাও কোরে থাকি, তার সমোচিত শাস্তি এখনি দাও। ও ঘরের ঠাকুরুণটি

সুশীলকে বড় স্নেহের সহিত ডেকে তার হাতে দুটি রসগোল্লা দিলেন। এই সময় বলদ বাহন এসেই সুশীলকে এক চড় মেরে তাব হাত মুচুড়ে কেড়ে নিয়ে আপনি মুখে দিয়েচে। যেই গিলেচে, আর অমনি ঘুরে পোড়ে মরেছে। এই বড় ঠাকুর এসেই সুশীলের উপর আক্রমণ। বলেন তুই ওকে দিলি কেন, তুই কেন নিজে খেলিনে? বোলেই এক চড়!

চারু। (নেপথ্যে) আর বড় দাদা যখন আমার দাদার হাত থেকে কেড়ে নিলেন তখন জ্যেঠাই মা অরে তুই খাস্‌নে খাস্‌নে বোলে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে মানা কোত্তে লাগ্‌লেন, এমন কি একে বারে দৌড়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন! তা তিনি একেবারে মুখে দিই গিলে ফেল্‌লেন। গোপীনাথ দাদা আগে বোলেছিলেন যে ও জিনিশে আমার সন্দেহ হয়!

বিবি। বটে? এই জন্যে ও ঘরেও কান্না শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। তা আমি বলি কর্ত্তাটি কি তাঁর ছেলে বুঝি ঠাক্‌রুণটিকে পীড়ন কোরেছেন—যেমন নিত্যই হয়ে থাকে—তাই তিনি কাঁদ্‌চেন। তা ওঁরা কি বলেন?

কমল। ওঁরা বলেন, তাড়াতাড়ি গিল্‌তে গলায় বেধে মোরেছে।

বিবি। যাই হোক্‌, সাবধান হওয়া আবশ্যক। (সাহেব এবং মতি বাবুব প্রতি) আপনারা সব শুন্‌লেন?

সাহেব। হাঁ, শুন্‌লেম, গলায় বেধে মরাই অধিক সম্ভব।

মতি। যে মানুষের সম্বন্ধে কথা হোচ্ছে তাঁকে তো আপনি বিশেষ জানেন না। সে যা হোক্‌, সুশীলকে আর এখানে রাখা নয়। ওর তো এল, এ, কোর্স প্রায় ফিনিস্‌ হয়েচে, ও এখন কলিকাতায় যাক্‌, প্রেসিডেন্‌সি কলেজে পড়ুক্‌ গে। আমি আর ও ছেলে এক ঘণ্টার জন্যেও এখানে রাখ্‌তে পারিনে, আমার প্রাণ কাঁপ্‌ছে।

সাহেব। এতে আর কথা নেই, আজ্‌ই পাঠান।

মতি। কিন্তু একটি চিন্তার বিষয় যে সঙ্গে কে যায়। খান্‌সামা চাকর দুজন আর রসুয়ে একজন, এ আমি ঠিক কোবে রেখেছি। কিন্তু আপনারা একজন ওকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে চাই, তা নৈলে বিশ্বাস হয় না। দেখি আর যদি কেউ না হয় তো আমি নিজেই যাচ্ছি।

সাহেব। (মতিলালের হস্ত ধারণ করিয়া সজোরে চাপিয়া) আহা, মতিলাল বাবু! আপনি একটি প্রকৃত মনুষ্য। আমি যত আপনাকে দেখ্‌চি, ততই আমার শ্রদ্ধা বাড়্‌চে। তা সুশীলের থাক্‌বার জন্যে যে বাড়ী, তারও কিছু চিন্তা নেই। আমার একটি নিজের খরিদা বাড়ী আছে হরিশ বোসের গলিতে, ঐ কলেজ থেকে দেখা যায়, দোতালা সাত নম্বর, তাতেই থাক্‌লে হোতে পার্‌বে।

মতি। তবে তো সে বড় সুবিধে। তা আপনার সে বাড়ীর কেরায়া কত? তা যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয় তবে আর কথাই নেই।

সাহেব। (হাস্য করিয়া) কেরায়া অনেক, সে আপনাদের সাধ্য নয়। তা সুশীল যখন বিদ্যাভ্যাস কোরে উপার্জ্জন কোর্‌বেন, তখন উনি নিজেই পরিশোধ কোর্‌বেন। এমন কি আমার যদি কষ্ট হয় তো আমাকেও প্রতিপালন কোর্‌বেন।

মতি। (কমলবাসিনীর প্রতি) মা শুন্‌ছেন সাহেবের কথা!

কমল। (নেপথ্যে) হাঁ, শুন্‌ছি, কিন্তু কিছু যে বলি এমন সাধ্য নেই। আমি ওঁর চরণের সেবিকা। মা দুর্গা ওঁদের কেবল আমার জন্যেই এখানে এনেছেন।

মতি। সুদ্ধ তা নয়। ওঁর জন্যে এ গ্রামে কেউ উপবাসী থাকে না। উনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রাম প্রদক্ষিণ কোরে দেখেন কেউ উপবাসী আছে কি না। এ গ্রামে আশ্রয়হীন কেউ নেই, সকলেরই ঘর হয়েচে। উনি এই অল্প বেতনে কিরূপে নির্ব্বাহ করেন বলা যায় না। অমরনাথ আর উনি

উভয়ে এক আত্মা যে উনি বোলেছিলেন সে মিথ্যে না। তা তবে সুশীলের বিষয় এই কথাই স্থির তো?

কমল। আমার আপনারা বৈতো আর কেউ নেই, আপনারা যা বিবেচনা কোর্‌বেন। তবে আমি এই বিপদ-সাগরে পোড়ে দুহাতে সাঁতার দিয়ে ভাস্‌ছিলেম, ডুবিনি; তা এক্‌খানি হাত রহিত হল। তা বোলে আমি আপনার সুখের জন্যে ওর জীবন বিপন্ন কোর্ত্তে পারিনে। তবে ওর সঙ্গে কি আপনিই যাবেন?

সুশীল। রাধামোহন কাকা আমাকে সেদিন বোল্‌ছিলেন, যে তুমি কলিকাতায় যখন পোড়্‌তে যাবে তখন তোমার সেখানে একা থাকা হবে না। আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে সেইখানে থাক্‌ব।

মতি। বটে? তবে তো বড় ভালই হল। তবে তুমি এসো আমার সঙ্গে, আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নেই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নীলনলিনীর বাটীর খিড়্‌কির উদ্যান।

(চারুকমল এবং নীলনলিনীর প্রবেশ)

নীল।—*

আহা, সখি প্রাতঃকাল কি সুখের কাল!
কিবা কান্তি নিরমল, কি মাধুরী সুকোমল,
উছলিত ভুবন বিশাল॥

ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত যেমন।
কালের মধ্যেতে হয়, তেমনি এই সময়,
রসময় বন উপবন ॥
মরি স্বভাবের ভাব কিবা সুললিত।
প্রমোদে মোহিল মন, বহে মন্দ সমীরণ,
তরুগণ তাহে আন্দোলিত ॥
তারা যেন ঘুম্ ভেঙে উঠিল জাগিয়া।
কিন্তু ঘোর ভাঙে নাই, মস্তক ঢুলায় তাই,
নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া ॥

চারু। হুঁ।

নীল। ——

আহা সখি! দেখলো কি শোভা মনোরম।
উদয় অচল পরে, প্রসূতী কাল উদরে,
দিনকর লইলা জনম ॥
শৈশব স্বভাব তাই রক্তিমা বরণ।
এই ঘটনা মঙ্গলে, আনন্দের কোলাহলে,
পরিপূর্ণ হইল ভুবন ॥
সবে মিলি দেখ সই করে শুভবাদ।
পিকুগণ লাকে লাকে, হুলু দ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে,
মধুকরে করে শঙ্খনাদ ॥

ডাকিতেছে নানা জাতি বিহঙ্গম সব।
যেন নগরের যত, বালকেরা শত শত,
আনন্দে করিছে কলরব ॥
কুসুম মঙ্গল গন্ধ করে বিতরণ।
বিটপী সবে মিলিয়ে, দেখ হেলিয়ে দুলিয়ে,
করিতেছে চামর ব্যজন ॥

চারু।—হুঁ।

নীল। ——

আহা সখি দেখ দেখি ঐ সরোবরে।
পেয়ে জল নিরমল, ক্ষুদ্র লহরী সকল,
মারুত সহিত কেলি করে ॥
কি সুন্দর রাজহংস করে সন্তরণ।
যেন নির্ম্মল গগনে, শশাঙ্ক আনন্দ মনে,
সমবেগে করে বিচরণ ॥
আর দেখ কি মধুর ভাবে মধুকর।
মকরন্দ লোভ বশে, ধাইয়া কমলে বসে,
কমলের কাঁপে কলেবর ॥
সে ভাব হেরিলে হয় অনুভব মনে।
যেন উথলি অনঙ্গ, কাঁপে যুবতীর অঙ্গ,
পতির প্রথম পরশনে ॥

চারু। হুঁ।

নীল। ও কি? তুমি যে নেমক্‌মহলের পঞ্জুড়ির মুহুরির মত পাঁচ মণ ওজন হোচ্ছে, আর একটি কোরে ঢেরা আঁচড় দিয়ে যাচ্ছো, এর মানে কি? আর আর দিন তুমি এ সময় বাগানে এলে আনন্দে উন্মত্তা হয়ে বেলার মালঞ্চে একবার দৌড়ে যাও, গোলাবের মালঞ্চে একবার দৌড়ে যাও। কখনও বা আমার কবরীর উপরে এক্‌টি গোলাব ফুল গুঁজে দিয়ে বল যে আহা! কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে, যেন উদয় গিরির উপরে তরুণ ভানুর উদয় হয়েছে। কখনও বা মালতী মঞ্চের তলে গিয়ে বল যে আহা সই, এ স্থান্‌টি কি রমণীয়! উপরে আর চারি পাশে মালতী লতাতে ঢেকে এক্‌টি মালতী ফুলময় কুটীরের মত কোরেছে, তাতে মলয়া বাতাস বোচ্ছে, গন্ধে আমোদিত, এখানে এলেই অমনি শরীব মন উভয়ই পুলকিত হয়। বোধ হয় যেন এইটিই বসন্তের বাসাঘর। কখনও বা বল যে সই এই যে জগদীশ্বর ফুলের সৃষ্টি কোরেছেন, এ যেন স্বভাবের অলঙ্কার। যেমন মানুষের কর্ম্মের মধ্যে গীত বাদ্য, রচনার মধ্যে কবিতা, মনের ভাবের মধ্যে প্রীতি, তেমনি বাহ্য স্বভাবের মধ্যে ফুল। এ কেবল সুখের জন্যে। তা আজ যে তোমার উদাস উদাস—উড়ু উড়ু ভাব, এর কারণ কি? ও কি? একে বারে ঐ বেল ফুলের ঝাড়ের কাছে বোসে পোড়্‌লে যে?

চারু। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক্‌টু বসি এই খেনে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাটা ধোরে গেছে। হেদে এই ফুল গুলর বেশ গন্ধ। তুমি ততখন এক্‌টু ব্যাড়াও গে, আমি এলেম বোলে।

নীল। ওমা! হেদে বলে আমি বসি তুমি বেড়াও! এমন কথাও তো কখনও শুনিনি। আমি যা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি তার উত্তর নেই। (পার্শ্বে উপবেশন) দেখি দেখি? মুখখানি এক্‌বার দেখি?

চারু। (সত্বর অঞ্চলে চক্ষু দুটি আচ্ছাদন করিয়া চাপিয়া ধরিয়া) এই দেখ।

নীল। ও কি? তোমার আওয়াজ্‌টা ভারি ভারি লাগ্‌ল কেন? ও কথা শুনিনে, দেখি তোমার মুখ। (হস্ত ধারণ করিয়া) ও বাপ্‌রে! আরো যে জোর কর দেখি!

চারু। দেখি দিখি তোমার গায় কত জোর।

নীল। ও সই! তুমি আমাকে বঞ্চনা কর্‌বার চেষ্টা কোচ্ছ কি? তুমি যে কাঁদ্‌চ, আমি তোমার স্বরেতেই বেশ টের পাচ্ছি। (পুনরায় হস্ত ধারণ)।

চারু। (চক্ষের আচ্ছাদন ছাড়িয়া নীলনলিনীর গলা জড়াইয়া রোদন)।

নীল। আহা, একি? একি? কান্না কেন? তবে রোস, রোস, আমি উব হাঁটুতে বোসে আছি, পোড়ে যাই যে তোমা সুদ্ধ। আমি ভাল কোরে তোমাকে কোলে কোরে বোসি। (আসন পিঁড়ি হইয়া) এস এখন আমার এই কাঁধের উপর মাথা দাও। এখন হয়েছে কি বল দিখি শুনি?

চারু। বলা বলি আর কি? তুমি কি আমার দুঃখের কারণ কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছো না? এই দেশের মধ্যে আমি যেন এক্‌জন বিদেশীর মত একা। আমার সুখ দুঃখের ভাগী কেউ নেই। দুঃখের বোঝাটি সম্পূর্ণই আমি একা বই। সুখ যদি কখনও কিছুতে হল, তা অমনি মৃতবৎসা গাভীর দুধের মত মনের সুখ মনেই লুকিয়ে গেল। আমার এমন যে পিতা, মনুষ্য বংশের তিলক, তিনি যে কোথায় গেলেন, আছেন কি না, তারও স্থির নেই। এক ভাই, যাঁর সঙ্গে আমি এক্‌টি গাচের দুটি ডালের মত চিরকাল একত্র—এক তিলের নিমিত্তে বিচ্ছেদ হয় নি, তিনি বিদেশে গেলেন। মানুষের জীবনের এক্‌টা প্রধান কার্য্য পরিণয়, তা আমার যেন

অন্নপ্রাশনের মত লোকের মুখে শুন্‌তে পাই হয়েছিল, এই মাত্র। যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, সে যদি বেঁচে থাক্‌ত, তো আমাকে সুখী কোত্তে নাই পারুক, আমার দুঃখের ভাগী তো হোত। তা সে গেল চোলে, আর আমি হয়ে থাক্‌লেম তার সমাধিস্তম্ভের মত; (রোদনের সহিত) লোকে দেখ্‌লিই কেবল বলে, এই অমুক ব্যক্তির গোর্। তার পর এই ভাবে কিছুদিন থেকে, মলিন হয়ে, ভেঙে চুরে, সমভূম হলেই হল। আর কোন কাজেই লাগ্‌লেম না! (রোদন)

নীল। ভাল সই! আমি একুটি কথা বলি, তোমার মতের বিপরীত হয় যদি তো ক্ষুণ্ণ হইও না। ভাই আমার বোধ হয় তোমার বিয়ে করা উচিত।

চারু। সে বড় ভয়ানক কথা। আমার এ অবস্থা যদিও মন্দ, তথাচ এ এক রকম জানা শুনা হয়ে সয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে অবস্থাতে যে কি হবে, তা কিছুই জানিনে। যেমন অন্ধকার রাত্রে প্রাচীন অশ্বত্থ গাচের দিকে চাইলে বোধ হয় যে ওখানে সব ভূত্ প্রেত্ মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চে, বিয়ের দিকেও মন গেলে আমার তেম্‌নি বোধ হয়। আচ্ছা সই, তোমার কি পরামর্শ এই?

নীল। হ্যাঁ; কেন না এইই জগদীশ্বরের নিয়ম। আর কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই। এই কথাতেই তোমার সকল আপত্তির মীমাংসা আছে।

চারু। তা আমার পিতার উদ্দেশ না হলে তো ঘটনা হবে না।

নীল। কেন হবে না? তোমার মায়ের সম্মতি হলিই হোতে পারে।

চারু। তাঁর কি এতে মত হবে? তাঁর সেই প্রাচীন মতে অটল ভক্তি।

নীল। তা বটে, কিন্তু তাঁর একটু বড় পরিষ্কার বুদ্ধি আছে আমি দেখিচি। তিনি বলেন, যার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়, সে তাইই অন্তঃকরণের

সহিত মান্য করুক, ভণ্ডতা যেন না করে। আবার পরাশর সংহিতাতে এ মত সুস্পষ্ট আছে শুনে তাঁর আর কিছু দ্বিধা নেই। তা আমি বেশ বোল্‌তে পারি, তাঁর এতে অমত হবে না। আর আমি শুনিচি মতিবাবু প্রভৃতি তোমার বিয়ের চেষ্টা কোচ্ছেন।

চারু। চেষ্টা আর কি, বাছুনি কোচ্ছেন যে, দশ্‌টা উপস্থিতের মধ্যে কোন্‌টা ভাল। তা এতে সে প্রযোজন কিছুই নেই। বাছ্‌তে হবে না, কেন না তেমন ব্যক্তি এ জগতে দুটি নেই। সেই যদি ঘটনা হয়, তবে হবে, আর তা না হলে যে বিয়ের কথা তোমাকে সে দিন বোলিচি তাইই হবে, আর তারও বড় বিলম্ব নেই।

নীল। সে কি ? এমন ব্যক্তি কে এ জগতে আছে যে, এমন অতুল্য অমূল্য রত্ন পেলে ত্যাগ কোর্‌বে ? যদি কেউ এমন থাকে তো আমি সাহস কোরে বোল্‌তে পারি, সে নিজেই অযোগ্য। এতে তার অসম্মতিই তার অযোগ্যতার নিদর্শন। কিন্তু সে সৌভাগ্যবান পুরুষটি কে, যার উপর তোমার এত দূর মন হয়েচে, যে ঘটনা না হলে তোমার প্রাণ যায় ?

চারু। তোমার ঐ দেওর।

নীল। (গণ্ডদেশে তর্জ্জনি সংলগ্ন করিয়া) ও কপাল ! এই কথা ! তাই আবার তুমি সন্দেহ কোচ্ছ যে দুর্ঘট ? সই, তোমায় আর অধিক কি বোল্‌ব, তোমার জন্যে সে (প্রতি কথায় মাটিতে তর্জ্জনির দ্বারা এক এক আঁচড়) এই আহার ত্যাগ কোরেচে, নিদ্রা ত্যাগ কোরেচে, বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ কোরেচে, এই—সব ত্যাগ কোরেছে। আর তার চেহারা দেখ্‌লে তোমার যদি চোখের জল না পড়ে, তবে আমি যত কথা বলি তুমি ভিক্ষুকের স্তবের মত অগ্রাহ্য কোর। এমন যে কন্দর্প বিনিন্দিত পুরুষ, সে যেন গত রাত্রের বিছানায় ছড়ান ফুলের মত মলিন আর বিদলিত হয়েচে। আমার কাছে রোজ এসে কাঁদে। সে এখন আমাদের বাড়ীর এ দিক্‌কার এ সোজা

পথ ত্যাগ কোরেচে। এখন তোমাদের বাড়ীর ঐ পথ যে এত বেড়, তবু ঐ পথ দিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসে। আর তোমাদের বাড়ীর কাছে কত রকম বাহানা কোরে বিলম্ব করে। কখনও বা তোমাদের বাইরের ঐ যে আঁব গাছটা দিব্বি বৌলেতে ঝাঁক্‌ড়ে পোড়েছে, ঐ আঁব গাছটার দিকে, কখনও বা একটা পাখীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,—যদি তোমাকে কোন রকমে দেখ্‌তে পায়। তা দেখ্‌তে পায় না, আর এই আমার কাছে এসে ঐ পরিচয় দ্যায় আর অমনি দুটি চক্ষের জলে ভেসে যায়। যেন গা-নরদামার মত দুটি চক্ষু দিয়ে ধারা বয়ে চলে।

চারু। বটে? ইঃ! তুমি আমার মনটা বুঝে দেখ্‌চ বুঝি?

নীল। আমি মিথ্যে কথা বোল্‌চি? কেন এ কথা তো আমি তোমাকে অনেক দিন বলিচি?

চারু। তা বোলেচ বটে, কিন্তু তার পরে এত দিন হয়ে গেল আর তো তুমি কিছু বলনি, তাই আমি মনে কোল্লেম যে, সেটা কেবল অকালের ঝড়-বৃষ্টির মত ঘণ্টা খানেক ধুমধাম হয়ে একে বারে শেষ সহজ বাতাস পর্য্যন্ত বন্দ। তা আচ্ছা সই! আচ্ছা আমার মাথা খাও, কি কথাগুলি বলেন, তাই বল। ঠিক সেই কথাগুলি আমি চাই।

নীল। তা কি সকল মনে থাকে? এই আমার উপর এসে অভিমান কোরে ভৎর্সনা করে যে, "ছোট বউ ঠাক্‌রুণ, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি আপনার মনোযোগ নেই, আমার উপর আপনার কিছু মাত্র স্নেহ নেই। তবে আর আমার এখানে তো কেউ নেই, তবে আমি মোলেম।" আমি বলি তা আমি কি করি, আমার হদ্দ মুদ্দ এই যে আমি তাঁর্‌ই মনের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি। তা তো আমি এক বার দেখিচি। তাতে দেখ্‌লেম তাঁর অমত। তবে আর আমার সাধ্য কি? এই বলে যে "কেন, আপনি কি কোন কৌশল কোরে এক বার এখানে আন্‌তে পারেন না? যে আমি

এক বার দেখি। তা হলে যেমন পিপাসার সময় পথিক লোক মেঘ দেখ্‌লে জলের আশাতেও কিছু কাল শাম্য থাকে, আমিও সেই রকম আর কিছু দিন বাঁচ্‌তে পারি।”

চারু। আহা! বটে? তবে তুমি আমাকে এত দিন বল নি কেন? আহা আমার জন্যে তাঁর এত যন্ত্রণা ভোগ হোচ্ছে? আমারও হৃদয় যেন ভাব্‌বার হাঁড়ীর মত উত্তাপে ফেটে যাবার গতিক হয়েচে। তা আচ্ছা তা আমরা কেন্‌না মেয়ে মানুষ, আমরা মনের কথা প্রকাশ কোত্তে পারি নে, তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি কেন তবে মতি বাবুর কাছে একথা উপস্থিত করেন না?

নীল। পুরুষ মানুষ বটে, কিন্তু সে আবার মেয়ে মানুষের অধম। এই বোঝ আর কি আমি তো তার বড় ভাজ, আর একই বয়েস, বরং সে আমার চেয়ে তিন মাসের বড়, তবু আমার মুখ পানে চেয়ে কক্‌খনও কথা কয় না। উহু! পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধোরেচে, চল একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে কথা কই। চল তোমার সেই মালতী লতার ঘরে বেঞ্চের উপর বোসি গে।

চারু। আচ্ছা চল, কিন্তু এখন ঘরে যাওয়া হবে না, অনেক কথা আছে।

নীল। (স্বগত) তা বুঝিচি, নূতন কথা কিছু থাক্ আর নেই থাক্, উপস্থিত কথার ছিব্‌ড়েও তোমার কাছে রসে ভরা বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্য) “খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট” তা সই তোমার এত পিরীত হল কবে?

চারু। প্রথমে পিতার মুখে, পরে আর আর সকলের মুখে তাঁর রূপ গুণের কথা শুনে, আমার মনে একটা আকর্ষণ বোধ হল। যে দিন তোমার ওখানে দেখা হয় সে দিন সেই আকর্ষণ এমনি প্রবল হল যে, আমার পতন হয় আর কি। অনেক দিন আমি তাকে আর বাড়তে দেইনি, বরং নিবারণ

কর্‌বার যত্ন করিছি। কিন্তু যে দিন আমাকে বিয়েপাগলা ঠাকুরের হাত থেকে বাঁচালেন, সে দিন ঐ কৃতজ্ঞতার যোগে সেই আকর্ষণ দ্বিগুণ হয়ে, যেমন নৌক স্রোতের সঙ্গে বাতাসের যোগ পেলে গুণ ছিন্ন করে চলে যায়, তেমনি আমার মন লজ্জাভয়ের ডুরি ছিন্ন করে গেল। তখন আমার এমনি বোধ হল যে, ইনি আমার পরম বন্ধু—আমার পতি। এমন কি আমি তাঁর হাত ধল্লেম; কিন্তু তখনি আবার জ্ঞান হল, আর লজ্জিত হয়ে ছেড়ে দিলেম। তবু ওখান থেকে চোলে যেতে পারিনে—ইচ্ছে কোত্তে লাগ্‌ল যে এক্‌টু দেখি, দুট চারটে কথা কই। তার পর তিনি যখন আমাকে ওখান থেকে যেতে বোল্লেন, তখন যেন আমার মনে এক্‌টা চোট লাগ্‌ল। আমার বোধ হল যে আমার যত ভালবাসা, ওঁর তত নয়, কেন না তা হলে উনি কোন না কোন ছলনা কোরে নিদেন দু চার্‌টে কথা কইতেন, তার পরে যেতে বোল্‌তেন। উনি অতি সুশীল, সেই জন্যে আপনার মনের ইচ্ছে নিবারণ কোরেও পাছে আমার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমাকে যেতে বোলেছেন তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তবু মনের সন্দেহ যায় না। তার পরে যখন ঘরে গিয়ে স্থির বিবেচনায় আমার বিপদের বিকট মূর্ত্তি পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলেম, যখন দেখ্‌লেম যে পিতা উপস্থিত না থাকাতে বিবাহ হতে পারে না, তখন আমার হৃৎকম্প হল। আমি মন ফেরাতে যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেম। কিন্তু যেমন স্রোতের বিপরীত সাঁতার দিতে গেলে কখনো এগিয়ে ওঠা যায় না, আর আপনিই হীনবল হয়ে পোড়্‌তে হয়, তেমনি আমি যত যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেম, ততই নিজে ক্ষীণ হতে লাগ্‌লেম, আর যাকে দমন কোত্তে চাই সে প্রবল হতে লাগ্‌ল। পরে যখন আমার প্রণয় আর আমার বুদ্ধির বশে থাক্‌ল না, বরং আমার বুদ্ধি সেই প্রণয়ের বশ হয়ে তার্‌ই সুবিধের পথ দেখাতে লাগ্‌ল, তখন আমার মনে উদয় হল যে আমার পিতার যখন আমার বিবাহ দেবার ইচ্ছা আছে

তখন আমাব মায়েরও মত হতে পারে। এই ভেবে দুদিন তোমাব সঙ্গে পবামর্শ কোত্তে আস্‌ছিলেম, কিন্তু সেই দুদিন্‌ই ওঁকে আমাদের বাড়ীর বাইবে দেখে ফিরে গেলেম। ওঁর সাম্‌নে আস্‌তে সাহস হল না, আপনার মনকে আপনি বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না! কিন্তু সে ফিবে যেতে আমার এমনি বোধ হল, যেন আমার প্রাণের বেশি ভাগ্‌টুকু ওইখেনে ছিঁড়ে থাকুল।

নীল। সই! ধন্য মেয়ে বটে ভাই তুমি। অনেকে ঐটুকু না পেরে বিপদে পড়ে। যদিও আমি তোমাব চেয়ে বয়সে বড় বটে, কিন্তু তোমার এই সব গুণের গৌরবে আমি তোমার কাছে এলে যেন ছোট হয়ে যাই। কিন্তু সুসারও আবার এমনি মানুষ যে যদি এই প্রেমানলে ওর শরীরের এক এক খানি অস্থি এক এক দিন পুড়ে ওর প্রাণ যায়, তবু তোমার গাযে আঁচ লাগ্‌তে দেবে না। ঐ দেখ না তোমার জন্যে মোরে যাচ্ছে তবু পাছে তোমার কোন অহিত হয় বোলে, তোমাকে সে দিন ওখান থেকে যেতে বোল্‌লে।

চারু। আহা সত্যি! সই! মেয়ে মানুষের ভাল মন্দ এত দূব কেউ ভাবে না। আহা, আমার জন্যে তাঁবে কতই যাতনা সহ্য কোত্তে হোচ্ছে!

নীল। আমরা যে মালতী তলায় যাচ্ছি, সেখানে যদি সুসার এসে থাকে? সে কিন্তু তাব মনের এই গতিক হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই প্রাতঃকালে ঐ খেনে এসে বোসে থাকে। তার এক্‌টা ভাব্‌বার জায়গা ঐ।

চারু। যথার্থ?

নীল। এ সম্বন্ধে কোন কথা বিশ্বাস হয়েও হয় না। তা প্রথম প্রণয়ের সঙ্গে সন্দেহের ভাগ্‌ই অধিক। যেমন পাহাড়ের ঝর্‌না থেকে প্রথম যখন সোণা ধরে আনে, তখন তার সঙ্গে বালীর ভাগ্‌ই বেশি। এই বালীর রাশি যখন দূব্ হয়ে যাবে, তখন খাঁটি সোণা টুকু বেরবে।

চারু। কিন্তু আমার বোধ হোচ্চে যে আজ হয় তো আসেন নি। কেন না নিত্যিই যে আসেন, এমন তো কিছু নয়।

(মালতীলতা তলায় সুসারময় আসীন)

নীল। ঐ দেখ, ঐ যা বলিচি। ঐ সেই বেঞ্চে বোসে কি ভাব্‌চে দেখ। লাঠির মাথায় হাত রেখে তার উপরে শির নত কোরে আছে। তা যতক্ষণ থাক্‌বে, তা ঐই রকম।

চারু। হ্যাঁ তো! তা সই! আমি কিন্তু ঐ মালতী বেড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। ঐ খেনে থেকে ঐ ব্যাড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখ্‌ব। ওখানে যেতে পার্‌ব না। এই দেখ এখনই আমার গা কাঁপ্‌চে।

নীল। তবে এখন বোল্‌তে হল। সই ভাই তুমি বড় আপ্ত গরুজে লোক! তোমার নিজের দেখ্‌বার—

চারু। (অস্ফুট স্বরে) চুপ কর, চুপ কর। হেদে শুনা যাক, কি বোল্‌চেন,। (উভয়ে মালতী বেড়ার পশ্চাতে অবস্থিতি)

সুসার। না, কিছুই উপায় দেখিনে। আমি নিশ্চয়ই মোলেম। এই বিদেশে আমার এমন কেউ নেই যে এ কথা তার কাছে বোল্‌লে কিছু প্রতীকার হয়—প্রতীকার হওয়া দূরে থাকুক, এমনও কেউ নেই যে আমার দুঃখের কথাগুলি মনোযোগের সহিত শোনে। তা হলেও হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব হয়। তাও আমার নেই। আমার হৃদয়ে যেন সকল দীর্ঘ-শ্বাস আর হুতাশ বদ্ধ হয়ে, রেলওয়ে এন্‌জিনের বইলরে অপরিমিত্ত বাস্প পূরিত হলে যেমন ফেটে যায়, তেমনি ফেটে যায়। ছোট বউ ঠাক্‌রুণ বোধ হয় জেনেছেন এ চেষ্টা বিফল, এই জন্যে আমাকে আর উৎসাহ দেন না। যা হোক্ আমি আর কিছু চাইনে এখন একবার নিদেন দেখ্‌তে পাই তা হলে যে বাঁচি। আমি আর তো না দেখে থাক্‌তে পারিনে।

চারু। (অস্ফুট স্বরে) আহা! সই! আহা, আমার জন্যে এত যাতনা! আহা, আমার প্রাণ কেমন কোচ্ছে—আমার কান্না পাচ্ছে।

সুসার। কি করি? চার পাঁচ দিন এই কথা উপস্থিত কর্‌বার জন্যে মতিবাবুর কাছে গেলেম, কিন্তু লজ্জায় পাল্লেম না। এখন তো প্রাণ যায়, হতাশ যেন আমার হৃদয়-কন্দর বায়ু হীন শূন্যময় কোরে ফেলেছে; নিশ্বাস ত্যাগ কোর্ত্তে গেলে বাতাসের জোর পাওয়া যায় না। আর তো লজ্জার অনুরোধ রাখ্‌তে পারিনে। আমি এই নিশ্বাসে মতিবাবুর কাছে গিয়ে ঐ কথার সঙ্গে নিশ্বাস ছাড়্‌ব। (বেগে মালতী মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া চারু এবং নীলের সহিত সাক্ষাৎ, চারু এবং সুসাব পরস্পর ক্ষণকাল দৃষ্টি করণানন্তর চারু নীলের পশ্চাতে মুখ লুক্কায়িত করা, এবং সকলে নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি।)

চারু। সই! চল ভাই, বেলা হল।

নীল। একি ঠাকুরপো! কোথা এয়েছিলে, আর কোথাই বা যাচ্ছিলে?

সুসার। ছোট বউ ঠাকরুণ! আ—ব ও কথা কেন জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন! আমার এখন উত্তর এই যে এয়েছিলেম মোত্তে, যাচ্ছিলেম যমের বাড়ী। এখন সেইই আমার গতি—আমার উপায়। আমার আশার শিখা অতি ক্ষুদ্র আর নীলবর্ণ হয়ে এতদিন তবু ছিল, কিন্তু এখন তাও একেবারে নিব্‌লো—আর আমার কিছুমাত্র আশা নেই, যেখানে যাচ্ছিলেম সেখানেও আর যাবার প্রয়োজন নেই! (চাদরের অঞ্চল চক্ষে চাপিযা অস্ফুট স্বরে রোদন।)

নীল। ও কি? কাঁচা কি না? অমনি কেঁদে ফেলেচে। এখনও উভয়ের পরস্পর আলাপ হল না, আগেই অভিমানের বান ডাক্‌ল? মনের ভাব্‌টা এই যে তোমার জন্যে আমার এত যাতনা। তা সে কথা বলবার্‌ই সময়

হোক্। ও মা! হেদে আবার এ দিকেও যে চখের জল পোড়্চে দেখি! ও ঠাকুর্পো! তুমি যাঁর জন্যে কাঁদ্চ তাঁকেই কাঁদাচ্চো?

সুসাব। বটে? আমার কান্না দেখে কাঁদ্চেন? তবে এই যে আমি চুপ্ করিচি। (চাদরে অশ্রু মোচন) আমি ওঁর কান্না দেখ্তে চাইনে, আমার কান্না দেখ্লে যে উনি কাঁদেন এই জান্তে পাল্লেই আমার আর কাঁদ্বার কারণ নেই।

নীল। এ কি অনাসৃষ্টি! পরস্পর দেখা শুনা হয়ে কোথায় সুখ হবে, তা না বিপরীত? এ যে তোমরা মুসল্মানের মহরমের আমোদ কোল্লে দেখি, কেঁদে আর বুক্ চাপ্ড়ে। (অঞ্চল দ্বারা চারুর অশ্রু মোচন)

সুসার। (চারুকে অবগুণ্ঠিতা দেখিয়া) তবে আর আমার কি লাভ হল? ছোট বউ ঠাক্রুণ! আপনি বোল্লেন যাঁর জন্যে তোমার প্রাণ যায় তিনিই এই। শুন্লেম বটে, কিন্তু দেখ্তে পেলেম না।

নীল। ও মা সত্যিই বটে! অবাক্! সই, তুমি একেবারে যেন কলা বউয়ের মত কাপড় চোপড় ঝেঁপে ঝুঁপে মাথাটি হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড় আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়্তে লাগ্লে যে! নিতান্ত কলা বউ হলে চলে না, একটু জয়া বিজয়া গতিক চাই।

চারু। (নীলনলিনীকে সম্মুখে টানিয়া লইয়া তাহার স্কন্ধের উপর দিয়া দৃষ্টি) এই ন্যাও ভাই। তোমাকে আঁটা যায় না। (পুনরায় নীলের পশ্চাতে মুখ লুক্কায়িত)

সুসার। তা আচ্ছা, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। যেন আশ্রয়হীন লতার মত আমি এত দিন ভূমিলুণ্ঠিত হোচ্ছিলেম, এক্ষণে বৃক্ষমূলের আশ্রয় পেলেম।

চারু। সই! এ কথাটা বড় ভাল বোধ হোচ্ছে না আমার। লতা প্রথমে তরু মূলের আশ্রয় নিয়ে থাকে বটে, কিন্তু পরে বেয়ে উঠে তার

আষ্টে পিষ্ঠে বেঁধে শেষ তার মাথায় চোড়ে একেবারে এমনি ঢেকে ফ্যালে যে, তার আর নিশ্বাস ছাড়্বার যো থাকে না।

সুসার। এ তেমন লতা নয়, এ সুদ্ধ ঐ মূলুই বেষ্টন কোবে থাক্‌বে।

চারু। লতিকার স্বভাব তা নয়, তবে সে এক প্রকাব নিগড়।

সুসাব। নিগড় যদি হয় তো সে লোহাব নিগড় নয়, প্রণয়ের নিগড়।

চারু। সে আরও কঠিন,—লোহার নিগড় ভাংবাব তবু আশা থাকে, কিন্তু সে নিগড় ভাংবার আশা দূরে থাকুক, ইচ্ছাও থাকে না।

নীল। ভাই, আমার অত পবিত্র বঙ্গভাষা টাষা সকল সময় আসে না। আমি সাদাসিধে মানুষ। এখন আমি এই কথা বলি যে, তোমাদের উভয়ের মনে মনে তো মিল হয়েছে; এখন তোমরা উভয়ে সম্মত হলে, আমি তোমাদের হাতে হাতে মিল হয়, এমন চেষ্টা দেখি।

চারু। তা তুমি কি এক্‌টা লিখিত পড়িত না কোবে নিলে বিশ্বাস হয না? উভয়ের কথাই তো তোমার কাছে!

সুসার। আপনি তো ইউরাল পাহাড়ের মত ইউবোপেব অবস্থাও দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এসিয়ার অবস্থাও দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

নীল। হাঁ, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি বটে, কিন্তু আমি এই চাই যে, তোমরা দুটি প্রেমের সাগর এইরকম একটু খাঁড়ির দ্বারা যোগ হও; (উভয়ের হস্তে হস্তে মিলাইয়া দিয়া) তা হলে তোমরা যে দুয়েতে এক হতে পার আমি তার চেষ্টা করি। ও মা, এ কি! তোমাদের দুজনের এক্‌টু হাতে হাতে লেগেচে কি না লেগেচে তাইতে একে বাবে দুজনেই যেন পালা জ্বরের বোগীর মত ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লে যে! তবে চল এখন যাই। বেলা হয়ে উঠ্‌ল, ঘাটে লোক আস্‌বার সময় হল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মতিলাল দত্তের বৈঠকখানা।

গ্রেহাম সাহেব, বিবি গ্রেহাম, এবং মতিলাল দত্ত।

সাহেব। কেমন বাবু! ও কার্য্যটা আর কিছু এগিয়েচে না সেই পর্য্যন্তই আছে?

মতি। কোই? তার পরে তো আর কিছু সন্ধান পাই নি। তা আমি শিথিলপ্রযত্ন হই নি। পরন্তু নীলনলিনীকে আবার চিঠি লিখিচি, তার উত্তর পাই নি।

বিবি। এটাতে আমাদের অন্তঃকরণ বড় ব্যস্ত হয়েচে। সাহেব তো রাত দিন ভাবেন। উনি ঐ ছেলে মেয়ে দুটিকে আপনার সন্তান জ্ঞান করেন। সুশীল যাওয়ার দুঃখেতে প্রায় পড়া বন্দ হয়েচে; কিন্তু উনি ঐ মেয়েটিকে দেখ্‌বার জন্যে রোজ একবার কোরে ওখানে যান। আমাদের উভয়েরই ওকে দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়।

মতি। আপনাদের দুঃখ তো হবেই। একে তো ঐ সন্তান দুটির দ্বিতীয় পিতা মাতার স্বরূপ আপনারা। তাতে আপনাদের বিবাহের নিয়মগুলি অতি উত্তম। তবে কোন কোন অংশে সীমাতীত শিথিল, তাও বোল্‌তে হবে। এই উপায় অবলম্বন কোরে অনেক প্রতারক অনেক ঋজু স্বভাবের স্ত্রী-লোক্‌কে এককালে দুঃখের হ্রদে নিমগ্ন করে! যাই হোক, তবু তাও স্বীকার, কিন্তু আমাদের দেশের এই যে বিধবা নিবন্ধন, এটা মনুষ্যত্বের বিপরীত।

(গোকুল দাসের প্রবেশ)

গোকুল। একজন নোক এই পত্রখানা দিয়ে গেল, আর আপনাকেই পোড়ে দেখ্‌তে বোল্‌লে। (পত্র দান)

মতি। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) এই নীলনলিনীর উত্তব। দ্যাখা যাক্ কি পর্য্যন্ত হয়েছে। (পত্রপাঠ)

"মহাশয়!

আপনার অনুমতি মতে আমার প্রিয় সখী শ্রীমতী চারুকমলেব পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তাঁহার মত আছে। আর আপনি যে পাত্রেব কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পাত্রে তাঁহার অসম্মতি দূরে থাকুক, তিনি এক কালীন স্থিবকল্পা হইয়াছেন যে, যদি ঐ পাত্রের সহিত ঘটনা হয়, ভাল, নচেৎ অনন্যগতি। পরন্তু আপনি লিখিযাছেন যে তাঁহাব মাতাব মত হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায শুভস্য শীঘ্রং এই বিধিটি ব্যবহারে পরিণত করিবার স্থল এমন আর সম্ভবে না। আপনাকে আমাব বাহুল্য বলাতে অপবাধ হয়।

আপনার আজ্ঞাধীনী

নীলনলিনী।"

আহা! বড় সুখের সংবাদ।

বিবি। আমি যে কি খুশি হইচি তা বোল্‌তে পাবিনে। (সাহেবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায মতিলালের প্রতি ইঙ্গিত)

মতি। (সাহেবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ওটাকে আনন্দধারা বলা যায়।

সাহেব। (স্বগত) সুদ্ধ তা নয়, এতে অনেকগুলি ভাব একত্র, কিন্তু সে যে কি তা আমি নিজেও এক্ষণে বোল্‌তে পারিনে। (প্রকাশ্য) তবে আর কি? আপনি তবে পত্রের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন।

মতি। তার আর সন্দেহ! আহা, নীলনলিনী মেয়েটি যেমন সুশীলা, তেমনি বুদ্ধিমতী। ও না থাক্‌লে এ ঘটনা হওযা ভার হত। কার সাধ্য যে চারুকমলের কাছে এ কথা উল্লেখ করে! সে তো এ দিকে ঐ বালিকা,

অতি সরলা, সকলের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; কিন্তু তার স্বভাবের এমনি কিছু মহিমা যে, আমরা যে কোন কথার ন্যায্যান্যায্যের বিষয় ছন্দাংশে সংশয় থাকে, এমন কথা তার কাছে উল্লেখ কোর্ত্তে সাহস করিনে।

সাহেব। তবে আর আপনাকে আমরা বাধিত রাখ্‌তে পারিনে, আপনি যান।

মতি। অনুগ্রহ কোরে চারুর মাতার ওখানে আপনাদেরও উপস্থিত থাক্‌তে হবে। তিনি আপনাদের বড় ভরসা করেন। আপনারা অগ্রসর হোন। আমি এ দিক দে সুসারকে বোলে যাই যে, তিনিও ওখানে উপস্থিত থাকেন, কেননা তাঁকেও প্রয়োজন হ্‌তে পারে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কমলবাসিনীর বাস-গৃহ।

(মতিলাল দত্ত, গ্রেহাম সাহেব এবং বিবি গ্রেহাম।)

কমল। (নেপথ্যে) আসুন আসুন। আপনাদের দেখ্‌লে আমার এমনই সাহস হয়—আহ্লাদ তো আমার নেই, আর হবেও যে এমন বোধ হয় না—যেন কোন পথিক দস্যুর হাতে পোড়ে প্রাণ হারায় এমন সময় অন্য কতকগুলি পথযাত্রী সমাগত হল। সে বিষয়টার সন্ধান করা হয়েছিল কি?

মতি। আজ্ঞে হাঁ। তার আর কোন গোল নেই। আমাদের আশার অধিক সুবিধা। এখন আপনার অনুমতি হলেই আজ্‌ই উদ্যোগী হওয়া যায়।

কমল। আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বোলিচি যে যাঁব সন্তান, আর আমি নিজেই যাঁর দাসী, তাঁর অনুমতি যখন তাঁব স্বাক্ষবে আপনি দেখিয়েছেন, তখন আব আমার অমতের বিষয় কি? বিশেষ যখন আমি মহামুনি পবাশবের গ্রন্থেব মত জেনেছি, তখন কোন বড় লোক্ই হোন, আর পণ্ডিত্ই হোন, আমি আর কাবো কথা শুনিনে।

মতি। তা বটেই তো, যে কর্ম্ম বিচাবসঙ্গত, আর ধর্ম্মশাস্ত্রেব বিপরীত না হয় সে কর্ত্তব্য; যে কর্ম্ম বিচাব ও শাস্ত্র উভয সঙ্গত, সে অবশ্য কর্ত্তব্য; যে কর্ম্ম বিচার ও শাস্ত্র উভয় সঙ্গত, আবার স্বভাবসিদ্ধ, সে প্রাণপণে কর্ত্তব্য; আব তা না কবা মহাপাতক।

কমল। তা আমার আর কোন কথা নেই, আমি এক বার সেই পাত্রটি দেখ্‌তে চাই।

সাহেব। অবশ্য! তাতে আব কথা কি? কিন্তু তাকে দেখ্‌লিই আপনার মনোনীত হবে। কি জানি কেমন ঘটনা, আপনাব সুশীলেব মত তাব অবয়বে অনেক লক্ষণ আছে। ওষ্ঠ দুটি আর চক্ষু, এ তো ঠিক। আবাব সুসাবও যখন কোন বিষয চিন্তা করে, তখন ঐ চারু সুশীলেব মত ঈষৎ ভ্রূ ভঙ্গীর সহিত আড় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তবে বর্ণটা শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু তাতে ওকে এমনি মানিয়েছে যে, সে জন্যে কিছু ক্ষুঁৎ এমন মনে হযনা।

বিবি। এই যে সুসার বাবু।

(সুসারময়ের প্রবেশ)

মতি। (সুসারের প্রতি) চারুকমলেব মাতা ঐ দ্বারের আড়ালে বোসে আছেন।

সুসার। (নেপথ্যের দ্বাবে ভুমে শির নত করিয়া প্রণাম)

কমল। পরমেশ্বর তোমাকে সু-মতে সু-পথে আব সুখে রাখুন। তোমার ঘরে আর কে আছেন? তোমার মা আছেন তো?

সুসার। আজ্ঞে হাঁ, সুদ্ধ তিনিই আছেন, আমার নিজ সংসারে আর কেউ নেই। তবে আমার মাসী ঠাক্‌রুণ, আমার মাসতুত ভাই, তাঁর পরিবার, এঁদের আমিই যত্ন কোরে রেখেছি, ঐ বাড়ীতে প্রায় তাঁদের বাস কব্‌বার মতই হয়েছে।

কমল। তোমার মাসতুত ভাইয়ের পরিবার কোন্ দেশের মেয়ে,— পুর্ব্ব দেশী নয় তো ?

সুসার। আজ্ঞে না, তিনি এই আপনাদের্‌ই এই পল্লীর।

মতি। এই আপনার চারুকমলের সই, যা বোল্‌লে এক কথাতেই বুঝ্‌তে পাব্‌বেন।

কমল। আমাদের নীল ? আহা তবে তো আমার বড় সুখের বিষয়ই হল। তবে বিধাতা আমার প্রতি একেবারে বাম হন নি। আমার চারু আর নীল এরা সহোদরা অপেক্ষা অধিক। এদের এম্‌নি মিল্ যে কে চারু, কে নীল, তা যেন ওরা ভুলে গিয়েচে। চারুর গায়ে এক্‌টা আঘাত লাগ্‌লে নীল আগে উহু কোরে ওঠে, আবার নীলের এক্‌টা দুঃখের ঘটনা হলে চারুর অশ্রুপাত আগে হয। আহা আমার যেমন বাসনা তেমনি্ ঘটনা। তা বাবা, তোমার নিজ বাড়ীতেই তো পুষ্করিণী আছে ? আর খিড়্‌কিটি ভাল ঘেরাঘোরা তো ?

সুসার। আজ্ঞে হাঁ, তা বাড়ীর সম্মুখে পশ্চাতে পুষ্করিণী, খিড়্‌কিতে বাগান, খুব উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা।

কমল। তবেতো উত্তম্‌ই। তা তুমি যে এই কাজটি কোচ্ছ, এ তোমার মার মতেব বিপরীত নয় তো ?

সুসার। না তা নয়। তা কি আমি পারি ? এ বিষয়ে আপনার যেমন মত, তাঁরও তেমনি্।

কমল। এ আমার বড় আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু আমার আর একটি

কথা। আমার মেয়েটি আমি এখন পাঠাতে পার্ব না। কেন না আমায় গলায় ফাঁসি দেয়া রোয়েছে বোল্‌লেই হয়। সুদ্ধ ঐটিকেই অবলম্বন কোরে আমি আছি, ঐ অবলম্বনটি টেনে নিলেই আমি গলায় ফাঁস লেগে মরি। আমার ইচ্ছে যে তুমিও আমার নিকটে থাক, তা হলে আমার সুশীলকে না দ্যাখার ক্লেশ্‌টাও অনেক নিবারণ হয়, আর আমার যে অবস্থা, তার্‌ই মধ্যে যত দূর ভাল হতে পারে তাও হয়।

সুসার। যে আজ্ঞে, তাইই হবে। তবে পাঁচ দিন কি সাত দিনের নিমিত্তে একবার পাঠাবেন, কেন না আমার মা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়।

কমল। তা বাছা! কিন্তু আমি এর অধিক বিলম্ব সহ্য কোত্তে পার্‌ব না। তা আচ্ছা তবে এই কথাই স্থির। আপনারা সকলে শুন্‌ছেন তো?

মতি। আজ্ঞে হাঁ, শুন্‌ছি বৈকি। তা সুসার যা বোল্‌ছেন সে কথাও অন্যায় নয, ওঁর মায়ের সঙ্গে এক বাব দেখা করা উচিত। তবে বিবাহ তো আপনাব এখানে হবে না, আমার ঐ খেনেই হয়, যদি আপনি অনুমতি করেন।

কমল। হাঁ, তাইই তো হবে। এখানে কি এই সকল লোকের মধ্যে এ কাজ হয়?

মতি। তা আপনাকেও তো সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

কমল। তাতো বটেই, তা আমিও যাব আর নীলনলিনীকে আমার ঐ পাল্‌কিতে লয়ে যাব।

সাহেব। (হাস্য করিয়া) আমাদের কি ম্লেচ্ছ বোলে বাদ দেবেন না কি? তা আমরা যদিও পোষাকে ম্লেচ্ছ, কিন্তু আচারে আপনারাও যা আমবাও তাই। আমরাও গবাদির মাংস কি মদ্য এ সকল ব্যবহার কোরে থাকি নে।

মতি। সেকি! আপনারা বাদ? আপনারা থাকা আমাদের সকল অপেক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয়। তবে চলুন আর বিলম্ব করা হয় না, সকল উদ্যোগ কোর্ত্তে হবে। গোপীনাথ, তুমি এক কর্ম্ম কর, তুমি এই কাহার-পাড়ায় যাও, ঐ হারাণ সর্দ্দারকে আমার নাম কোরে বলগে যে, ষোলজন কাহার এক্ষণিই চাই। তা বোল্লেই সে দেবে, আমার সঙ্গে তার কথা আছে। আর তুমি ঐ কাহারগুলিকে সঙ্গে কোরে লয়ে হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ী থেকে তাঁর বড় সামিয়ানাটা আর পাল্‌কিখানা, এই লয়ে যাও। অমনি দ্বিজরাজ বাবুকে এই সংবাদ্‌টা দিয়ে বোল যে, তিনি এক্ষণি আমার বাড়ীতে গিয়ে দুট উঠন পরিষ্কার কোরিয়ে দুই উঠনে দুট সামিয়ানা খাটিয়ে রাখেন। আর সুসার বাবু! তুমি গে আমার জোবানি আমাদের এ সমাজের কজন্‌কার নামে কখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দাও। আমি অমনি বাজারের এই দিক দে কিছু আহারের সামগ্রীর কথা বোলে যাই। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) মহাশয়! এই দেখ্‌বেন এখন, অমরনাথ নামের এমনি আকর্ষণ শক্তি যে, তাঁর কন্যার বিবাহের কথা শুন্‌তে পেলিই, এই গ্রামস্থ, সুদ্ধ ভদ্র লোকের মধ্যে জনকতক অতি হিন্দু বাদে, আর যাবতীয় লোক্‌টা এসে যার যা সাধ্য সাহায্য কোর্‌বে; আর তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে কাঁদ্‌বে এখন। এমন মনুষ্য আর তো দেখ্‌ব না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তিনি কিছু বড় ধনাঢ্য নন, বা তাঁর যে কিছু আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে তাও না। তাঁর ন্যায় মান্য আর শ্রদ্ধাস্পদ হতে অনেক লোক এমন আছেন যে সুদ্ধ মনে কোর্‌লিই পারেন, কিন্তু তা করেন না। (কমল-বাসিনীর প্রতি) মা তবে আমরা সকলে এক্ষণে বিদায় হলেম।

কমল। আচ্ছা।

[সকলের প্রস্থান।

———

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কমল বাসিনীর বাসগৃহ, কমলবাসিনী আসীনা।

কমল। গোপীনাথ আস্‌চে না কেন? সে যে সেই সন্ধ্যার সময় দু পয়সার তামাক আন্‌তে যাই বোলে গেল, আর যে এখনও ফির্‌ল না! রাত দশ্‌টা বেজে গেছে এগারটার আমল। জ্যোৎস্না অস্তে গেছে। কেউ কোত্‌থাও নেই। দূরে কাহারপাড়ার নিকটে এক্‌টা কুকুর ডাক্‌চে। এ ডাকুটি এমনি গভীর যেন বড় গভীর ইঁদারায় ঢেলা ফেল্‌চে। আমার গাটাও ভার ভার বোধ হোচ্চে। আঃ! গোপীনাথ যে এখনও আসে না। সেই বোসে সমস্ত রাত জাগে। আমার চারু যে পর্য্যন্ত আমার ঘর শূন্য কোরে গিয়েছে, সেই পর্য্যন্তই তো আমারও নিদ্রে গিয়েচে। তা গোপীনাথ আমার মনের দুঃখ বুঝে চৌপর্‌টা রাত জাগে আর বড় বড় কোরে গল্প করে, আমার অনেক সাহস থাকে। আজ সে কোথা গেল? সে তো কোত্‌থাও থাক্‌বার লোক না। এক সে না থাকৃত, তাও এক রকম—ঐ আস্‌চে, ঐ শব্দ পাওয়া গেছে। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) ওমা কোই? কিছুই যে দেখিনে? এক্‌টু শব্দ হোচ্ছে আর আমার বোধ হোচ্ছে গোপীনাথ এল। তবে আর এল না। আমি কেমন কোরে এ রাত কাটাব? (গালে হাত দিয়া চিন্তা) এই—এইবার নিশ্চয়ই এসেচে। রাম! বাঁচা গেল। (সাবধানে বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া উপবেশন) এবার ঠিক মানুষের পায়ের সাড়া দুপ্ দুপ্ কোরেচে। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) আসে না কেন? ঐ খেনে বুঝি কি জন্যে দাঁড়িয়েছে। ও গোপীনাথ! গোপীনাথ! ও গোপীনাথ! ওমা কোই? এ কি বিপদ! এবার তো পষ্টই মানুষের সাড়া!

ষাঁড়ে। (নেপথ্যে) গুপীনাথ না আমি। আমি এলেম এক্‌টা কথার জন্যে। ভাল ছোট বউ! ভাল যাই হোক্। আমার নামে নানান জনে নানান কথা কোয়ে তোমাদের কাণ ভারি কোরে দ্যায়। তা বোলে তো আমার নাড়ীর টান্ কোত্‌থাও যায় না। আমাকে তোমরা মুক্‌খুই বল, আর বজ্জাত্‌ই বল, আর হারামজাদাই বল। আর তোমরাই যেন বড় ধাম্মিক, বড় লিখুনে পোড়ুনে। তা ভাল, আমার ভাইঝিটির বিয়ে হল, তা আমি এক্‌বার জান্‌বারও পাত্তুরি হলেম না? এতুই কি আমি তোমাদের শত্তুর। এ সব কম্মে বাড়ীতে এক্‌টা চাকর থাকুলেও তাকে একবার বোল্‌তে হয়।

কমল। (স্বগত) ও বাপু! একি? ইনি এত দিনের পর এত রাত্রে এসে এ কাঁচুনির পালা গাইতে আরম্ভ কোল্লেন কেন? ইনি আবার কারণও কোরেছেন, কথা আড়িয়েছে। আমার তো বড় ভয় হল। এ বিবাহের কথা তো কোন কথাই নয়। (প্রকাশ্য) যদি আর কেউ এখানে থাক্‌ত তবে আমি এর্ উত্তর দিতেম। আপনার সঙ্গে তো আমার উত্তর প্রত্যুত্তর চলে না; আপনার সঙ্গে আমি আর কখনও কথাও কইনি। তা কাজেই আপনি জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন, আমি উত্তর না দিয়ে কি করি!

ষাঁড়ে। আঃ! তা তুমি কথা কও—কথা কওয়াতে তো আর কিছু পাপ নেই। যাতে লোকে পাপ হয় বলে তাই কত লোকে বাছে না। আর তন্তোরের মতে কিছুতেই দোষ নেই। তা তুমি কথা কও।

কমল। (স্বগত) এত বড় সহজ ভাবের কথা নয়। "যাতে লোকে পাপ হয় বলে। আবার তন্ত্রে তাও বলে না।" এত ভাল গতিক না। নাঃ, এমন্‌ই কি দুষ্ট অভিসন্ধি হবে? বোধ হয় মদের ঝোঁকে বোলেছে। (প্রকাশ্য) তা আপনি আজকে শয়ন করুন্ গে, রাত অনেক হয়েছে। তখন কাল্‌কে এ কথার উত্তর পাবেন, আজ্‌কে আমার শরীর ভাল নেই।

ষাঁড়ে। তা তোমবা যে আমাকে হ্যাজ্ঞান কব তা আমি জানি। আমার এখন ঐ সুশীল আর চারু ওবাই সব। তাদেব্ই একজনের বিযেটা হয়ে গেল, আব আমাকে যখন এক্বাব মুখেব বাক্কিটি পজ্যন্ত জিজ্ঞাসা হল না, তখন্ই আমি বুঝিছি। তা আমার এমন কপাল্ই যদি না হবে, তবে আমি নিব্বুংসে হব কেন? (বোদন) আর আমাব এমন নোদেরচাঁদ ভাইই বা যাবে কেন!

কমল। (স্বগত) এ কি বিপদ! (প্রকাশ্য) আপনাকে হতশ্রদ্ধাও নয় কিছুই নয়। আপনাকে না জানান এই কারণে যে, আপনাদেব মতের বিপরীত কাজ, জানালে হিতে বিপবীত পাছে হয।

ষাঁড়ে। বিলক্ষণ! আমি জান্‌লে হিতে বিপবীত! এই বিপবীত যে আমি এতে দশ হাজাব টাকা খবচ কোবে বাই খেম্‌টি নাচাতেম আব কত ধূম ধাম কোত্তেম। তা যা হযেছে তার আব কি? তা সুশীলেব পড়া চোল্‌ছে তো ভাল? টাকা কড়ির কষ্ট তো নেই?

কমল। টাকা কড়ির কষ্টই বোল্‌তে হবে বৈকি?

ষাঁড়ে। তা কষ্ট যদি, তবে একথা কেন আমাকে বলনি? ঐ মতিদত্ত বেটা এক বজ্জাতেব ধাড়ি, ঐ বেটা পরামর্শ দিয়েই আমাকে পর কোরে ফেলেছে!

কমল। অমন কথা বোল্‌বেন না—মতিবাবু কুপবামর্শ দেবাব মানুষ না। মতিবাবু না থাক্‌লে এতদিন আমাবে কাঙ্গালিনী হয়ে ঐ দুটি সন্তান নিয়ে নগব-ভিক্ষে কোত্তে হত, গাছের তলায় বাস কোত্তে হত, আব হয তো আমার এই জীবিত শরীব রাত্রে মড়া বোলে শেয়ালে টেনে খেত!

ষাঁড়ে। (স্বগত) যখন কথা কযেছে, তখন দেখাও দিতে পাবে। (প্রকাশ্য) কি বোল্‌লে, কি বোল্‌লে? মতিদত্ত না থাক্‌লে এই সকল হোত। দ্যাখ দিখি কত বড় দোস্‌মন হয়ে পড়িচি আমি? এ দুক্কু গায

সয় না। তবে কথা বোল্‌তে হল। (নেপথ্যের দ্বারে স্পষ্ট সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) আমি থাক্‌তে তোমারে পথে পথে ভিক্ষে কোত্তে হোত? ভাল, তোমরা কখন কিছু জানিয়েছ আমাকে? তা ঐ ব্যাটা জানাতে দ্যায় না। ওর ইচ্ছেটা যে আপনি সাউথুড়ি করে। আরে তা কি আর আমি বুঝিনে? আমি তো আর মেয়ে মানুষ না?

কমল। (স্বগত) এযে একেবারে সম্মুখে এল! (ঘোম্‌টা টানিয়া প্রকাশ্য) সাউথুড়ি জানিয়ে তাঁর তো কিছু লাভ দেখিনে, বরং ক্ষতি। আর আপনাকে জানাব তবে আপনি দেবেন? আপনি কি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

ষাঁড়ে। মতি দত্তের লাভের কথা এখনও তোমরা বুঝ্‌তে পারনি। আমার কাছে ফাঁই ফুঁই খাটে না। আমি মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই টের পাই যে এ মানুষটা এই মত্‌লবে হাঁট্‌চে। ও দেখেছে যে একা এমন এক্‌টি সুন্দুরী মেয়ে মানুষ, যাকে দেখ্‌লে মনির মন টলে, এই মতল্‌বে এই সব করে আর কি? তবে আমার কথা যে বোল্‌লে আমি নিজেই কেন সব দেখি শুনিনে। তা আমার ভাই গেল, ছেলে গেল, আমার কি আর কান আছে না চোক আছে। তা যাক্‌, সে সব আমার অদেষ্টে। এখন সুশী-লের কত হলে চোল্‌তে পারে? আর চারুর জন্যে কিছু ভাল গয়না টয়না আর তোমার নিজেরও তো তেমন কিছু হাতে গায় নেই। তা আমার টাকা কড়ি আর কে খাবে? তোমার্‌ই সব। তা এখন আপাতক আমি দশ হাজার টাকা দিচ্ছি। তুমি তাই নিয়ে যা যা আবিশ্যক তা তা কর।

কমল। মতি বাবুর নামে অমন ভয়ানক দোষ দেওয়া অতি অন্যায়। মায়ের কোলের শিশুর ন্যায় তাঁর মন পাপ হতে মুক্ত। যেমন সোণাতে কীট লাগ্‌তে পারে না, সূর্য্যের শরীরে অন্ধকার প্রবেশ কোত্তে পারে না, তেমনি মতিলাল বাবুর মনে দোষ প্রবেশ কোত্তে পারে না।

ষাঁড়ে। ভাল তা যাক্।—মতি দত্ত যদি এমন সতী সাবিত্তিরি হয়ে থাকে, তা হোক। এখন আমি যা বোল্লেম, টাকার কথা, তার কি? আপাতক এই হলে হবে কি না তাই জিজ্ঞাসা করি।—আর আমি টাকা কড়ি দিলে তা নেয়াতে তো দোষ নেই।

কমল। সে কি? আপনি কি আমার পর না আমি আপনার পর? আপনার টাকা আমার টাকা কি কখনও আলাদা হয়ে এসেচে, কি একত্রেই আছে?

ষাঁড়ে। (স্বগত) হাঁ, টাকা এমন ধন নয়। অনেক নরম। ওহ্! কি চমৎকার রূপ! যত দেখ্‌ছি ততই ভাল বোধ হোচ্চে। যেমন মদ্ খেতে খেতে ক্রমে নেশা হয়ে ঢলে পড়ে, তেমনি আমার মন্‌টা ক্রমে মেতে উঠ্‌চে। (প্রকাশ্য) তা বটেই তো, কথাই তো এই, তুমি আমার পর না আমি তোমার পর? পর কি? তোমার চেয়ে আমার আছে কে? ঐ যে একটা বিউনে কুকুরের মত আছে, ওটাকে তো আমি দেখ্‌তেই পারিনে। যেমন শেয়াল্‌কে দেখ্‌লে কুকুরের রাগ হয়, তেমনি ওকে দেখ্‌লে আমার রাগ হয়। কেবল কতক্‌গুল হাড়ের উপর একখানা চাম্‌ড়া ঢাকা। যেন কোন দেউলে পড়া বড় মানুষের ঘোড়া। হাতে গয়না পোরেছেন তা হাত ঝুলিয়ে দিলে চুড়ি টুড়ি বালা টালা হাতের পোঁচার অদ্দাঅদ্দি এসে সব গুলি একেস্তার হয়ে থাকে। চন্দ্রহারগুলি সব পাছার নিচেতে এসে যড় সড় হয়ে ঝুলে থাকে, পাছা বড় দেখাবার জন্যে বিলিতি সাড়ী ছুবেড়া দিয়ে পরা হয়। গাল তুবড়ে গেছে, তা চুল কোশে টেনে বাঁধেন যে চোস্ত হয়, শেষ চোখের পাতা সুদ্ধ এমনি টান পড়ে যে চোক পাকিয়ে থাক্‌তে হয়। তা আমার এই সব জন্যে এমনি হয়েছে যে, ওটা এখন মলিই আমি বাঁচি। আর রাত দিন তোমার্‌ই নিন্দে করে, তাইতে আমার সঙ্গে আসলে বনে না। তুমি যদি বল তো ওটাকে দূর করে দি। —আর নয় ত—(হস্ত ভঙ্গী)

কমল। (হঠাৎ ঘুমের ঝিমুনি ভাঙ্গার ন্যায় মস্তক উঠাইয়া ত্যক্ত-লজ্জা হইয়া বিস্ময়পূর্ণ নয়নে দৃষ্টি।)

ষাঁড়ে। তবু ভাল যে, আমার উপর এতক্ষণেব পর দয়া হল। আহা, তোমার জন্যে আমার প্রাণটা থেকে থেকে যেন কুকুরের মত কেঁদে কেঁদে ওঠে। সে দিন যখন তোমাকে দেখ্‌লেম, তখন আমার প্রাণটা যেমন বাঁদোরে কলা দেখ্‌লে লাফিয়ে পোড়্‌তে যায়, তেমনি কোত্তে লাগ্‌ল। সেই অব্‌দি যেমন বেরালে ভাজা মাছের গন্দ পেলে ছোঁ ছোঁ কোরে বেড়ায়, আমি তোমাকে দ্যাখ্‌বার জন্যে তেমনি বেড়াতে নেগিচি। তোমার জন্যে আমার এই দশা হয়েচে। হে প্রাণ্‌ সজুনি! এখন তো এ বাড়ীতে আর কোন গোল নেই। ঐ শকুনখাগিটেকে তাড়িয়ে দিয়ে এস আমরা দুজনে পিরিত কোরে সচ্ছন্দে থাকি। যত টাকাকড়ি বিষোয় টিষোয় সব তোমার পায়ে আমি পূজ করি।

কমল। কি বল্লি? নরাধম! চণ্ডাল! তোমার এত বড় যোগ্যতা!

ষাঁড়ে। আবার তোমার তোমার বোলে কথা কও কেন? তুমি যদি তুই তুই বোলে কথা কও তো আরও মিষ্টি লাগে। যেন একটু ভাল বাসার মত বোধ হয়।

কমল। শোনো! তুমি আপনার মঙ্গল চাও তো এখান থেকে দূর হও। তুমি জান না আমি সিংহের ঘরণী? তুমি চড়া হয়ে বাজের বুকের মাংস আহার কোত্তে চাও? তুমি মুটে হয়ে মাথার বিড়ে ফেলে রাজমুকুট পোত্তে চাও? তুমি গোবর গাদার পোকা হয়ে চন্দ্রের গায়ে উড়ে বোস্‌তে চাও? তুমি ভেবেছ যে আমার সিংহের মৃত্যু হয়েছে, তা নয়। তিনি আবার সত্বরেই আস্‌বেন। আমি স্বপ্ন দেখিচি।

ষাঁড়ে। ও! তাই এত চোট। তুমি বাতিকের খ্যালে সপন দেখে তাই ভেবেচো? তবে এই তোমার ধাঁধা ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ দেখি

কি এখানা? (কমলবাসিনী এবং চারু সুশীলের পূর্ব্ব কথিত ফটোগ্রাফ্ নিক্ষেপ করা) এই দ্যাখ তোমার সে সিঙ্গি মোরেচে। সে মগলের মত সেজে বড় দাড়ি গোঁপ রেখে আগরায় এক জনের বাড়ী পালিয়ে ছিল, আমার লোক অনেক খুঁজে খুঁজে সেই খেনে গিয়ে দ্যাখে তার ওলাউঠ হয়েচে আর উঠনে বার কোরেছে, যায় আর কি। আমার লোক গিয়ে তোমার নাম কোরে বোল্লে আমি তার কাছ থেকে এসিচি। এই কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল আর বোল্লে আমি তো যাই, তা এ ছবিখানা আমার প্রাণ সজুনির কাছে দিও।

কমল। (স্থির নেত্রে ফটোগ্রাফ দর্শন ও ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া এক ভয়ানক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ! সত্যই আমার প্রাণেশ্বর আমাকে বঞ্চনা কোরেছেন! এ সেই মূর্ত্তিই বটে! তিনি যে প্রাণ থাক্‌তে অধীনীর প্রতিমূর্ত্তি চরণ থেকে দূর কোরেছেন, এমন বোধ হয় না। আর তা না হলেও এ পামর এ চণ্ডালের এত সাহস কখনই হোতনা। তা ভালই হয়েছে। আমার দুঃখের দিন অবসান হয়েচে। তবে তাঁর সহগামিনী হওয়া আমার কপালে ঘোটল্‌না! কিন্তু তাঁর পশ্চাৎ গামিনী হোতে কেউ আমাকে ধোরে রাখ্‌তে পারবে না!

ষাঁড়ে। তবে কেন দুক্কু পাও? আমি তোমার্‌ই ভালর জন্যে বোল্‌চি, তা নৈলে আমার কি? আমি টাকা খরচ কোল্লে মেয়ে মানুষ ঢের পাব।

কমল। শোনো! আমি এখন মর্‌বার পথে দাঁড়িইচি। আমার সম্মুখ থেকে শীঘ্র দূর হও, নৈলে তোমার পক্ষে বড় অমঙ্গল।

ষাঁড়ে। (স্বগত) এ সহজ লোক নয়। জবরান না কোল্লে চোল্‌লো না। কিন্তু ওর নিকটে যেতেও ভয় হোচ্চে, ওর গা দিয়ে যেন একটা আগুনের হল্‌কার মত বেরুচ্চে। এমনি বোধ হোচ্চে যেন ওর কাছে কেউ

যমদূতের মত দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্চে। আমি ওখানে গেলেই যেন মারা পোড়্ব। না ও সব কিছু না। এসব কম্মে সাহস না কোল্‌লে হয় না। (প্রকাশ্য) তবে তুমি ভাল কথার কেউ না। আচ্ছা! (লম্ফ দিয়া রঙ্গভূমে কমলবাসিনীর সম্মুখে উপস্থিত মাত্রেই কমলবাসিনী সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া আসুরিক বলের সহিত এক ধাক্কা দিয়া নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রগতি এক বৃহৎ ছুরিকা লইয়া পুনরায় সেই স্থানে অবস্থিতি) উহু হু হু হু হু হু হু হু, গেচিরে গেচিরে গেচিরে! আমার মাথাটা এই চৌকাটে লেগে একেবারে ভেঙ্গে চৌ- চিল্লি হয়েচে। রাক্কুশী! ডাইনী! পিচিশী! খুন কোল্লি একেবারে?

কমল। তুমি এখনও বেঁচে আছ? শীঘ্র পালাও, নইলে এই ছুরি তোমার ঐ পাষণ্ড হৃদয়ের রক্তে ডুব্‌বে। তুমি এই সাহস করেছিলে যে আমি অনাথিনী সহায়-শক্তি-বিহীন স্ত্রীলোক। তোর এ বোধ নেই যে সতীর সতীত্ব জগদীশ্বরের নিয়মের ন্যায় অটল!

ষাঁড়ে। তা আমি তো—

কমল। আবার কথা কোস্ যে? শীঘ্র দূর হ, নৈলে এই ছুরিতে তোমার মৃত্যু।

ষাঁড়ে। আরে তোর আটক নেই তা। তুই সব পারিস। ও বাপু! মেয়ে মানুষের গায় এমন দোস্বির মতন জোর তো দেখিনি! এই যাচ্ছি যাচ্ছি।—আবার তুই অমন কোরে ছুরি ওঁচাস্ কেন?

[প্রস্থান।

কমল। হা প্রাণনাথ! তুমি কোথায় এ সময়! তুমি স্বর্গ হতে যদি দাসীর দশা দেখ্‌তে পেতে, তবে স্বর্গ ত্যাগ কোরেও আস্‌তে। প্রাণেশ্বর! আমাকে এত আশা ভরসা দিয়ে বোলে কয়ে রেখে শেষ এক কালীন পরিত্যাগ কোরে গেলে! আর এই নীচ, এই জঘন্য, এই মনুষ্যকুলের

কলঙ্ক, আমাকে অনাথিনী দেখে অপমান করে! তা আমার জীবিত শরীর কোন চণ্ডাল নারকী ছুঁতে পার্‌বে না। আমার মৃত শরীরও পাবে না—আমার শরীর আর প্রাণ একেবারে আগুণে পুড়্‌বে! আমি যখন তোমার নিকট যাব, তখন আমাকে পাপ-মলিনা বোলে ঘৃণা কোরে পরিত্যাগ না কর। আমি যদি আর কিছুতে তোমার যোগ্য না হই, স্বুদ্ধ তোমার চরণে অটল ভক্তির জন্যেও আমি তোমার চরণে স্থান পাব। এ সময় কোথা আমার স্বুশীলচন্দ্র! কোথা আমার চারুকমল! আহা! তারা যদি তাদের দুখিনী মায়ের এ দশা দেখ্‌ত, তবে গুলি লাগা সিংহ-শাবকের মত আমার বাছারা ঘুরে পোড়ে আছাড়ি পিছড়ি খেয়ে প্রাণ হারাত! আহা! এতদূর আমার অদৃষ্টে ছিল! আমি কি এত পাপ্‌ই কোরে থাক্‌ব? কোই আমার মনে তো কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। যাই হোক্‌ যত দূর জ্ঞান তার্‌ই মত কর্ম্ম করা বৈত মানুষের উপায় নেই। এই স্থির যে যে কর্ম্ম অসৎ বোলে জান্‌ব তা কোর্‌ব না। যা সৎ বোলে জানি তাই কোর্‌ব। হে মা দুর্গা! আমাকে এখন শীঘ্র ত্রাণ কর। রজনী! তুমি সত্বর প্রভাত হও! এ জন্মের মত আমার আহার নিদ্রা যা হোয়েচে, সেই। এই ভাবেই এ রাত টুকু কাটিয়ে কাল সকালেই প্রাণকান্তের পথে যাব!

গোপীনাথ। (নেপথ্যে) মা ঠাক্‌রুণ! মা ঠাক্‌রুণ!

কমল। কেও, গোপীনাথ?

গোপী। হাঁ।—আপনি এখান থেকে উত্তর দিলেন যে? আর আপনার কথায় বোধ হোচ্চে যেন আপনি বোসে আছেন, দোর্‌টা খুলুন দিখি? আমার মনে যে বড় সন্দে হোচ্চে; এতটা বেলা হয়েছে এখনও দোর বন্দ কেন?

কমল। এস-এস! আহা, বাছা! আমি তোমার জন্যে সমস্ত রাত

ভেবে মরিছি। আর এখন কেবল তোমার আশাপথ চেয়ে আছি। রাত প্রভাত হয়েছে, তা আমি জান্‌তে পারিনি।

(গোপীনাথের প্রবেশ)

গোপী। একি ঘরে যে এখনও পদিম্ জ্বোল্‌ছে। ও বাপু! তোমার হাতে ছুরি কেন ?

কমল। বাছা, সে কথা আর কি বোল্‌ব। তুমি কাল রাত্রে কোথা ছিলে ?

গোপী। আমাকে বন্দ কোরে রেখেছেল ঐ নাছদুওরের ঘরে। আমি তামাক নিয়ে এস্‌তেছেনু, আর না দেখি যে চাব্ জোনা মানুষ মুখে ডাব বাঁদা, অমনি হটাস্‌কার এসে পোড়ে আমার মুখ বেঁধে ফেল্‌লে, আর আমাকে ঐ নাছ্‌দুওয়ের কুটিতে বন্দ কোরে রেখ্‌লে। তেথুন্‌ই আমি মনে কোন্নু কি একখানা বিপোদ ঘোটেচে। এস্‌বের লিবিত্তে ঢেক তেষ্টা কোন্নু, তা কিছুতেই এস্‌তে পেনুনি। তা কি হয়েচে কি ?

কমল। কি হয়েছে তা আর শুনে কি হবে ? হয়েছে এই যে তোমাকে ও দিকে বন্দ রেখে, এ দিকে আমি একাকিনী বোলে, আমাকে অপমান কর্‌বার চেষ্টা।

গোপী। তা আমি তেথুনি বুঝ্‌তে পেরেছি। তা তা তা ঐ নচ্ছার ব্যাটার গলার হুড়ঙ্গে ছুরিখান্‌টি বোসিয়ে দিতে পেরেচেন কি না ? না জেতি পেরে থাকেন তবে আমার ঠিন দিন, আমি ও কাজটা সাবাড় কোবে এসি। তার পরে আমার কোপালে যা হয় তাই হবে। আমি লয় ফাঁসি যাব।

কমল। 'সে আর আবশ্যক নেই, আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়েছে, সেই মঙ্গল। এখন তুমি এক কর্ম্ম কর, আমাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে চল। একটি চিতা সেইখেনে সাজিয়ে দাও। আর তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে খবর দাও

যে আমি আমার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি নিযে পুড়ে মবব। তাঁদেব শাস্ত্রেব নিযম যে কিছু থাকে সে সকল নির্ব্বাহ কোব্‌বেন।

গোপী। ও মা ঠাক্‌রুণ সেকি? বাবু এসে শুন্‌বে আব অমনি যে কাছাড় খেয়ে পোড়ে মোব্‌বে!

কমল। আহা, তুমি তাই ভাব্‌চ? তিনি কি আব আছেন? তিনি যে আগে চোলে গিয়েছেন! এই দেখ আমাদেব প্রতিমূর্ত্তি তাঁব কাছে ছিল, তা মৃত্যুকালে আমাকে দিতে বোলে, তিনি চোলে গিযেছেন। সেই জন্যেই তো ঐ বর্ব্বরেব এত সাহস।

গোপী। এ কে আন্‌লে? এ সব ভাল কোবে জেনে—

কমল। আব কিছু জান্‌বাব আবশ্যক নেই;—কিছু বলবাব আবশ্যক নেই। এ কথাতে আমাব আব কিছুমাত্র সংশয নেই। তবে আমাব সন্তান দুটি, তা কন্যা সন্তানেব বিবাহ হলেই নিশ্চিন্ত। তবে আমাব ছেলেটি, তা আমি বেঁচে থেকে তাব কি উপকাব কোত্তে পাবি। মা দুর্গা ওদের প্রাণ রক্ষা কোরবেন। আমি আমাব ধর্ম্ম রক্ষা কোবে এখন যেতে পাব্‌লেই হয।

গোপী। এ কথা লয় বলা যায়নি। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর গ্রেহাম সাহেবের বাঙ্গলার নিকট।

(কমলবাসিনী এবং গোপীনাথ আসীন)

গোপী। মা! এই তো চিলু তৈয়ের হল।

কমল। আচ্ছা! তুমি এখন ঐ লাল বনাত খানা দিয়ে চিতাটা ঢেকে রেখে, তর্কপঞ্চানন মহাশয়, মতিলাল বাবু আর ইস্কুলের সাহেব বিবি, এঁদের সংবাদ দাও।

গোপী। ইস্কুলের সাহেবের বাঙলা এই যে।

কমল। এই বাঙ্‌লা?—তবে তো ভালই হোয়েছে। তা যাও যাও, এঁদের এখানে প্রথম সংবাদ দিয়ে পরে ওদিকে যাও।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

(গঙ্গার প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টি করিয়া) আহা! মা! যেমন কোন ব্যক্তি পর্ব্বতগুহার মধ্যে প্রবেশ কোরে পথ হারা হয়ে অন্ধকারে আকুল হয়ে ঘুত্তে ঘুত্তে হঠাৎ বাইরে এসে আলো দেখ্‌লে তার মন প্রফুল্ল হয়, তোমার পবিত্র তীরে এসে আমার মনের আজ তেমনি ভাব হয়েছে। আহা, তোমার তরঙ্গের কল্লোল্‌ই বা কি সুললিত! এখন আমার এমনি বোধ হোচ্ছে যে পাপময়ী পৃথিবীকে পরিত্যাগ কোরে কোন উৎকৃষ্ট জগতে এলেম। এখন আমার এমনি সাহস হোচ্ছে যে আমার প্রাণকান্তের সঙ্গে দ্যাখা হবার সময় নিকট হয়েছে। এখন আমি প্রায় আমার নাথের শোক ভুলে গিয়েছি, আর আমার মনে এক রকম সুখ বোধ হোচ্চে। আহা! যখন আমাদের বিবাহের পরে এই ঘাটে এসে পৌঁছে আমাদের পাল্‌কি ঐ অশ্বত্থ তলায় পাশাপাশি কোরে রাখ্‌লে,

তখন আমরা গোপনে আমাদের পাল্‌কির দোর ঈষৎ বিচ্ছেদ কোরে উভয়ে পরস্পব দ্যাখা আর মৃদুস্বরে হাস্য কৌতুকে কতই আমোদ হয়েছিল। আমি যেই পাল্‌কির দোর বন্দ কোত্তে যাই, অমনি আমার হাত ধোরে বলেন তা হবে না, আমরা যতক্ষণ এখানে থাক্‌ব ততক্ষণ এই ভাবে থাকৃতে হবে। আমারও মনেব ইচ্ছে সেই, তবে আমি দেখ্‌ছিলেম যে ওঁকে দেখ্‌তে আমার যেমন ইচ্ছে তেমনি ওঁর কিনা! আমার প্রাণেশ্বরের সেই চেহারা আর সেই হাসি আমি এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছি!

(গ্রেহাম সাহেব এবং বিবি)

বিবি। একি? একি? অ্যাঁ? একি সর্ব্বনাশ!

কমল। এ ভাল হয়েছে, সর্ব্বনাশ নয়, এই সর্ব্ব রক্ষাব পথ।

বিবি। ব্যাপাবখানা কি? এই আমি কাল ৯টা রাত পর্য্যন্ত বোসে গল্প সল্প কোবে এলেম, এর মধ্যে কি হল?

কমল। আর অধিক কথার প্রয়োজন কি? সম্প্রতি আমি বিধবা হয়েচি। এখন আমার পথের সঙ্গী স্বরূপ আমাব নাথের এই প্রতিমূর্ত্তি (প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন) নিয়ে আমি তাঁর কাছে চলিছি। (চিতাব প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তিনি যে দেশে আছেন সে দেশের বহির্দ্বার এই। আর যে কি হয়েচে না হয়েচে, তা আপনাদের শুন্‌তে হয় তো গোপীনাথের কাছে শুন্‌বেন।

বিবি। তা আপনি যে বিধবা হয়েছেন, এ সংবাদ কে দিলে?

কমল। এ সংবাদ তাঁর্‌ই জ্যেষ্ঠের কাছে পেইচি। তার নিদর্শন এই যে আমার আর আমার সন্তান দুটির মূর্ত্তি একখানি পটে, (পট প্রদর্শন) এই পটখানি তিনি যাবার সময় নিয়ে গেলেন, বোলে গেলেন, এ পট আমি জীবন থাকতে ছাড়ব না।

বিবি। দেখি দেখি পটখানি? (পটগ্রহণ) হাঁ, এ আপনারই বটে। তা আপনার ভাশুর এখানি কোথায় পেলেন?

কমল। তিনি উদ্দেশ কোত্তে লোক পাঠান, সেই লোক আগরায় সন্ধান কোরে গিয়ে দ্যাখে যে তাঁর মুমূর্ষাবস্থা। তার পরে আমার লোক বোলে তাঁর কাছে বঞ্চনা করাতে, এই খানি তার হাতে দিয়ে বোল্লেন, "আমার সেই দুঃখিনী অভাগিনীকে দিও" এই কথা বোলে (রোদন করিতে করিতে) আমার প্রাণেশ্বর অমনি কালের উদরে লুকিয়ে গেলেন!

বিবি। তা আপনার ভাশুর যদি প্রতারণা কোরে থাকেন?

কমল। না, তা নয়। কারণ তিনি যেরূপ ছদ্মবেশে ছিলেন, সে সুদ্ধ মতিবাবু আর আমি জানি। তা পর্য্যন্ত যখন সেই লোক এসে বোলেছে তখন আর কি? আর তা নৈলেই বা ঐ মূঢ় বর্ব্বর নারকী আমাকে অপমান কোত্তে সাহস কোর্‌বে কেন? এ কথা কখনই হয় না।

সাহেব। অ্যাঁ? (বেগে কমলবাসিনীর নিকটস্থ হইয়া) কি বোল্‌লে? অপমান? তোমাকে! এত বড় যোগ্যতা! তোমাকে অপমান!

কমল। উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু যে প্রাণের চেয়ে মান বড় বিবেচনা করে, তার মান যায় না।

সাহেব। (স্বগত) এ সকল ঐ কদর্য্য মতটার ফল। ঐটে কোনমতে ছাড়াতে হবে। বন্ধুর বেশে শত্রু, পুরোহিতের বেশে চোর, ধর্ম্মশাস্ত্রের নামে দুষ্ক্রিয়া, এর বড় বিপদ সম্ভবে না।

(তর্ক-পঞ্চানন, জমিদার, শ্যামরতন রায়, দারোগা, মতিলাল দত্ত সমভিব্যাহারে গোপীনাথের পুনঃ প্রবেশ)

মতি। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) মহাশয় শুনেছেন সব? অমরনাথ বাবুর কাল হয়েছে! এই নিমিত্তেই এতদিন তাঁর কোন খবরই পাইনি।

আব তাঁব ভ্রাতাব আচবণেব কথাও বোধ হয শুনে থাক্‌বেন। তা আমি এখন বলি এই যে, এমন আত্মহত্যাব অপেক্ষা, ভাল ওখানে বাস না কবেন, আমাব বাড়ীতে—সে ওঁব আপনাবই বাড়ী, যে হেতু আমি ওঁব দাস—সেই খেনে থাকেন, অথবা ওঁব কন্যাব বাডীতে থাক্‌লেও হোতে পাবে। আত্মঘাতিনী হওযা মহাপাতক। আপনাবা কি বলেন?

সাহেব। হাঁ, তাতে হানি কি? আত্মহত্যা মহাপাতকই তো বটে, তাব সন্দেহ কি আছে? আব তাব প্রযোজনও নাই।

মতি। (কমলবাসিনীব প্রতি) তবে আপনি এ কল্প বহিত করুন।

কমল। এ বিষযে আমার একটি মাত্র কথা। এই কল্প কিম্বা যাঁব উদ্দেশে কল্প, তিনি;—এই ভিন্ন গতি নাই। জামাতার বাডীতে বাস কোবে বৈধব্যের সুখ ভোগ কব্‌বাব লোভে এইখেন থেকে ফিরে যাব, তা হতে পাবে না। (তর্কপঞ্চাননেব প্রতি) ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণাম। (ভূমে শির নত)

তর্ক। ধর্ম্ম লাভস্তু।

কমল। আপনাকে সংবাদ কবাব কাবণ এই যে, আমাদেব ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসাবে আমাব এই উপস্থিত ক্রিযাটি আপনি সমাধা কোবে দিন; আমাব গাযেব এই অলঙ্কাবগুলি দক্ষিণাব স্বরূপ আমি দিচ্ছি।

মতি। তর্কপঞ্চানন মহাশয়! আপনাদেব মঁতে কি আত্মহত্যাতে পাতক নাই?

তর্ক। আমাদেব মতে—আত্মহত্যা—ব্যা—ব্যা—ব্যা—ব্যা—তোমাব ভাল করুন,—আত্মহত্যাতে পাতক আছেই তো বটে। কিন্তু যে পতি-প্রাণা সাধ্বী স্ত্রী—বি—বি—বি—বি—অনুমৃতা হলে তাতে যে—বে—বে—বে—বে—আত্মহত্যাব লক্ষণ যাওযা, তা যায না। ববং সেটা—বা—বা—বা—বা—অত্যোৎকৃষ্ট কার্য্যই বোল্‌তে হবে। তাব নিমিত্তে চিন্তা নাই।

তবে কিনা স্বামীর মৃত শরীরাভাবে কুশাপুত্তলিকার প্রয়োজন হোচ্চে। শাস্ত্রকারেরা সকল বিষযেব্ই উপায় কোরে গেছেন। তা এক্ষণেই প্রস্তুত হোতে পার্বে ; অর্থাৎ তাতে আবার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ের প্রয়োজন হোচ্ছে। ভাল তা যা হয় তাই হবে এখন। তা মা! তুমি যে অলঙ্কারগুলির কথা বোল্লে, সেকি তোমার এই গাত্রেতে যেগুলি আছে এতন্মাত্র, কি গৃহেতে—বে—বে—বে—বে—সিন্ধুক বাক্সে আর কিছু আছে ?

কমল। না মহাশয়, আর যা কিছু আমার ছিল, তা আমার কন্যার বিবাহে তাকিই দান করিছি।

তর্ক। এ—হে—হে—হে—হে! সে কর্ম্মটা অতি গর্হিত হয়েছে! এক তো সর্ব্বস্ব দান করাই অবৈধ, তাতে বিধবা বিবাহটা বিবাহের মধ্যেই নয়। তা যখন দিয়ে বোসেছ তখন তার আর হাত কি ? তা ভাল, তা মনে কোরে দেখ দিখি আর তো কোন স্থানে কিছু নেই ? পট্টবস্ত্রাদি কি অন্যান্য মূল্যবান কোন দ্রব্যাদি—ভাল কোরে স্মরণ কোরে দেখ দেখি। আরে ভ্রম হওনের তো আশ্চর্য্য কিছুই নাই, বিশেষ এ সময়।

কমল। মহাশয় আর কেন বাক্য ব্যয় করেন। এইগুলি আমি আপনাকে দিচ্ছি, এই পর্য্যন্ত।

তর্ক। না না বলি তার নিমিত্তে তো নয়। তবে কি ? বলি কি জানি। তা বলি তা—বা—বা—বা—বা—তুমি যা আমাকে দান কোর্লে, সেইই আমার যথেষ্ট।

জমি। মহাশয় আপনি যা পেলেন তার মূল্য আপনি বুঝ্তে পারেন্নি। ঐ যে অল্প গহনাগুলি দেখ্চেন, ওর দাম দশ হাজার টাকার নীচে নয়। ও সকল হীরের জড়াও, বাজারে চুনি পাথর না, আর ঐ যে মতির মালা দেখ্চেন, ও বিলিতি মুক্তা নয়, ও আসল, ওর দাম অনেক।

তর্ক। বটে বটে বটে ? আহা তবে কল্যাণ হোক্ তোমার। তোমরা

ও সকল দ্রব্যাদির মূল্য জান শোন ভাল। তা না, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আজ শনিবার—শনি সপ্ত দ্বয়ঞ্চৈব শেষঞ্চ পরিবর্জয়েৎ। এর পরেতে শেষ বেলা হল বারবেলা। অদ্য হোচ্ছেন দ্বিতীয় ফাল্গুন, দশমী আছেন বাইশ দণ্ড আঠার পল, দক্ষিণে যোগিনী, মৃতে দ্বিপাদ দোষ। অতেব আর বিলম্ব করা কোনমতেই নয়। (জমিদারের প্রতি) দশ সহস্র মুদ্রা এই গহনাগুলির মূল্য হবে কি? তোমার ভ্রম তো হয়নি? আরে আশ্চর্য্যই কি! তাও তো হতে পারে! তাই বলি—বি—বি—বি—বি—বাপা একবার ভাল কোরে দেখ দেখি!

জমি। সে বিষয়ে আর সন্দে নেই, বেশি ছাড়া কম হবে না। আমরা সর্ব্বদাই ও সকল জিনিস দেখে থাকি।

তর্ক। তবে লও, তবে লও, তবে আর বিলম্বের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কুশাপুত্তলেরও আর স্বতন্ত্র ব্যয় না হলেও ক্ষতি নাই।

দারোগা। রোস রোস ঠাকুর, গহনার লোভে অত ব্যস্ত হলে চলে না।

তর্ক। (বিস্ময়পূর্ণ নয়নে দারোগার প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বগত) এ আবার কি বলে রে বাপ্! (প্রকাশ্য) না না তা বলিনে তা বলিনে। বলি সময়টা অতীত হয়, সেই নিমিত্তে বোল্চি যে মূল কার্য্যটা পণ্ড না হয়। তা আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক ভাল কথাই বলি, কিন্তু তা কারও ভাল লাগে না, কেন না আমরা শেষ কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা করি। যেমন "মশার স্বর অতি সুমধুর, কিন্তু লোকে শুন্‌লে বিরক্ত হয়, কেন না শেষে দংশন কোর্‌বে এই ভয় আছে"।

দারোগা। (কমলবাসিনীর প্রতি) আপনি যে এই কাজে উদ্যত হয়েছেন, তা এতো হোতে পারে না। এ হোচ্ছে আইনের বরখেলাফ। তা তো আমি হোতে দিব না।

কমল। (অবনত মুখে) তা আপনি নিবারণ কোত্তে পার্‌বেন বটে। কিন্তু আমার গলায় ছুরি দেয়া নিবারণ কোত্তে তো পার্‌বেন না! তবে কেন আমায় মনঃপীড়া দেবেন? আমার মরণ কোন মতেই নিবারণ হবে না। আপনারা নানা প্রকার কথাবার্ত্তাতে আমার যন্ত্রণাটি দীর্ঘস্থায়ী কোচ্ছেন।

দারোগা। এত ভারি মুস্কিলের কথা। তবে আপনি একটু থাকুন, আমি ডিপুটি বাহাদুরকে খবর্ দি।

কমল। তবে শীঘ্র।

সাহেব। (বিবি গ্রেহামের প্রতি) সে ব্রাহ্মণ দু জন ওখানে গিয়েছে কি?

বিবি। হ্যাঁ, তারা গিয়েছে।

সাহেব। তবে দেখ দেখি ওরা এল কি না?

[বিবি গ্রেহামের প্রস্থান।

জমি। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) হুজুর তো বেশ বাঙ্গলা বলেন।

সাহেব। হাঁ, বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা বোল্‌লিই হয়। বালককাল থেকে অভ্যাস।

(ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রবেশ)

ষাঁড়ে। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, সেলাম। দারোগা সাহেব সেলাম। (কমলবাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) একি? একি? একি?

মতি। একি তা তুমি জান্‌তে পার্‌বে এর পরে। আমরা অনেক সহ্য করিছি।

ষাঁড়ে। তুমি এতে কথা কবার কেহে? তোমরাই তো দেশ্‌টা মজালে। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) হুজুর, আপনারা হোচ্ছেন মুল্লুকের কর্ত্তা,—কাঙ্গাল গরিবের মা বাপ। (কাঁদো কাঁদো মুখে) হুজুর, এই মতি-

লাল দত্ত আর ওঁর পাল্লায় আরও জন কত বদমায়েশ আছে, এঁদের ভয়েতে আমি রাত্রে বেরুতে পারিনে। আর ঘরেতেও চৌপর রাত্ প্রাণটি হাতে কোরে জাগি। আমার অপরাদ এই যে আমি বিধবা বিয়ে কোত্তে মানা করি। আর আমার দু টাকা দশ টাকা আছে এই কথা লোকে বলে। দারোগা সাহেব দেখ্‌লেন মতিলাল দত্ত আমাকে আপনার সাম্‌নে কেমন কোরে সাসালেন।

কমল। (অবনত মুখে) মহাশয় ওঁকে আপনারা আমার সম্মুখ থেকে যেতে বলুন।

ষাঁড়ে। তা বোল্‌তে হবে না। এই আমি যাচ্ছি। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) হুজুর, এমন লক্ষি বউ আর হবে না। এই দেখুন এই সময়ে, এই মোর্ত্তে বোসেছেন, তবু ভাশুর বোলে লজ্জা। (স্বগত) এখান থেকে যাওয়া হয না, এই ভিড়েব পাছে ডাঁড়াই। (লুক্কায়িত)

দারোগা। না তা মিত্র দেওয়ানজি তো লোক বেজায না। আমবা তো দেখ্‌চি কিনা? যেমন বড় লোকের চাকর, তার মত বেশ চাল চলন।

মতি। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) বারাঙ্গনার কাছে লম্পটের তুল্য মহৎ আর কেউ নাই!

(ডিপুটি মেজেষ্টরের প্রবেশ)

ডিপু। একি ব্যাপার উপস্থিত? আইনবিরুদ্ধ কার্য্য তো আমরা হোতে দিতে পারিনে।

দারোগা। তা আমরা বলিছি হজুর, তা উনি বলেন যে, এ যদি বন্দ হয়, তবে উনি ওঁর হাতের ছুরি গলায় দেবেন।

ডিপু। তা বোলে আমরা কি কোব্‌ব? আমাদেব আইন মতে কার্য্য করাই পথ।

কমল। হা প্রাণেশ্বর! হে প্রাণবল্লভ! তোমার চরণে কি আমি এত

অপরাধী ? যে তুমি দাসীকে চরণ থেকে দূর কোরে ফেলে চোলে গেলে, তার পর এখন আমি তোমার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ কোরে পুড়ে মোর্ব তাতেও আমি বঞ্চিত ? হে মা দুর্গা ! আমার কি এতই পাপ ? তবে আর কি হবে, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্! তবু আমার প্রাণেশ্বরকে পাব। আমি সেখানে গিয়ে তাঁর চরণে পোড়ে বোল্‌ব যে আমি রাজ-শাসনের দৌরাত্ম্যতে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার পাতক স্বীকার কোরিচি। তা বোলে তুমি আমাকে চরণে স্থান দিতে অস্বীকার কোর না, কেন না আমি ঐ চরণের আশাতেই এ পাপ স্বীকার করিছি। যা থাকে আমার অদৃষ্টে তাইই হবে। তবে আপনাদের কাছে এখন আমি এই ভিক্ষে চাই যে আমার এই মৃত শরীরটি আপনারা দয়া কোরে দাহ কোত্তে দেবেন। যেন বেয়ারারা কাঁধে কোরে কাছারি কাছারি নিয়ে ব্যাড়ায় না। তবে আমি চোল্‌লেম। (ছুরি সজোরে ধারণ)

সাহেব। একটু থাকুন, এক্‌টু অপেক্ষা করুন।

তর্ক। হাঁ হাঁ হাঁ, বটে তো বটে তো। একটু অপেক্ষা কর। একটু অপেক্ষা কোরে যে সকল কথাবার্ত্তা—বা—বা—বা বলা কওয়ার প্রয়োজন তা ভাল কোরে বোলে কোয়ে যেতে হয়। হেদে অলঙ্কারগুল তারও তো—বো—বো—বো—বো—এক্‌টা স্থির বোলে যেতে হয়। এক সেই আমার প্রাপ্য হয়, ভালই। নচেৎ—আর নচেৎ আর কি ? যখন প্রতিশ্রুত হওয়া হয়েছে তখন অন্যথা হওয়াটা মহাপাতক। তবে সুতরাং ও গুল আমার্‌ই হয়েছে। তবু ও বিষয়টা পরিষ্কার বোলে যাওয়া ভাল।

কমল। আর আপনারা কেন আমাকে বাধা দেন ?

ডিপু। এত বড় দায় ঘোট্‌ল। এমন সুন্দরীও তো কখনও দেখিনি। আবার রূপবতী স্ত্রীলোক যদি পতিব্রতা হয়, তাকে দেখ্‌লে যেন দেবকন্যার ন্যায় জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়। এঁর কথাগুলি শুনে

আমাদের বিচারকের হৃদয় যে এত কঠিন, তাও যেন দ্রব হয়েছে। (কমলবাসিনীর প্রতি) তা মা! আপনি আমার একটা কথা শুনুন। আপনি এরূপে কেন প্রাণত্যাগ করেন, বরং জীবিত থেকে ঈশ্বর আরাধনা করুন আর পুণ্য সঞ্চয় করুন। তা হলে আপনাব অভিলাষ পুর্ণ হবার অধিক সম্ভাবনা।

কমল। আপনার যদি দয়া হয়েছে, তবে আপনি আমার মনের যেরূপ বাসনা, সেইরূপ কার্য্য কোত্তে অনুমতি দিন। আমি যে এইখেন থেকে এই সকল ঘটনার পর ফিরে গিয়ে লোকের হাস্যাস্পদ হয়ে থাক্‌ব, তা হবে না। আর আমার মনে অটল বিশ্বাস যে আমার পথ্‌ই এই! তাই আমি হাত যোড় কোরে আপনার কাছে এই ভিক্ষে চাই যে আমাকে এই বিষয়ে বঞ্চিত কোব্‌বেন না। আমি যেন আশা ভঙ্গ হয়ে না মরি।

ডিপু। তবে আপনার যেমন বিবেচনা, তাই করুন, তার পরে আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে।

তর্ক। (স্বগত) রাম! বাঁচা গেল! আমার প্রায় কণ্ঠাশ্বাস হয়েছিল। একটু কেবল কণ্ঠার কাছে ধুক্ ধুক্ কোচ্ছিল। স্ত্রীলোকুটা পুড়ে মবে এটা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু এ দিকে টাকা কত? দশ্‌টি হাজার! (প্রকাশ্য) তবে—তবে আর কাল বিলম্ব নাই। সময় অতীত হয়ে গিয়েছে বোল্‌লে হয়। আমাদের কথা বলাতেও দোষ—অনেকে ভাবেন যে কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় বলি, আবার উপস্থিত থাক্‌লে না বোল্‌লেও চলে না।

কমল। তর্কপঞ্চানন মহাশয়, তবে এখন চিতা উৎসর্গ ইত্যাদি নিয়মিত কর্ম্ম যা যা আছে তা করুন।

তর্ক। হাঁ! মা, তা আর আমাকে বোল্‌তে হবে না। এই যে আমি গঙ্গাজল বিল্বপত্র পুষ্প চন্দন সংগ্রহ কোরে প্রস্তুত্‌ই আছি। তবে তুমি

ততক্ষণ গাত্রের অলঙ্কারগুলো খুল্‌তে থাকো, আমি এ দিকে চিতা উৎসর্গ করি। (স্বগত) কি জানি, যদি ঐ গুল সুদ্ধই গে ঝুপ্‌ কোরে আগুনে পোড়্‌ল, তবেই হরি বোল হরি! (পুষ্পাদি লইয়া প্রকাশ্য) বিষ্ণু, বিষ্ণুর্নমদ্য, ফাল্গুনে মাসি, শুক্লে পক্ষে, দশম্যান্তিথৌ। ওঁ হ্রাং হ্রুং ক্লিং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! ন্যাও, হয়েছে। অগ্নিটে বড় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেচে, কাষ্ঠ গুল পুড়ে যায়। এই বেলা, আর বিলম্ব করা নয়। আবার সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ কোর্ত্তেও তো সময় লাগ্‌বে।

কমল। হ্যাঁ, তা আমার আর বিলম্ব কি? (গাত্রোত্থান)

ডিপু। আহা! কি পরিতাপের বিষয়! আহা! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীই বটে!

জমি। আহা! যথার্থ চোখের জল রাখা যায় না।

মতি। মা! তুমি কি তবে চোল্‌লে! মা! এক্‌টু দাঁড়াও, জন্মের শোধ তোমাকে একবার চক্ষে দেখে নিই! আহা, মা! তোমাকে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন মন পবিত্র হল। মা! তুমি তো চোল্‌লে, কিন্তু তোমার চারু সুশীল এসে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বে যে, আমার মা কোথায়, তখন আমি তাদের কি বোল্‌ব! আর যদি সেই অমরনাথ বাবুই জীবিত থাকেন, তাও তো নিশ্চয় বলা যায় না, তবে তিনি এসে শুন্‌লিই অমনি গুলিবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ঘুরে পোড়্‌বেন আর মোর্‌বেন!

কমল। মতি বাবু! আর আমাকে বাধা দেবেন না। (চিতা প্রদক্ষিণ করিতে উদ্যত)।

মতি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ্‌ই হল! আহা! সেই দুটি বালক বালিকা, তারা এ জন্মে মা বই জানে না, কি বোলে আমি তাদের বুঝাব!

(বিবি গ্রেহামের প্রবেশ)

বিবি। (গ্রেহাম সাহেবের প্রতি) সব ঠিক হয়েছে।

সাহেব। আচ্ছা! তবে আর কি? (দাড়ী গোঁফ এবং ইংরাজি

পোষাক খুলিযা ফেলিয়া তন্নিম্নে বাঙ্গলা পোষাক পরিধান অবস্থায়) প্রেয়সি ! এই যে আমি ! (কমলবাসিনীর প্রতিমূর্ত্তি লইয়া দেশ পরিত্যাগ কালীনের ন্যায় অবস্থিতি)

তর্ক। (স্বগত) হা সর্ব্বনাশ ! এই খাণ্ড গহনাটা ! আমি তখনই জানি যে আঁস্তাকুড়ে বছবাই গোলাব হয় না। গোবর গাদায় স্বর্ণ শীবা ?

ষাঁড়ে। (স্বগত) ও বাপরে ! এ কি ? গেলেম যে একেবাবে !

সকলে। (সবিস্ময়ে সাহ্লাদে) এই যে অমবনাথ বাবু !

কমল। (ফিরিয়া দেখিয়া বিদ্যুৎবেগে গিয়া অমবনাথের চরণ ধারণ) ও প্রাণেশ্ব-শ-শ-শ (ক্রমে স্বব অস্ফুট হইযা স্পন্দ রহিত ও মূর্চ্ছা)

অমব। (এককালীন ত্যক্তলজ্জা হইয়া বাম জানুর উপবে কমল বাসিনীর মস্তক উঠাইয়া লইয়া) আহা ! আহা ! এ কি হল ! একেবাবে শ্বাস বহিত হয়ে গেলে যে ! প্রেয়সি ! তুমি কি এই সময় আমাকে বঞ্চিত কোল্লে ? আহা ! আমি বিদেশে গিয়ে তোমার বিচ্ছেদযাতনা সহ্য কোর্ত্তে না পেরে এই ছদ্মবেশ ধোরে এসে নানা কৌশলে সকল সুবিধে কোল্লেম ; আর যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই আমাকে বঞ্চনা কোল্লে ! এই সমুদ্র সেচন কোরে আমাব হারাণ রত্ন পেয়ে শেষ হস্ত হতে পতিত হয়ে একেবাবে চূর্ণ হল ! প্রেয়সি ! তুমি আমার প্রতিমূর্ত্তি লয়ে যে চিতা আবোহণ কোর্ত্তে, এখন তোমার মৃত শরীর লয়ে আমাকে কি সেই চিতা আবোহণ কোর্ত্তে হলো ! আ প্রেয়সি ! তোমার মুখচন্দ্রিমা মৃত্যু-রাহুতে গ্রাস কোরেছে, তবু মলিন হয়নি, তোমার গোলাব-গঞ্জিত গণ্ড এখনও যেমন তেমনিই আছে ! তোমার স্বাভাবিক ঈষৎ হাস্য ভাব এখনও তোমার অধরে বিরাজ কোচ্ছে। যেন আমি যে তোমাকে এত যন্ত্রণা দিইচি, তারই প্রতিফল তুমি আমাকে দিযে সেই আনন্দে হাস্য কো—

মতি। এই যে এই যে! একটু যেন চোখের পাতাটা নড়েচে।

অমর। অ্যাঁ? এমন দিন কি আমার হবে?

কমল। (দীর্ঘশ্বাস, চক্ষুরুন্মীলন এবং অমরনাথের মুখের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টি করিয়া, গাত্রোত্থান) প্রাণেশ্বর! তবে কি তোমার অধীনী বোলে মনে আছে? তবে কি আমি আবার ঐ পাদপদ্ম সেবা কোত্তে পাব? হে মা দুর্গা! দাসীর প্রতি তোমার দয়া হয়েছে!

মতি। আপনি এখন একটু স্থির হোন, এই দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, এখানে এ দেশের সমুদয় বড় ছোট সব একত্র হয়েচে।

কমল। ইঃ! বটে তো! (অবগুণ্ঠিত হইয়া অমরনাথের দক্ষিণ তর্জ্জনি ধারণ করিয়া উপবেশন)

ষাঁড়ে। (প্রকাশ হইয়া) কি এ! মিটে মাটে গেল বুঝি সব? ও যে এই এত দিন একটা ইংরাজের বিবির সঙ্গে মাগ ভাতারের মত থাক্‌ল, তাতে আর কিছুই দোষ হল না?

তর্ক। আরে তুমি কি নির্ব্বোধের ন্যায় কথাগুল কও হ্যা? ও সকল পাতক বটে, তা ওর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে, তা কর্‌লিই তো মোচন হবে। এ আবার একটা প্রাগল্‌ভের বিষয় কি!

অমর। (বিবি গ্রেহামের প্রতি) তবে আর কেন?

বিবি। (সত্বর বিবির পোষাক এবং ঘোম্‌টা পরিত্যাগ করিয়া তন্নিম্নে সাড়ী পরিধান অবস্থায় জমিদারের সম্মুখে গিয়া চরণে প্রণাম)

জমি। (সবিস্ময়ে) কেও, বিনোদিনী! আহা! তুমি কোথা ছিলে এত দিন? আহা! তোমার জন্যে আমরা কত কেঁদিচি, তা আর কি বল্‌ব।

অমর। মহাশয়, আমাদের দেশের যে এই একটী কুপ্রথা আছে, প্রবঞ্চনা কোরে নপুংসক সন্তানের বিবাহ দেয়া, তার্‌ই ফল এই দেখুন। এই বিনোদিনীকে যে ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দিছ্‌লেন, সে পুনরায় আর এক

বিবাহ কোরে ওকে যাতনা দিতে লাগ্‌ল, সুতরাং ও সহ্য কোর্ত্তে না পেরে যাত্রী লোক্‌দের সঙ্গে মিশে পশ্চিম যায়। তার পরে আমি এই ছদ্মবেশে আগরাতে যমুনার তীরে তাজ্‌মহলের ঘাটে বোসে আছি, এমন সময় দেখি যে বিনোদ আমার নিকটে দাঁড়ায়ে বোল্‌ছে, মা যমুনা! আমার এ শরীর তো মনুষ্যের গ্রাহ্য নয়, তবে এখন তোমাতেই সমর্পণ করি! আমি আর যাতনা সহ্য কোর্ত্তে পারিনে। আমি বড়মানুষের ঘরে জন্মে, এত দিন সুখে লালন পালন হয়ে, এখন এই পশ্চিম দেশের রৌদ্রে আর আগুণের মতন গরম পাথুরে রাস্তায় সামান্য যাত্রীলোকের সঙ্গে আর পর্য্যটন কোর্ত্তে পারিনে। দেশেও আর আমার যাবার যো নাই। আমার পিতা যে লজ্জা এড়াবার জন্যে বঞ্চনা কোরে আমার বিবাহ দিয়েছেন, তাঁর কাছে এখন গেলে তাঁর তো আরও লজ্জা হবে। তবে আমার যে জীবন, যাতে আমার ক্লেশ, আমার আত্মীয় স্বজনের অপমান, এমন জীবন রাখায় ফল কি? আমি জন্মেছিলেম লোকনাথপুরে, মলেম আগরাতে! এই কথা বোল্‌তেই আমি ভাল কোরে চেয়ে দেখি আমাদের বিনোদিনী। এই আমি তখন ওর নিকটে প্রকাশ হয়ে নিবারণ কোর্‌লেম। তার পরে এই। আহা! ওর যে স্বভাব, ওর যে গুণ, তা আমি বর্ণনা কোর্ত্তে পারিনে।

বিনো। আপনি একটা কথা ছাড়্‌লেন। আমি আরও এই কথা বোলেছিলেম যে, অমরনাথ বাবুর আশায় পশ্চিমে এসেছিলেম, তিনি জগতের বন্ধু, তাঁর কাছে আমি গিয়ে পোড়্‌লে তিনি আমাকে পরিত্যাগ কোর্ত্তে পার্‌বেন না, আমাকে অবশ্যই আপনার নিকটে রাখ্‌বেন।—কেন না যে যত দুঃখী, তার প্রতি তাঁর ততই দয়া।

জমি। অমরনাথ বাবু, আমি আপনার কাছে বড় বাধ্য হলেম। এস এস, বিনোদিনী এস, এস আমার মা—বা—বাছা এস।

গোপী। (একজন কনষ্টেবলের গাত্রে তর্জ্জনির ধাক্কা দিয়া) ও চাপ্‌রাশি দাদা! আরে ও চাপ্‌রাশি দাদা! হেদে বড় মোজা হয়েছে!— জমিদারের ঐ লবুংসে মেয়েটাকে মাও বোল্‌তে পাচ্ছেনি, আর বাবাও বোল্‌তে পাচ্ছেনি, মধ্যে পোড়ে গোঁ গোঁ কোরে হাংড়ে মোচ্ছে।

অমর। (ভ্রূকুটি করিয়া) কি ও! গোপীনাথ!

গোপী। আরে মশাই ও জমিদার কি এমনি তেমনি বজ্জাত নাকি? এই জ্যাত কীর্ত্তি তোমার উপর হয়েছে, সব ও জানে। ওর পোরামিশে ছাড়া কিছুই হয় নি। সাদে বলি!

মতি। (ষাঁড়েশ্বর মিত্রের প্রতি) তবে দেওয়নজি! আপনার তো এ দাঁও ফস্‌কে গেল! বিবি তো বিনোদিনী হয়ে পোড়্‌ল! এখন কি হবে?

ষাঁড়ে। দ্যাখ মতি দত্ত! তোমার বড় ট্যাঁশ্‌ টেঁশে কথা। আমি যেন দোশমুনী কোচ্ছি। আমার ভাই, আমি যেন পর, আর তুমি হলে আত্য। আমি এসব কথা বোল্‌চি এই জন্যে যে লোকে না নিন্দে করে। আমি তো জান্‌ছি, আমার ভাই কখনো ভুষি না। এই যে একটা কথা লোকে বলে যে অগ্রদানীপাড়ার সে ষাঁড়ের ছেলে হওয়া, সে ওঁর্‌ই দ্বারায়। আমি তা বিশ্বেস করিনে। তবু সেটা কেটে গেলে ভাল হয়। তা না হলে উনি দেশে মুখ দেখান কি বোলে?

ডিপু। ভাল, দারোগা সাহেব! এ কথা আমি শুনিছি বটে। তোমার কাছে এজ্‌হার হয় তাও পর্য্যন্ত আমি শুনিচি। তবে তুমি মেজেষ্টর সাহেবকে বা আমাকে জানাও নি কেন?

দারোগা। সে সাবুদ হল না; মিথ্যে তহমত বোধ হল, এই জন্যে আমি হজুর পর্য্যন্ত জানালেম না।

ষাঁড়ে। কি, মিথ্যে তহমত কি? সাক্ষীরে তো সব্‌ই ঠিক ঠাক বোলে ছিল! তারা তো আছে এখনও। না হয় আবার জিজ্ঞাসা হোক্।

দারোগা। চুপ্ রও, চুপ্!

ডিপু। (হাস্য মুখে) তা যা হোক্, এ বিষয়েব এক্‌টা তদারক আবশ্যক।

অমর। (সহাস্যে) আপনার কাছে কেউ ফরিয়াদী না হোলে আপনি তদারক কোর্ত্তে পাবেন না। আচ্ছা আমি নিজেই তদারক কোবিয়ে দেয়াচ্ছি। কেন না এটা এখন আমারই প্রয়োজন। আর এই জন্যেই আমার এত হল। (শ্যামরতন রায়ের প্রতি) বাবু! আপনি কাশীতে এক্‌টি বিবাহ কোরেছিলেন?

শ্যাম। সেকি? আপনি যে এক নূতন কথা তুলে বোস্‌লেন দেখি!

অমর। এ নূতন কথা এক্ষণে পুরাতন হয়ে পোড়্‌বে এখন। আমি তার যোগাড় না কোরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কিনা আপনি এত লোকেব সম্মুখে অমনুষ্যত্ব প্রকাশ না কোরে আর লজ্জা না পেয়ে সহজে নিষ্পত্তি কোর্ত্তেন, সে আপনাবও মঙ্গল সকল পক্ষেই উত্তম। তা আপনি সে পথেব নন। ভাল, বিনোদিনি!

বিনো। আজ্ঞে?

অমর। তবে তাঁদেব আস্‌তে বল এই সময়। হয়েছে ভাল, রায় বাহাদুরও আছেন।

বিনো। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

হর। (নেপথ্যে) হাঁ।

বিনো। তবে আসুন এই খেনে।

(হরপ্রসাদ শিরোমণি; নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ)

অমর। শ্যামরতন বাবু! দেখুন দিথি এঁদেব আপনি চিন্‌তে পারেন?

শ্যাম। কোই? আমার তো এমন কিছু—হাঁ হাঁ, বটে, এই ব্রাহ্মণকে

যেন দেখিচি। ইনি বোধ হয় ঐ পুঁটের ছত্রে খেতেন, আর যাত্রী তোলা কর্ম্ম কোর্ত্তেন। আর এই স্ত্রীলোকটিও সেই ছত্রের পরিচারিকা।

হর। বটে? আমি পুঁটের ছত্রে আহার কোত্তেম? আর ইনি পরিচারিকা? হা ধর্ম্ম!

অমর। কথায় কিছু হবে না, আপনাদের সেই কাগজখানি বার করুন। কোবে ডিপ্‌টি বাবুর কাছে দিন।

হর। (এক খণ্ড বস্ত্র জড়িত কাগজ হইতে বস্ত্র খুলিয়া কাগজ দান) এই দেখুন মহাশয়।

ডিপু। (কাগজ খুলিতে খুলিতে আর একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ ভূমে পতন) একি পোড়্‌ল?

হর। পাঠেই প্রকাশ হবে।

ডিপু। (পাঠ করণ)——

পুজ্যা শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবী বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীশ্যামরতন রায় সাং লোকনাথপুর জেলা শিউড়ি। অদ্য তারিখ ১০ মাঘ সন ১২৭২ সাল আমি আপনার কন্যা শৈলবাসিনীর পাণিগ্রহণ করিলাম। যদি আমি ইহাকে পরিত্যাগ বা বঞ্চনা করি, তবে আমি আপনাদের নিকট লক্ষ টাকার দায়ী হইব, আর ঐ টাকা আপনারা নালিশ করিয়া লইতে পারিবেন।

সাক্ষী শ্রীহরপ্রসাদ শিরোমণি।

সাং বারাণসী বাঙ্গালীটোলা।

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং ঐ

(জমিদারের নিকট উক্ত প্রতিজ্ঞা পত্র অর্পণ) দেখুন দিখি মহাশয় আপনার পুত্রের হস্তাক্ষর কিনা?

জমি। (দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, এ তো ওঁর্ই অক্ষর বটে।

ডিপু। তবে এই ক্ষুদ্র কাগজ টুকু দেখুন দিখি কার লেখা ?

জমি। এ আমার্ই লেখা। আর আমি যে লিখেছিলেম তাও আমার মনে আছে। (পাঠ)

পরম স্নেহাস্পদ শ্রী শ্যামরতন রায় চিরজীবেষু—

তোমার পত্রে অবগত হইলাম যে তুমি ৺ কাশীধাম নিবাসী ৺ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করিবার মানস করিয়াছ। এবং তাঁহারা বাঙ্গালায আসিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্মত নন। তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এই বিবাহে সম্মতি না দিলে তুমি আর দেশে আসিবানা। সুতরাং এই পত্র দ্বারা সম্মতি দান করিলাম ইতি তারিখ ১২ পৌষ সন ১২৭২ সাল।

ডিপু। তবে ? শ্যামরতন বাবু যে প্রথমে অস্বীকার কোরেছিলেন ?

শ্যাম। তা হবে হবে, আমার ভাল স্মরণ ছিল না।

ডিপু। হাঃ হাঃ হাঃ ! আপনার হাতে একখানি আয়না এনে দিলে মুখ দেখে বোল্‌তে পারেন তো যে চান কোরে চুল বাঁকাবার সময় যে মুখখানি দেখেছিলেন, সেই মুখখানিই ঐ ? বিবাহ কোরেছেন তা স্মরণ নেই ! একি জমিদারি হাত তৈয়ের কোচ্ছেন নাকি ? আপনাদের সন্তানাদিকে লেখাপড়া শেখাবেন, তা না হলে কখনও প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান হবে না।

অমর। তবে আপনাদের কন্যাকে আনুন এই সময়। এখন লজ্জা কোল্লে চলে না।

(পুত্র ক্রোড়ে লইয়া শৈলবাসিনীর প্রবেশ)

শ্যাম। একি ? একি ? এ যত সব দেখ্‌তে পাচ্ছি গাঁজাখুরি ! এ ছেলে কার ?

অমর। তা গাঁজা'খুরি যদিও হয় তো যে গাঁজাখোর সে ধরা পোড়্বে এখন। তার চিন্তা কি? ও পুত্রটি আপনার্ই। চেহারাতেই এঁরা সকলে দেখুন।

ডিপু। মুখখানি তো আমি একটি গোপালে ধোপার আঁবের চারা আমার বাগানে লাগিইছি তার ফলও আসলের সঙ্গে এত ঠিক না। তা যাক্। পায়ের পাতা দুখানি দেখুন না, আবাব মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত কিছু তফাত নেই। তার পর? উনি তো অস্বীকার, এঁরা কি বলেন?

অমর। এঁদের কথা এই আমি বোল্ছি। এই তো দেখ্লেন বিবাহ কোরে এসেছিলেন, তার পরে আর ফিরে জিজ্ঞাসা করেন নি। পরে যখন ইনি যুবতী হয়ে উঠ্লেন, তখন এঁরা সকলে পরামর্শ কোরে এই দুটি স্ত্রীলোককে এখানে পাঠান। আর এই পুরুষ দুজন তৎকালীন কোন প্রয়োজন বশতঃ আস্তে পারেন নি। তার পরে এই স্ত্রীলোক দুটি আর কোন উপায় না পেয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোকের যোগে শ্যামরতন বাবুব সঙ্গে রাত্রে সাক্ষাৎ করেন, উনি এই যুবতী স্ত্রীলোকটিকে দেখেই উন্মত্ত হয়ে রাত্রে যাতায়াত আরম্ভ কোব্লেন। তাতেই এই সন্তান। তার পরে কি জানি কার মন্ত্রণায় আর কার কৌশলে এই সন্তান আমার জাত বোলে দারোগার কাছে এজহার দেয়া হয়।

শ্যাম। সেকি? অমরনাথ বাবু, আপনি কি বলেন? আমি এ সব কিছু জানি টানিনে। আমার স্ত্রী থাকুতে এমন কর্ম্ম কব্বার আবশ্যক কি?

অমর। আপনার আবশ্যক কি তা আমি বোল্তে পারিনে, আমার আবশ্যক যা, তা আমি কোচ্ছি। (ডিপুটি মেজেষ্টরের প্রতি) মহাশয়, এ বিষয়েরও লেখা পড়া আছে। (হরপ্রসাদের প্রতি) শিরোমণি মহাশয়, সে কাগজখানাও বার করুন।

হর। (কাগজ লইয়া ডিপুটি মেজেষ্টরের হস্তে প্রদান) এই দেখুন মহাশয়।

ডিপু। এই তো আপনি লিখে দিয়েছেন, যাবজ্জীবন রাখ্‌বেন ?

শ্যাম। ভাল তাই যেন হল। তা ও ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে অমরনাথ বাবুর নামে দারোগার কাছে গে এজহার দিলে কেমন কোরে ?

ডিপু। হাঁ, এ কথা বোল্‌তে পার বটে। আপনারা কি উত্তর করেন ?

হর। এঁরা তো বোল্‌ছেন আমরা এর কিছুই জানিনে।

ডিপু। দারোগা সাহেব কি বল ? এই স্ত্রীলোক থানায় এসে এজহার দ্যায় কি না ?

দারোগা। হজুর, আমি তা তো দেখিনি, ডুলি কোরে একটি মেয়ে লোক এসে এই কথা বলে।

ডিপু। যাই হোক্‌, এ তো আমাদের বিচার কর্‌বার কথা নয়। তা চল আমরা যাই। অমরনাথ বাবু! তবে আপনি দুর্নাম হতে মুক্ত হলেন তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত বড় পদটা, আমাদের দেশের সৌভাগ্য, সেটি গেল। আপনি এক প্রকার বসন্তের রোগী—রোগ নিরাময় হয়ে প্রাণ রক্ষা হল বটে, কিন্তু এমন যে দেবতুল্য শ্রী, এটি একেবারে গেল।

অমর। মহাশয়! শ্রী অপেক্ষা প্রাণ অনেক বড়। বিশেষতঃ শ্রী কিছু চির কালের নয়, রোগে না যাক বয়সে যাবে। তবে আপনি যা বোল্‌ছেন যে, দেশের শ্লাঘার বিষয়, তা বটে, কিন্তু আমার নিজের তাদৃক দুঃখ হয় নি। আমার অর্থ উপার্জ্জন যথেষ্ট হয়েছে। আর উপার্জ্জনেতেই রত থাক্‌লে উপার্জ্জনের প্রয়োজন মনে থাকে না। চিরকাল পোষাক প্রস্তুত কোর্ত্তে থাক্‌ব, পরিধানের কথা ভুলে যাব, সেটা তো উচিত না। তা আমার যে বিষয় হয়েছে, তাতেই আমার প্রয়োজন নির্ব্বাহ হবে।

ষাঁড়ে। তুমি তাই মনে কোরেছ বুঝি? ও বিষয়ের পাটা কার নামে?

অমর। অ্যাঁ? কেন, সে পাটা আমার নামেতেই না হয়েছিল? তবে কি সে নাম বদল কোরে আনা হয়েছে? তা ভালই তো। আমারও ইচ্ছা ছিল যে আপনার নামেই হয়, কেন না আমি তো বাড়ী থাকি নে।

ষাঁড়ে। নাম বদল করা কেমন? আমার বিষোয়, আমার নামে পাটা।

অমর। তা আপনারই তো বটে। আপনার আর আমার কি স্বতন্ত্র? আপনার হলেই আমার, আমার হলেই আপনার।

ষাঁড়ে। আমি ও সব বজ্জাতি কথায় ভুলিনে। আমি এই বেলা পাটা-খানা হাকিমকে দেখিয়ে রাখি, শেষ কেউ কোন গোল না কোত্তে পারে। আমি অত পেঁচ পাঁচ বুজিনে, সাদা সিদে মানুষ আমি হাইকোটের উকীল না।

[প্রস্থান।

অমর। দাদা কি বলেন? আমাকে এমন সন্দেহ কোল্লেন! আমার স্বোপার্জ্জিত বিষয় বোলে কি আমি প্রাণ থাকৃতে ওঁকে নৈরাশ কোত্তে পারি! ইদানীন্তন ঐ কদর্য্য ধর্ম্মটা আচরণে, ওঁর বুদ্ধির কেমন এক্‌টা বিকৃতি হয়েছে।

মতি। আহা! সদাশিব একেই বলে! তুমি যে ওকে নৈরাশ কোর্‌বে সে সন্দেহ না, ও তোমাকে বঞ্চিত কর্‌বার ষড়যন্ত্র কোরেছে। তাও এখনও বুঝ্‌তে পারনি? আর এখন আমার বোধ হোচ্চে যে, যত কিছু অত্যাচার, সে সকল্‌ই এই সূত্রে গাঁথা।

ডিপু। বোধ হোচ্চে বটে।

জমি। (স্বগত) বড় গোল যে। পাছে নখ কাট্‌তে কাটতে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। (প্রকাশ্য) না না। তাকি পারে?

গোপী। পারে কি না পারে তুমি কি আর তা জান নি?

জমি। তুই বেটা কেরে?—ওহো! (স্বগত) এ যে সেই চাকরটা। দূর হোক, ও বেটার কথায় উত্তর দেয়া হয় না। এখন যা বোলেছে, এর পরে আর কিছু না বোল্লিই বাঁচি।

(ষাঁড়েশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

ষাঁড়ে। এই দেখুন পাটা। (ডিপুটি মেজেষ্টরের হস্তে দান)

ডিপু। (দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, এ তো ষাঁড়েশ্বর বাবুর নামেই আছে বটে।

গোপী। ও পাটা কি? ও যে বহ্রুলে পাটা। তুমি হাকিম হয়ে দেখে ঠাওর কোত্তে পার নি? এই কাগজখান্টি একবার দেখতো গা মুশাই! (কাগজ দান)

ষাঁড়ে। (গোপীনাথের গালে এক চড় মারিয়া) হারামজাদা! বজ্জাত!

গোপী। দেখ দেখ! দোই সাহেবের! দোই সাহেবের! আমাকে মেলে।

ডিপু। একি ষাঁড়েশ্বর বাবু? আপনার তো বড় অন্যায়। আচ্ছা, চারজন কন্‌ষ্টেবল একে ঘেরে দাঁড়াও তো, খবরদার। (পাটা উল্‌টিয়া দেখিয়া) হাঁ, এই তো বটে! তাই তো বলি। এই যে ইষ্টাম্প বিক্রির তারিখের আগে লেখা পড়ার তারিখ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবে আর কি? আর জাল প্রমাণ কোত্তে হবে না।

ষাঁড়ে। (স্বগত) হলো! ভাঙলো আমার খেলা ধূলো! এখন আপনার জালে আপনি পোড়্‌লেম! (হঠাৎ কমলবাসিনীর পূর্ব্ব কথিত ছুরিকা তুলিয়া লইয়া গলায় বসাইয়া ভূতলে পতন)

অমর। আহা হা হা হা!—কি হল কি হল! ধর ধর ধর! (বেগে গিয়া

ছুরিকা ধরিয়া এক টানে বাহির করিয়া) এ—হ্! এ যে বৃহৎ ছুরি। তবে আর রক্ষা নেই! আহা, দাদা তুমি কেন আত্মঘাতী হলে! আমি তোমাকে ও বিষয় ছেড়ে দিতেম। আর তোমাকে সৎপথে আন্বার যত্ন কোর্ত্তেম।

ডিপু। অমরনাথ বাবু! এই ভ্রাতাকে এখনও আপনার এই রূপ যত্ন! ধন্য আপনার মহত্ত্ব। "দন্ত জিহ্বাকে যখন কাতে পাচ্ছেন তখন্ই কাট্চেন, তথাচ আবার সেই জিহ্বা যখন দন্তের কিছু মাত্র অসুখ হোচ্ছে তখন্ই ব্যাকুল হোচ্ছেন"। তা ও কি আর শোধরায়? ওর হৃদয়টি সমুদয় অসার। পাপ ঘুনে জরজর কোরেছে, এখন চেঁছে ছুলে ওতে কি আর কিছু বস্তু পাওয়া যায়? আর দুষ্ট লোক হন্যে কুকুর, যত দিন বাঁচ্বে, তত দিন ও নিজেও ঘায়ের জ্বালায় ছুট ছুটি করে বেড়াবে, আর দেশের লোককে কাম্ড়ে মার্বে। এমন লোকের মৃত্যু প্রার্থনীয়।

ষাঁড়ে। আমার এক্‌টি কথা।

মতি। চুপ্ চুপ্! শোন শোন। ষাঁড়েশ্বর বাবু কি বোল্‌তে চাচ্ছেন।

ষাঁড়ে। আমি তো কখনও কারও ভাল করি নি। এই জন্যে ভয়, অবিশ্বেস আর মনের অসুখ এতেই আমার চির কাল গিয়েছে। যা হোক, আমি এই সময়ে যত্‌দূর পারি লোকের ভাল করি। (শৈলবাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে মেয়ে মানুষ্‌টি, ও দারোগার কাছে যায় নি। আমি অনেক টাকা কড়ি দিতে চাই, তাতেও রাজি হয় নি, তার পর এক জন ঐ বাড়ীর দাসী ছিল তার দ্বারা ঐ ছেলে আনিয়ে তাকে এক ডুলিতে চড়িয়ে নিয়ে গে এজহার দেয়াই। এই গেল ওর কথা। আর জমিদার বাবু! আপনার যে তালুক এই গত লাটে নিলেম হয়ে গেছে, সে আমিই খাজনার টাকা দাখিল না কোরে নিলেম কোরিয়ে বিনামী ডেকে নিইচি! তার কাগজপত্র আমার হাত বাক্‌সতে আছে।

অমব। আহা! দাদা! এই যে তোমার সম্বুদ্ধি উদয হয়েছে। এই বেলা জগদীশ্ববেব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কব। আহা! তুমি কেন আত্মঘাতী হলে! আমি একটু অবকাশ পেলে তোমাকে অনাযাসে সুপথে আন্‌তে পার্ত্তেম।

জমি। বটে? এমন সমাচাব? কি ভযানক লোক!

অমব। দাদা! আপনি আমাব পবিবাবেব প্রতিমূর্ত্তিখানি কোথায় পেযেছিলেন?

ষাঁড়ে। সে কথা এমনি যে এখন বোল্‌তেও লজ্জা হয।

অমব। তা যথার্থ। সৎকর্ম্ম কবা অপেক্ষা বলা সহজ, আব কুকর্ম্ম বলা অপেক্ষা কবা সহজ। তবে আপনি বোল্‌তে পাবেন না? তবে থাক্, আপনি সেই পবম পিতাকে স্মবণ করুন।

ষাঁড়ে। আমি তোমাকে মাব্‌বাব জন্যে সেই রাত্রে তিনজনা লোক রাখি। একজন ইষ্টেসনে আব দুজন পথে। তা তোমাকে কেউই চিন্‌তে পারে নি। কিন্তু তুমি ইষ্টেসনে মতি দত্তেব সঙ্গে কথা কোয়ে গাড়ীতে উঠ্‌তে যাও, সেই সমযে তাইতেই তোমাকে চিনেছিল। কিন্তু মাব্‌বাব ফোবশত পেলে না ঐ মতি দত্তেব জন্যে। তায পরে এদিকে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে, তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ্‌তে ঐ ছবি পোড়ে গেল। তাই এনেছিল। (মৃত্যু)

অমব। বস্‌!—আব নেই!—সকলি নিস্তব্ধ!—আহা, যে চক্ষু এই গত মুহূর্ত্ত ছিদ্রানুসন্ধানে রাধাচক্রের ন্যায ঘুর্চ্ছিল, এখন একেবারে স্থির! যে জিহ্বা প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র অপ্রিয শব্দ উচ্চারণে সকলকে জ্বালাতন কোচ্ছিল, এখন একেবাবে নিস্পন্দ! হায হায়! কি ভ্রান্তি! কি প্রলোভ! কি দুরাশা! প্রয়োজনাতীত আশাই সকল অনর্থের মূল!

মানব সন্তান, জীবের প্রধান,
এই মনে অহঙ্কার।
কিন্তু হিতাহিত, বিচারে প্রকৃত,
দেখি বিপরীত তার ॥

অন্য জীব জানে নিজ নিজ প্রয়োজন।
তাহাই পাইলে তুষ্ট আর নাহি চায় ॥

কিন্তু নর যত, যত পায় তত,
অধিক বাড়য় আশা।
সন্নিপাত দায়, যত জল খায়,
ততই বাড়ে পিপাসা ॥

অতেব্ যাহাতে নর চাহে নিবারিতে
আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে তার আরও বৃদ্ধি হয় ॥

যত প্রয়োজন, সব আহরণ,
অবাদে সবার্ই হয়।
যে দ্রব্যের তরে, দ্বেষ হিংসা করে,
তাহা প্রয়োজন নয় ॥

পরস্পর এইরূপে নর যত মরে
স্বজাতি বিরোধে, এত অন্য জীব নহে ॥

এই নরাধমে, অগ্রজ সম্ভ্রমে,
পূজিতাম শিরোপরে।
যত কিছু ধন, করি উপার্জ্জন,
দিতাম ইহার করে ॥

কিছুতে সন্তোষ নাহি হল তার মন।
আমাকে মারিতে শেষে সবংশে নিধন !!!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

Printed at the New Bengal Press, 148, Manicktolah Street, Calcutta —1873
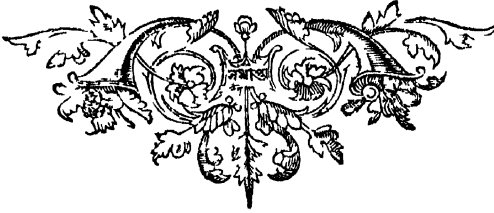
পাঠ পরিবর্ত্তন।

৯৫ পৃষ্ঠায় "চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।" স্থলে "তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।" পাঠ করিতে হইবে।

২০৩ পৃষ্ঠায় "পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।" স্থলে "পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।" পাঠ করিতে হইবে।